# ইমাম শাফে'য়ী (র.)-এর কবিতার বিষয় ও প্রকরণ বিশ্লেষণ

**(Analysis of the Content and Form of Imam Shafi`i's poetry.)**

(আরবী বিষয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত)

## অভিসন্দর্ভ

**তত্ত্বাবধায়ক**

অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

**গবেষক**

মোঃ আব্দুল কাদির
রেজি. নং ৫/২০১৮-২০১৯
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আগস্ট, ২০২৩ খ্রি.
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

*Dhaka University Institutional Repository*

"শুরু করি আল্লাহর নামে, কর্ম যেন সফল হয়,
তিনি যেমন অসীম দয়ালু, তেমন পরম করুণাময়।"

"In the Name of Allah, the Most Gracious,the Most Merciful."

*Dhaka University Institutional Repository*

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর কবিতার বিষয় ও প্রকরণ বিশ্লেষণ** (Analysis of the Content and Form of Imam Shafi`i's poetry.) শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

**(মোঃ আব্দুল কাদির)**
এম. ফিল গবেষক
রেজি. নং ও শিক্ষাবর্ষ: ৫/২০১৮-২০১৯
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক জনাব মোঃ আব্দুল কাদির (রেজি. নং ৫/২০১৮-২০১৯) কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত **ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর কবিতার বিষয় ও প্রকরণ বিশ্লেষণ** (Analysis of the Content and Form of Imam Shafi`i's poetry.) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতঃপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষায় এ শিরোনামে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা সন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

**(অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী)**
তত্ত্বাবধায়ক
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

*Dhaka University Institutional Repository*

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। তাঁর অশেষ কৃপায় আমি **"ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) -এর কবিতার বিষয় ও প্রকরণ বিশ্লেষণ"** শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি, এ জন্য মহান রবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি- আলহামদু লিল্লাহ। সালাত ও সালাম পেশ করছি জিন ও ইনছানের সরদার হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)–এর প্রতি, যিনি বলেছিলেন," যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।" ( মুসনাদে আহমদ)

অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট অনুষদ ও আরবী বিভাগ এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনের সুযোগ ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আলোচ্য এম. ফিল গবেষণা কর্মটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক্ব অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারকে। যিনি আমাকে সুপরামর্শ, উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদানসহ গবেষণা পদ্ধতির শিক্ষণ এবং রচনায় প্রয়োজনীয় সংশোধন, যোজন-বিয়োজন ও পরিমার্জন করতঃআমার গবেষণা কর্মটিকে তথ্যসমৃদ্ধ ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক সহযোগিত করেছেন। স্যারের এ মহানুভবতার জন্য আমি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর অব্যাহত সুস্থতার সহিত দীর্ঘায়ূ কামনা করছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করছি আরবী বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক স্যারকে, যিনি তাঁর আলোচনায় আমার এ গবেষণা শিরোনামটি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা আমাকে উপলব্ধেয় করে তুলেছেন। আরো স্মরণ করছি অধ্যাপক ড. আব্দুল কাদির স্যারকে, যিনি আমার এ গবেষণা কাজে অনেক মূল্যবান পুস্তক দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি বিনয়ের সাথে স্মরণ করছি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম স্যারকে যিনি আমার এ গবেষণার শিরোনাম ইংরেজীকরণের বেলায় সহযোগিতা করেছেন। ।

আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করছি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. আহমদ হাসান চৌধুরী (শাহান), সহকারী অধ্যাপক কামরুজ্জামান শামীমকে, যাঁরা এ কাজে আমাকে অকৃপণভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি স্বকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি আরবী বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহোদয়গণকে, যাঁরা আমাকে এ গবেষণা কাজে নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন এবং সহযোগিতা করেছেন।

বিশেষ করে অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মারুফ, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউছুফ, অধ্যাপক ড. কুতুবুল ইসলাম নোমানী ,অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, ড. নূরে আলম, ড. রফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্য সকল শিক্ষকের হায়াতে ত্বাইয়্যেবাহ কামনা করছি। অফিস সহকারী জনাব জাহিদুর রহমান ও কর্মকর্তা জনাব হুমায়ুন আহমদ বিভিন্ন সময়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, এ জন্য তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমি অত্যন্ত ভক্তির সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, গাছবাড়ী জামিউল উলূম কামিল মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ হাফিজ মাওলানা আব্দুর রহিম ও শাইখুল হাদীস ড. মাওলানা ইব্রাহীম আলীকে, যাঁদের ভালোবাসা ও প্রেরণা আমাকে গবেষণা কর্মে আকৃষ্ট করে। এ গবেষণা কর্মে ঝিংগাবাড়ী ফাযিল ডিগ্রি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাও. হাফিজুর রহমান সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনা মূলক কথার জন্য জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। পরগনাহী দৌলতপুর সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হযরত মাওলানা হাফিজ লুৎফুর রহমান সাহেবের সহযোগিতার কথা স্মরণ করছি। যিনি ২০২০ সালে রমযান মাসে দুনিয়া থেকে চির বিদায় হন, আমি তাঁর মাগফিরাত কামনা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

আমি স্মরণ করছি আমার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী মাও.আনিছুর রাহমান, মাও. জকির হুসাইন, মাও.আশরাফুজ্জামান, হা. মাও. মামুনুর রশীদ মাদানী, মাও. এহসানুল হক ও আমার সহপাঠী মাও. মাছরুর আহমদ কে। যাদের পরামর্শ ও প্রেষণা আমার এ গবেষণা ত্বরান্বিত করেছে।

তাছাড়া যে সকল লেখক তাদের গ্রন্থগুলো অনলাইনে পাঠ করার অবাধ ফ্রি সুযোগ করে দিয়েছেন, জীবিতদের জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ ও পরলোকগতদের জন্য মাগফিরাত কামনা রইল। বিশেষ করে সৌদি আরব উম্মুলক্বোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে দায়িত্বরত কর্মকর্তা আমাকে আমার এ বিষয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ থেকে ফটোকপি করে দিয়ে যে সহযোগিতা করেছেন, তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার জীবনের ছায়া প্রাণপ্রিয় পিতা হাফিজ মৌলভী মাহমুদ মিয়া (হাফেজ্জী) রহ. কে যাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ও স্নেহ আমার লেখা-পড়ার জীবনকে শাণিত করে। আল্লাহ পাক মরহুম আব্বাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন এবং মাতা আয়েশা বেগমের অশ্রুসিক্ত দোয়া আমাকে এ পর্যায় উপনীত করতে দৃঢ়ভাবে সাহায্য করেছে। কলিজার টুকরা মায়ের সুস্থতার সহিত হায়াত বৃদ্ধির জন্য দোয়া কামনা করছি। আরো কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধাভাজন দাদা ওলিয়ে কামিল হযরত মাও. হরমুযুল্লাহ (র.) ও দাদী হাফিজা হালিমাকে, যাদের দোয়া, উপদেশ, শাসন আমার জীবনের পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। স্মরণ করছি আমার ছোট ভাই হাফিজ মাও. আব্দুল গাণিকে, যে বিভিন্ন সময় আমার এ গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছে । আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার সহধর্মিণী ফারজানা বেগম ফারুক্বীকে যার অবারিত সহযোগিতা ও গবেষণাকর্ম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রেষণা আামার কাজকে গতিশীল ও ত্বরান্বিত করেছে। পাশাপাশি গবেষনাকালীন সময় ব্যস্ততার কারণে পিতৃ আদর ও স্নেহ বঞ্চিত সন্তান নাবিহা, মুস'আব, মু'তাব ও মুসায়্যিবের প্রতি রইল অসংখ্য ভালোবাসা। তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মহান রবের কাছে দোয়া কামনা করি।

এ ছাড়াও যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমার গবেষণা কর্মে উৎসাহ যুগিয়েছেন বিশেষ ভাবে আমার সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী, আমার আপন ভাই-বোন, শাশুড়ী, পত্নী-ভ্রাতা ও ভায়রা সহ সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর জন্য জানাই-জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাচ্ছি হযরত মাও. আব্দুর রহিম সাহেবকে, যিনি তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার থিসিসের মুদ্রণ কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁর হায়াতে বরকত দান করুন। সর্বোপরি মহান আল্লাহর তাওফিক ছাড়া এ গবেষণার কাজ কোন ভাবেই সম্পন্ন করা সম্ভব হতোনা, তাই মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি- আলহামদুলিল্লাহি বিনি'মাতিহী তাতিম্মুস সালিহাত।

আগস্ট, ২০২৩ খ্রি.

**বিনীত**

**(মোঃ আব্দুল কাদির)**
এম. ফিল গবেষক
রেজি. নং ও শিক্ষাবর্ষ: ৫/২০১৮-২০১৯
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

*Dhaka University Institutional Repository*

# প্রতিবর্ণায়ন

(আরবী বর্ণ ও হরকতসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত)

| আরবী বর্ণ | বাংলা প্রতি বর্ণায়ন | আরবী বর্ণ | বাংলা প্রতি বর্ণায়ন |
|---|---|---|---|
| آ | আ’ | غ | গ |
| ا | আ | ف | উ |
| ب | ঊ | ق | ক্ব |
| ت | ত | ك | ক |
| ث | ছ/স | ل | ঔ |
| ج | জ | م | এ |
| ح | ঘ | ن | ই |
| خ | খ | و | ওয়া/ব |
| د | দ | ه | ঘ |
| ذ | জ/য | ء | আ’ |
| ر | ও | ى | ইয়া |
| ز | ঐ | أ و | উ |
| س | গ | اِى | ঈ/ি/ী |
| ش | ক | اَو | আও |
| ص | স/ছ | اى | আয় |
| ض | দ্ব/দ | وى | খী |
| ط | ত্ব | يى | ছী |
| ظ | য/জ | اِ | ই/ি |
| ع | ‘ আ/ ’ | أُ | উ/ু |
| عو | ঊ | اَ | আ/া |

*Dhaka University Institutional Repository*

# শব্দ সংকেত

| সংক্ষিপ্ত রূপ | কোলন | পূর্ণ রূপ |
|---|---|---|
| অনু. | : | অনুবাদক |
| অনূ. | : | অনূদিত |
| আ. | : | আলাইহিস সালাম |
| খ্রি. | : | খ্রিস্টাব্দ |
| জ. | : | জন্ম |
| ড. | : | ডক্টর |
| তা. বি. | : | তারিখ বিহীন |
| দ্র. | : | দ্রষ্টব্য |
| পূ. | : | পূর্বাব্দ |
| প্র. | : | প্রকাশ |
| পৃ. | : | পৃষ্ঠা |
| প্রা. | : | প্রাইভেট |
| মু. | : | মুহাম্মদ |
| মো. | : | মোহাম্মদ |
| মৃ. | : | মৃত/মৃত্যু |
| র./ (রহ.) | : | রহমাতুল্লাহি আলাইহি |
| রা. | : | রাদ্বিআল্লাহু‘ আনহু |
| সম্পা. | : | সম্পাদিত বা সম্পাদনা |
| সং. | : | সংস্করণ |
| সা. (ﷺ) | : | সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম |
| হি. | : | হিজরি |
| তু | : | তুলনীয় |
| ≠ | : | বিপরীত শব্দ |

## সারসংক্ষেপ (Abstract)

ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস আশ-শাফে'য়ী (র.) বিশ্বের প্রসিদ্ধ ফিক্হী চার মাজহাবের অন্যতম ''শাফে'য়ী মাজহাবের'' রূপকার। তিনি ছিলেন বিস্ময়কর মেধা ও বিচিত্র্যধর্মী প্রতিভার অধিকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে ছিলেন ক্বোরআনের হাফিজ, আলিম, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, মুজ্তাহিদ, ফক্বীহ, ইমাম, ইতিহাসবিদ, বক্তা, তার্কিক, কুলজিশাস্ত্রবিদ, নাহুবিদ, অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ, ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও স্বভাব কবি।

রাসূল (স.) -এর বংশভূত ইমাম শাফে'য়ী (র.) ফিলিস্তিনের গাযা শহরে ১৫০ হিজরী মোতাবেক ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরী মোতাবেক ৮২০ খ্রিস্টাব্দে মিশরে ইন্তেকাল করেন। তিনি মক্কা, মদীনা, বাগদাদ, ইয়ামেন ও মিশর প্রভৃতি জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রগুলো থেকে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ইমামগণের কাছ থেকে ক্বোরআন, হাদীস, তাফ্সীর ও ফিক্হশাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। আরবের শ্রেষ্ঠ ভাষাভাষি ইয়ামেনের হুযাইল গোত্রের কবিদের কাছে তিনি দীর্ঘ ১৭ বছর অবস্থান করেন। হুযাইল গোত্রের সেরা কবিদের দশ হাজার পঙক্তি মুখস্থ করেন এবং কবিতার ই'রাব, অর্থ, তাৎপর্য, রহস্য ও মর্মার্থ উদঘাটন করে ভাষা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

ইমাম শাফে'য়ী (র.) বিশ্ববিখ্যাত ইমাম ও মুজতাহিদ হওয়া সত্ত্বেও একজন শ্রেষ্ঠ কবি। আব্দুর রহমান মুস্তাবী সংকলিত ''দীওয়ানুল ইমামিশ শাফে'য়ী'' (ইমাম শাফে'য়ীর কাব্য সংকলন) তাঁর কাব্য প্রতিভার অনন্য দলীল। তাঁর এমন সৃজনশীল কাব্য প্রতিভা ছিল যে, ধারণা করা হয় তিনি যদি কুরআন-হাদিস চর্চা না করে কাব্য সাধনা করতেন, তাহলে আব্বাসী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি হতেন। কেননা তাঁর কবিতার সুন্দর চিত্রকল্প, শব্দচয়ন, রচনাশৈলী, কাব্যের সুরধ্বনি, বাক্যবিন্যাস, অভিনব উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ছন্দ, অন্ত্যমিল, বাহারের ব্যবহার, অর্থালঙ্কার, বর্ণনালঙ্কার, বাক্যালঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ের যথার্থ প্রয়োগ কবিতাকে কাব্যের মানদন্ডে উত্তীর্ণ এবং শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত করেছে। তাঁর কাব্যে চমৎকার গ্রন্থনা, সংগতিপূর্ণ বর্ণনা, অপূর্ব ব্যঞ্জনাভঙ্গি, সুরের অনুপম মূর্ছনা, সূক্ষ্মভাব ও গীতিময়তা প্রভৃতি তাকে শ্রেষ্ঠকবির আসনে সমাসীন করেছে।

ইমাম শাফে'য়ীর কবিতার বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যময়। তবে ধর্মীয়মূল্যবোধ সমৃদ্ধ কবিতা সর্বাধিক। প্রধানত যে সব বিষয় তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে, তাহলো নৈতিক চরিত্র, জ্ঞান অর্জনের মাহাত্ম, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ততা, দার্শনিক ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য এবং বর্ণনামূলক কবিতা। অল্প পরিসরে আছে প্রশংসামূলক, সদুপদেশ, প্রার্থনা, শোকগাঁথা, তিরস্কার, দেশপ্রেম ও নিন্দামূলক কবিতা। কাব্য সংকলকগণ তাঁর কবিতাসমগ্রকে বিষয়বস্তু ও প্রকরণের দৃষ্টিতে ১২ প্রকারে বিভক্ত করেছেন। একজন প্রাজ্ঞ আলিম হওয়ায় তাঁর সকল কবিতা ইসলামী ধাঁচে রচিত। তাঁর অধিকাংশ কবিতায় কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের ভাব ও ছাপ বিদ্যমান। তাই রাসূল (স.) -এর সভাকবি হাস্সান বিন সাবিত (রা.) -এর কবিতার সাথে ইমাম শাফে'য়ীর কবিতা তুলনীয়।

"ইমাম শাফে'য়ী (র.)-এর কবিতার বিষয় ও প্রকরণ বিশ্লেষণ" শিরোনামে অত্র গবেষণা কর্ম উল্লিখিত বিষয়ে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা নিয়ে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। এ গবেষণা কর্মটি ৫টি অধ্যায় ও ৩৮টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। এতে ইমাম শাফে'য়ীর সংক্ষিপ্ত জীবন-কর্ম, তাঁর সাহিত্য-সাধনা, কবিতায় ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা, কবিতার বিষয়বস্তু ও প্রকরণ, কবিতার বৈশিষ্ট্য ও শিল্পরূপ সন্নিবেশিত হয়েছে।

সর্বোপরি ইমাম শাফে'য়ী (র.) আরবী সাহিত্যাকাশে একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ও ঋদ্ধ কবি। তাঁর অনুপম সাহিত্য ও আকর কাব্য অমর হয়ে থাকবে যুগ যুগ ধরে। তাই এ দেশের মুসলিম সমাজ, আরবী শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক, কবি ও সাহিত্যিক মহলকে ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যসম্ভার সম্পর্কে অবহিত করণই -এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। আরবী সাহিত্যমোদী ও গবেষকদেরকে এ গবেষণা কর্ম অনুপ্রাণিত করবে এবং এ বিষয়ে আরো উচ্চতর ও ব্যাপক গবেষণা করার পাথেয় হবে বলে আমি প্রত্যাশা রাখি।

# ভূমিকা

আরবী হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী, যুগোত্তীর্ণ, সমৃদ্ধ ও জীবন্ত একটি ভাষা। শব্দসম্ভার, স্বরচিহ্নের ব্যবহার, অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ ইত্যাদি অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে আরবী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষা। আর সাহিত্য হচ্ছে একটি জাতির দর্পনস্বরূপ। তাই আরবী ভাষার সাহিত্য ভান্ডার থেকে আমরা অতি সহজেই যুগভিত্তিক একটা চিত্র অঙ্কন করতে পারি। প্রাক ইসলামী যুগে আরবী সাহিত্য বিশেষ করে কাব্য সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তৎকালীন কবিদের কাব্যে শব্দ চয়ন ও ভাবের বৈচিত্র্য আরবী ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করে তুলে। পবিত্র আল কুরআন নাযিলের মধ্য দিয়ে ইসলাম পূর্ব সকল আরবী কাব্য ম্লান হয়ে যায়। কবিরা হয়ে যায় নিস্প্রভ। ইসলামের সূচনালগ্নে আরবী ইসলামী কাব্য সাহিত্য সমৃদ্ধ করণে যাদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল তাঁরা হলেন হযরত হাসান বিন সাবিত (রা.), আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.), কা'ব বিন মালিক (রা.), 'আলী ইবনে আবি ত্বালিব (রা.), লবীদ ইবনে রাবী'য়া (রা.) প্রমূখ। এভাবে উমাইয়্যা ও আব্বাসী যুগে ইসলামী ভাবধারার কাব্য সাহিত্য বিকশিত হয়।

আব্বাসী যুগে পূর্ণ ইসলামী ভাবধারায় যারা কবিতা রচনা করেন কবি ইমাম শাফে'য়ী (র.) তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইমাম শাফে'য়ী (র.) ছিলেন বৈচিত্র্যধর্মী প্রতিভার অধিকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসাধারণ কোন না কোন ভাবে ইসলামী ব্যবহার শাস্ত্র তথা ফিকহের রচয়িতা চারজন মনীষীর অনুসারী। ইমাম শাফে'য়ী (র.) হলেন চতুষ্টয় মাযহাবের অন্যতম এবং শাফে'য়ী মাযহাবের (মতবাদের) প্রতিষ্ঠাতা। বাল্যকাল থেকেই তিনি ইসলামী পরিবেশে লালিত পালিত হন। তিনি নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলী বিষয়সহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়-কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্ সম্পর্কে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর বিরল প্রতিভা ইসলামের জন্য উৎসর্গ করেন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম মনীষী ছিলেন তিনি।

এ মহান পন্ডিতের বর্ণাঢ্য জীবনে বিভিন্ন রচনাবলী, কবিতা, বাণী, উপদেশবলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে উপলব্ধি করা যায় যে, তার জ্ঞানের গভীরতা কতটুকু। এ জন্য আবূ উবাইদ বলেন আমি শাফে'য়ী (র.) -এর মত এত অধিক বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোক দেখিনি। তিনি ছিলেন সর্ব বিষয় একজন পরিপূর্ণ মানুষ। ইমাম শাফে'য়ী (র.) স্বীয় প্রতিভা দিয়ে আরবী কাব্য জগতে বিশাল স্থান দখল করে আছেন। এর জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁর দীওয়ান বা কাব্যসংকলন। এতে পরিপূর্ণ ক্বোরআন - সুন্নাহর ভাবধারায় কবিতা রচিত হয়েছে ।

এক কথায় কবি মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস আশ- শাফে'য়ী দীওয়ানে সংকলিত কবিতা সমগ্র, আলোচ্য বিষয়, কবিতার শৈল্পিকরূপ ইত্যাদি তাঁর রচনাবলী অতুলনীয় ও অসাধারণ। আর এ অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার কারণে আরব বিশ্বের বিভিন্ন মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কবিতা পাঠ্যভুক্ত করা হয় এবং গবেষণা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে তাঁর কিছু কবিতা মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে আলিম শ্রেণিতে এবং কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যভুক্ত করা হলেও তাঁর অনন্য সৃষ্টি কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আমার জানামতে কোন

গবেষণা করা হয় নি। তাই বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক ও সাহিত্যিক মহলকে ইমাম শাফি'য়ী (রহ.) -এর কাব্যজগত সম্পর্কে অবহিত করণই এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। অধিকন্তু এ গবেষণা কর্মটি পরবর্তী গবেষকদের গবেষণার পাথেয় হবে বলে প্রত্যাশা রাখি। এ সকল দিক বিবেচনায় আমি , **" ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর কবিতার বিষয় ও প্রকরণ বিশ্লেষণ "** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে আগ্রহী হই। উপর্যুক্ত শিরোনামে ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর কাব্য প্রতিভা ও তাঁর কাব্যের একটি নিখুঁত পর্যালোচনা উপস্থাপিত হবে বলে আশা রাখি। এ অভিসন্দর্ভটি ৫ টি অধ্যায় বিভক্ত করা হয়ছে।

**প্রথম অধ্যায় :** ইমাম শাফে'য়ী (র.) - এর জীবন ধারা ও কর্ম। এ অধ্যায় ৬ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে রয়েছে তাঁর নাম ও বংশ তালিকা, জন্ম ও শৈশব কাল, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে তাঁর জ্ঞান অর্জন, শিক্ষক বৃন্দ, শিষ্যবৃন্দ, মাযহাব প্রতিষ্ঠা, তাঁর নীতি-দর্শন, তৃতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে তাঁর শিক্ষা দান ও জ্ঞানের মজলিস ,চতুর্থ অনুচ্ছেদে ইমাম শাফে'য়ীর মাযহাব, পঞ্চম অনুচ্ছেদে তাঁর অনন্য রচনাবলী, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে তাঁর মৃত্যু ও শোকগাঁতা কবিতা আলোচিত হয়েছে।

**দ্বিতীয় অধ্যায় :** ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর সাহিত্য-সাধনা। এ অধ্যায়ে ৮ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে । প্রথম অনুচ্ছেদে তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান, তৃতীয় অনুচ্ছেদে বক্তৃতা ও ভাষাশাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য, চতুর্থ অনুচ্ছেদে তিনি ছিলেন ইতিহাসবেত্তা, জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসক, পঞ্চম অনুচ্ছেদে তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথন ও প্রবাদ সাহিত্য, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে ইমাম শাফে'য়ীকে কবি হিসেবে মূল্যায়ন, সপ্তম অনুচ্ছেদে তাঁর কাব্যচর্চা ও কাব্যপ্রতিভা বর্ণিত হয়েছে। অষ্টম অনুচ্ছেদে রয়েছে আব্বাসী যুগের কবিগণ ও কাব্যিক বৈশিষ্ট্য ।

**তৃতীয় অধ্যায় :** ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর কবিতায় ধর্ম-চিন্তা। এ অধ্যায়ে ৭ টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়ে। প্রথম অনুচ্ছেদ আল্লাহর মহত্ত্ব,বড়ত্ব ও শক্তিমত্তার পরিচয় সম্পর্কিত কবিতা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ তাক্বওয়া, ধৈর্য ও ক্ষমা বিষয়ক কবিতা, তৃতীয় অনুচ্ছেদ জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব তাৎপয সম্পর্কিত কবিতা, চতুর্থ অনুচ্ছেদ জীবন,মৃত্যু,কবর, পরকাল বিষয়ক কবিতা,পঞ্চম অনুচ্ছেদ দুনিয়ার হাক্বীকত ও স্বরূপ, ধন-সম্পদ সম্পর্কিত কবিতা, ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ আল্লাহর মহব্বত, তাঁর আনুগত্য ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ বিষয়ক কবিতা, সপ্তম অনুচ্ছেদ প্রকৃত বুদ্ধিমান ও সৎকর্ম,সময়ের সদ্ব্যবহার,অল্পেতুষ্টির মাহাত্ম সম্পর্কিত বিষয় কবিতা রয়েছে।

**চতুর্থ অধ্যায়:** ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) -এর কবিতার প্রকরণ। এ অধ্যায়ে ১২ টি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদে ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) -এর কবিতার আলোচ্য বিষয়, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত কবিতা, তৃতীয় অনুচ্ছেদে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম, বিদ্যা চর্চার গুরুত্ব বিষয়ক কবিতা, চতুর্থ অনুচ্ছেদে যুহদিয়াত (পার্থিব অনাসক্তত) ও সূফীবাদ (আধ্যাত্মিকতা) সম্পর্কিত কবিতা, পঞ্চম অনুচ্ছেদে উপদেশ ও নসীহত মূলক কবিতা, ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে প্রার্থনা ও মিনতি বিষয়ক কবিতা, সপ্তম অনুচ্ছেদে দর্শন ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য, অষ্টম অনুচ্ছেদে

প্রশংসা মূলক কবিতা, নবম অনুচ্ছেদে বর্ণনামূলক কবিতা, দশম অনুচ্ছেদে শোকগাঁথা কবিতা, একাদশ অনুচ্ছেদে তিরস্কার ও নিন্দামূলক কবিতা, দ্বাদশ অনুচ্ছেদ প্রণয়গীতি ও দেশপ্রেমমূলক কবিতা রয়েছে।

**পঞ্চম অধ্যায়ঃ** ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) -এর কবিতার শিল্পরূপ। এ অধ্যায়ে ৫ টি অনুচ্ছেদ বিদ্যমান। প্রথম অনুচ্ছেদে ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে সুরধ্বনি, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে বর্ণনালঙ্কার ('ইলমুল বায়ান), তৃতীয় অনুচ্ছেদে ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে বাক্যালঙ্কার ('ইলমুল বাদী'), চতুর্থ অনুচ্ছেদে ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যশৈলী, পঞ্চম অনুচ্ছেদে ইমাম শাফে'য়ীর কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলী আলোচিত হয়েছে। অধ্যায় সমূহের শেষে উপসংহার, পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজন করা হয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভটি বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত যথাসম্ভব মূল গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে যথাস্থানে তথ্যসূত্র পাদটীকায় লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের অনুপস্থিতিতে দ্বৈতীয়িক সূত্র থেকে তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।

আমার অত্র গবেষণা কর্মে ইমাম শাফে'য়ীর রচিত যে সকল কবিতা ও বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে, তা এ গবেষণাকর্মে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর কাব্যে রয়েছে আরো অনেক ব্যপকতা ও বিস্তীর্ণতা। আমার সীমিত জ্ঞান ও দুর্বল লিখনীশক্তি দ্বারা যতদূর সম্ভব তা ফুটিয়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টাকরেছি। গবেষণাকর্মটি আরবী কাব্যপ্রেমিক ও সাহিত্যমোদীদের জ্ঞানের খোরাক হোক, মহান রবের দরবারে এ কামন করি।

**গবেষক**

# সূচীপত্র


পৃষ্ঠা

**ভূমিকা ---------- ০১-০৩**

**প্রথম অধ্যায়: ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর জীবনধারা ও কর্ম ----- ০৬-২৬**

প্রথম অনুচ্ছেদ: জন্ম ও শৈশব কাল ---------- --- ০৭

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: জ্ঞানার্জন ও শিক্ষকবৃন্দ---------- ০৯

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: শিক্ষাদান ও জ্ঞানের মজলিস---------- ১৪

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: ইমাম শাফে'য়ীর ফিক্হী মাযহাব ---------- ১৬

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: তাঁর অনন্য রচনাবলী---------- ২০

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: মৃত্যু ও শোকগাঁথা কবিতা---------- ২৪

**দ্বিতীয় অধ্যায় : ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর সাহিত্য-সাধনা------- ২৭-৬৪**

প্রথম অনুচ্ছেদ: তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা---------- ২৮

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ফিক্হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান---------- ৩১

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: বক্তৃতা ও ভাষাশাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য---------- ৩২

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: তিনি ছিলেন ইতিহাসবেত্তা,জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসক---------- ৩৮

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথন ও প্রবাদ সাহিত্য---------- ৪১

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: ইমাম শাফে'য়ীকে কবি হিসেবে মূল্যায়ন---------- ৪৯

সপ্তম অনুচ্ছেদ: তাঁর কাব্যচর্চা ও কাব্যপ্রতিভা---------- ৫২

অষ্টম অনুচ্ছেদ: আব্বাসী যুগের কবিগণ ও কাব্যিক বৈশিষ্ট্য---------- ---- ৫৮

**তৃতীয় অধ্যায় : ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর কবিতায় ধর্ম-চিন্তা ----- ৬৫-৯৫**

প্রথম অনুচ্ছেদ: আল্লাহর মহত্ত্ব,বড়ত্ব ও শক্তিমত্তার পরিচয় সম্পর্কিত কবিতা----- ৬৬

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: তাক্বওয়া, ধৈর্য ও ক্ষমা বিষয়ক কবিতা---------- ৬৯

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কিত কবিতা ---------- ৭৫

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: জীবন–মৃত্যু, কবর ও পরকাল বিষয়ক কবিতা---------- ৭৮

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: দুনিয়ার হাক্বীকত ও ধন-সম্পদ সম্পর্কিত কবিতা ---------- ৮১

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: আল্লাহর মহব্বত , তাঁর আনুগত্য ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ বিষয়ক কবিতা--- ৮৪

সপ্তম অনুচ্ছেদ: প্রকৃত বুদ্ধিমান,সময়ের সদ্ব্যবহার ও অল্পেতুষ্টির মাহাত্ম সম্পর্কিত কবিতা-- ৮৮

**চতুর্থ অধ্যায়: ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) -এর কবিতার প্রকরণ ----- ৯৬-১৫৩**

প্রথম অনুচ্ছেদ: ইমাম শাফেয়ীর কবিতার আলোচ্য বিষয়---------- ৯৭

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত কবিতা---------- ৯৯

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম বিষয়ক কবিতা ---------- ১০৮

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: যুহদিয়াত (পার্থিব অনাসক্ততা) ও সূফীবাদ (আধ্যাত্মিকতা) --------- ১১৪

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: উপদেশ ও নসীহতমূলক কবিতা---------- ১২১

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ : প্রার্থনা ও মিনতিবিষয়ক কবিতা---------- - ১২৬

সপ্তম অনুচ্ছেদ: দর্শন ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য---------- ১২৯

অষ্টম অনুচেছদ: প্রশংসামূলক কবিতা---------- ১৩৪
নবম অনুচ্ছেদ: বর্ণনামূলক কবিতা---------- ১৩৬
দশম অনুচ্ছেদ: শোকগাঁথা বিষয়ক কবিতা---------- ১৪১
একাদশ অনুচ্ছেদ: তিরস্কার ও নিন্দামূলক কবিতা---------- - ১৪৪
দ্বাদশ অনুচ্ছেদ: প্রণয়গীতি ও দেশপ্রেমমূলক কবিতা---------- ১৪৮
**পঞ্চম অধ্যায়: ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) -এর কবিতার শিল্পরূপ-- ১৫৪-২০২**
প্রথম অনুচ্ছেদ: ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে সুরধ্বনি---------- ১৫৫
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে বর্ণনালঙ্কার---------- ১৭৫
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ইমাম শাফে'য়ীর কবিতায় বাক্যালঙ্কার---------- ১৮৫
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যশৈলী ---------- ১৯৫
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: ইমাম শাফে'য়ীর কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলী ---------- ১৯৯
**উপসংহার ---------- ২০৩**
**পরিশিষ্ট-১: ইমাম শাফে'য়ীর জন্য মাগফিরাত কামনা---------- ২০৬**
**পরিশিষ্ট-২: ইমাম শাফে'য়ীর দেশ ভ্রমণের ভূচিত্র---------- ২০৭**
**পরিশিষ্ট-৩: ইমাম শাফে'য়ীর দীওয়ান গ্রন্থের নমুনা চিত্র---------- ২০৮**
**পরিশিষ্ট-৪: ইমাম শাফে'য়ীর মাজারের চিত্র---------- ২১৩**
**গ্রন্থপঞ্জী---------- ২১৫**

# প্রথম অধ্যায়

## ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর জীবনধারা ও কর্ম
## (৭৭৬ - ৮২০ খ্রি.)

# প্রথম অনুচ্ছেদঃ জন্ম ও শৈশব কাল

ইমাম শাফে'য়ী (র.) মুসলিম উম্মাহর জন্য রবির মত উজ্জ্বল আলো নিয়ে ধরায় আগমণ করেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের জন্য এক বিশেষ নি'য়ামত। তিনি বংশ পরম্পরায় রাসূল (স.)- এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। ফিকহ শাস্ত্রে ''কিতাবুল উম্ম'' তাঁর অনবদ্য রচনা। উসূলুল ফিক্হ শাস্ত্রের তিনি উদ্ভাবক। জন্মের পূর্বে পিতৃহারা হলেও, মায়ের তত্ত্বাবধানে তিনি যুগ শ্রেষ্ঠ আলিমে পরিণত হন। মাতৃগর্ভে থাকাকলীন মা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার বাস্তব প্রতিফলন তিনি। জীবন চলার পথে বিপদ- মুসীবত ও দুঃখ্য-কষ্টে সবরই ছিল তার নিত্যসঙ্গী। তিনি ছিলেন দুর্গম সত্য পথের এক অবিচল অভিযাত্রী। সর্বোপরি তিনি ছিলেন প্রতিভাবান এক ব্যক্তিত্ব। নিম্নে তাঁর জন্ম ও শৈশবকাল তুলে ধরা হলো।

## ❖ নাম ও বংশ তালিকা

আসল নাম মুহাম্মদ, পিতার নাম ইদ্রীস। উপনাম  আবূ আব্দিল্লাহ। উপাধি হল الإمام (ইমাম) عالم العصر (যুগের আলিম), ناصر الحديث (হাদীসের সাহায্যকারী), ناصر السنة (সুন্নাতের সাহায্যকারী), فقيه الملة (মুসলিম জাতির ফক্বীহ)[১]। তিনি ইমাম শাফে'য়ী নামে গোটা বিশ্বে পরিচিত। শাফে'য়ী ছিলেন তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষ এবং একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তাই তার দিকে সম্বন্ধ করে ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রীসকে শাফে'য়ী নামে ডাকা হয়। তাঁর বংশ তালিকা হল :

الامام ابو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن مطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي الشافعي. يجتمع مع الرسول (ص) في عبد مناف المذكور وباقي النسب إلي عدنان.

"ইমাম আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্‌রীস বিন আব্বাস বিন, উসমান বিন শাফে'য়ী (রা.) বিন সায়িব (রা.) উবাইদ বিন আব্দে ইয়াযিদ বিন হাশিম বিন মুত্তালিব বিন আব্দে মোনাফ, আল কুরাইশী, আল মুত্তালিবী, আশ- শাফে'য়ী। সপ্তম পুরুষে উঠে তিনি রাসূল (সা.)- এর সাথে মিলে যায়।"[২]

সুতরাং ইমাম শাফে'য়ী (র.) রাসূল (সা.) এর বংশের লোক। বংশ পরিচয়ে এর চাইতে মর্যাদা আর কি হতে পারে ?! আল্লামা তাজুদ্দীন সাবকি (র.) তার মাতাকে "হাশেমীয়া" হিসেবে সনাক্ত করেন কিন্তু তাঁর মাতা "আযদ্" নামে ইয়ামানের অত্যন্ত প্রভাবশালী উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গোত্রের একজন মেয়ে ছিলেন। পিতা ইদ্রীস বিন আব্বাস মদীনার কাছে

১. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, (বৈরুতঃ মুআসসাসা আর-রিসালাহ, ১৯৯০), খ. ১০, পৃ. ৫।

২. ইবনে খাল্লিকান, *ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান*, (বৈরুতঃ মানশুরা আশ-শারীফ ১৯৭১), খ. ৪, পৃ. ১৬৩।

উপশহর তাবালাহর বাসিন্দা ছিলেন। পরে মদীনায় চলে যান। জীবিকার সন্ধানে শামে আসেন এবং পরে আসকালানে স্থায়ী হয়ে যায়ন।[১]

## ❖ জন্ম ও শৈশবকাল

আব্বাসী যুগের প্রথম পর্বে খলীফা আব্দুল্লাহ আবূ জাফর আল মানসূর (১৩৬ হি./৭৫৪খ্রি.-১৫৮হি/৭৭৫হি) এর শাসনামলে ১৫০ হিজরী মোতাবেক ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে রজব মাসের শেষদিন রোজ শুক্রবার ফিলিস্তিনের গাযা শহরে ইমাম শাফে'য়ী (র.) জন্ম গ্রহণ করেন । যেমন কামাল উদ্দিন আল মুস্তফা কাব্যিক ছন্দে বলেন:

قد ولد الشافعى ذوالشرقين *** امام اهل الحجازوالحرمين
فى عام خمسين بعدها مائة *** ومات فى اربع ومائتين

"ইমাম শাফে'য়ী (র.) জন্ম গ্রহণ করেন, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, মক্কা মেদীনা ও হিজাজবাসী তথা সমস্ত পৃথিবীর ইমাম হিসেবে।
১৫০ হিজরীতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন"।[২]

কারো মতে তিনি আসকালান, আবার কারো মতে তিনি ইয়ামেনে জন্ম গ্রহণ করেন। তবে ফিলিস্তিনের গাযাতে জন্ম গ্রহণ করেন এ মতটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। ইমাম আবূ হানিফা (র.)-এর ইন্তেকালের দিন ইমাম শাফে'য়ীর জন্ম হয়।[৩]

ইমাম শাফে'য়ী বর্ণনা করেন, আমার দুই বৎসর বয়সে মা আমাকে নিয়ে মক্কায় আসেন। অন্য বর্ণনায় আসছে যে, দুই বৎসর বয়সে আমাকে মা ইয়ামেন নিয়ে আসেন। অপর বর্ণনায় আসছে দশ বৎসর বয়সে মক্কায় নিয়ে চলে আসেন। তাঁর মাতা বর্ণনা করেন যে, যখন শাফে'য়ী মাতৃগর্ভে ছিল তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে মুশতারী (মঙ্গল) তারকাটি আমার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মিশরে পতিত হয়েছে। তার আলো প্রতিটি শহরে গিয়ে পৌঁছল। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীগণ বললেন যে, তোমার গর্ভ থেকে এমন একজন আলিম জন্ম গ্রহণ করবে, যার ইলম মিশর থেকে প্রতিটি শহরে বিস্তার লাভ করবে।[৪]
ইমাম শাফে'য়ী (র.)- এর জন্মের পূর্বে তার পিতা মারা যান। তিনি এতীম অবস্থায় দুনিয়াতে আসেন। মায়ের স্নেহ ও ভালোবাসায় তিনি বেড়ে উঠেন। জন্মের দু'বৎসর পর মা সন্তানকে নিয়ে ইয়ামেনে পিতার বাড়ীতে চলে যান। মামার স্নেহ-যত্নে এখানেই লালিত-পালিত হন। মা সন্তানকে আদর্শ সন্তান ও আলিম হিসেবে গড়ে তুলার জন্য যা যা করণীয় তা করেন, এতে তিনি পূর্ণ সফলতা লাভ করেন। সময়ের ব্যবধানে মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস হয়ে যান একজন বিশ্ববিখ্যাত ইমাম ও মুজতাহিদ।

---

১. ড. ইমীল বদী' ই'য়াকুব, *দীওয়ান আল ইমাম আশ-শাফে'য়ী*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী, ২০১৩), পৃ.৯১১।
২. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, *দীওয়ানুল ইমাম আশ- শাফে'য়ী*, ( বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ৬ সংস্করণ, ২০০৯) , পৃ. ৯।
৩. ইবনে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।
৪ . শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৯-১০।

# দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: জ্ঞানার্জন ও শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম শাফে'য়ী (র.)- এর ছোট বেলা থেকেই ছিল জ্ঞানের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা। মেধা ছিল অত্যন্ত প্রখর। ফলে শৈশবকালে তিনি পবিত্র কুরআন মজীদ হিফজ করতে সক্ষম হন। অল্প বয়সে মুআত্তা ইমাম মালিক মুখস্ত করে ফেলেন এবং কুরআনের অর্থ ও মর্মার্থ অনুধাবন করতে সমর্থ হন। আরবী ভাষার গভীর জ্ঞান অর্জন করার জন্য আরবের বিশুদ্ধভাষি হুজাইল গোত্রে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন এবং ভাষা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ইমাম মালিক (র.) সহ তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলিমদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন এবং বিভিন্ন জ্ঞান কেন্দ্রে সফর করেন।

## ❖ শিক্ষার সূচনা

মক্কা মুকাররামায় থাকাকালে ইমাম শাফে'য়ীর মকতব হতে শিক্ষার শুভ সূচনা হয়। এরপর মদীনায় গিয়ে ইলিম হাসিল করেন। মক্কা থাকাকালে তিনি তীর নিক্ষেপ, ঘোড় সওয়ারীর সাথে সাথে মকতবের পড়ার অবসরে বনী হুযাইল গোত্র থেকে আরবী ভাষা ও আরবী কবিতায় দক্ষতা অর্জন করেন। এর সাথে সাথে তাঁর চাচা মুহাম্মদ বিন শাফে'য়ী এবং মুসলিম বিন খালেদ যঞ্জী প্রমূখ থেকে হাদীস শিখেন।[১]

এ সম্পর্কে ইমাম শাফে'য়ী (র.) বলেন,

حفظت القران وانا ابن سبع سنين وقرأت المؤطأ وانا ابن عشر سنين واقمت في بطون العرب عشرين سنة ـ اخذ اشعارها ولغاتها ـ وحفظت القرأن فما علمت أنه مربي حرف الا وقد علمت المعني فيه المراد.

"আমি সাত বৎসর বয়সে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করি এবং দশ বৎসর বয়সে ইমাম মালিক (র.)-এর মুআত্তা মুখস্থ করি। আরব সমাজে ২০ বৎসরে অবস্থান করি এবং তাদের ভাষাও কবিতা আত্মস্থ করি। পবিত্র কুরআনের দুটি স্থান ছাড়া আমি পূর্ণ কুরআন অর্থ ও মর্ম বুঝতে সক্ষম হই।"[২]

তিনি আরো বলেন,

ثم اني خرجت من مكة فلزمت هذيلا قي البادية اتعلم كلامها ـ واخذ طبعها وكانت افصح العرب فبقيت فيهم سبع عشرة سنة فلما رجعت إلي مكة جعلت انشد الاشعار واذكر الاداب والاخباروأيام االعرب.

"অতঃপর আমি মক্কা থেকে হুযাইল গোত্রে চলে যাই এবং সেখান থেকে আমি বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করি, কারণ তাঁরা ছিল আরবের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ভাষী। অমি সেখানে ১৭

[১]. ইবনে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩।

[২]. লেখক বৃন্দ, *আল-ইমাম আশ-শাফেয়ী* ,(কুয়ালালামপুর : মানশুরা আল মুনাজ্জামা আল ইসলামিয়া লিত তারবিয়াহ ওয়াল উলূমিস সাক্বাফাহ, ১৯৯৪) , খ.১, পৃ. ৪২।

বৎসর বাস করি। আমি যখন পরবর্তীতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করি তখন আমি মক্কাবাসীদের নিকট কবিতা, সাহিত্য, আরবদের ইতিহাস ও কাহিনী বর্ণনা করতে থাকি।"[১]

## ❖ইমাম মালিক (র.)-এর সান্নিধ্যলাভ

ইমাম শাফে'য়ী (র.) যখন হুযাইল গোত্রের কবিদের কবিতা শুনাতেন, তখন যুবাইর পারিবারের এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। লোকটি বলল, এটা আমার নিকট খুবই খারাপ লাগছে যে, তোমার এত মেধা ও স্মরণ শক্তি অথচ তুমি দ্বীনের ফিক্হ থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং ধর্মীয় বিষয়ে দক্ষতা তোমার অর্জিত হবেনা। এতে ইমাম শাফে'য়ী ইলিম অর্জনের স্পৃহা জাগ্রত হয়। তিনি বলেন, আমি বললাম ইলমে ফিক্হ অর্জনের জন্য আমি কার নিকট যাব? তিনি বললেন তুমি ইমাম মালিকের নিকট যাও। তিনি বর্তমানে মুসলমানদের নেতা। তাই আমি মক্কার আমীর থেকে একটি পত্র মদীনার আমীর এবং একটি চিঠি ইমাম মালিকের নামে নিয়ে মদীনায় পৌঁছলাম।

মদীনায় যাওয়ার পর মদীনার আমীর পত্র এবং শাফে'য়ী (র.)- কে সাথে নিয়ে ইমাম মালিকের দরবারে গেলেন। ইমাম মালিক (র.) যখন পত্র পাঠ করে সুপারিশ লিখা স্থান পড়লেন, তখন বললেন সুবহানাল্লাহ! রাসূল (সা.)- এর ইলিম সুপারিশের মাধ্যমে হাসিল করা শুরু হয়েগেছে। এরপর আমি আমার পরিচয় দিলাম এবং পরের দিন থেকে তাঁর কাছে ইলিম অর্জন করার অনুমতি পেলাম। এরপর আমি ইমাম মালিক (র.)- এর মজলিসে নিয়মিত যেতাম এবং তাঁর ইন্তেকাল (১৭৯ হি.) পর্যন্ত তাঁর দরবারে ছিলাম।[২]

ইমাম শাফে'য়ী (র.) ইমাম মালিক (র.)- এর জ্ঞান চর্চার শাহী দরবারে একটানা তিন বছর পর্যন্ত হাদীস, সাহাবাগণের ঐতিহ্য, তাবে'য়ী গণের ফতোয়া এবং বিশেষ করে ইমাম মালিকের ফিকহ ইত্যাদি বিষয় সমূহ অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আত্মস্থ করেন। এর পরে তিনি মদীনার অন্যান্য আলিমদের কাছ থেকে অসংখ্য বর্ণনা, সাহাবাগণের কর্ম-ক্রিয়া এবং তাদের ফতোয়া সমূহ অধ্যয়ন করেছেন। ফলে বর্ণিত হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয় ও সংস্কার তথা যাছাই-বাছাই করার নীতি-পদ্ধতি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে বুঝে নিয়েছিলেন।

ইমাম মালিক (র.) এর সংরক্ষণে দশ হাজার হাদীস ছিল, কিন্তু এর মধ্যে সাহাবাগণের উক্তি ও ফতোয়া সমূহ এবং তাবে'য়ীগণের উক্তি সহ মুরসাল, মওকূফ, মুসনাদ, বর্ণনা সমূহও ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। শাফে'য়ী (র.) ইমাম মালিক (র.) - এর সান্নিধ্য থেকে এসব বিষয় আয়ত্ত্ব করেন।[৩]

## ❖ইয়ামেন সফর ও প্রশাসনিক পদলাভ

মদীনায় ইমাম মালিক (র.)-এর শিক্ষা মজলিস থেকে ইমাম শাফে'য়ী (র.) ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন। সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসলে তাঁর ইলমী ও দ্বীনী যোগ্যতার প্রসিদ্ধি চারদিকে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

২. মুহাম্মদ আবুজাহরা,*আশ -শাফে'য়ী*, (আল মদীনা:দারুল ফিকরিল আরবী, ১৯৭৮), পৃ. ৪৫।

৩. লেখক বৃন্দ, *আল-ইমাম আশ-শাফেয়ী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪-৫৬ ,মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, *চার ইমামের জীবন কথা*, (ঢাকা: খায়রুণ প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ২৪৯-২৫০।

ছড়িয়ে পড়ে। ঐ সময় ইয়ামেনের আমীর মক্কায় আসেন। কুরইশের নেতৃবর্গ ইয়ামেনের আমীরের সাথে পরামর্শ করলে আমীর শাফে'য়ী (র.) কে ইয়ামেন নিয়ে যান এবং ইয়ামেনের এক এলাকায় শাসন কর্তা হিসাবে নিয়োজিত করেন। শাফে'য়ী (র.) খুবই যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধ সহকারে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। এতে আমীর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে দুইবার পদোন্নিত করে দিন। পরবর্তীতে ইমাম শাফে'য়ী (র.) ইয়ামেন থেকে মক্কায় এসে ইবনে আবি ইয়াহইয়ার খেদমতে গেলে তিনি তাঁর পদ গ্রহণ করার কারণে রুক্ষ ভাষায় তিরস্কার করেন। এতে শাফে'য়ী (র.) মনঃক্ষুণ্ন হলে সেখান থেকে চলে এসে সুফিয়ান বিন উয়াইনার নিকট গেলেন। সুফিয়ান (র.) তাকে ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন আমি তোমার আমীর হওয়ার সংবাদ পেয়েছি। তুমি সেখানে ইলমে দ্বীনের প্রচার করনি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তুমি তা যথাযথ ভাবে পূর্ণ করনি। ইমাম শাফে'য়ী (র.) বলেন, সুফিয়ান বিন উয়াইনার উপদেশ আমার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী প্রমাণিত হল।[১]

ওলামায়ে মদীনা ও ইমাম মালিক (র.) প্রমূখ তাঁর মেধা ও বুদ্ধিতার কারণে মাত্র ১৫/১৬ বৎসর বয়সে তাঁকে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দিয়েছিলেন। মক্কায় ফিরে আসার পর মক্কার উস্তাদ মুসলিম বিন খালিদ যাঞ্জী (র.) তাকে ফতোয়া দেবার অনুমতি দান করেন।[২]

## ❖ বাগদাদে ইমাম মুহাম্মদ হানাফী (র.)-এর নিকট গমন

ইয়ামেন থেকে ফিরে আসার পর সুফিয়ান বিন উয়াইনার নছীহত অনুসারে ইমাম শাফে'য়ী (র.) বাগদাদে যান। সেখানে ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শাইবানীর নিকট থেকে ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিশিষ্ট ছাত্র, আবূ হানীফার ইলম ও ফিক্হর মুখপাত্র ও প্রচারক। ইমাম শাফে'য়ী (র.) ইমাম মুহাম্মদ (র.) কে শিক্ষক হিসাবে স্বীকার করে শ্রদ্ধার সাথে বলেন,

سمعت من محمد بن الحسن (رح) وقربعير

"মুহাম্মদ বিন হাসান থেকে আমি এক উষ্ট্র সমপরিমান হাদীস শুনেছি।"[৩]

তিনি আরো বলেন, মানুষ যদি ইনসাফের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে, তবে মুহাম্মদ বিন হাসানের মত ফকীহ দ্বিতীয় কাউকে দেখতে পাবেনা। তিনি আরো বলেন, যদি ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান না হতেন তবে ইলিম সম্বন্ধে আমার এত জ্ঞানের গভীরতা হতনা। সমস্ত আহলে ইলম ফিকহ বিষয়ে ইরাক বাসীদের মুখাপেক্ষী, ইরাক বাসীরা কূফা বাসীদের প্রতি মুখাপেক্ষী, আর কূফা বাসীরা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মুখাপেক্ষী। আমি মুহাম্মদ বিন হাসান হতে অধিক বাগ্মী ও অলংকার শাস্ত্র বিশারদ কাউকে দেখিনি। তিনি আরো বলেন, ইমাম মুহাম্মদ না হতেন তাহলে ইলমী বিষয়ে আমার যবান খোলতনা। বাগদাদে ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসানের দরসগাহ ছিল ইমাম শাফে'য়ী (র.) শেষ শিক্ষা সফর। এখানে অবস্থান কালেই তিনি তাঁর ফিক্হী রায় এবং মত সংকলন করেন। এগুলো তাঁর পূর্বমত বলা হয়।[৪]

---

১. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০; ড. ইমীল বদী' ই'য়াকুব, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭।

২. প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫-১৬।

৩. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

৪. আহমদ আশ- শিরবাসী, *আল আইম্মা আল আরবা'*, (কায়রো : দার আল জীল, তা. বি.), পৃ. ১৯।

## ❖ ওস্তাদ বৃন্দ

**মক্কায় ওস্তাদবৃন্দ :**

মক্কায় যেসকল আলিমদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন তারা হলেন,

১. মুসলিম বিন খালিদ যানজী (র.) (মৃ. ১৭৯হি.)।

২. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (র.) (মৃ. ১৯৮হি.)।

৩. সাঈদ ইবনে সালিম (র.) ।

৪. দাউদ ইবনে আব্দুর রহমান (র.) (মৃ. ১৭৮হি.)।

৫. আব্দুল হামীদ বিন আব্দুল আ্যীয (র.)।

৬.ফুজাইল ইবনে ইয়াজ (র.) (মৃ. ১৯৮হি.)

**মদীনায় ওস্তাদবৃন্দ :**

১. ইমাম মালিক বিন আনাস (র.) (মৃ. ১৭৯হি.)।

২. ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ আসলামী (র.) (মৃ. ১৮৪হি.)।

৩. ইব্রাহীম বিন ইয়াহইয়া (র.)।

৪. মুহাম্মদ বিন সাঈদ (র.) (মৃ. ১৭৫হি.)।

৫. আব্দুল্লাহ বিন নাফিই (র.)।

৬.আব্দুল আজিজ বিন মুহাম্মদ (র.) (মৃ. ১৮৭হি.)।

**ইয়ামানের ওস্তাদবৃন্দ :**

১. মুতরাফ বিন মাযিন (র.) (মৃ. ২২০হি.)।

২. ওমর বিন আবূ মাসলামা (র.)।

৩. ইয়াহইয়া বিন হাসসান (র.) (মৃ. ১৭৮হি.)।

৪.হিশাম বিন ইউসূফ আস সানআযী (র.) (মৃ. ১৯৭হি.)।

**ইরাকের ওস্তাদবৃন্দ :**

১. মুহাম্মদ বিন হাসান হানাফী (র.) (মৃ. ১৮৯হি.)।

২. ওক্বীই বিন জাররাহ কূফী (র.) (মৃ. ১৯৬হি.)।

৩. আবূ উমামা কূফী (র.)।

৪. ইসমাইল বিন আতিয়া বসরী (র.) (মৃ. ১৯৩হি.)।

৫. আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন আব্দুল মজীদ বসরী প্রমূখ (র.) (মৃ. ১৯৪হি.)।[১]

---

[১]. ড. ইমীল বদী' ই'য়াকুব, *দীওয়ান আল ইমাম আশ-শাফে'য়ী*, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী, ২০১৩ খ্রি.), পৃ.১৪।

তবে ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর অগণিত শিক্ষক ছিলেন। এ সকল শিক্ষক রং, গঠন, আকৃতি, নীতি ও মত ইত্যাদিতে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। কেহ হাদীসের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী, কেহ বুদ্ধি-বিবেকের প্রতি প্রাধান্য দানকারী। তাদের মধ্যে কেহ আছে ম'ুতাযিলাহ, কেহ শিয়া মতবাদের বিশ্বাসী। কেহ আছেন আবার মাযহাব অনুসারী , কেহ আছেন আবার মাযহাব উপেক্ষাকারী। তবে এ ভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি ফিক্হ ও বিভিন্ন বিষয় গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[১]

[১]. আহমদ আশ- শিরবাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭।

# তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ শিক্ষা দান ও জ্ঞানের মজলিস

## ❖ শিক্ষাদান ও শিষ্যগণ

তিনি পবিত্র মক্কা শরীফ, বাগদাদ, মিশরে কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হের দার্‌স প্রদান করেন। দার্‌সের রুটিন ছিল এ ভাবে যে ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফিক্‌হের দার্‌স দিতেন। এরপর সাধারণ শিক্ষামূলক বক্তৃতাও হতো এবং ওয়াজ শুরু হত। সেটাই এক সময় বিভিন্ন ইলমী আলোচনা-পর্যালোচনায় গড়াতো যোহর পর্যন্ত। যোহরের পর কিছুক্ষন সাহিত্য, কবিতা, ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণের আলোচনা হত। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরে আসর পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতেন।[১]

তিনি পবিত্র মক্কার মসজিদে হারামে শিক্ষাদান করতেন। বিশেষ করে হজ্জ মৌসুমে বিপুল সংখ্যক লোক তার দরস শ্রবণ করতো। একদা আহমদ বিন হাম্বল (র.) ইসহাক বিন রাহওয়াই (র.) কে বললেন, হে আবূ ইয়াহকূব, চলো আমি আজ তোমাকে এমন এক ব্যক্তিকে দেখাবো, যার মতো কোন লোক তোমার চক্ষু কখনো অবলোকন করেনি। এ বলে তিনি ইমাম শাফে'য়ী (র.)-কে দেখান। পবিত্র মক্কা, বাগদাদ, মিশরে ইমাম শাফে'য়ীর অসংখ্য শিষ্য ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন :

**মক্কায় :**

১. আবূ বকর হুমাইদী (র.) (মৃ. ২১৯হি.)।

২. ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ বিন আব্বাস (র.) (মৃ. ২২১হি.)।

৩. আবূ বকর মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস (র.)।

৪. মূসা বিন আবূ জাফর (র.) (মৃ. ২১৫হি.)।

**বাগদাদে :**

ইমাম শাফে'য়ী (র.) দুইবার বাগদাদে যান। প্রথম বার ১৯৫ হি. ও দ্বিতীয় বার ১৯৮ হিজরী সনে। বাগদাদের উল্লেখযোগ্য শিষ্য হচ্ছেন :

১. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) (মৃ. ২৪১হি.)।

২. হাসান আল আব্বাস (র.)।

৩. হুসাইন ইবনে আলী আল কারাবিসী (র.)

৪. আবূ সাওর আল কালবী (র.) (মৃ. ২৩১হি.)।

৫. আহমদ বিন মুহাম্মদ আশ'আরী আল বসরী (র.)

৭.ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র.) (মৃ. ২৩৮হি.)।

---

[১]. লেখক বৃন্দ, *আল-ইমাম আশ-শাফেয়ী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭-৫৮; মোস্তাফা ওয়াহীদুজ্জামান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৬২-২৬৩।

**মিশরের ছাত্র :**

১৯৯/২০১ হিজরীতে তিনি মিশর যান এবং ইন্তেকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। মিশরের ছাত্রবৃন্দ হলেন:

১. হারমালা বিন ইয়াহইয়া (র.) (মৃ. ২৩৮হি.)।

২. ইউসূফ বিন ইয়াহইয়া (র.)।

৩. ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া মাযিনী (র.) (মৃ. ২৬৪হি.)।

৪. মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ (র.)।

৫. রাবী' ইবনে সুলাইমান (র.) (মৃ. ২৭০হি.) ।[১]

আবূল ফযল ফাজ্জাজ বর্ণনা করেন ইমাম শাফে'য়ী (র.) যখন বাগদাদ আগমন করেন তখন জামে মসজিদে ৪০/৫০ টি ইলমী ও শিক্ষা মজলিস বসত। ইমাম সাহেব প্রতিটি মজলিসে বসে বলতেন قال الله এবং قال الرسول আর অন্যরা বলতেন قال اصحابنا। ফল এই ছিল যে, কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর মজলিস ব্যতীত অন্য কোন মজলিস অবশিষ্ট থাকলনা। ইমাম সাহেব স্বয়ং বলেন বাগদাদে আমি ناصر الحديث /ناصر السنة উপাধিতে ভূষিত হয়েছি।[২] ইমাম শাফে'য়ী (র.)-এর দারসে-অসংখ্য- অগনিত ছাত্র আসত। রাবী' বিন সুলাইমান বলেন, আমি তাঁর বহিরাঙ্গনে শত শত বাহন (ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর) দেখেছি। দূর দূরান্ত থেকে লোকেরা তাঁর কাছে হাদীস ও ফিক্হ শিখতে আসত।[৩]

১. আহমদ আশ- শিরবাসী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৭-১২৮।

২. প্রাগুক্ত পৃ. ১৩০-১৩১; লেখক বৃন্দ, *আল-ইমাম আশ-শাফেয়ী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮; মো. শামসুল হক, চার ইমামের জীবনী, (ঢাকা : সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০০৭), পৃ. ২৮৩।

৩. লেখক বৃন্দ, আল-ইমাম আশ-শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪; মোস্তাফা ওয়াহীদুজ্জামান, প্রাগুক্ত; পৃ. ২।

# চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ ইমাম শাফে'য়ীর মাযহাব

## ❖ ইমাম শাফে'য়ী (র.) ও মাযহাব

ইমাম শাফে'য়ী (র.)-এর সময় হিজাজ এবং ইরাক হাদীস, ফিক্হ ও ফতোয়ার দুটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। এ উভয়টির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল। ইমাম সাহেব এ উভয় কেন্দ্র থেকেই শিক্ষা লাভ করেন এবং হিজাজ-মক্কার উলামায়ে কেরাম থেকে তার দলীল প্রমাণ সম্পর্কে পূর্ণ রূপে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি মক্কার ইমাম মুসলিম মাদানী , ইমাম মালিক ও বাগদাদের ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান হানাফী থেকে ইলিম হাসিল করেন। তিনি ফিকহের ক্ষেত্রে হিজাজ এবং ইরাকের ফকীহগণের মৌলিক নীতিগুলোকে সামনে রেখে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন।[১]

ইমাম শাফে'য়ী (র.), ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম মালিক (র.)- এর মাযহাব বা মতবাদের মাঝামাঝি অবস্থানে যে ফিক্হী মাযহাব বা মতবাদের রূপ রেখা প্রণয়ন করেন তাই মূলত শাফে'য়ী মাযহাব হিসাবে বিশ্বে প্রসার লাভ করে। অর্থাৎ কেহ হাদীস অগ্রাধিকার দিয়ে বুদ্ধি বিবেককে উপেক্ষা করেছেন। আবার কেহ বুদ্ধি বিবেক ও যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে হাদীসকে গুরুত্ব কম দিয়েছেন। তাই ইমাম শাফে'য়ী (র.) হাদীস ও কিয়াস উভয় পন্থা অবলম্বন করে স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।[২] এভাবে ইমাম শাফে'য়ী (র.) আহলুল রায় ও আহলুল হাদীস উভয় দলের আমলের কঠোর পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দূরত্ব কমিয়ে আনেন। ফলে আহলুর রায় ও আহলুল হাদীসের নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং হাদীসের ব্যাপক চর্চা হতে থাকে। এ সম্পর্কে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (র.) বলেন,[৩]

الناس كانوا قبل زمان الشافعي فريقين: اصحاب الحديث واصحاب الرئي اما اصحاب الحديث فكانوا حافظين لأخبار رسول الله (ص) الا إنهم كانوا عاجزين عن النظر والجدل . وكلما اورد عليهم أحد من اصحاب الرأي سوالا اشكالا سقط فى ايديهم ايديهم عاجزين متحيرين . واما اصحاب الرأي فكانوا اصحاب النظروالجدل - الاإنهم كانوا عاجزين عن الاثارواسنن .

ইমাম শাফে'য়ী (র.) মতবাদের প্রধান দুটি কেন্দ্র ছিল। (১) বাগদাদ (২) কায়রো। হিজরী তৃতীয় ও ৪র্থ শতক/ খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতকে উক্ত শহরদ্বয়ে শাফে'য়ী মাযহাবের অনুসারী বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিজরী চতুর্থ শতকে মিশরের পর মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারা তাঁর বড় কেন্দ্র ছিল। আল মুকাদ্দাসীর সময়ে শাম, কিরমান, বুখারা ও খুরাসানের বিরাট একটি অংশে বিচারকের পদ শাফে'য়ী মতালম্বীদের নিকট ছিল। মিশরের সুলতান সালাহ উদ্দীন (৫৬৪/১১৬৯) এর রাজত্ব কালে তার মাযহাব পুনরায় প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু ৬৬৪/১২৬৫-১২৬৬ সালে মালিক আজ-জাহির বায়বারস শাফেয়ী মতালম্বীর সঙ্গে অন্য প্রসিদ্ধ তিন মাযহাবের কাজী বা বিচারক নিযুক্ত করেন। উসমানী বংশের উত্থানের পূর্বেকার শেষ শত সমূহে ইসলামের কেন্দ্রীয় রাজত্ব গুলিতে তাহাদের পরিপূর্ণ প্রাধান্য ছিল। ইবনে জুবায়ের এর সময়েও খোদ মক্কা মুকাররামার শাফেয়ী মতালম্বী ইমাম নামাজে ইমামতি

---

১. আহমদ আশ- শিরবাসী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩২-১৩৩। মো. শামসুল হক, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৯২-২৯৩।

২. আহমদ আল ইস্কান্দরী, *আল ওয়াসীত*, ৭ম সংস্করণ, (মিশরঃ মাকতাবুল আল মা'য়ারিফ, ১৯২৮) পৃ. ২৩৭।

৩. আহমদ আশ- শিরবাসী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৩।

করতেন। তাছাড়া মিসর, শাম ও হিজাজের জনগণ শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিল। তার মাযহাব কিছু কালের জন্য মিশরের রাষ্ট্রনীতি ছিল। যার সুদূর প্রসারী প্রভাব জনগণের মধ্যে আজ ও বিদ্যমান। শাফে'য়ী মাযহাবের লোকের সংখ্যা মিসরে প্রচুর। এমনকি আল আযহার বিশ্ব বিদ্যালয়ে এখনও অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শাফেয়ী মাযহাবের ফিক্হ অধ্যয়ন করা হয়। দক্ষিণ আরব, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, পূর্ব আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার কোন কোন অংশে এখন ও শাফে'য়ী মাযহাবেরই প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব রয়েছে।[১]

## ❖ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর ফিক্হের নীতি-দর্শন

ইমাম শাফে'য়ী (র.) গোটা মুসলিম সাম্রাজ্য সফর করে আরব-আজমের স্থবির হয়ে থাকা সকল সত্য সন্ধানী সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান গুলোর সামনে তৌহিদী বিধানের এ নীতি পেশ করলেন।

الاصل قران أو سنة فان لم يكن فقياس عليهما واذا صح الحديث فهو سنة والاجماع اكبر من الحديث المنفرد

১."দ্বীনের মূল উৎস আল কুরআন এবং আল হাদীস। উদ্ভূত সমস্যার সমাধান যদি সরাসরি কুরআন হাদীস থেকে না পাওয়া যায়, তাহলে "কিয়াস"। কিন্তু তা সেই কুরআন হাদীসের আলোকে হতে হবে।"

২. উপযুক্ত দলীল প্রমাণের মাধ্যমে হাদীসে রাসূল (সা.) শুদ্ধ প্রমাণিত হলে তাকে কার্যকর করা আবশ্যক।

৩. হাদীসের বাহ্যিক তাৎপর্য গ্রহণ যোগ্য। যখন তার মধ্যে কয়েকটি তাৎপর্যের সম্ভাবনা দেখা দেবে তখন যে তাৎপর্য বাহ্যিক তাৎপর্যের কাছাকাছি হবে তাকে গ্রহণ করতে হবে।

৪. সাহাবায়ে কেরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত খবরে ওয়াহেদ থেকে অনেক ওপরে। না পাওয়া গেলে তখন খবরে ওয়াহেদ বিবেচ্য। হাদীস যে স্তরেরই হোক কুরআনকে অকার্যকর করতে পারেনা।

৫. একই বিষয়ের কয়েকখানি হাদীস যখন পরস্পর বিরোধী পাওয়া যাবে তখন খুব ভাল করে দেখতে হবে কোনটির বর্ণনাকারী কি রকম। তারপর দেখতে হবে তার মধ্যে যে বিধান দেওয়া আছে তা বিন্যাসের ধরণ কোনটার কি রকম। তারপর দেখতে হবে বর্ণনাকারী সাহাবা ঈমান গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের না শেষ পর্যায়ের।

৬. হাদীসে মুরসাল সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব ছাড়া অন্য কারোটি গ্রহণ যোগ্য নয়।

৭. মাওকূফ- মুনকাতে হাদীস মুত্তাসিল সহীহ হাদীসের বিপরীতে কোনো পর্যায়ের নয়।

৮. তাঁর সময়কালে সাহাবাগণের বক্তব্য সমূহ প্রায় সবই সংগৃহীত হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে কিছু কিছু শুদ্ধ হাদীসের বিপরীত পাওয়া গেছে। একারণেই ইমাম শাফে'য়ী (র.) এর সিদ্ধান্ত হলো সহীহ হাদীসের মুকাবেলায় সাহাবার বক্তব্য কোন মূল্য রাখেনা। এ প্রসংগে পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, "তারা ও মানুষ ছিলেন এবং আমরা ও মানুষ"।

---

[১]. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকা : ইসলামী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৬), খ. ২৩, পৃ. ৪৮৪-৪৮৫।

৯. প্রতিটি সাধারণ নির্দেশের মধ্যে ব্যতিক্রমও হয় এবং সাধারণ সন্দেহাতীত হয় না।

১০. উপকারিতা অর্জনের চাইতে অনিষ্টতা দূর করা অধিকতর উপযোগী।

ইমাম শাফে'য়ী (র.) তার এ নীতিমালাকে অকাট্য দলীল প্রমাণসহ সুবিন্যস্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তারপর তার প্রচার ও প্রসারের জন্য সারাদেশ সফর করেছেন। বাগদাদ ও ইরাক যেহেতু দার্শনিকদের কেন্দ্র ছিল সেহেতু সেখানে গিয়ে তিনি বড় বড় ফকীহ ও দার্শনিকদের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা এবং বহস বিতর্কের মাধ্যমে তাদের স্বীকারোক্তি ও সম্মতি আদায় করেন এবং মক্কা-মদীনা, ইয়েমেন, শাম, দামেস্ক ও মিশরসহ প্রতিটি স্থানে পৌঁছে তিনি তাঁর প্রণীত নীতিমালকে সেখানকার নীতি নির্ধারকদের দ্বারা সত্যায়িত করে নিয়েছেন।[১]

## ❖তিনি ছিলেন সত্যপন্থী ও সুন্নাতের একান্ত অনুসারী

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) ছিলেন ইমাম শাফে'য়ী (র.) এর বিশিষ্ট ছাত্র। ইমাম আহমদ বলেন, ইমাম শাফে'য়ী (র.)- এর নিয়ম এই ছিল যে, তাঁর ফতোয়ার খেলাফ যদি কোন হাদীস পাওয়া যেত তখনই তিনি প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করে দিতেন যে, আমি আমার পূর্ব ফতোয়া হতে প্রত্যাবর্তন করেছি। ইমাম মাযিনী, রাবীয় বিন সুলাইমান এবং অপরাপর ছাত্রদের সাথে সর্বদাই ইমাম সাহেব বলতেন, আমি যে কয়টি কিতাব লিখেছি তা যথাসাধ্য সতর্কতার ও দলীল সহ লিখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তথাপি আমি মানুষ। আমার বহু ভুল-ত্রুটিও হতে পারে। কাজেই আমার কিতাবে যদি কোন মাসআলা কোরআন সুন্নাহের খেলাফ হয়ে থাকে এবং আপনারা যদি তা বের করতে পারেন, তবে ধরে নিতে হবে যে, আমি তা হতে প্রত্যাবর্তন করেছি। আর এটাও স্মরণ রাখবেন যে আমি যদি কোন সহীহ হাদীস জানতে পারি এবং তদানুযায়ী আমল না করি তবে বুঝতে হবে আমার বুদ্ধির ত্রুটি ঘটেছে। কোন মাসআলায় যদি ভুল বের হয়ে যেত তবে সাথে সাথে তিনি তা সংশোধন করে নিতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সত্যপ্রিয়।[২]

তাই তিনি বলতেন,

اذا وجدتم سنة صحيحة فاتبعوها ولاتلتفتوا إلى قول أحد

"যখন তোমরা বিশুদ্ধ হাদীসে পাইবে তখন তোমরা তার অনুসরণ করবে, অন্য কারো কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেনা।"[৩]

তিনি আরো বলেন,

اذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة رسول الله (ص) فقولوابها ودعوا ما قلته

"তোমরা আমার গ্রন্থে রাসূল (সা.) এর হাদীসের বিপরীত কিছু পাবে তখন তোমরা হাদীস অনুযায়ী বলবে এবং আমার কথা ত্যাগ করবে।"[১]

---

১. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১; মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২-৩০৩।

২. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫।

৩. লেখকবৃন্দ, আল ইমাম আল শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

তাঁর থেকে প্রসিদ্ধ দুটি কথা আছে। তিনি বলেন,

اذا صح الحديث فهو مذهبى

"সহীহ হাদীস হচ্ছে আমার মাযহাব"[২]

অন্যত্র তিনি বলেন :

اذا صح الحديث فاضربوا بقولى عرض الحائط وفى رواية فلا تقلدونى -

"যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, তখন আমার ব্যক্তিগত কথা প্রাচীরের পার্শে নিক্ষেপ করবে। অপর বর্ণনায় এসেছে তোমরা আমার অনুসরণ করোনা।"[৩]

সুতরাং আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে যে সত্য দর্শন তিনি উপস্থাপন করেছেন তাই হচ্ছে তাঁর মাযহাব।

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত; শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫।

# পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ তাঁর এবাদত-বন্দেগী

## ❖ ইবাদত, সাধনা, তাক্বওয়া, চরিত্র

রাবী' বিন সুলাইমান বলেন, ইমাম সাহেব প্রতিরাত্রে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। রমযানের দিনে রাতে দু'খতম ক্বোরান তেলাওয়াত করতেন।[১] রাতকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। একাংশে ঘুমাতেন, একাংশে হাদীস, ফিক্হ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর পড়া-শোনা করতেন। শেষাংশে তেলাওয়াত ও নফল নামায নিয়ে সুবহে সাদিক পর্যন্ত মগ্ন থাকতেন। আল কুরআনের তেলাওয়াত ছিল তাঁর আত্মার খোরাক।

মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা একদিন দুনিয়া বিমুখ মুত্তাকীদের কথা আলোচনা করছিলাম। সেখানে ইউনুস মিশরী (র.) এর কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হচ্ছিল। এর মধ্যে আমরুদ বিন তাবাতা এসে গেলে, তিনি বললেন বন্ধুরা, আমার দৃষ্টিতে ইমাম শাফে'য়ী (র.) কে সবচাইতে বড় যাহেদ, আবেদ এবং মুত্তাকী মনে হয়। তিনি কুরআন মাজীদের অধ্যয়ন এবং প্রচার প্রসারে ব্যস্ত, পার্থিব পঙ্কিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। শাসক প্রশাসকদের মুখাপেক্ষীহীন। শোন! একবার আমি এবং হারেছ সালেহ ও মুযনীর গোলাম ইমাম শাফে'য়ীর সথে বেড়াতে যাচ্ছিলাম, হাঠাৎ হারেস এই আয়াত তেলাওয়াত করে উঠলো।

هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين (سورة المرسلت : ৩৮)

"এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের একত্রিত করেছি।" তা শুনে ইমাম শাফে'য়ী (র.) ডুকরে কেঁদে উঠলেন। আল্লাহর ভয় তাঁর মধ্যে এতোটা প্রভাবশালী ছিল।[২]

রাবী' বিন সুলাইমান বলেন, ইমাম শাফে'য়ী (র.) বলেছেন:

ما شبعت منذ ست عشرة سنة الا شبعة طرحتها، لأن الشبع يثقل البدن، ويقسى القلب، ويزيل الفطنة و يجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة.

"ষোল বৎসর যাবৎ আমি একদিনও তৃপ্তি সহকারে আহার করিনি। কেননা অধিক আহার দেহ ভারী করে, অন্তর শক্ত করে, মেধা অপনোদন করে, নিদ্রা আকর্ষণ করে ও ইবাদতে অনীহা সৃষ্টি করে।"[৩]

"বুওয়াইতী বর্ণনা করেন, ইমাম শাফে'য়ী (র.) রাসূল (সা.)-এর নির্মল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।[৪] তার চরিত্র সম্পর্কে বর্ণিত আছে, [৫]

১. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮।
২. মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩-২৬৪।
৩. আল ইমাম আল শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।
৪. শামসুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭।
৫. আহমদ আশ- শিরবাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

ومن اخلاق الشافعى شعوره القوى بالتبعة، واحساسه العميق بالمراقبة وخوفه الشديد من المحاسبة، فقد قيل له: كيف اصبحت؟ فاجاب: كيف يصبح من يطلبه ثمانية: الله تعالى بالقرآن والنبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالسنة والحفظة بما ينطق والشيطان بالمعاصى، والدهربصروفه والنفس شهاواتها ـ والعيال بالقوت، وملك الموت بقبض روحه وكان الشافعى كثير العبادة والتهجد وطيد الايمان . وكان من احسن الناس قصدا واخلاصا واعتقادا وورعا وخلقا .

## ❖ তাঁর সম্পর্কে গুণীজনের মন্তব্য

ইমাম শাফে'য়ী (র.) বহুগুণে গুনান্বিত ছিলেন। তাই তাঁর মর্যাদা ও মহত্ত্ব সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ মনীষীরা উচ্চ প্রশংসা করেছে। নিম্নে তা কিছু উল্লেখ করা হলো:

১. আবূ বাকীর আল হামীদী বলেন:

الشافعى سيد الفقهاء

"ইমাম শাফে'য়ী (র.) হলেন সকল ফিকহবিদদের নেতা।"[১]

২. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) বলেন,

الشافعى فيلسوف فى اربعة اشياء: فى اللغة، واختلاف الناس، والمعانى، والفقه.

"ইমাম শাফে'য়ী (র.) চার বিষয়ে দার্শনিক ছিলেন: (ক) ভাষা সাহিত্যে (খ) তর্কশাস্ত্রে (গ) অর্থ তত্ত্বে (ঘ) ফিকহ শাস্ত্রে।"[২]

৩. সুফিয়ানে সওরী (র.) বলেন,

الشافعى افضل اهل الزمان .

"ইমাম শাফে'য়ী (র.) তাঁর যুগে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।"[৩]

৪. ইয়াহাইয়া ইবনে সাঈদ আল ক্বাত্তান (র.) বলেন,

مارأيت اعقل اوافقه منه

"আমি ইমাম শাফে'য়ী (র.) থেকে অধিক বুদ্ধিমান ও অধিক ফিক্হবিদ কাউকে দেখিনি।"[৪]

৫. মুহাম্মদ বিন আব্দুল হাকাম বলেন,

لو لا الشافعى ما عرفت كيف أرد على أحد وبه عرفت ما عرفت، وهو الذى علمنى القياس ـ رحمه الله ـ فقد كان صاحب سنة واثر، وفضل وخير مع لسان فصيح طويل ـ وعقل صحيح رصين.

"ইমাম শাফে'য়ী (র.) যদি না হতেন তাহলে আমি কারো প্রশ্নের উত্তর প্রদানের কৌশল জানতাম না, আমি যা শিখেছি তা কেবল তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি, তিনি আমাকে কিয়াস

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫০।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ছিলেন সুন্নাত, আছার, উত্তম ও কল্যাণের একান্ত অনুসারী। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন, সর্বাধিক বিশুদ্ধ কাজী ও পরিপক্ব ও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন।"[১]

৬. দাউদ বিন 'আলী আল যাহিরী বলেন,

للشافعى من الفضائل مالم يجتمع لغيره من شرف نسبه وصحة دينه ومعتقده وسخاوة نفسه ومعرفته لصحة الحديث وسقيمه وناسخه و منسوخه وحفظ الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء وحسن التصنيف .

"ইমাম শাফে'য়ী (র.)-এর মধ্যে যেসকল গুণের সমাবেশ ঘটেছে অন্যকারো মধ্যে এভাবে একত্রিত হয়নি। যেমন : তাঁর বংশমর্যাদা, আকীদাগত ও ধর্মীয় বিশুদ্ধতা, দানশীলতা, সহীহ ও দুর্বল হাদীসের জ্ঞান, নাসিখ ও মানসুখ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, কুরআন, হাদীস ও খলিফাগণের জীবনী মুখস্তকরণ এবং চমৎকার অভিনব রচনশৈলীর দক্ষতা।"[২]

৭. ইউনূস বিন 'আব্দুল 'আলা বলেন,

لو جمعت أمة لوسعهم عقلهم .

৮. ইমাম বুখারী (র.) এর ওস্তাদ ইমাম আলী বিন মাদিনী (র.) তার স্বীয় ছেলেকে বলেছেন, ইমাম শাফে'য়ী (র.) এর রচিত কিতাব সমূহের একটি অক্ষরও তুচ্ছ জ্ঞান করবেনা। আমি তার সকল কিতাব সংগ্রহ করে রেখেছি। তার রচনাবলীতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও প্রেরণা রয়েছে।

৯. ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর কিতাব আল ইনতিফা'আ বেজুলুদিল বা'আ এবং আর রাদ্দে আলী মুহাম্মদ বিন নছর -এ হৃদয় উজাড় করে ইমাম শাফেয়ীর প্রশংসা তার গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন।[৩]

## ❖ তিনি ছিলেন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দির মুজাদ্দিদ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) ইমাম আবূ দাউদ (র.)- এর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (র.) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেছেন,

إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجددها أمردينها

"আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক শতাব্দির শুরুতে এ উম্মতের মধ্যে এমন ব্যক্তি সৃষ্টি করেন যিনি বিকৃতির কবল থেকে আল্লাহর দ্বীনকে রাসূল (সা.) প্রদর্শিত পন্থায় সংস্কার সাধনে শিক্ষাদেন এবং সকল ভ্রান্তিকে সমূলে উৎপাটিত করেন।" (আবূ দাউদ) হিজরী প্রথম শতকে পঞ্চম খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয ছিলেন মুজাদ্দিদ,আর এ শতাব্দিতে ইমাম শাফেয়ী (র.)

---

১. প্রাগুক্ত।

২. প্রাগুক্ত।

৩. মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।

ছিলেন মুজাদ্দিদ। ইমাম আহমদ বলেন গত ত্রিশ বৎসর যাবত আমি একটানা প্রতি নামাযের পর ইমাম শাফে'য়ীর জন্য মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে আসছি।[১]

বিভিন্ন শতকের মুজাদ্দিদ ইমামদের নাম উল্লেখ করে কবি শায়েখ আল রামালি ছন্দাকারে বলেন,[২]

فكان عند المئة الأولى عمر *** خليفة العدل باجماع وقر

والشافعى كان عند الثانية *** كماله من العلوم السارية

আহমদ আল শিরবাসী তাঁর গ্রন্থে ইমাম শাফে'য়ীকে দ্বিতীয় শতকের মুজাদ্দিদ বলে উলে- খ করেন। যেমন :[৩]

اثنان قد مضيا فبورك فيهما *** عمر الخليفة ثم خلف السؤدد

الشافعى الألمعى محمد *** ارث النبوة وابن عم محمد

البئر ابا العباس إنك ثالث *** من بعدهم سقيا لتربة أحمد

১. আল ইমাম আশ-শাফে'য়ী, প্রগুক্ত, পৃ. ৭৮।

২. আলী ইবনে সুলতান, *মিরকাত আল মাফাতীহ*, (দেওবন্দ : আল মাকতাবা আল আশরাফিয়া তা. বি.), খ.১ পৃ. ৪১।

৩. আহমদ আশ- শিরবাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

# ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ মৃত্যু ও শোকগাঁথা কবিতা

## ❖ পরিবার বর্গ

ইমাম শাফে'য়ী (র.)-এর এক স্ত্রী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল হামীদা। তাঁর একজন দাসীও ছিল। তাঁর স্ত্রী হযরত ওসমান (রা.) এর বংশধর ছিলেন। তাঁর বংশধারা হল হামীদা বিনতে নাফে'য় বিন আনীয়া বিন ওমর বিন ওসমান বিন আফ্ফান (রা.)। তাঁর তিন ছেলে ও দুই মেয়ে ছিল। ছেলেদের মধ্যে দুই জনই শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শুধু আবূ ওসমান মুহাম্মদ জীবিত ছিল। মেয়ের নাম যথাক্রমে ফাতেমা ও জয়নব। ইমাম শাফে'য়ীর পুত্র আবূ ওসমান ছিলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের প্রিয় ছাত্র। ইমাম আহমদ বলতেন আমি তোমাকে তিনটি কারণে ভালবাসি (ক) তুমি আমার উস্তাদ ইমাম শাফে'য়ী (র.)- এর পুত্র (খ) তুমি কুরাইশী (গ) তুমি সুন্নাতের পাবন্দ। ইমাম আহমদ বলেন আমি সিজদায় গিয়ে ছয়জন লোকের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করি থাকি। তন্মধ্যে একজন হলেন ইমাম শাফে'য়ী (র.)। ইমাম শাফে'য়ী (র.) পরিবারস্থ লোকদের সাথে অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করতেন। পারিবারিক জীবনে তিনি অত্যন্ত সুখী ছিলেন। ইমাম শাফে'য়ী (র.) তার স্ত্রীকে প্রাণ ভরে ভালবাসতেন। তিনি বলেন আমার প্রিয়তমা এক স্ত্রী ছিল। যাকে আমি প্রাণ উজাড় করে ভালবাসতাম। আর যখন আমি তার কাছে বিশেষ মুহূর্তে গমন করতাম তখন আবৃত্তি করতাম,

أليس برحا أن تحب *** ولا تحبك من تحبه؟!

"তুমি যাকে ভালবাস, তার ভালবাসা কী ত্যাগ করা সম্ভবনয়?! অথচ তুমি যাকে ভালবাস, সে তোমাকে ভালবাসেনা।"

উত্তরে স্ত্রী আমাকে বলত,

فيصد عنك بوجهه *** وتلح انت، فلا تغبه

(مجزوء الكامل)

"তাহলে আপনার উচিৎ তার চেহারা থেকে দূরে থাকা, অথচ আপনি তার পাশে সর্বদা নিরবিচ্ছন্নভাবে লেগে থাকেন এবং তাকে সামনে থাকতে পীড়া -পীড়ি করেন।"[১]

## ❖জীবনান্ত

ইমাম শাফেয়ী (র.)- এর মৃত্যু সম্বন্ধে একাধিক মতামত পাওয়া যায়। যেমন :

১. তিনি মারাত্মক অর্শ (البواسير / PILES) রোগে আক্রান্ত ছিলেন। কোন সওয়ারীতে আরোহন করলেই রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যেত। এত রক্তপাত হতযে, তাঁর পায়জামা অতিক্রম করে মোযা পর্যন্ত ভিজে যেতো।

১. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

২. ফাইতান বিন আবী আলমাসাহ মালিকী, ইমাম শাফে'য়ী (র.)- এর সাথে এক বহসের সময় ফাইতান অভদ্রজনিত বাক্যালাপ শুরু করে দিলে এক পর্যায়ে প্রচন্ড ঝগড়া বাধে এবং শেষ পর্যন্ত মুকাদ্দামায় গিয়ে পৌঁছে। মিশরের আমীর এই বিবাদের ফয়সালা করে ফাইতানকে শাস্তি প্রদান করে। অপমানিত ফাইতান প্রতিশোধ নিতে সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। একদা রাতের অন্ধকারে শাফে'য়ী (র.) কে একা পেয়ে কঠিন কিছু একটা দিয়ে ইমামের মাথায় প্রচন্ড আঘাত করে। মাথা ফেটে অতিশয় রক্তক্ষরণ হলে রক্ত শূণ্যতা দেখা দেয় এবং তাকে শয্যাশায়ী করে ফেলে।

৩. মালিকী মাযহাবের ফকীহ আশহাব বিন আব্দুল আজীজ সিজদায় পড়ে ইমামের মৃত্যুর জন্য বদদোয়া করতেন।

সর্বোপরি পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হয়ে যায় ফলে ৮২০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ২০৪ হিজরীর রজব মাসের শেষ দিন বৃহস্পতিবার (দিবাগত শুক্রবার রাত্রে) এশার নামাযের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

(إنا لله وانا اليه راجعون)

পরদিন জুমআর নামাজান্তে মিশরের আমীর তার জানাযার নামায পড়ান। মিশরের কায়রো নগরীর উপকণ্ঠে মুকাত্তাম পাহাড়ের নিকট কারাফায়ে ছোগরা নামক স্থানে তাকে দাফন করা হয়।[১]

## ❖তাঁর সম্পর্কে শোকগাথাঁ কবিতা

তাঁর ইন্তেকালের পর কমপক্ষে সত্তর জন মার্সিয়া রচনা করেন। বিখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে দুর্‌াইদের মার্সিয়া নিম্নে প্রদত্ত করা হল।

بملتفتيه للمشيب طوالع *** زواجر عن ورد التصابي روادع

تصرفه طوع العنان وربما *** دعاه الصبا فاقتاده وهو طائع

ومن لم يزعه لبه وحياؤه *** فليس له من شيب فوديه وازع

هل النافر المدعو للحظ راجع *** أم النصح مقبول أم الوعظ نافع

أم الهمك المغموم بالجمع عالم *** بأن الذي يوعي من المال ضائع

وأن قصاراه على فرط ضنه *** فراق الذي أضحى له وهو جامع

ويخمل ذكر المرء ذي المال يعده *** ولكن جمع العلم للمرء رافع

ألم تر آثار ابن إدريس بعده *** دلائلها في المشكلات لوامع

معالم يفنى الدهر وهى خوالد *** وتنخفض الأعلام وهي فوارع

مناهج فيها للهدى متصرف *** موارد فيها للرشاد شرائع

---

[১] . ড. ইমীল বদী' ই'য়াকুব, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫ ; আহমদ আশ- শিরবাসী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৫-১৫৬; লেখক বৃন্দ, আল-ইমাম আশ-শাফেয়ী প্রাগুক্ত, পৃ., ৬০।

ظواهرها حكم ومستبطناتها *** لماحكم التفريق فيه جوامع

لرأي ابن إدريس ابن عم محمدٍ *** ضياء إذاما أظلم الخطب ساطع

إذا المفظعات المشكلات تشابهت *** سما منه نورفي دجاهن لامع

أبى الله إلا رفعه وعلوه *** وليس لما يعليه ذو العرش واضع

توخى الهدى واستنقذته يدالتقى *** من الزيغ إن الزيغ للمرء صارع

ولاذ بآثار الرسول فحكمه *** لحكم رسول الله في الناس تابع

وعول في أحكامه وقضائه *** على ما قضى فى الوحى والحق ناصع

بطيئ عن الرأي المخوف *** التباسه إليه إذا لم يخش لبسا مسارع

وأنشاله منشيه من خير معدنٍ *** خلائق هنّ الباهرات البوارع

تسربل بالتقوى وليدأ وناشئا *** وخص بلب الكهل مذ هو يافع

وهذب حتى لم تشر بفضيلة *** إذا التمست إلا إليه الأصابع

فمن يك علم الشافعى إمامه *** فمرتعه في ساحة العلم واسع

سلام على قبر تضمن جسمه *** وجادت عليه المدجنات الهوامع

لقد غيبت أثراؤه جسم ماجد *** جليل إذا التفت عليه المجامع

لئن فجعتنا الحادثات بشخصه *** لهن لما حكمن فيه فواجع

فأحكامه فينا بدور زواهر *** وآثاره فينا نجوم طوالع [1]

ইমাম শফে'য়ী (র) অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে এ পৃথিবীতে আগমন করেন। শৈশবকাল থেকে অধ্যয়নে গভীর মনোনিবেশ করেন। যুগশ্রেষ্ঠ আলিমদের সান্নিধ্য লাভ করে কুরআন, হাদীস ও ফিকহে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য কষ্ট ও বাধা উপক্ষো করে সফর করেন, দেশ থেকে দেশান্তর। জ্ঞান অর্জন শেষ করে জ্ঞানের আলো বিতরণ শুরু করেন নিরলসভাবে। মুসলিম বিশ্বের প্রধান কেন্দ্র মক্কা, বাগদাদ ও মিশরে তিনি রুটিন করে ইলমে দ্বীনের দরস দিতেন প্রতিনিয়ত। হানাফী ও মালিকী মাজহাবের মাঝামাঝি অবস্থানে তিনি যে ফিকহী মত প্রদান করেন, তা পরবর্তী শাফে'য়ী মাজহাব হিসেবে বিশ্বে সমাদৃত হয়। মূলত তিনি হাদীস ও কিয়াসের সমন্বয় করে স্বীয় মাজহাবের রূপরেখা প্রণয়ন করেন। তিনি ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নির্ভীক সৈনিক। ব্যক্তিগত জীবনে এবাদত-বন্দেগী, তাকওয়া-তাওয়াক্কুল, চরিত্র-মাধুর্য ইত্যাদিতে ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। হিজরী দ্বিতীয় শতকের মুসলিম উম্মাহরজন্য ছিলেন মুজাদ্দিদ। অবশেষে ৫৪ বৎসর বয়সে ইহকাল ত্যাগ করে মাওলায়ে হাক্বীকির সাথে মিলিত হন।

[১]. ইবনে খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮-১৬৯।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর সাহিত্য-সাধনা

# প্রথম অনুচ্ছেদঃ তাফ্সীর ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা

শৈশব হতে ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর সাহিত্য চর্চার প্রতি ছিল প্রবল ঝোঁক-প্রবণতা। স্বভাবগতভাবে তিনি কবিতা রচনা করতেন। শৈশব হতেই তার রসনা হতে কাব্য ঝর্ণা নিঃসৃত হতে থাকে স্রোতের মত। কিন্তু তিনি কবিতাকে পৃথক শিল্পকর্ম হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি তাফ্সীর, হাদীস, ফিক্হতে প্রচুর সময় ব্যয় করেন ও সাধনা করেন। বক্তৃতা ও ভাষা শাস্ত্রে রয়েছে তার অসাধারণ পদচারণা। ইতিহাস, জ্যোতির্বদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যায়েও তাঁর রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথা, প্রবাদ- প্রবচন অবগত হলে বুঝাযায় যে তিনি কত বড় বুদ্ধিমান ও সাহিত্যিক ছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাই ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'লা বলেন:

*كان الشافعى اذا أخذ فى العربية قلت : هو بهذا أعلم،*

*واذا تكلم فى الشعر وانشاده قلت : هو بهذا أعلم*

*واذا تكلم فى الفقه قلت : هو بهذ أعلم !!!*

"ইমাম শাফেয়ী (র.) যখন আরবী ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু করতেন, তখন আমি বলতাম তিনি এ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী,

যখন তিনি কবিতা সম্পর্কে আলাপ করতেন ও আবৃত্তি করতেন তখন আমি বলতাম তিনি এ বিষয়ে অধিক পারদর্শী,

আবার যখন তিনি ফিকহ সম্পর্কে কথা বলতেন তখন আমি বলতাম যে তিনি এ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী !!! ।"[১]

### ❖ তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা

আল কুরআন হলো ইসলামী শরীয়তের প্রথম রুকন বা ভিত্তি। ইমাম শাফে'য়ী (র.) বাল্য বয়সেই পবিত্র ক্বোরআন মুখস্ত করেণ। অতঃপর আল ক্বোরআনের তাফসীরের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার জ্ঞান অর্জন করেন এর সূক্ষ্ম ও তাত্ত্বিক অর্থ অনুধাবনের জন্য চেষ্টা করেন। আরবী ভাষার অলংকার শাস্ত্র, ভাষার উচ্চা রণ, বর্ণনাশৈলী, অর্থতত্ত্ব, ভাষার গোপন রহস্য আয়ত্ব করেন। ভাষা সাহিত্য ভালোভাবে অবগত নাহলে পবিত্র কুরআন সার্বিকভাবে বুঝা অসম্ভব। সাঠিকভাবে জানলে সে লক্ষ-উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারবে, অন্যথায় সে পথভ্রষ্ট হবে। ইমাম শাফে'য়ী (র.) এ ব্যাপারে এমন মর্যাদায় উপনীত হন যেখানে অন্যকেহ পৌঁছতে পরেনি। ইমাম শাফে'য়ী (র.) "আহকামুল কুরআন"-এ তাফসীর ও উসূলে তাফসীর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে বলেন যে, কুরআনের যে সকল আদেশ পালন করা অপরিহার্য তা চার প্রকার। যথা:

[১] .আব্দুর রাহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬।

**১. ধর্ম বিশ্বাস : ( العقائد)**

আল্লহাপাকের একত্ববাদ, নবুওয়াত-রিসালাত, পূর্ববর্তী ঐশী কিতাব, নবী-রাসূলগণ, হাশর, আল-কুরআনের উপর ঈমান আনা এসকল আকায়েদের অন্তর্ভুক্ত ও ফরয বিধান।

**২. এবাদত ( العبادات):**

এটা আদায় করা ফরয। যেমন: নামাজ, রোযা, যাকাত, হজ্ব, জিহাদ ইত্যাদি এবাদতের আওতাভুক্ত।

**৩. লেন-দেন (المعاملات):**

ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধি-বিধান, যথা: বেচা-কেনা, ঋণ, ইজারা ইত্যাদি।

**৪. দন্ড -বিধি (العقوبات):**

শরীয়তের সীমা ও প্রতিশোধ গ্রহণ, কিসাস, জিনার শাস্তি, মদপানের শাস্তি ইত্যাদি।।[১]

ইমাম শাফে'য়ী (র.) প্রায়ই আফসোস করে বলতেন, যারা আরবী ভাষার অভিধান ও অজ্ঞ যুগের আরবদের ইতিহাস জানেনা, তারা কিভাবে কুরআন মাজীদের তাফসীর করতে ও লিখতে সাহস পায় আমার বুঝে আসে না।[২] তিনি মিশরে অবস্থান কালে দিনকে কয়েক ভাগে ভাগ করে এক এক সময় এক বিষয় শিক্ষা দিতেন। প্রতিদিন তিনি তার শিক্ষা মজলিসে ফজরের পর পবিত্র কুরআন ও তাফসীর শিক্ষা দিতেন। তাই তাফসীর বিভাগের ছাত্ররা ফজর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত তাঁর কাছে অধ্যয়ন করতো এবং প্রশ্ন করে তাঁর কাছ থেকে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা জেনে নিত।[৩] তিনি ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ মুফাস্সির। ইমাম শাফে'য়ী নিজেই বলেছেন "কুরআন কারীমের এমন কোন শব্দ নেই যার আরবী ভাষাগত অর্থ আমি অবগত নই।

ইমাম ইউনূস বিন আব্দুল আলা বলেন, ইমাম শাফে'য়ী (র.) এমন মনোরম ভাবে কুরআন মাজীদের তাফসীর বর্ণনা করতেন, মনে হয় যেন তিনি কুরআন শরীফ নাযিলের সময় উপস্থিত ছিলেন। হযরত জুনাইদ (র.) বলেন, কুরআন সম্পর্কে ইমাম শাফে'য়ী (র.)-এর চেয়ে বেশী কুরআন জ্ঞানসম্পন্ন লোক অপর কেউ ছিলনা।[৪]

**❖ হাদীস শাস্ত্রে তার ব্যুৎপত্তি**

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বয়স যখন দশ বৎসর পূর্ণ হয়নি তখনও তিনি মক্কার শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.)- এর হাদীসের দরসে উপস্থিত হতেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.)- এর কাছ থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.) যা শুনতেন তা হাড়, খেজুরের ছাল ও বিভিন্ন পত্রের মধ্যে লিখে রাখতেন। অতঃপর ১০ বৎসর বয়সে তিনি নয় রাত্রে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম লিখিত প্রায় চার হাজার হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ "মুয়াত্তা মালিক" মুখস্ত করেন। মুয়াত্তা সম্পর্কে ইমাম শাফে'য়ী (র.) বলেন, কিতাবুল্লাহ এর পরে পৃথিবীর বুকে ইমাম মালেকের মুয়াত্তার চেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব আর দ্বিতীয় নেই। এর পর প্রায় ১৩ বৎসর বয়সে তিনি মদীনায়

---

[১]. ড. মুস্তফা আল খিন,*আল ফিকহুল মানহাজী আলা মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফে'য়ী*, (দামেশক: দারুল ক্বলম-১৯৯৬), পৃ. ১২-১৩।

[২]. লুৎফুর রাহমান, *চার ইমামের জীবনী*, (ঢাকা: মদীনাবুক হাউস-২০০৯), পৃ.৩১২-৩২২।

[৩]. আল ইমাম আশ- শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

[৪]. লুৎফুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩।

যান এবং সেখানে ইমাম মালিক (র.) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে আরো অনেক হাদীস শ্রবণ করেন ও লিপিবদ্ধ করে রাখেন। এছাড়া তিনি মদীনার অন্যান্য বিশিষ্ট্য মুহাদ্দীস গণের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন এবং সাহাবাদের বক্তব্য ও ফতোয়া মুখস্তকরেন।

- মুহাম্মদ বিন হাসান (র.) বলেন, তুমি যদি কোন হাদীস বিশারদের সাথে কথা বলতে চাও তাহলে শাফে'য়ীর সাথে বলবে।

- হাসান বিন মুহাম্মদ আল যাহকারানী বলেন:

كان اصحاب الحديث رقودا كان اصحاب الحديث رقودا فايقظهم الشافعى فتيقظوا .

"হাদীস অনুসারীরা ঘুমন্ত ছিল, ইমাম শাফে'য়ী তাদের জাগ্রত করলে, ফলে তারা হাদীস সম্পর্কে জাগ্রত হল।

- হেলাল ইবনে আ'লা বলেন :

اصحاب الحديث عيال علم الشافعى فتح لهم الاقفال .

"সকল হাদীস অনুসারীরা ইমাম শাফে'য়ী (র.)- এর পরিবারভুক্ত, তিনি তাদের বদ্ধতালা খুলে দেন।"

হাদীসে তাঁর অবদানের জন্য তাকে ناصر السنة / ناصر الحديث (হাদীসের সাহয্যকারী হাদীসের একান্ত অনুসারী أصحاب الحديث (হাদীসের অনুসারী) উপাধি দেওয়া হয়। তিনি তার মতের সমর্থনে যেমন যুক্তি উপস্থাপন করতেন তেমনি দলীল হিসাবে হাদীস পেশ করতেন।

হাদীস শাস্ত্রে তার অনবদ্য অবদান হল :

(১) كتاب السنن

(২) المسند (৩) إختلاف الحديث

তিনি মিশরে যখন শিক্ষাদান করতেন তখন সূর্যোদয় থেকে নিয়ে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত হাদীসের দার্‌স দিতেন। হাদীস অন্বেষণকারীরা তাঁর কাছে এসে হাদীসের ব্যাখ্যা, তাৎপর্য ও মাস'আলা জেনে নিত। তিনি সেই মহান ব্যক্তি যিনি শুধু اصول الفقه নয় বরং اصول الحديث বা হাদীসের মূলনীতি প্রনয়ণকারী প্রথম ব্যক্তি। তিনি যে সকল নিয়ম নীতি উপস্থাপন করেন, বর্তমানে হাদীস বিশারদগণ এগুলো مصطلح الحديث এর অন্তর্ভুক্ত করেন। الجرح والتعد يل ,غريب الحديث ও غريب الكلام সম্পর্কে তার ছিল পূর্ণ দখল।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর যাবতীয় রচনাবলী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় পাঠ্য হবার দাবী রাখে। তবে তাঁর মধ্যে নীতি শাস্ত্রীয় তত্ত্বের এবং তথ্যের জন্য اختلاف الحديث ও احكام القرآن গ্রন্থদ্বয় গভীর গবেষণার উপাদানে ভরপুর।[১]

[১]. লেখকবৃন্দ, *আল ইমাম আশ- শাফে'য়ী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪ ; মোস্তাফা ওয়াহীদুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২-২৮; আহমদ আশ- শিরবাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩।

# দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁর অবদান

## ❖ ফিক্‌হ শাস্ত্রে শাফে'য়ীর অবদান

ইমাম শফে'য়ী (র.) মক্কার বিশিষ্ট মুফতী মুসলিম ইবনে খালিদ জাঞ্জী (র.) -এর কাছে ফিকহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। মূলত মুসলিম তাকে ফিক্‌হ শিখতে উৎসাহিত করেন। শাফে'য়ীর ফিক্‌হী দক্ষতা দেখে মুসলিম (র.) তাকে ১৫ বৎসর বয়সে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দেন। মদীনায় যাওয়ার পর ইমাম মালিক (র.) ও তাঁকে ফতোয়া দেওয়ার অনুমতি দেন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) -এর নিকট যখন তাফসীর ও ফতোয়া ব্যাপারে কোন প্রশ্ন আসতো তখন তিনি ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর দিকে তাকাতেন এবাং শাফে'য়ীর কাছে প্রশ্ন করে তা জেনে নেওয়ার জন্য বলতেন।[১] এরপর তিনি ইরাক গিয়ে মুহাম্মদ বিন হাসান (র.) -এর কাছ থেকে হানাফী ফিক্‌হ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। তারপর তিনি মালিকী মাযহাব ও হানাফী মাযহাবের মধ্যে তুলনা মূলক পর্যালোচনা করে হাদীস ও কিয়াসের সমন্বয়ে নতুন মাযহাবের রূপরেখা পেশ করেন। প্রথমে তা মক্কায়, পরে বাগদাদ ও মিশরে তা প্রকাশ করেন এবং গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন। তাঁর রচিত শাফেয়ী মাযহাবের কালজয়ী গ্রন্থ الأم যা সাত খন্ডে বিভক্ত এবং ১৪০টি শিরোনাম রয়েছে। ফিকহ শাস্ত্রে তার বিরাট অবদান হল الرسالة فى أصول الفقه সকল আলিম একমত যে তিনি সেই মহান ব্যক্তি যিনি সর্ব প্রথম ফিক্‌হের নিয়ম-নীতি আবিষ্কার করেন। সুতরাং তিনি একজন সফল মাযহাব প্রতিষ্ঠাকারী।[২]

ইমাম মুযানী (র.) বলেনঃ

قرأت الرسالة خمس مئة مرة ـ ما من مرة الاوقد استفدن منها فائدة جديدة

- আবূ বকর হুমাহদী (র.) ৭৭৭

"ইমাম শাফেয়ী (র.) ফকীহ গণের নেতা"।

مارأيت اعقل او افقه منه

আমি ইমাম শাফে'য়ীর চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান ও অধিক ফিক্‌হ সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তি দেখিনি।[৩]

- খতীব বাগাদাদী (র.) বলেন,

الامام الشافعى رب ا لفقهاء وتاج العلماء

"ইমাম শাফে'য়ী ফকীহগণের অভিভাবক ও উলামাগণের প্রদীপ"।[১] ইমাম শাফে'য়ী (র.) সর্বমহলের স্বীকৃতিনিয়েই ১৯৫ হিজরী পর্যন্ত মক্কার প্রধান মুফতি ছিলেন। তারপর বাগদাদ চলে যান।

---

[১]. শামসুদ্দীন যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ১৫-১৭।

[২].আল ইমাম আশ- শাফে'য়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪; আহমদ শিরবাসী , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-১৩৬; মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩।

[৩]. আহমদ শিরাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯-১৫০।

# তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বক্তৃতা ও ভাষাশাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য

## ❖ শাফে'য়ী বক্তৃতা ও ভাষণ

ইমাম শাফে'য়ী (র.) সকল বিষয় অসাধারণ পান্ডিত্য, প্রখর স্মৃতি শক্তি ও জ্ঞান গরিমার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর বক্তৃতামালা আরবী সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ইসলামের আবির্ভাবের পর হযরত মুহাম্মদ (স.) বক্তৃতার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেন এবং বিভিন্ন সময় নানা সমস্যার সমাধান প্রদান করেন। জুম'আ ও দুই ঈদে বিভিন্ন বিষয়ে খুতবা প্রদান করেন। নবী (সা.) এর জীবনে ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের খুতবা বা ভাষণ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক আরবী সাহিত্যে খুতবা বা বক্তৃতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনলবর্ষী বক্তা ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর বক্তৃতা মালা ছিল অলংকারে পরিপূর্ণ। স্বল্প কথায় ব্যাপক ভাব প্রকাশে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। ভাব, ভাষা, শব্দ চয়ন, বর্ণনাভঙ্গী, উপমা, দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার, ভাষা অলংকার, উপস্থাপনা ইত্যাদির দিক থেকে তাঁর খুতবা ছিল মনোমুগ্ধকর। এসবগুণ সমৃদ্ধ খুতবা শ্রবণে শ্রোতাবৃন্দ তন্ময় হয়ে যেত। তিনি যুগের শ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন।

ড. আহমদ আল শিরবাসী বলেন :

وكان فصيح اللسان موفور البيان قوى الجنان - وطيد الايمان - بارعا فى الخطابة - حتى لقبه ان راهويه : خطيب العلماء

"তিকনি ছিলেন বিশুদ্ধভাষী, অলংকার সমৃদ্ধবাগ্মী, দৃঢ়চিত্ত ও নির্ভীক, মজবুত ঈমানদার ও দক্ষ বক্তা, এমনকি ইবনে রাহওয়াই তাকে আলিম জগতের শ্রেষ্ঠ বক্তা উপাধিতে ভূষিত করেন"।[২]

ইমাম শাফে'য়ী (র.) তর্কবাগীশ ছিলেন। তিনি সে যুগের ফিকহবিদ, দার্শনিকদের সাথে সত্য উদঘাটনের জন্য তর্ক বিতর্ক করতেন। তিনি তর্ক অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্যে যে অলংকারপূর্ণ বাক্য, দূর্বোধ্য শব্দ ও চমৎকার বাচনভঙ্গী ব্যবহার করতেন যা শ্রোতা শুনে সবাই অভিভূত হয়ে যেত। রাবী' প্রায়ই বলতেন, যদি তুমি ইমাম শাফে'য়ীকে দেখতে এবং তাঁর সুন্দর বর্ণনা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা শুনে উপলব্ধি করতে তাহলে তুমি আশ্চার্যান্বিত হয়ে যেতে। তিনি বিতর্কের বক্তব্যে যে সকল বিরল শব্দ ও আলংকারিক শব্দ ব্যবহার করতেন তা দ্বারা যদি তিনি গ্রন্থাদি রচনা করতেন তাহলে কারো পক্ষে তা পাঠ করে অনুধাবন করা সম্ভব হতনা। তাঁর ভাষণের ভাষা ছিল অতি অলংকারপূর্ণ ও উচ্চাঙ্গ।[৩] ইমাম শাফে'য়ী (র.) নাজরানের গভর্ণর পদে থাকাকালে দুষ্ট সরকাযী কর্মচারী আমলাদের রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকার হলে তাকে খলীফা হারুন রশীদের দরবারে গ্রেফতার করে নেওয়া হয়। অবশেষে খলীফা চিরশত্রু মনে করে তাকে হত্যার আদেশ দেন। ইমাম শাফে'য়ী (র.) মৃত্যুদন্ডের প্রক্ষালে কিছু কথা বলার অনুরোধ করেন খলিফার কাছে। অনুমতি পেলে নিশ্চিত মৃত্যুকে সামনে রেখে ইমাম শাফে'য়ী (র.) সেদিন যে জ্ঞানগর্ভ ও বিস্ময়কর ভাষণ দিয়েছিলেন তা খলিফার গোটা

---

[১]. লেখকবৃন্দ,আল ইমাম আশ- শাফে'য়ী, প্রাগুক্ত পৃ. ৬৪।

[২]. আহমদ আম- শিরবাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।

[৩]. শামসুদ্দীন আলয যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ.১০ ,পৃ. ৭৩-৭৪।

অস্তিত্বকে প্রকম্পিত করে দেয়। খলিফা তাঁর এ ভাষেণ শুনে বাধ্য হয়ে হত্যার আদেশ রহিত করে কারাবন্দী করে রাখতে নির্দেশ দেয়। পরবর্তীতে তাকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়।[১]

একদা খলিফা হারুণ রশীদ তার রাজপ্রাসাদে ইমামকে ডেকে আনেন। তিনি উপস্থিত হলে খলিফা বললেন, আজ আমার দরবারে সবই উপস্থিত। আমাদের জন্য আপনি উপদেশ মূলক কিছু বলুন। ইমাম শাফে'য়ী (র.) এমন এক হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন, দরবারের সবাই অশ্রুসিক্ত ও অভিভূত হয়ে পড়ে। এমনকি খলিফা নিজেও ডুকরে কেঁদে উঠেন। অবশেষে বক্তৃতা শেষ করে বিদায়ের অনুমতি চাইলে খলিফা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাঁকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম উপঢৌকন প্রদান করেন। অবশ্য ইমাম সব উপঢৌকন দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করে দেন।[২] এভাবে ইমাম শাফে'য়ী (র.) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতে ভাষণ দিয়েছেন। জুম'আর দিন, ঈদের দিন, বিভিন্ন তর্ক অনুষ্ঠানে আমীর ও উমারাদের রাজ দরবারে, শিক্ষা মজলিসে সকাল ৮:০০/৯:০০ ঘটিকা থেকে দ্বিপ্রহর পর্যাল্প এবং বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানে তিনি ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।

তাঁর বক্তৃতা -ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয় স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী সৃষ্টি জগত, পবিত্র কুরআন, নবী (স.), নবী পরিবারের গুণগান, খোলাফায়ে রাশিদীন, হাদীসের জ্ঞান অর্জনের ফযীলত, পরকালের অবস্থা, দুনিয়ার হাক্বীকত, হাদীস মান্যকরার আবশ্যকীয়তা, প্রবৃত্তির অনুসরণ বর্জন, আল্লাহর হক, বান্দার হক,দুনিয়ার ফিতনা সম্পর্কে, বিচারকের নির্দেশ মান্যকরা ইত্যাদি বিষয়ের উপর তিনি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর খুতবা প্রদান করেন। এখানে নমুনা স্বরূপ তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে অল্প কিছু দিক তুলে ধরা হলো:

لله اسماء وصفات ـ جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه ـ صـ ـ أمته لايسع أحدا قامت عليه الحجة ردها لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله ـ صـ ـ القول بها فان خالف الفراوى. إنما خلق الله الخلق بكن ـ فاذا كانت 'كن' مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق والقرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ومن تعلم القرآن عظمت قيمته ـ ومن تكلم فى الفقه نمافدره ـ ومن كتب الحديث قويت حجته ـ ومن نظر فى اللغة رق طبعه ومن نظر فى الحساب جزل رأيه ومن لم يصن نفسه لم ينفع علمه . العالم يسأل عما يعلم وعما لايعلم . فيثبت مايعلم ويتعلم مالايعلم ـ والجاهل يغضب من التعلم ـ ويأنف من التعليم ـ اصل العلم التثبت ـ وثمرته السلامة ـ وأصل الورع القناعة ـ وثمرته الراحة واصل الصبر الحزم ـ وثمرته الظفر ـ وأصل العمل التوفيق وثمرته النجح ـ وغاية كل امر الصدق .

وخير الدنيا ولآخرة خمس خصال: غنى النفس، وكف الأذى وكسب الحلال، ولباس التقوى ـ والثقة بالله فى كل حال . واذا انت حفت على عملك العجب ، فاذكر رضا من تطلب، وفى أى نعيم ترغب . ومن أى عقاب ترهب . وأى

[১]. মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭-২৫৮।
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭।

عافية تشكر وأى بلاء تذكر فانك إن ذكر فى واحدة من هذ الخصال صغر فى عينك ماقد عملت إن لسان العربية يحب ان يكون مقدما على كل لسان لأنه لسان القرآن ولسان الرسول - ولايجوز ان يكون لسان المسلمين تابعا لأى لسان بل يجب ان يكون كل لسان تابعا للسا نهم العربى القرآنى المبين . فعلى كل مسلم ان يعلم من لسان العرب مابلغه جهده حتى يشهد به أن لاإله الا الله وأن محمد اعبده و رسوله . ويتلوبه كتاب الله وينطق بالذكر فيما افرض عليه من لتكبير وأمربه من التسبيح والتشهد وغير ذلك. فتعلموا العربية، فانها تثبت الفضل. وتزيد فى المروءة .

"আল্লাহ পাকের বহুনাম ও গুণাবলি রয়েছে। যেগুলো পবিত্র কুরআনে এছেসে এবং নবী (সা.) তাঁর উম্মতের কাছে বর্ণনা করেছেন। প্রতিষ্ঠিত এসকল দলীল খন্ডন করার সামর্থ করো নেই। কারণ এগুলো নিয়ে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূল (সা.)-এর কথা দ্বারা এগুলো সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও অধিবাসীরা বিরোধিতা করে। তিনি "কুন" (হও) আদেশ দ্বারা সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং "কুন" যখন সৃষ্ট বিষয় হয়ে যায়, তখন তিনি সৃষ্ট বিষয় দিয়ে সৃষ্টিকুল সৃজন করেন। আর পবিত্র "আল-কুরআন" হচ্ছে আল্লাহর কালাম, সৃষ্ট বিষয় নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআনকে সৃষ্টি বলবে সে নিশ্চিত কাফের। যে কুরআন শিক্ষাগ্রহণ করে সে মহিমান্বিত হয়, যে নীতি শাস্ত্রের (ফিকহ) জ্ঞান অর্জন করে, সে মর্যাদাবান হয়, যে হাদীস লিপিবদ্ধ করে, সে মূলত যুক্তি প্রদানের দলীল শক্তিশালী করে, যে ভাষাতত্ত্বে গভীর জ্ঞান অর্জন করে, সে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, হিসাব-নিকাশে যে দক্ষতা অর্জন করে, সে অভিব্যক্তির দৃঢ়তা লাভ করে। জ্ঞান অর্জন করার পরও যে পাপ হতে বেঁচে থাকতে পরেনি, বিদ্যা তাঁর কোন কল্যাণ সাধন করতে পারেনি। প্রকৃত জ্ঞানী যে, সে যা জানে না তা জানার জন্য, এবং যা জানে তা ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্য প্রশ্ন করে। এতে জ্ঞাত বিষয় অন্তরে বদ্ধমূল হয় আর অজানা বিষয় অবগত হয়। মূর্খ ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণের কথা শুনলে ক্রোধান্বিত হয়। আর শিক্ষাদানের কথা বললে নাক ছিটকায়। জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে নিশ্চিতভাবে জানা আর তার ফল হলো শান্তি, তাকওয়ার মূল হচ্ছে আত্মতুষ্টি, আর ফল হলো প্রশান্তি, ধৈর্যের মূলহচ্ছে দৃঢ়তা, আর ফল হলো সফলতা, নেক আমলের মৌলিকত্ব হচ্ছে তাওফীক, আর ফল হলো সাফল্য, আর প্রত্যেক বিষয়ের লক্ষ্য হচ্ছে বাস্তবতা। দুনিয়া-আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে নিহিত, আত্ম তুষ্টি, অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, বৈধ উপার্জন, তাকওয়ার পোষাক, সর্বদা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখা। যখন তুমি তোমার নেক আমলের অহমিকা ব্যাপারে শংকিত হবে, তখন তুমি থাকে চাও তাঁর (আল্লাহর) সন্তুষ্টির কথা স্মরণ কর, যে কোন নেয়ামত, যা তুমি কামনা কর, যে কোন শাস্তি যা তুমি ভয় কর যে কোন সুস্থতা-নিরাপত্তা, যা তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যে কোন বিপদ যা তুমি স্মরণ কর। তুমি এসকল বিষয়ে থেকে কোন একটি বিষয় তোমার নেক আমলের মোকাবেলা করলে তোমার নেক আমল তোমার কাছে নগন্য মনে হবে। আরবী ভাষাকে অন্য সকল ভাষার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক। কারণ আরবী ভাষা হচ্ছে কুরআনের ভাষা, রাসূল (সা.)-এর ভাষা। সুতরাং কোন মুসলমানের উচিৎ নয় যে, সে অন্য ভাষার অনুসারী হবে বরং সকল ভাষা সুস্পষ্ট কুরআনের ভাষার অনুগামী হবে।

অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ আরবী ভাষা শিক্ষাগ্রহণের জন্য প্রাণপন চেষ্টা করবে, যেহেতু সে এভাষা দ্বারা সাক্ষ্যদেয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং এ ভাষাতে সে আল্লাহর কিতাব কুরআন তেলাওয়াত করে, এ ভাষা দ্বারা যিকির-দোয়া করে, যা তার জন্য বাধ্যতামূলক ও আদিষ্টিত বিষয় যেমন নামাজে তাসবীহ, তাকবীর, তাশাহহুদ পাঠ প্রভৃতি। সতরাং তোমরা আরবী ভাষা শিখ, কারন ইহা মর্যাদা প্রতিষ্টিত করে এবং মানবিকতা বৃদ্ধি করে"।[১]

❖ **ভাষাশাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য :** (অভিধান, সাহিত্য, নাহু, ছন্দপ্রকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্র)

ইমাম শাফে'য়ী (র.) প্রথম জীবনে প্রায় ১৭ থেকে ২০ বৎসর সময় আরবের শ্রেষ্ঠ শুদ্ধভাষী মরুবাসী হুযাইল গোত্রে অতিবাহিত করেন। আরবী ভাষা তত্ত্বের খাঁটি উৎস হুযাইল গোত্র থেকে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের রহস্য ও তাৎপর্য ভালোভাবে অনুধাবন করেন।[২] এজন্য ভাষা ও শব্দ সম্পর্কে তাঁর জানার বাহিরে আর কিছু বাকী থাকেনি। তিনি বিরাট শব্দভান্ডার আয়ত্বকরেন এবং নিজেই একটি জীবন্ত অভিধানে পরিণত হন। ফলে তাঁর ভাষাতত্ত্বে যেসব যোগ্যতা অর্জিত হয় ,তাহল :

(১) فصا حته وسلامة منطقه
وقد رته على التعبير وحجية لغته

(২) احاطته بعلوم العربية

(৩) شاعرية متدفقة بالحكمة

(৪) اثرلغته من مسائل الفقه والأصول .

"১। বাগ্মীতা, নিখুত বাকরীতি, প্রকাশরীতির দক্ষতা, ভাষার অভিজ্ঞতা।

২। আরবী ভাষার জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁর অবগতি। ৩। প্রজ্ঞাপূর্ণ সূক্ষ্ম কবিত্ব। ৪। ফিক্হ ও উসূলে ফিক্হের বিষয়াদির মধ্যে তাঁর বিশুদ্ধ ভাষার প্রভাব।"[৩]

ইমাম শাফে'য়ী (র.) আরবী ভাষা সাহিত্যে এত দখল ছিল যে সে যুগের সকল ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, অলংকারশাস্ত্রবিদ ও নাহুবিদদের সুদৃষ্টি ছিল তাঁর প্রতি। তাই তাঁর শিক্ষা মজলিসে আরবের সেরা ভাষাবিদ সাহিত্যিক ও ছন্দ শাস্ত্রবিদদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তিনি তাঁর শিক্ষাদানের রুটিনে বিশেষ একটি সময় সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষাদানে ব্যয় করতেন। যুগের সাধারণ নয় বরং সেরা পন্ডিতরা তাঁর কাছ থেকে ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করত। বিশিষ্ট নাহুবিদ আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম বলেন,

---

[১]. শামসুদ্দীন যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ২৪,৪০,৭৯,৮০,৮৮; আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২, ১৪৪; আল ইমাম অশ-শাফে'য়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

[২].লেখকবৃন্দ, আল ইমাম আশ- শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

[৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

كان الشافعى يجلس لمدارس الفقه والاحكام فى الصباح فاذا ارتفع الضحى تفرق عنه طلاب الفقه وجاء أهل العربية والعروض والشعر والنحو فلايزالون إلى ان يقربه انتصاف النهار

"ইমাম শাফে'য়ী (র.) পূর্বাহ্নে ফিকহ ও বিভিন্ন হুকুম -আহকাম শিক্ষা দিতেন, যখন সকালের সূর্য কিরণ প্রকাশ পেত ফিক্হের শিক্ষার্থীরা চলে যেত। অতঃপর নাহু, কবিতা, ছন্দ ও আরবী ভাষা বিশেষজ্ঞরা আসত এবং এসকল বিষয় প্রায় মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অধ্যয়ন চলত।"[১]

তিনি আরো বলেন যে, যখন তিনি ভাষা সম্পর্কে সংশয়ের মধ্যে পড়েন, তখন ইমাম শাফে'য়ীকে প্রশ্নকরে জেনে তা সমাধান করে নেন। শাফে'য়ী ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ। তাই সে যুগের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও নাহুবিদরা তাঁর প্রজ্ঞার স্বীকৃতি দেয়। যেমন:

- শাফে'য়ীর যুগের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ও নাহুবিদ আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম বলেন,

الشافعى كلامه لغة يحتج بها .

"ইমাম শাফে'য়ীর বক্তব্যসমূহ ভাষা তত্ত্বের দলীল স্বরূপ।"[২]

তিনি অন্যত্র বলেন:

قول الشافعى رضى الله عنه فى اللغة حجة .

"ইমাম শাফে'য়ীর কথা ভাষা সাহিত্যের প্রমাণ বা দলীল।"

- আব্বাসী যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক জাহেজ (৭৮০-৮৬৯খৃ.)[৩] বলেন,

نظرت فى كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا فى العلم فلم اراحسن تأليفا من 'المطلبى' لسانه ينثر الدر .

"আমি এই সকল প্রতিভাভান ব্যক্তির গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেছি, যারা আরবী ভাষা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে, শাফে'য়ী মুত্তালিবীর রচনার চাইতে, চমৎকার রচনা আমি আর দেখিনি, তাঁর রচনাশৈলী যেন গ্রথিত মুক্তা মালা।[৪]

- আবূ উসমান আল মাযিনী বলেন:

الشافعى عند نا حجة فى النحو.

"ইমাম শাফে'য়ী আমাদের নিকট নাহু শাস্ত্রের দলীল।"[৫]

- বিশিষ্ট অলংকার শাস্ত্রবিদ আবূ উবাইদ বলেন:

مارأيت افصح ولااعقل ولا أروع عن الشافعى

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
[২]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।
[৩]. আহমদ আশ শিরবাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
[৪]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।
[৫]. আল ইমাম আশ-শাফে'য়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

"আমি শাফেয়ীর চেয়ে অধিক খোদাভীরু ,বুদ্ধিমান ও বিশুদ্ধভাষী কাউকে দেখিনি।"[১]

- বিশিষ্ট ভাষাবিদ আহমদ বলেন:

كان الشافعى من افصح الناس

"ইমাম শাফে'য়ী (র.) যুগের মনুষ্যকুলের মধ্যে অধিকতর বিশুদ্ধভাষী ছিলেন।"[২]

- রাবী', বলেন,

كان لسان الشافعى اكبر من كتبه

ইমাম শাফে'য়ীর সকল গ্রন্থাদির চেয়ে বড় গ্রন্থ ছিল তার জিহ্বা।[৩]

- আবূ আব্বাস তালিব বলেন, ইমাম শাফে'য়ী (র.) ভাষা তত্ত্বের খনি বিশেষ। তিনি এমন যোগ্যতার অধিকারী যে, তাঁর কাছ থেকে ভাষার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে নেয়া যায়।
- ভাষাতত্ত্বের ইমাম আবূ মনসূর আযহার বলেন, ইমাম শাফেয়ীর ভাষা জ্ঞানের গভীরতা অনুমান করা যায়না। তিনি ইমাম শাফেয়ী শুধুমাত্র কথোপ কথন গুলোর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের ভূকিায় তিনি স্বীকার করেন যে, শাফেয়ীর মত ভাষা, সাহিত্য ও জাহিলী যুগের অলংকার শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিত্ব আর কাউকে আমি দেখিনি।
- আরবী সাহিত্যের অহংকার, আল্লামা জামাখশারী (র.) বলেন, ইমাম শাফে'য়ী জ্ঞানের পূর্ণতা পাওয়া একজন মনীষী। শরী'য়তের ইমাম ও মুজাতাহিদগণের শিরোমণি। তাঁর বক্তব্য এমন যা নিয়ে গভীরভাবে গবেষণার দাবী রাখে। সাধারণভাবে তা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন ভুল সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আরবী ভাষার এই পন্ডিত বিশাল জ্ঞান ভান্ডারের অধিকারী। তাঁর যোগ্যতা এতোটা উন্নত পর্যায়ের যে, ভাষা তাত্ত্বিক কোন জঠিলতা তারকাছে লুপ্ত থাকতে পারেনা।
- ইমাম রাযী (র.) বলেন, ভাষাবিদগণ সর্বসম্মতভাবে এমত ব্যক্ত করেছেন যে, ইমাম শাফে'য়ী ভাষাশাস্ত্রে মুকুটবিহীন সম্রাট। হযরত আলী (রা.) এর বীরত্ব ও হাতেমতাই এর দানশীলতা যেমন সন্দেহাতীত ঐতিহাসিক সত্য, ঠিক তেমনি ইমাম শাফে'য়ী (র.)-এর ভাষা সাহিত্য তথা ভাষাতাত্ত্বিকপূর্ণ পান্ডিত্য ও একটি ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য।[৪] সুতরাং ইমাম শাফে'য়ী (র.) কে ভাষা সাহিত্যের ইমাম ও মানবোভিধান বললে অত্যুক্তি হবে না।

---

[১]. শামসুদ্দীন আয যাহাবী ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।
[২]. আহমদ আশ শিরবাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০।
[৩]. প্রাগুক্ত।
[৪]. মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১-২৫২।

# চতুর্থ অনুচ্ছেদ
# তিনি ছিলেন ইতিহাসবেত্তা, জ্যোতির্বিদ ও চিকিৎসক

## ❖ ইতিহাসবেত্তা হিসাবে শাফে'য়ী

কবিতা হলো আরবদের জীবনালেখ্য।[১] আরবদের বংশ পরিচয়, তাদের কীর্তি-অপকীর্তি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাদের কবিতার মাধ্যমে সঠিকভাবে অবগত হওয়া যায়।[২] তাই আরবী সাহিত্য নিজেই আরবের এক বিস্তৃত ইতিহাস। যিনি জাহিলী যুগের রীতি-নীতি, উত্থান-পতন, তাদের স্বভাব-চরিত্র ও কবিতা জানেন তিনি একজন ঐতিহাসিক। এদৃষ্টিকোন থেকে নিঃসন্দেহে ইমাম শাফেয়ী (র.) একজন ইতিহাসজ্ঞ। কারণ তিনি প্রচুর আরবী কবিতা জানতেন এবং বংশ পরিচয় সম্পর্কে তার ব্যাপক ধারণা ছিল। মুসআব বিন আব্দুল্লাহ আয যুবাইরী তাঁর সম্পর্কে বলেন,

مارايت اعلم بايام الناس من الشافعى .

"ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর চেয়ে ইতিহাস বিষয়ে অধিকজ্ঞানী আর কাউকে আমি দেখিনি।"[৩]

একদা খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসানের বিতর্কের কথা জানতে পেরে ইমাম শাফে'য়ীকে তাঁর দরবারে আহবান করেন। কুরআন, হাদীস, ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করলে তিনি প্রত্যেকটি পরিপূর্ণ ও সন্তোষজনক উত্তর দেন।[৪] এক পর্যায়ে হারুনুর রশীদ প্রশ্ন করলেন,

كيف علمك بانساب العرب؟ فاجاب الشافعى : إنى لأعرف انساب اللئام - وانساب الكرام ونسبى ونسب امير المؤمنين -

আরবের শাস্ত্র সম্পর্কে তোমার জ্ঞান কতটুকু? উত্তরে ইমাম শাফেয়ী বলেন, আমি আরবের নীচলোক, সম্ভ্রান্তলোক, আমার নিজের এবং আমীর ওমারাদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে অবগত।[৫]

ইমাম শাফেয়ী (র.) যখন হুযাইল গোত্রে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন তখন তিনি আরব ইতিহাস, অতীত গল্প-কাহিনী, আরবের অতীত-ঐতিহ্য, কুলজিশাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে তিন তা বর্ণনা শুরুকরেন। যেমন তিনি বলেন–

فلما رجعت (من هزيل) إلى مكة جعلت انشد الاشعار، واذكر الأداب، والاخبار وايام العرب.

---

[১]. জুরজী যায়দান, তারীখুল আদাবিল আরাবিয়্যাহ্, (কায়রো: দারুল হিলাল-১৯৫৭), খ. ১, পৃ. ৯৪।
[২]. আতম মুসলে উদ্দীন, আরবী সাহিত্যে ইতিহাস, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-২০০৩), পৃ. ৪৯।
[৩]. আব্দুর গনী আদ দাক্বার, মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস আশ শাফে'য়ী , (জিদ্দা: দারুল বাশীর ,২০০৯), পৃ.২১৬।
[৪]. মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, প্রগুক্ত, পৃ. ২৫২।
[৫]. আহমদ শিরবাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

"আমি যখন মক্কায় ফিরলাম তখন কবিতা আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলাম আরবী সাহিত্য আলোচনা ও বিভিন্ন ঘটনা-তথ্য এবং আরবের ইতিহাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ বর্ণনা করতে লাগলাম।" এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইতিহাস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখতেন। এজন্য (সিরিয়ার) অধ্যাপক আব্বাস ইউনুস বলেন,

وكان اضبط الناس للتاريخ وكان يعينه شيئان. وفور عقل وصحة ذهن.

"ইতিহাসে তাঁর সবচেয়ে বেশী দখল ছিল, আর এক্ষেত্রে তাকে যে দুটি বস্তু সাহায্য করেছে তাহল ১. বুদ্ধির গভীরতা। ২. শাণিত মেধার বিশুদ্ধতা"।[১]

- ইমাম ইবনে সুহাইল বলেন:

كان الشافعى من اعلم الناس بالانساب

"ইমাম শাফে'য়ী (র.) কুলজিশাস্ত্র সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন"।

- মুস'আব ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন,

مارأيت احدا اعلم بايام الناس من الشافعى.

"ইতিহাস সম্পর্কে ইমাম শাফে'য়ী থেকে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি আমি কাউকে দেখিনি"।[২]

## ❖ তিনি ছিলেন জ্যোতির্বিদ

ইমাম শাফে'য়ী (র.) চন্দ্র-সূর্যের অবস্থান সমূহ, আবর্তন, স্থিরতা, গ্রহ- নক্ষত্রের গতি-পকৃতি অনুযায়ী মঙ্গল-অমঙ্গল, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ঋতু পরিবর্তনের কারণ ইত্যাদি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছথেকে ভালোভাবে আয়ত্ব করেন।[৩] খলীফা হাররুনুর রশীদ তাকে জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন,[৪]

إنى لأعرف منها البرى والبحرى والسهلى والجبلى والفيلق والمصبح وماتجب معرفته .

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) "তাওয়ালা আত তাসীস বিমানাকিবে মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস" নামক গ্রন্থে শাফে'য়ী থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। ইমাম শাফে'য়ী একদা এ বন্ধুর 'রাশিচক্র' দেখে বলে দিলেন আগামী সাতাশ দিনের মধ্যে তোমার ঘরে একটি শিশু জন্ম নিবে তার বাম উরুতে কালো তিল থাকবে, চব্বিশ দিন বেঁচে থাকার, পর হাঠাৎ করে সে মারা যাবে। তিনি যেভাবে যা বলেছেন, হুবুহু তা ঘটেছে। ইমাম নিজেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এভাবে বলা ইসলামী আক্বীদা বিরোধী। তাই তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাছ থেকে যেসব গ্রন্থ সংগ্রহ করেন তা তিনি আগুণে পুড়িয়ে দেন। এর পর থেকে তিনি আর কোনদিন এরকম প্রশ্নের উত্তর দেননি।[৫]

---

[১]. আহমদ শিরবাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩-৫৭।
[২]. শামসুদ্দীন যাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।
[৩]. মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।
[৪]. আহমদ শিরবাসী, প্রাগুক্ত পৃ. ১২৬।
[৫]. মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।

## ❖ তিনি চিকিৎসক ছিলেন

ইমাম শাফে'য়ী (র.) একজন স্বনামধন্য দক্ষ চিকিৎসকও ছিলেন। তিনি গ্রীক ও রোমীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাবতীয় গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেন ও অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের তিনি একজন সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি বলতেন মানুষ দুটি জিনিসের সমন্বয়– রূহ ও দেহ। ইলমও এরকম দুটি মৌলের সমন্বয়– ইলমে তীব ও ইলমে দ্বীন (চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ধর্মীয় ঐশী জ্ঞান)। তিনি বলেন মুসলমানরা চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অবহেলা করে নষ্ট করে দিয়েছে ফলে জ্ঞানের এই অর্ধাংশের উত্তরাধিকারী হয়েছে ইহুদী-খ্রিস্টান।[১] তাঁর ভাষ্য হল,

لا تسكنن بلدا لايكونن فيه عالم ينبئك عن دينك ولاطبيب ينبئك .

"যে শহরে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ও দ্বীনী জ্ঞান জানার জন্য আলিম নেই, সে শহরে বসবাস করোনা, কারণ এতে কোন কল্যাণ নেই"।[২]

[১]. শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮।

[২]. আব্দুর রহমান আল মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

# পঞ্চম অনুচ্ছেদ
# তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথন ও প্রবাদ সাহিত্য এবং রচনাবলী

## ❖ জ্ঞানগর্ভ কথা ও প্রবাদ বাক্য

ইউনূস ইবনে আব্দুল আ'লা বলেন, "সমস্ত মানুষ যদি একত্রিত করা হয় ,তাহলে শাফে'য়ী হবেন তাদের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান।" ।[১]

সত্যিই গভীর জ্ঞানের অধিকারী হযরত ইমাম শাফে'য়ী (র.) মানুষের কল্যাণে অতি সংক্ষেপে বহু জ্ঞানগর্ভ নীতি বাক্য বলেছেন। যা তাঁর সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশমূলক ও তাৎর্পপূর্ণ। এ সকল বাণীর মাধ্যমে তিনি মানুষের চরিত্র সংশোধনের প্রতি অধিক গুরুত্বদেন, তিনি মানুষের কাছে সত্য বিষয় তুলে ধরেন সূক্ষ্মভাবে। এসকল প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা তাঁর জ্ঞানের প্রাচুর্য, ভাষার বিশুদ্ধতা ও চিন্তার ব্যাপকতার প্রমাণ বহন করে। এগুলোতে তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধির সাথে সাথে ভাষা অলংকার ও সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায়। আব্দুর রহমান মুস্তাবী সংকলিত "দীওয়ানে ইমাম আশ-শাফে'য়ী" শীর্ষক গ্রন্থের শেষে আরবী বর্ণক্রম বিন্যাসে প্রচুর প্রবাদবাক্য সন্নিবেশিত হয়েছে। নিম্নে কতিপয় উপস্থাপন করা হলো:

(১) اذا كثرت الحوائج فابدأ بأهمها .

১। "তোমার উপর অর্পিত একাধিক কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আগে আরম্ভ কর।"

(২) آلات الرياسة خمس : صدق اللهجة وكتمان السر الوفاء بالعهد وابتداء النصيحة وأداء الأمانة .

২। "নেতৃত্বের হাতিয়ার ৫টি :

ক) সত্য কথা বলা, খ) একান্ত বিষয় গোপন রাখা, গ) প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, ঘ) পরামর্শ দ্বারা কাজ শুরু করা, ঙ) আমানত যথাযথ আদায় করা।"

(৩) اربعة اشياء قليلها كثير : العلة ، الفقر ، العداوة ، النار .

৩। "চারটি ছোট বিষয় আছে যার শক্তি অসীম, ক) অসুস্থতা, খ) দরিদ্রতা, গ) শত্রুতা, ঘ) অগ্নি।"[২]

(৪) اشد الأعمال ثلاثة : الجود من قلة والورع فى خلوة وكلمة الحق .

৪। "তিনটি কাজ অত্যন্ত কঠিন,যথা : ক) অভাবের সময় বদান্যতা, খ) নির্জনে আল্লাহকে ভয় করা, গ) নির্যাতনের আশংকা থাকা সত্ত্বেও সত্য কথা বলা।

---

[১]. শামসুদ্দীন আল যাহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

[২]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৩৩।

(৫) ان العلم علمان : علم الدين وعلم الدنيا فالعلم الذى للدين فهو الفقه والعلم الذى للدنيا فهو الطب .

৫। "জ্ঞান দু'প্রকার : ধর্মীয় জ্ঞান ও পার্থিব জ্ঞান। আর ধর্মীয় জ্ঞান হচ্ছে ফিকহ্, আর পার্থিব জ্ঞান হল চিকিৎসা।"

(৬) انك لا تقدر ان ترضى الناس كلهم فاصلح مابينك وبين الله . ثم لا تبال بالناس .

৬। "তোমার পক্ষে সব মানুষকে খুশী রাখা সম্ভব নয়। এজন্য প্রথমে তুমি আল্লাহর সাথে তোমার সম্পর্ক দৃঢ় করে নাও, অতঃপর অন্যকারো পরোয়া করা দরকার নেই।"

(৭) تعلموا العربية فإنها تثبت الفضل وتنزيد فى المروءة.

৭। "তোমরা আরবী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ কর। কারণ ইহা মার্যাদাকে দৃঢ়করে আর ব্যক্তিত্বকে বৃদ্ধি করে।"

(৮) التواضع من اخلاق الكرام والتكبر من شيم اللئام.

৮। "বিনয় সম্ভ্রান্ত লোকের চিত্র, আর অহংকার করা নিকৃষ্ট লোকের স্বভাব"।

(৯) التواضع يورث المحبة والقناعة تورث الراحة .

৯। "নম্রতা প্রিয় হবার কারণ, আর আত্মতুষ্টি শান্তির কারণ।"

(১০) ثلاث خصال من كتمها ظلم نفسه : العلة من الطبيب والفاقة من الصديق النصيحة للامام

১০। "তিনটি বিষয় গোপন রাখা নিজের উপর জুলুম করার নামান্তর, ক) ডাক্তারের কাছে রোগের কথা, খ) বন্ধুর কাছে অভাবের কথা, গ) নেতার ভুলে সৎ পরামর্শ না দেওয়া।"[১]

(১১) خير الدنيا والأخرة فى خمس خصال : غنى النفس وكف الأذى وكسب الحلال ولباس التقوى والثقة بالله فى كل حال .

১১। "দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণ এ পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল, ক) আত্মতুষ্ট অন্তর, খ) কারো দুঃখ -কষ্টের কারণ না হওয়া, গ) হালাল উপার্জন, ঘ) তাকওয়ার পোষাক, ঙ) সদা আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা।"

(১২) زينة العلماء التقوى وحيلهم حسن الخلق وجمالهم كرم النفس.

১২। "খোদাভীতি আলিমদের ভূষণ, উত্তম চরিত্র তাদের অলঙ্কার, মানসিক পরিচ্ছন্নতা তাদের সৌন্দর্য।"

(১৩) سياسة الناس أشد من سياسة الدواب

১৩। "চতুষ্পদ জন্তুর হিংস্রনীতির চেয়ে দু'পদ প্রাণী মানুষের রাজনীতি অধিক ভয়ংকর।"

(১৪) اظلم الظالمين لنفسه : من تواضع لمن لايكرمه ورغب فى مودة من لاينفعه وقيل : مدح من لايعرفه .

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৭।

১৪। সেই ব্যক্তি নিজের উপর সবচাইতে বেশী নির্যাতন করে যে, যে এমন লোকের সাথে নম্র ব্যবহার করে যে তাকে সম্মান করে না, এমন লোকের সাথে বন্ধুত্ব করে যে, তার সাধারণ উপকারটুকু করে না এবং এমন লোকের প্রশংসা করে যে তাকে চিনে না।"

(১৫) العلم جهل أهل الجهل كما ان الجهل جهل عند اهل العلم .

১৫। "নির্বোধদের নিকট জ্ঞান মূর্খরূপে পরিগণিত হয়, পক্ষান্তরে জ্ঞানীদের নিকট মূর্খরা নির্বোধ হিসেবেই গণ্য হয়।"

(১৬) الفتوة حلى الأحرار.

১৬। "তারুণ্য হচ্ছে মুক্ত বুদ্ধির ভূষণ।"

(১৭) لا ينبغى لأحد ان يسكن بلدة ليس فيها عالم ولا طبيب.

১৭। "যে শহরে আলিম ও চিকিৎসক নেই, সেই শহরে কারো বসবাস করা অনুচিৎ।"

(১৮) من أمل بخيلا فاجرا كانت عقوبته الحرمان .

১৮। "কেহ যদি কোন নীচ কৃপণ ও পাপীর কাছে ভাল কিছুর আশা করে, তাহলে তার নিম্নতম শাস্তি হলো ব্যর্থতা ও বঞ্চনা।"

(১৯) من تزين بباطن هتك ستره .

১৯। "যে ব্যক্তি অন্যায়, অসত্যকে সুশোভিত করতে চায়, তার গোপন অন্যায় ফাঁস হয়ে যায়।"[১]

(২০) من حضر مجلس العلم بلامحبرة وورق كان كمن حضر الطاحون بغير فمح.

২০। "জ্ঞান অর্জনের আসরে কাগজ, কলম ছাড়া উপস্থিত হওয়া আর গম ভান্ডার কলের কাছে গম ছাড়া যাওয়া একই কথা।"

(২১) اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل.

২১। "আতিবুদ্ধিমান লোক বহুক্ষেত্রে বুঝেও না বুঝার ভান করে উপেক্ষা করে চলে।"

(২২) للمروءة اربعة اركان : حسن الخلق، السخاء ، والتواضع والشكر.

২২। "চারটি বিষয় মানবিকতার স্তম্ভস্বরূপ: ক) উত্তম চরিত্র, খ) উদারতা, গ) বিনয় ও নম্রতা, ঘ) কৃতজ্ঞতা।"

(২৩) مااكرمت أحدا فوق مقداره إلا اتضع من قدرى عنده لمقدار مأكرمته .

২৩। "যে যতখানি সম্মানের উপযুক্ত, আমি যদি তাকে এটার চেয়ে অধিক সম্মান প্রদর্শন করি, তাহলে তার নিকট আমি ততটুকু পরিমাণ হেয় প্রতিপন্ন হব।"

(২৪) من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضى فلم يرضى فهو شيطان .

২৪। "যাকে রাগান্বিত করা হলে রাগেনা সে গাধা, আর যাকে সন্তুষ্ট করলেও খুশী হয়না সে শয়তান।"

(২৫) من علامة الصديق ان يكون لصديقه صديقه صديقا .

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৪৩।

২৫। "প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় এই যে, বন্ধুর বন্ধুও তার বন্ধু হবে।"

(২৬) من نم لك نم عليك ومن نقل اليك نقل عنك ومن اذا ارضيته قال نيك ماليس فيك كذلك اذا اغضبته قال فيك ماليس فيك.

২৬। "যে তোমার কাছে অন্যের পরনিন্দা করে সে একসময় অন্যের নিকট তোমারও নিন্দা করবে। যে অন্যের দোষ তোমার কাছে বর্ণনা করে একসময় তোমার দোষ সে অপরের কাছে বর্ণনা করবে। যে লোক তোমার সাথে সম্পর্ক থাকা অবস্থায় অন্যের সামনে তোমার এমন কিছু গুণের চর্চা করে যা তোমার মধ্যে নেই। সে লোকের সাথে সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলে অন্যের সাথে তোমার এমন কিছু দোষের চর্চা করবে যা তোমার মধ্যে ছিল না।"[১]

(২৭) من وعظ اخاه سرافقد نصحه - وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه.

২৭। "একান্ত আপনজনকে একাকী বোঝানো এবং উপদেশ দেয়া শিষ্টাচার এবং তার সংশোধনের মূলমন্ত্র। আর সবার সামনে তাকে উপদেশ দেওয়া লাঞ্চনা ও অপমানের কারণ।"

(২৮) الناس فى غفلة من هذه السورة :'و العصر إن الانسان لفى خسر.

২৮। "মানুষ এ সূরা (সূরা আল আসর) সম্পর্কে সর্বাধিক গাফিল "শপথ যুগের, নিশ্চই সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে"।

(২৯) الوقار فى النزهة سخف.

২৯। "আমোদ -প্রমোদে অত্মসম্মানের চিন্তাকরা বোকামী।"

(৩০) يا بنى رفقا رفقا فان العجلة تنقص الاعمال وبالرفق تدرك الأمال.

৩০। "হে বৎস, ধীরে ধীরে কাজ কর। কেননা কোন কাজে তাড়াহুড়া করা ব্যর্থতার কারণ এবং মন্তর গতিতে কাজ করা সাফল্যের সোপান।"

(৩১) لا تتكلم فيما لايعنيك فانك اذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها.

৩১। "অর্থহীন কথা মুখ হতে বের হতে দিও না, কথা যখন মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, তখন তা তোমার উপর কর্তৃত্ব করতে থাকে অথচ তোমার কোন অধিকার থাকেনা তার উপর।"

(৩২) يحتاج طالب العلم إلى ثلاث خصال: طول العمر وسعة ذات اليد والذكاء.

৩২। "তিনটি বিষয়ের প্রতি জ্ঞান অন্বেষণকারী সর্বাধিক মুখাপেক্ষী থাকে। ক) সুদীর্ঘ জীবন, খ) আর্থিক স্বচ্ছলতা, গ) তীক্ষ্ম মেধা।"

(৩৩) لا يكمل الرجل فى الدنيا الا باربع : الديانة والا مانة والصيانة والرزانة .

৩৩। "দুনিয়াতে ৪টি বিষয় দ্বারা মানুষের পূর্ণতা আসে :

ক) ধার্মিকতা, খ) আমানত, গ) সম্ভ্রম সংরক্ষণ, ঘ) বিশ্বস্ততা।"

(৩৪) الشفاعة زكاة المروءات .

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

৩৪। "ভাল কাজে সুপারিশ আত্ম মর্যাদা বৃদ্ধি করে।"

(৩৫) ماضحك من خطأ رجل الا ثبت صوابه فى قلبه .

৩৫। "ভুল করলে লজ্জায় যার হাসি পায়, তার অন্তরে সংশোধনের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে।"

(৩৬) ابين ما فى الانسان ضعفه .

৩৬। "মানুষের দুর্বল বিষয় প্রকাশ পায় বেশী।"

(৩৭) بئس الزاد الى المعاد, العدوان على العباد .

৩৭। "মানুষের প্রতি বৈরিতা পরকালের জন্য কতইনা মন্দ পাথেয়।"

(৩৮) من نظف ثوبه قل همه . ومن طاب ريحه زاد عقله .

৩৮। "যে ব্যক্তি তার পোষাক পরিচ্ছন্ন রাখে তার উদ্বিগ্নতা হ্রাস পায়, আর যে সুগন্ধি ব্যবহার করে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।"

(৩৯) من لم يكن عفيفا لم يزل سخيفا.

৩৯। "নির্বোধ লোক সংযমী হয় না"।

(৪০) من كتم سره كانت الخيرة فى يده .

৪০। "যে ব্যক্তি একান্ত বিষয় গোপন রাখে, কল্যাণ তাঁর স্বহস্তেবদ্ধ থাকে।"

(৪১) العاقل من عقله عن كل مذموم.

৪১। "বুদ্ধিমান ঐব্যক্তি যে তাঁর বোধশক্তি দিয়ে সকল নিন্দিত বিষয় অনুধাবন করতে পারে।"

(৪২) رضا الناس غاية لاتدرك

৪২। " মানুষের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না।"[১]

(৪৩) تفقه قبل أن ترأس فاذا رأست فلا سبيل الى التفقه.

৪৩। নেতা হওয়ার আগে জ্ঞান অর্জন কর,যখন নেতা হয়ে যাবে তখন জ্ঞান অর্জনের কোন সুযোগ থাকবেনা।[২]

[১]. প্রাগুক্ত, ১৪৬।

[২] . ড. নোমান শাবান উলওয়ান, *কিরাআতুল বালাগিয়াতুন ফী দীওয়ানে ইমাম শাফে'য়ী*, (গাযা: আল জামিআতুল ইসলামিয়্যা, ২০২১), পৃষ্ঠা ৯৩০।

## ❖ তাঁর রচনাবলী

ইমাম শাফেয়ী (র.) সৃজনশীল প্রতিভা দ্বারা অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি সংক্ষিপ্ত সময় বিশেষ করে শেষ জীবনে প্রচুর লিখিয়াছেন এবং অন্যকে দিয়ে লিখাইয়াছেন। হাফিজ ইবন হাজার বলেন, রবীউল মুরাদীর বর্ণনামতে ইমাম শাফেয়ী (র.) মিশরে চার বৎসর বসবাস করেন এবং দেড় হাজার পাতা (তিন হাজার পৃষ্ঠা) অন্যকে দিয়ে লিখাইয়াছেন। ইমাম বাইহাকী (র.)-এর বর্ণনা মতে ইমাম শাফেয়ী (র.) এর রচনাবলীতে তিনটি উত্তম বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়: (১) সুন্দর ক্রম বিন্যাস (২) মাসআ'লা সমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন (৩) বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করণ।[১]

তিনি বিভিন্ন বিষয় বহু গ্রন্থ রচনা করেন যেমন বর্ণিত আছে

ان الشافعى صنف مائة وثلاثة عشر كتابا فى التفسير والحديث والفقه واصول الفقه والأدب وغير ذلك .

"নিশ্চয়ই ইমাম শাফেয়ী (র.) তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিক্হ, সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয় ১১৩ টি গ্রন্থ রচনা করেন।"[২]

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে [৩] :

১. كتاب الأم (কিতাবুল উম্ম):

ইমাম শাফেয়ী (র.) এর ইজতেহাদ চিন্তাধারা ও মতবাদ মাসআ'লা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ, স্বীয় মতবাদ উপস্থাপন করার পন্থা এবং উসূলুল ফিক্হ বুঝার জন্য কিতাবুল উম্ম অত্যন্ত জরুরী। এটি সাত খন্ডে, দু'হাজার পৃষ্ঠায় ১৩২১ হিজরীতে দ্বিতীয় সংস্কার বের হয়েছে। এতে প্রায় একশ চল্লিশটি শিরোনাম রয়েছে। ইবনে হাজার (র.) অধ্যায় গুলোর উন্নত ব্যাখ্যা -বিশ্লেষণ করেছেন।

২. الرسالة فى اصول الفقه (আল রিসালাহ ফী উসূলিল ফিক্হ):

উসূলুল ফিক্হের ক্ষেত্রে ইমাম শাফে'য়ী (র.) সর্বপ্রথম الرسالة (আর রিসালা) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যাহা মিশর আগমনের পূর্বে আব্দুর রহমান বিন মাহদীর জন্য লিখেন। উহাতে ইমাম শাফে'য়ী (র.) এর ফিকহের বহু উসূল সন্নিবেশিত হয়েছে। ইমাম শাফে'য়ী (র.) এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, তিনি উসূলুল ফিকহর ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর পূর্বে ফিকহবিদ গণের জন্য মাসআলা বের করার মৌল নীতি (উসূল) ও নির্ধারিত সীমা রেখা গ্রন্থিত ও লিপিবদ্ধ আকারে বিদ্যমান ছিলনা। ইমাম শাফে'য়ী (র.) উসূলুল ফিকহ উদ্ভাবন করেন এবং এমন একটি গ্রহণযোগ্য সামগ্রিক নীতি গ্রন্থিত আকারে উপস্থাপন করেন যে, উহার ফলে শরঈ দলীল সমূহের স্তর সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সহজ হয়।

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ৪৮৩।

২. আল ইমাম আশ- শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ৪৮৩; মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২।

৩। كتاب الامام (প্রায় 8 হাজার পৃষ্টা)

8। رسالة الامام (আরবী ভাষা, অলংকার শাস্ত্র ভাষা তত্ত্বের ৮৬ পৃষ্টার এক দুরূহ সংকলন)

৬। ابطال الاستحسان

৫। جامع العلوم

৮। بيان فرض الله عز و جل

৭। احكام القران

১০। صفة الامر والنهى

৯। اخلاق الشافعى ومالك

১২। اختلاف فهد بن الحسن

১১। اختلاف العراقيين

১৪। فضائل قريش

১৩। كتاب علي (رض) و عبد الله (رض)

১৬। كتاب المبسوط

১৫। كتاب السنن

১৮। اختلاف الحديث

১৭। الامالى والاملاء

২০। سير الأوزعى

১৯। كتاب الحديث

২২। المسند للامام الشافعى

২১। سيرالواكدى

২৪। كتاب الحجة

২৩। كتاب المختصر

২৬। الرسالة القديمة

২৫। الرسالة الجديده

২৮। كتاب الجزية

২৭। كتاب القسامة

৩০। جامع المزنى الكبير والصغير

২৯। فتال اهل البغى

৩২। مختصرالبوطى والربيع

৩১। مختصر المزنى الكبير والصغير

৩৪। الوصايا الكبيرة

৩৩। كتاب حرملة

৩৬। وصية الشافعى

৩৫। ادب القاضى

| | |
|---|---|
| كِتاب الطهارة | كتاب الخلع والنشوز |
| كتاب مسألة المني | كتاب صفة نهي النبي عليه الصلاة والسلام |
| كتاب استقبال القبلة | كتاب النفقة على الأقارب |
| كتاب الإمامة | كتاب المزارعة |
| كتاب إيجاب الجمعة | كتاب المساقاة |
| كتاب صلاة العيدين | كتاب الوصايا الكبي |
| كتاب صلاة الكسوف | كتاب الوصايا بالعتيق |

| | |
|---|---|
| كتاب صلاة الاستسقاء | كتاب المكاتب، كتاب المدبر |
| كتاب صلاة الجنائ ز | كتاب العتيق أمهات الأولاد |
| كتاب الحكم في تارك الصلاة | كتاب الجنياة على أم الولد |
| كتاب الصلاة الواجبة والتطوع والصيام | كتاب الولاء والحلف |
| كتاب الصيد والذبائح، كتاب البيوع الكبي | كتاب العريض بالخطبة |
| كتاب الصرف والتجارة، كتاب الرهن الكبير | كتاب الصداق، |
| كتاب الرهن الصغير | كتاب عشرة النساء |
| كتاب الرسالة | كتاب تحريم ما يجمع من النساء |
| كتاب أحكام القران | كتاب الشغار، كتاب إباحة الطلاق |
| كتاب اختلاف الحديث | كتاب العدة، كتاب الأيلاء |
| كتاب جماع العلم | كتاب الرضاء، كتاب الظهار |
| كتاب اليمين مع الشاهد | كتاب اللعان، كتاب أدب القاضي |
| كتاب الشهادات | كتاب الشروط، كتاب أختلاف العراقيين |
| كتاب الإجارات الكبي | كتاب اختلاف علي وعبد الله |
| كتاب كري الإبل والرواحل | كتاب صول الفحل |
| كتاب الإجارات إملاء | كتاب الضحايا |
| كتاب اختلاف الأجير والمستأجر | كتاب البحيرة والسائبة |
| كتاب الدعوى والبينات | كتاب قسم الصدقات |
| كتاب الإقرار والمواهب | كتاب الاعتكاف |
| كتاب رد المواريث | كتاب الشفعة |
| كتاب الغصب | كتاب السبق والرمي |
| كتاب الاستحقاق | كتاب الرجعة |
| كتاب الأقضية | كتاب اللقيط والمنبوذ |
| كتاب إقرار أحد الابنين بأخ | كتاب الحوالة والكفالة |
| كتاب الصلح | |

| | |
|---|---|
| كتاب قتال أهل البغي | كتاب كري الأرض |
| كتاب الأسارى والغلول | كتاب التفليس |
| كتاب القسامة | كتاب اللقطة |
| كتاب المرتد الصغير | كتاب فرض الصدقة |
| كتاب الساحر والساحرة | كتاب قسم الفيء |
| كتاب القراض | كتاب القرعة |
| كتاب الأيمان والنذور | كتاب صلاة الخوف |
| كتاب الأشربة | كتاب الديات |
| كتاب الوديعة | كتاب الجهاد |
| كتاب العمرى | كتاب جراح العمد |
| كتاب بيع المصاحف | كتاب الخرص، كتاب العتق |
| كتاب خطإ الطبيب | كتاب عمارة الأرضين |
| كتاب جناية معلم الكتاب | كتاب اصطدام الفرسين والنفسين |
| كتاب جناية البيطار والحجام | كتاب فضائل قريش والانصار |
| | كتاب الوليمة[1] |

ইমাম শাফে'য়ী (র.) ছিলেন إمام فى اللغة তথা ভাষা শাস্ত্রের ইমাম। তাই তিনি তার বক্তৃতা ও বিতর্ক অনুষ্ঠানে বাগ্মীতা ও অলংকার পূর্ণ কথা বলতেন। যা আরবী ভাষার পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞরা তার বক্তৃতা শুনে হতবম্ভ হয়ে যেত। ইমাম রাবী' বিন সুলাইমান বলেন,

لو رأيت الشافعى وحسن بيانه وفصاحته، لعجبت، ولوأنه الف هذه الكتب على عربيته التى كان يتكلم بهامعنا فى المناظرة ـ لم نقدر على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب الفاظه غير أنه كان فى تأليفه يوضح للعوام .

"আপনি যদি ইমাম শাফে'য়ী (র.) চমৎকার বক্তৃতা ও অলংকার পূর্ণ ভাষণ শুনতেন, তাহলে আশ্চার্যান্বিত হয়ে যেতেন। যে ভাষা ও বাগ্মীতার সাথে তিনি কথা বলতেন ও বিতর্ক করতেন সে পারিভাষিক অলংকার পূর্ণ উচ্চাঙ্গ ভাষা যদি তিনি তাঁর এসকল গ্রন্থে প্রয়োগ করতেন,

[১]. ড. ইমীল বদী' ইয়াকুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২-১৯৩।

তাহলে দুর্বোধ্য শব্দাবলীর কারণে তা অনুধাবন করা কারো পক্ষে সম্ভব হতনা। কিন্তু তিনি এমন শব্দাবলী প্রয়োগ করেছেন যা সর্বসাধারণের জন্য সহজবোধ্য ও প্রাণবন্ত।"[১]

ইমাম শাফে'য়ী (র.) তার রচনাবলীর মধ্যে এতো সহজ সরল ও সুন্দর বর্ণনা রীতি ব্যবহার করেছেন যা সহিত্য মানে অতি উন্নত অথচ অতি সহজে বোধগম্য ও প্রাঞ্জল। এটাই তার শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য, আর একটি প্রশংসনীয় দিক।[২] আর তাঁর দক্ষতালব্ধ জ্ঞনগর্ভ কথা ও প্রবাদ-বাক্যগুলো জ্ঞনীদের জ্ঞানের খোরাক জোগাবে নিঃসন্দেহ।

১.শামসুদ্দীন আয যাহাবী, প্রাগুক্ত, খ. ১০, পৃ. ৭৩-৭৪।

২. মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২।

# ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ ইমাম শাফে'য়ীকে কবি হিসেবে মূল্যায়ন

## ❖ কবি হিসেবে মূল্যায়ন

কবি ইমাম শাফে'য়ী একজন প্রতিভাবান কবি হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুজতাহিদ, ইমাম ও ফকীহ হিসাবে বিশ্বে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি কুরআন হাদীস ও ফিকহ নিয়ে অতি ব্যস্ড় থাকেন এবং কাব্য চর্চা জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য করেনি, ফলে অসাধারণ কাব্যশক্তি থাকা সত্ত্বেও অতি অল্প কবিতা রচনা করেন।[১] ড. ওমর ফররুখ তারীখুল আদাবিল আরাবী নামক গ্রন্থে কবি শাফে'য়ীকে আব্বাসী যুগের কবিদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তাকে অল্প কবিতা রচনাকারী কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং তার কবিতার কিছু পঙক্তি তুলে ধরেন। তিনি শাফেয়ীকে কবি হিসাবে মূল্যায়ন করে বলেন,

الشافعى شاعر مقل قريب المعانى سهل الأسلوب .

"শাফে'য়ী স্বল্প কবিতা রচনাকারী একজন কবি। কবিতার ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাবলীল এবং রচনা শৈলী অতি সহজবোধ্য।"[২]

- শাফে'য়ীর যুগের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ মুবাররাদ (মৃত: ২৮৬ হি:) বলেন,

رحم الله الشافعى فانه كان من اشعر الناس واداب الناس

"আল্লাহ পাক শাফে'য়ীর প্রতি দয়াকরুক, কেননা তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক।"[৩] প্রখ্যাত কথা শিল্পী ও "হাদীস ঈসা ইবনে হিশাম" কাহিনীর রচয়িতা মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আল সুওয়াইলিহী বলেন,

"শ্রেষ্ট কবিতা তাকেই বলে, যার ভাষাবিশুদ্ধ, বক্তব্য সুন্দর এবং গঠন বলিষ্ট; যা অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত; যা শুনতে মধুর লাগে আবার অন্তরেও ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়, এবং সর্বোপরি যার প্রভাব হয় দৃঢ় ও স্থায়ী।[৪] কবি শাফে'য়ীর কবিতা এশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ দৃষ্টিকোন থেকে ইমাম শাফে'য়ীকে শ্রেষ্ঠ কবি বলা যায়। কারণ তাঁর কাব্যের মধ্যে এসকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন:

- তার কবিতার ভাষাছিল বিশুদ্ধ ও খাঁটি।
- বক্তব্য ছিল অতি চমৎকার মনোমুগ্ধকর।
- আঙ্গিক গঠন ছিল বলিষ্ঠ।
- শব্দ চয়ন অস্পষ্টতা ও দুর্বোধতা থেকে মুক্ত।
- কবিতা ছিল হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক।
- মানব হৃদয়ে সহজে ছাপ ফেলতে সক্ষম।

---

[১]. আল ইমাম আশ- শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪/৬৭।

[২]. ওমর ফররুখ, *তারিখ আল আদব আল আরাবী*, (বৈরুত: দারুল মু'আলিম লিল মালাঈন-১৯৯২), খ. ২, পৃ. ১৭১।

[৩]. আল ইমাম আশ- শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

[৪]. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরব মনীষা, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ১১১।

- কাব্যের প্রভাব সুদৃঢ়, স্থায়ী ও সুদূর প্রসারী।

অতএব কবি শাফে'য়ী কবিতার কাব্যিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাকে আব্বাসী যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম কবি হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। তবে পূর্ণ ইসলামী ভাবধারায় রচনাকারী কবিদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাকে রাসূল (সা.)- এর সভাকবি হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.)- এর সাথে তুলনীয়।

ড. আহমদ শিরবাসী বলেন, যারা ইমাম শাফেয়ী (র.)- এর জীবন-চরিত সম্পর্কে অবগত নয় তাদের কাছে যদি বলা হয় ইমাম শাফেয়ী একজন কবি ছিলেন তাহলে তারা আশ্চর্যবোধ করবে। অথচ প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন কবি ছিলেন। তিনি আরো বলেন,

فاذ الشافعى كان شاعر ا يجيد قول الشعر وان لم ينصرف اليه ولم يتوسع فيه اذ كان مقلا منه لا شتغاله بالفقه، العلم .

"নিঃসন্দেহে ইমাম শাফে'য়ী (র.) শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনাকারী একজন কবি ছিলেন। যদিও তিনি কাব্য চর্চায় মুনোনিবেশ করেননি এবং কাব্য পরিধি বৃদ্ধি করেননি। ফিকহ ও ধর্মীয় জ্ঞান চর্চায় ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি স্বল্প কাব্য রচনাকারী হিসাবে সমাদৃত।"[১] তবে ফিকহ ও জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি তিনি যে চমৎকার কবিতা রচনা করতে পেরেছেন এটা তার কাব্যপ্রতিভা মূল্যায়ণ পাওয়ার প্রাপ্য অধিকার।

কাব্যসাধনা করে কোন কবি যেমন মুজতাহিদ হতে পারেননি, তেমনভাবে ইজতেহাদ করেও কোন ইমাম কাব্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে স্বক্ষম হয়নি। কিন্তু তিনি ব্যতিক্রম ধর্মী প্রতিভার অধিকারী যিনি ফিক্‌হ জগতে শ্রেষ্ঠ ইমাম আবার কাব্য জগতে অসাধারণ কবি। তিনি তাঁর বিরল প্রতিভার প্রতি ছিলেন আস্থাশীল। তিনি যদি কাব্যসাধনা করতেন, তাহলে কবি লবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি হতেন। এছিল তাঁর নিজের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা। কিন্তু খোদভীতি তাকে কাব্য রচনা থেকে দূরে রাখে।

তাই তাঁর সম্পর্কে বলতে পারি,

لا عجب فى شان الشافعى فانه كان شاعرا مطبوعا وعبقريا موهوبا - وبرزت معالم شاعريته منذ كان حديثا صغيرا و لزمته حتى صارشيخا كبيرا .

"ইমাম শাফে'য়ীর ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, তিনি একজন স্বভাব কবি এবং আল্লাহ প্রদত্ত মেধার অধিকারী ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর কবিত্বের নিদর্শন প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল এবং কাব্য প্রতিভা নিয়েই তিনি বৃদ্ধ হন।" অতএব, তিনি ছিলেন একজন পূর্ণ ইসলামী ভাবপুষ্ট ধর্মীয় কবি।

[১] .আহমদ আলশ-শিরবাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

# সপ্তম অনুচ্ছেদঃ তাঁর কাব্যচর্চা ও কাব্যপ্রতিভা

## ❖ ইমাম শাফে'য়ীর কাব্য প্রীতি ও কাব্য চর্চা

ইমাম শাফে'য়ী (র.) বাল্যকাল থেকেই কাব্যানুরাগী ছিলেন। তিনি কাব্য চার্চার জন্য চলে যান ইয়ামানের হুযাইল গোত্রে। কুরাইশ ও হুযাইল গোত্রদ্বয় আরবের মধ্যে ছিল শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী। কুরাইশ ও হুযাইল গোত্র পরস্পর ছিল রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় ও নিকটাত্মীয়। তবে কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে হুযাইল ছিল সেরা। সাহিত্যিক আসমাঈ হুযাইল গোত্রের সকল কবিদের কবিতা সংকলন করেন এবং তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

إنهم اشعر القبائل العربية وفيهم اربعون شاعرا مفلقا.

"হুযাইল গোত্রের কবিরা ছিল আরব গোত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাদের মধ্যে ৪০ জন অভিনব কাব্য সৃষ্টিকারী কবি ছিলেন।" এদের মধ্যে ইমরুউল কায়েস ও হাসসান বিন সাবিত (রা.) অন্যতম। ইমাম শাফে'য়ী (র.) এর কবিতার প্রতি তীব্র আকাঙক্ষা তাকে দীর্ঘদিন এ গোত্রে অবস্থানে বাধ্য করে। তিনি সেখানে ১৭ বৎসর অতিবাহিত করেন এবং সর্বত্র গমন-ভ্রমণ করে হুযাইল গোত্রের কবিদের কবিতার ই'রাব, অর্থ, তাৎপর্য, রহস্য ও দুর্বোধ্যতাসহ ১০ হাজার পঙক্তি মুখস্ত করেন।[১] কবিতা গুলো এত ঠোঁটস্ত ও কণ্ঠস্ত্ করে রাখেন যে, তিনি হুযাইল গোত্রের কবিদের কবিতার প্রমাণপত্র হিসাবে পরিগণিত হন। তাই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ভষাবিদ আসমাইকে ইমাম শাফেয়ীর শরণাপন্ন হতে হয়।[২] আসমাঈ বলেন–

صححت شعر هذيل على فتى من قريش يقال له: محمد بن ادريس .

"আমি মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস নামে কুরাইশী যুবকের কাছ থেকে হুযাইল গোত্রের কবিতা গুলো সংশোধন বা সম্পাদনা করেছি।"[৩] এছাড়াও আসমাঈ শাফে'য়ীর কাছে দীওয়ানে শানফারা ও অধ্যয়ন করেন। শাফে'য়ী হুযাইল গোত্র থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে সেখানে কবিতা আবৃত্তি করতেন। কবিতার প্রতি অত্যধিক অনুরাগের কারণে তিনি সর্বদা কবিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ভাষা, সাহিত্য ও কবিতার প্রতি এত আগ্রহ দেখে একদিন জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল,

كيف شهو تك للأدب ؟

فقال : اسمع بالحرف منه ممالم أسمعه فتود أعضائى أن لها اسماعا فتغم به.

قيل وكيف طلبك له ؟

قال : طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره ذلكم محمد بن ادريس الشافعى.

"সাহিত্য সম্পর্কে তোমার আবেগ কেমন?

---

[১]. আল ইমাম আশ- শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯।

[২]. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২৩, পৃ. ৪৮১।

[৩]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

উত্তরে তিনি বলেন, আমি যখন সাহিত্য বিষয়ক অশ্রুতপূর্ব কোন শব্দ বা বিষয় শুনি তখন আমার তা জানার জন্য এত তীব্র কৌতূহল সৃষ্টি হয় যে, আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও জানার জন্য কামনা করে যেন তাদের শ্রবণ শক্তি হয় এবং তা দিয়ে শুনে আনন্দ ভোগ করে।

প্রশ্ন করা হল তোমার কাঙক্ষিত বিষয়ের অনুসন্ধানের ধরণ কিরূপ?

তিনি বলেন; একমাত্র পুত্র হারা মহিলার সন্তানের অনুসন্ধানের মত। অর্থাৎ কোন মহিলার একটি মাত্র সন্তান থাকে আর তাও যদি নিখোঁজ হয়, তাহলে এ মহিলার যে অবস্থা হয় সাহিত্য বিষয়ে কোন অন্বেষণে ইমাম শাফেয়ী একই অবস্থা হয়।"[১] ইমাম শাফেয়ী (র.) এর কাব্য চর্চা ও অধ্যয়নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, আমি কাব্য রচনা, সাহিত্য ও ভাষা দ্বীনের সহায়ক ও সাহায্যকারী হিসাবে অর্জন করেছি।[২] ইমাম শাফেয়ী (র.) অধ্যাপনাকালে দিনের একটি বিশেষ সময় কবিতা ও ছন্দ শাস্ত্র সম্পর্কে শিক্ষাদান করতেন। এটা সাধারণ সূর্য কিরণ উষ্ণ হওয়ার পর থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পাঠ দান চলত। তাছাড়া এখানে তৎকালীন আরবের কবি -সাহিত্যিক ও ইলমুল আরুজ সম্পর্কে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ এসে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করত।

অধ্যাপক আব্বাস ইউনূস বলেন:

اذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار ثم ينصرف رضى الله عنه.

"যখন সকালে সূর্য কিরণতপ্ত হয় তখন কুরআন- হাদীস অধ্যয়ন কারীরা চলে যেত এবং ভাষাবিদ, ছন্দশাস্ত্রবিদ, নাহুবিদ ও কবিরা আসত এবং মধ্যাহ্ন পর্যন্ত এসকল বিষয়ের চর্চা চলত। অতঃপর ইমাম প্রস্তান করতেন।"[৩] সাহিত্য আসরে স্বল্প বয়সী বা সাধারণ লোক আসতনা বরং যুগের সাহিত্যবিশারদরা আসত। আহমদ আশ শিরবাসী বলেন আমি কারাবিসীকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,

كان يأتيه كبار أهل اللغة والشعر .

"ইমাম শাফেয়ীর কাছে যুগের বড় বড় কবি ও ভাষাবিদরা আসত।"[৪] সুতরাং ইমাম শাফেয়ী (র.) জীবনের বিরাট একটি অংশ কাব্য চর্চায় ব্যয় করেন এবং যুগের শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিকরা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আরবী সাহিত্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেন।

### ❖ কবি শাফেয়ীর কাব্য প্রতিভা বিকাশে সক্রিয় উপাদান

ইমাম শাফেয়ীর ছিল অসাধারণ কাব্য প্রতিভা। তাঁর অনন্য কাব্য প্রতিভা বিকাশ সাধনের পিছনে যে সকল উপাদান সক্রিয় ছিল, তা নিম্নরূপ:

---

[১]. প্রাগুক্ত. পৃ. ১০।
[২]. মোহাম্মদ শামসুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬।
[৩]. আল ইমাম আশ- শাফেয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।
[৪]. আহমদ আশ- শিরবাসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

**প্রথমতঃ**

ইমাম শাফেয়ী পৈত্রিক সূত্রে একজন খাঁটি আরবীয় ছিলেন। মাতাও ছিলেন আযদ গোত্রের সন্তান, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গোত্রের মহিলা। তাই স্বভাবত আরবীয় ও ধর্মীয়বোধ তাঁর মন - মগজে এতই প্রবলভাবে সঞ্চারিত হয় যে, তার লেখনীয়তে এর শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নিজেই বলেছেন: আরবের মাটি দিয়েই আমাদের তৈরীকরা হয়েছে, এই ভাষা আমাদের অস্তিত্বের ধ্বনি এবং এটাই আমাদের বাপ-দাদার ভাষা।[১]

**দ্বিতীয়ত :**

তিনি প্রাচীন আরবী কবিতা সমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন, চর্চা ও মুখস্ত করতে জীবনের বিরাট একটা সময় ব্যয় করেন। এতে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। তিনি বিশুদ্ধ আরব বেদুঈন হুযাইল গোত্রের প্রচুর কবিতা মুখস্ড় করেন। বেদুঈন, বাষা, ভাব ও ভূষণ তাঁর কবিতার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ক্লাসিকেল কাব্য অধ্যয়ন তাঁর কাব্য প্রতিভা বিকাশে যথেষ্ট সাহায়তা করে। ফলে তার চয়নকৃত শব্দরাজি আরবী ভাষার দলীল হিসাবে বিবেচিত হয়।

**তৃতীয়ত :**

তাঁর কাব্য প্রতিভা বিকাশের পিছনে সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকা রাখে আল কুরআন ও আল হাদীস। কুরআন মাজীদের ফাসাহাত ও হাদীস শরীফের বালাগাত তাকে আরবী সাহিত্য ও কাব্য অধ্যয়নে প্রভাবিত করে। এজন্য তিনি কুরআন হাদীসকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য আরবী ভাষা ও কবিতা অধ্যয়নে ব্রতী হন এবং ভাষাতে গভীর পান্ডিত্য অর্জন করেন। ফলে ক্রমেই আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর মাঝে কাব্য প্রতিভা বিকাশ লাভ করে।

উপর্যুক্ত উপাদানগুলো ছাড়াও ইরাক, মিশরের প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ এবং তৎকালীন ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা তার কাব্য প্রতিভাকে প্রভাবিত করে। তবে অন্যান্য সাহিত্য-সংস্কৃতির চেয়ে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও মূলবোধ তাঁর কবিতায় একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে।

### ❖ কবি শাফে'য়ীর সৃজনশীল কাব্য প্রতিভা

কাব্য প্রতিভা বিকাশে দুটি শক্তি কাজ করে। ১. আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক শক্তি, ২. কষ্টার্জিত শক্তি। যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে এ দুটি শক্তি একত্রিত হয় এবং সে কবিতা রচনা করে তখন তার কবিতা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। আর যখন সাধনা বাদ দিয়ে প্রকৃতি নির্ভর কবিতা রচনা করা হয় তখন একবিতা ক্ষীণ ও দুর্বল হয়। আর যখন শুধু চেষ্টা সাধানার মাধ্যমে কবিতা রচনা করা হয় তখন তা শুষ্ক, কৃশ ও উপেক্ষিত হয়। তাই একথা সন্দেহাতীত ভাবে সত্য যে, ইমাম শাফেয়ীর মধ্যে প্রকৃতিগত ও সাধনার্জিত এ দুটি গুণ পূর্ণভাবে একত্রিত হয়েছিল। তিনি যে ভাবে তাঁর মেধা, প্রতিভা, বুদ্ধি ও চিন্তা, হাদীস -ফিকহের দিকে ব্যাবহার করে ফিকহের জগতে ইমাম হয়েছেন তেমনিভাবে তিনি যদি তাঁর কাব্য প্রতিভা কাব্য জগতের দিকে প্রবাহিত করতেন তাহলে তিনি কব্যভুবনে শ্রেষ্ঠ কবি হতেন। সুতরাং কবি শাফে'য়ী ছিলেন একজন স্বভাব কবি। যেহেতু কবিতা ছিল আরববাসীদের প্রকৃতিগত গুণ বা বৈশিষ্ট্য, তই কাব্য রচনা ছিল ইমাম শাফে'য়ীর জন্য অতি সহজ ব্যাপার। তিনি পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া মুহূর্তের

[১]. মোস্তফা ওয়াহিদুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬ ও ২৫২।

মধ্যে যে কোন বিষয়ে কবিতা রচনা করতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তার কবিতার ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল। অহরহ তিনি স্বভাব- সুলভ কবিতা আবৃত্তি করতেন।

ইমাম শাফে'য়ী (র.) এর যুগের বিখ্যাত কবি আব্বাস আযরাক একদা ইমাম শাফে'য়ী (র.) এর কাছে এসে বলল হে আবু আব্দুল্লা আমি কবিতার কয়েকিট চরণ আবৃত্তি করবো। তুমি যদি একই ছন্দে কবিতা আবৃত্তি করতে পারো তাহলে আমি কবিতা চর্চা ছেড়ে দিবো। ইমাম শাফে'য়ী (র.) বললেন, বল। অতঃপর সে ক্বাফিয়া ক্বাফ দ্বারা বাহরে কামিলে কবিতা বলা শুরু করল:

ما همتى الامقارعة العدا *** خلق الزمان وهمتى لم تخلق

والناس اعينهم إلى سلب الغنى *** لا يسألون عن الحجا والأولق

لو كان بالحيل الغنى لو جدتنى *** بنجوم اقطار السماء تعلقى (الكامل)

"দুশমনদের সাথে লড়াই করা ছাড়া আর কোন শক্তি আমার মধ্যে বাকী নেই, পৃথিবী অনেক পুরাতন হয়ে গেছে, কিন্তু আামর বীরত্ব পুরাতন হয়নি।

মানুষের চোখ ধনী হওয়ার পিছনে লেগেআছে, তাদের মধ্যে বুদ্ধিমান আর আহাম্মকের কোন পার্থক্য নেই।

যদি বিত্তবান হওয়ার উপায় প্রতারণা হতো, তাহলে তা আমাকে আকাশের প্রান্তসমূহে পৌঁছে দিত।"

তার কবিতা বলার পর ইমাম শাফে'য়ী (র.) তাৎক্ষণিকভাবে একি বাহরে ক্বাফিয়ায় ক্বাফ দ্বারা নিম্ন চরণ গুলো আবৃত্তি করেন :

إن الذى رزق اليسار ولم يصب *** اجراولا حمدالغير موفق.

الجد يد نى كل امرشاسع *** والجد يفتح كل باب مغلق

فاذا سمعت بان مجدود احوى *** عودا فاثمر فى يديه فصدق

واذا سمعت بان مجذوذا اتى *** ماء يشربه فغاض فحقق

ولربما عرضت لنفسى فكرة *** فاود منها اننى لم أخلق

لوكان بالحيل الغنى لوجدتنى *** باجل اسباب السماء تعلق

لكن من رزق الحجا حرم الغنى *** ضدا مفتر قان اى تفرق

ومن الدليل على القضاء وكونه *** بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق

واحق خلق الله بالهم امرؤ *** ذو همة يبلى يعيش ضيق (الكامل)

" যে লোককে আল্লাহ তা'আলা ভাল অবস্থার বানিয়েছেন, তাতেও সে তার কৃজ্ঞতা প্রকাশ করেনি। না তাঁর প্রশংসা করেছে, সেতো দুর্ভাগা।

ভাগ্যই সকল বন্ধুর দুয়ার খুলে দেয় এবং ভাগ্যই সকল দূর পরাহতকে কাছে এনে দেয়।

তাই তুমি যদি শুন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি একটি শুকনো ডাল তুলেছে এবং তা তার হাতে আসতেই তাজা ফলবান হয়েগেছে, তাহলে তা বিশ্বাস করে নিও।

আর যখন এটা শুনবে যে কোন দুর্ভাগা পানি পান করতে গেছে এবং সেখানে সে ডুবে মারা গেছে তখন তুমি তাও বিশ্বাস করে নিও।

বার বার আমার মনে একটা কথাই জাগে, আমাকে যদি সৃস্টি করা না হতো। ছলচাতুরী করে যদি বড় হওয়া যেতো, তাহলে আমার সম্পর্কে বড় বড় আসমানী মাধ্যমের সাথে হতো।

কিন্তু যাকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, সে সম্পদ থেকে বঞ্চিত, এদুটি বৈপরিত্য এমন যা একত্র হওয়া খুবই কঠিন।

আল্লাহর বিধান কার্যকর হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, বুদ্ধিমান কঠিন সমস্যায় জর্জরিত আর আহম্মক আরামের জীবন যাপনে অভ্যস্ত।

আল্লাহর পৃথিবীতে সেই লোকটি সবচেয়ে বেশী সহানুভূতির যোগ্য, চরম দারিদ্রতার মধ্যেও যে সাহসের সাথে জীবন যাপন করে।"

আব্বাস আযরাক শাফে'য়ীর কাব্য প্রতিভায় মাথানত করেন। আব্বাস বিস্মিত হয়ে চিৎকার দিয়ে বলেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ কি মহিমা এগুলো কবিতার পংক্তি না দর্শনের ভান্ডার। শেষ পর্যন্ড় তিনি শাফেয়ী কাছে পদানত হয়ে চলে যান।[১] ইমাম শাফেয়ীর উপস্থিত কাব্যিক বাকপটুতা এত প্রখর ছিল যে, কেউ কোন প্রশ্ন ধরলে তাৎক্ষনিকভাবে ছন্দময় কবিতা দ্বারা উত্তর দিতে সমর্থ হতেন। একদিন এক ব্যক্তি লিখিত একটি টুকরা নিয়ে ইমাম শাফে'য়ীর কাছে ফতোয়া চান। এতে লিখা ছিল এ পংক্তিটি:

رجل مات وخلف رجلا *** ابن عم أخى عم ابيه (الكامل)

"এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় কিছু উত্তরাধিকারী ব্যক্তি রেখে যায়, আর তারা হল: চাচত ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র ও দাদা।"

ইমাম শাফে'য়ী (র.) সাথে সাথে একই ছন্দে তার মাসআলার উত্তর দেন:

صار مال المتوفى كاملا *** باجتماع القول لا مرية فيه

للذى اخبر عنه أنه *** ابن عم ابن اخى عم ابيه (الكامل)

"নিঃসন্দেহ, সর্বসম্মত ফতোয়া হলো এই যে, যাদের পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে, তারা সকলেই মৃতব্যক্তির পূর্ণ সম্পদের মালিক হবে। তারা হলো মৃত ব্যক্তির চাচত ভাই, ভাতিজা ও দাদা।"[২]

ইমাম শাফে'য়ী (র.) এর অন্তরদৃষ্টি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এত শাণিত ছিল, যে কেহ কোন প্রশ্ন করলে প্রশ্নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও ধরণ অতি সহজে যেমন অনুমান করতে পারতেন, তেমনি তা সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দিতে পারতেন। তার কাব্য প্রতিভা এত সমৃদ্ধ ও সৃষ্টিশীল ছিল যে কাব্য রূপে কেহ প্রশ্ন করলে তিনিও কাব্যাকারে উত্তর দিতেন। শাফে'য়ীর বিশিষ্ট ছাত্র রাবী' ইবনে সুলাইমান (মৃত্যু ২৭০ হি.) বলেন, একদিন আমি শাফেয়ীর মজলিসে ছিলাম। জনৈক বেদুঈন লিখিত একটি কাগজ নিয়ে এসে শাফে'য়ীর কাছে দেয়। শাফেয়ী কাগজের টুকরা

[১]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬।

[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১২৯।

দেখে কালি কলম আনতে বললেন। অতঃপর এ কাগজের মধ্যে কি যেন লিখে দিলেন। পরে লোকটি চলেগেল। আমি লোকটির অনুসরণ করলাম এবং তাকে কি লিখা তা দেখতে চাইলে তিনি দেখালেন এবং তাতে লিখা ছিল;

سل المفتى المكى : هل فى تزاور *** وضمة مشتاق الفؤاد جناح؟

"মক্কার মুফতীকে জিজ্ঞাস করলে আসক্তের সহিত চুম্বন ও আলিঙ্গন-কামকেলি করা কি পাপ?" উত্তরে ইমাম শাফে'য়ী (র.) লিখে দেন:

اقول معاذا الله ان يذهب التقى *** تلاصق اكباد لهن جراح!

আমি বলি; আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, এতে খোদাভীতি চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে আলিঙ্গন রোযার জন্য ক্ষতিকর।

রাবী বলেন, শাফে'য়ীর এ ফতোয়া শুনে আমি অপছন্দ করলাম। এতে তিনি আমাকে বললেন হে আবূ মুহাম্মাদ এলোকটি হাশেমী। এ রমযানে বিবাহ করেছে। সে তরুণ- যুবক। সে জানতে চাইছে যে রমযানে স্ত্রীর সাথে সহবাস ব্যতীত চুম্বন করা, শৃঙ্গার করা পাপ কি না? আমি উত্তর দিয়েছি যে এসব করলে রোযা নষ্ট হবে না তবে এটা তাক্বওয়ার খেলাফ ও রোযা পূর্ণতার জন্য প্রতিবন্ধক। শাফে'য়ীর কাছ থেকে আমি শুনে লোকটির কাছে গিয়ে আবার তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে সে শফে'য়ীর মত হুবহু ঘটনা বর্ণনা করে। তাই শাফে'য়ীর সূক্ষ্ম দর্শিতা সম্পর্কে বিস্মিত রাবী মন্তব্য করলেন :

مارأيت فراسة أحسن منها

"আমি ইমাম শাফে'য়ীর চেয়ে চমৎকার অন্তরদৃষ্টি আর কারো দেখিনি।"[১]

মূলত ইমাম শাফে'য়ী (র.) ছিলেন সৃষ্টিশীল, জন্ম কবি; সাধনা কবি নয়। তিনি তার অনুভূতি ও অভিব্যক্তিগুলো ছন্দের গাঁথুনি দিয়ে অনায়াসে কাব্যাকারে প্রকাশ করতেন। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে দ্বিধাহীন চিত্তে আমরা বলতে পারি।

من الذين لاينظرون فى ديوان الإمام الشافعى للشاعر محمد بن ادريس الشافعى لايستطيع ان يقدر له من حيث العبقرة الشاعرية.

"যে ব্যক্তি কবি মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস আল শাফে'য়ীর দীওয়ান অধ্যয়ন করেনি সে শাফে'য়ীর কাব্য প্রতিভাকে পরিমাপ করতে পারবেন না।" প্রবাহমান ঝর্ণা থেকে নির্মল জলরাশির মত তাঁর প্রতিভা আধার থেকে মুক্তা সদৃশ কবিতা উৎসারিত হত।

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২।

# অষ্টম অনুচ্ছেদঃ আব্বাসী যুগের কবিগণ ও কাব্যিক বৈশিষ্ট্য

## ❖ আব্বাসী যুগের উল্লেখযোগ্য কবিগণ

বিশেষ করে ইমাম শাফে'য়ীর সমসাময়িক যুগে যে সব কবি কাব্য জগতে অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন, আধুনিক যুগের একজন স্বনামধন্য কবি মাহমুদ সামী পাশা আল্ বারূদী, তিনি সকল বিখ্যাত কবিদের কবিতা সমূহ চয়ন পূর্বক একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। তাঁর এ চয়নিকা মুখতারাতুল বারূদী (مختارات البارردي) নামে পরিচিতি লাভ করে। এতে সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) জন কবির স্থান পেয়েছে।[১] এ সংকলণে মূলত সাতটি বিষয়ের কবিতা স্থান পেয়েছে।

উক্তসংকলনে স্তুতিমূলক (مدحية) কবিতার সংখ্যাধিক্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইমাম শাফে'য়ীর সময়কালীন শাসকবর্গ ও খলীফাগণ কবি-সাহিত্যকদের বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। কবিগণ অধিক مدحية রচনা করে শাসক শ্রেণী ও খলীফাদের অনুগ্রহভাজন হতেন এবং পারিতোষিক সংগ্রহ করতেন। এভাবে সে যুগে মাদহিয়্যা (স্তুতিমূলক) কবিতার একটি বিরাট সম্পদ গড়ে উঠে।[২]

---

১. দি এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (লিডেন), পৃ ১০৬৯।

২. প্রাগুক্ত।

## বারূদীর "মুখতারাত" সংকলনে চয়নকৃত 'আব্বাসী (ইমাম শাফে'য়ীর সমকালীন) কবি ও তাদের কবিতার একটি বিস্তারিত পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হলো:[১]

| ক্রমিক | কবিদের নাম | আদব | মাদীহ | রাসা | সিফাত | নাসীব | হিজা | যুহ্‌দ | = | সর্বমোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বাশশার ইব্‌ন বুরদ (৭১৪-৭৮৪খৃ.) | ৩০ | ৬৮ | ৭ | ১৩ | ৭৪ | ২৩ | ৩ | = | ২১৮ |
| ২ | 'আব্বাস ইব্‌ন আহনাফ | - | - | - | - | ৩৩৪ | - | - | = | ৩৩৪ |
| ৩ | আবুল আতাহিয়্যা (৭৪৮-৮২৬খৃ.) | ১৭৬ | ২২ | ১৩ | - | ৬ | ১৯ | ১১৪ | = | ৩৫০ |
| ৪ | আবু নুওয়াস (৭৬২-৮১৩খৃ.) | ১৮ | ১৪৫ | ৩৩ | ৫৭৬ | ৭৬ | ২৯ | ৫৫ | = | ৯৩২ |
| ৫ | মুসলিম ইব্‌ন ওয়ালীদ (মৃ.২০৮হি:) | ১০ | ২২৭ | ২৪ | ৮২ | ৫৩ | ০৬ | ০২ | = | ৪০৪ |
| ৬ | আবু তাম্মাম (৮০৪-৮৪৬ খৃ.) | ৬০ | ১২৮৪ | ১৯৫ | ১১০ | ৯৫ | ১১৯ | ০৮ | = | ২২৭১ |
| ৭ | ইবন যায়্যাত | - | ০৬ | ১০ | ২৬ | ৩১ | ০৮ | ১১ | = | ৯৭ |
| ৮ | আল বুহতুরী (৮২১-৮৯৭ খৃ.) | ৮০ | ২৩৪৭ | ২৪৬ | ৩০৭ | ৩২৭ | ৭১ | ১৯ | = | ৩৩৯৭ |
| ৯ | ইবনুর রুমী (৮৩৬-৮৯৮ খৃ.) | ১৬১ | ২১৫০ | ১৯৫ | ৫২৯ | ১৯৯ | ৪০৭ | ৫১ | = | ৩৭৩২ |
| ১০ | ইবনুল মু'তায (৮৬৩-৯০৯) | ১৯ | ১২০ | ১৮ | ৪৬৭ | ৮৪ | ২৮ | ১৬ | = | ৭৫২ |
| ১১ | আল-মুতানাব্বী (৯১৫-৯৬৫ খৃ.) | ১১৭ | ১৫৭৩ | ২১৯ | ১৭০ | ১১৬ | ৩৯ | ০৮ | = | ২২৮২ |
| ১২ | আবু ফিরাস আল-হামাদানী (৯৩২-৯৬৮ খৃ.) | ১৯ | ৩৪৫ | ৫২ | ১৬ | ৬০ | - | ০৭ | = | ৪৯৯ |
| ১৩ | ইবন হানী আল-আন্দালুসী (৯৩৮-৯৭৪খৃ.) | - | ৬৫৫ | ৩৪ | ৬৩ | ৪২ | ০৯ | - | = | ৮০৩ |
| ১৪ | আস সারী' আর-রিফা (৩৬০ হি:) | ১৯ | ১২৪৩ | ১১৭ | ৫৩৬ | ১৮১ | ৫৪ | - | = | ২১৪০ |
| ১৫ | ইবন নুবাত আস-সা'দী (৩২৭-৪০৫হি:) | ৪২ | ১২৩৬ | ১৯৮ | ৩৬ | ৭৯ | - | - | = | ১৫৯৩ |
| ১৬ | আল-শরীফ আল-রাদী (৯৭০-১০১৩খ্রি.) | ৮১ | ৯৯৩ | ৮১৬ | ১৩৭ | ৪৮০ | ২৮ | ৩১ | = | ২৫৬৬ |
| ১৭ | আল তাহামী | ১৪ | ৫২১ | ৯২ | ২৫ | ১৪৯ | - | - | = | ৮৬১ |
| ১৮ | মিহইয়ার আল দায়লামী | ৭৩ | ৮৯০ | ২৩২ | ২২৫ | ১৯৯ | ১১ | - | = | ১৬৩০ |
| ১৯ | আবুল 'আলা আল মা'আররী (৯৭৩-১০৫৭হি:) | ৪০৬ | ৩৭৫ | ১৪০ | ৩৭ | ৩৩ | ০২ | ১২৪ | = | ১১২৭ |
| ২০ | সাররাদুর | ১১ | ৬৯৬ | ১৪৪ | ২০ | ২০৪ | ৩৪ | - | = | ১১০৯ |
| ২১ | ইবন সিনান আল-খাফাজী | ১০ | ৫৮৭ | ৫৬ | ১১ | ১১৬ | ০২ | ০৩ | = | ৮৭৫ |
| ২২ | ইবন হায়্যুস (মৃ. ৪৭৩ হি:) | ০২ | ১০৪৭ | ২৩ | ২১ | ৩৪ | - | - | = | ১১২৮ |
| ২৩ | আল-তুঘরায়া (১০৬৩-১১২০খৃ.) | ১১৮ | ৪৩৪ | ১০২ | ৪৬ | ২২৩ | - | ১১ | = | ৯৩৪ |
| ২৪ | আল গুয্‌যী | ১২৫ | ৭৮৫ | ২১ | ৩৬ | ৯৩ | ১০৭ | - | = | ১১৬৭ |
| ২৫ | ইবনুল খায়্যাত | - | ৪৫৭ | ১৫৩ | ১৪ | ৭৩ | - | - | = | ৬৯৭ |
| ২৬ | আল-আজানী | ৬৫ | ১৬৪৩ | ১৯ | ২৩৪ | ৪৭১ | ২২ | ০৪ | = | ২৪৫৭ |
| ২৭ | আবী ওয়াদী | ১৮ | ৯১৩ | ৭৭ | ৪২ | ৩৯৪ | ০৮ | - | = | ১৪৫২ |
| ২৮ | আম্মারা আল-ইয়ামানী | ১৩ | ৭৫৫ | ৩৭ | ৩৩ | ২৭ | ১০ | - | = | ৮৭৫ |
| ২৯ | সাবত ইব্‌নু তা'ভিবী | ১০ | ১৯২৫ | ১০৭ | ২৬১ | ৩৬৯ | ১১১ | ৬ | = | ২৭৮৯ |
| ৩০ | ইবন 'উনায়ান | - | ২২৯ | ১৮ | ১৮ | ৩৬ | ২২ | - | = | ৩১১ |
| | সর্বমোট | ১৬৯৭ | ২৪১৮৫ | ৩৪০০ | ৩৯৯৩ | ৪৬১৬ | ১২২৯ | ৪৭৩ | = | ৩৯৫৯৭ |

১. মাহমুদ সামী পাশা আল্‌-বারূদী, মুখতারাত, (মিসর. আল্‌ জারীদাহ প্রকাশনী, ১৩২৯হি.), পৃ. ৪.।

মুখতারাতে চয়নকৃত কবিতার সংখ্যার বিচারে কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব যাচাই করা সংগত হবেনা। কবি বারুদী একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের কবিতা গ্রহণ ও বর্জন করেছেন। সে জন্য তার বাছাইকৃত কবিতার সংখ্যায় কমবেশী হয়েছে। মুখতারাত বারূদীর নির্বাসিত জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল। তিনি তার জীবনের কিছু সময় তুরস্কের বিখ্যাত শহর ইস্তাম্বুলে অতিবাহিত করেন। এ সুযোগে তিনি উস্তাম্বুলের বিখ্যাত লাইব্রেরী হতে 'আব্বাসী যুগের বিশিষ্ট কবিদের প্রসিদ্ধ শ্লোক সমূহ বাছাই করেন।[১]

পাঁচশত বৎসর স্থায়ী (৭৫০-১২৫৮খ্রি.) 'আব্বাসীয় শাসনামলে 'আরবী ভাষার বহু কবি ও সাহিত্যিক জন্ম গ্রহণ করেন। শাফে'য়ীর সমসাময়িক যুগের উল্লেখযোগ্য কবিগণ ও তাঁদের কবিতার বিষয় বস্তু সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

### ক. বাশ্শার ইব্ন বুরদ (بشاربن برد)

তিনি ৯৫/৯৬হি. /৭১৪/৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন।[২] মতান্তরে ৯১হি./৭১০ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[৩] এবং ১৬৮/৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।[৪]

কাব্য জীবনে বাশ্শার উমায়্যা যুগের শেষাংশ এবং আব্বাসীয় যুগের প্রথমাংশ পেয়েছেন, কাব্যে যাদের অনুসরণ করা যায় তন্মধ্যে বাশ্শার অন্যতম।[৫] তাঁর কবিতার মধ্যে রয়েছে هجاء، مدح، غزل، خمرية، فخر، حماسة ও رثائية প্রভৃতি।

### খ. আবুল 'আতাহিয়্যা (ابو العتاهية)

আবুল আতাহিয়্যা অর্থ ভ্রান্তি, নির্বুদ্ধিতা বা উম্মত্ততার জনক তাঁর প্রকাশ নাম ও নসব নামা হচ্ছে, ابو اسحاق اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان তিনি কুফার 'আইনুত তামার নামক স্থানে হি. ১৩০/খৃ. ৭৪৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং হি. ২১০/ খ্রি. ৮২৫ সনে মৃত্যুবরণ করেন।[৬] আরবী কাব্যের ইতিহাসে আবুল 'আতাহিয়্যার নাম সুবিখ্যাত। জন্মগতভাবেই তিনি স্বাভাবিক কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কাব্যে অভিনবত্বের স্বাদ পরিলক্ষিত হয় এবং উহা প্রাচীন নিয়ম কানুনের বন্ধন মুক্ত।

অন্যান্য স্বভাব কবিদের মতই তিনি সহজভাষা এবং হ্রস্ব ছন্দ অধিক পছন্দ করতেন।[৭] আবুল 'আতাহিয়্যা 'আরবী সাহিত্যের প্রথম দার্শনিক কবি, অথচ তার কাব্যে ইসলামী ভাবধারা,

---

১ ড. শওকী দায়ফ, আল-বারূদী রাইদুশ শি'রিল হাদীস, পৃ ৫১।

২. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), ১ম সংস্করণ, খ. ১৬, (প্রথম ভাগ) পৃ. ১০৮।

৩. উমর ফাররুখ, *তারীখ আল আদাব আল আরবী*, ( বৈরুত : দার আল ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৮৫), ৫ম সংস্করণ, খ. ২, পৃ. ১৮০ ।

৪. হান্না আল-ফাখূরী, *তারীখ আল- আদব আল-'আরাবী*, (বৈরুত: দার আল-জীল, ১৯৮ ), ১ম সংস্করণ, খ.১, পৃ. ৩৭২।

৫. আল-জাহিয, *আল বয়ান ওয়া আল- তাবয়ীন*, (বৈরুত: মাকতাবা আল-খানজী, তা. বি), ৫ম সংস্করণ, খ. ১, পৃ. ২৫।

৬. উমর ফররূখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০।

৭. *ইমলামী বিশ্বকোষ*, *ইংরেজী*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডশন বাংলাদেশ), খ. ২, পৃ ৭।

মতাদর্শ ও ধর্ম নিষ্ঠা সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা রয়েছে।[১] তিনি আরবী زهدية (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি বিষয়ক) কবিতার رائد (প্রবর্তক) হিসাবে বিবেচিত। 'আরবী ছন্দশাস্ত্রকে উপেক্ষা করে তিনি অনেক সময় কাব্য রচনা করে সমালোচিত হয়েছেন। একবার তাকে প্রশ্ন করা হলো আপনি কি ছন্দ শাস্ত্র জানেন? জবাবে তিনি বললেন أنا اكبر من العروض [২]

**গ. আবূ তাম্মাম (أبوتمام):**

তাঁর প্রকৃত নাম হাবীব ইব্ন আওস, তিনি আব্বাসী যুগের একজন বিখ্যাত কবি ও সংকলক। তিনি দামিশক ও তাইবেরিয়াসের মধ্যবর্তী জাসিম শহরে হি. ১৯০/খৃ. ৮০৬সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং হি. ২৩২/৮৪৬খৃ. সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৩] তিনি هجاء، مدح، خمرية ও حكمة ইত্যাদির উপর কবিতা রচনা করেন।[৪]

এতদ্ব্যতীত আবূ তাম্মাম জাহিলী ও প্রাথমিক ইসলামী যুগের বেশ কিছু কবিতা ও সংগ্রহ করেছেন। সে গুলোর মধ্যে স্বল্প পরিচিত কবিদের খন্ড কবিতার সংকলন الحماسة (আল-হামাসা) সুপরিচিত।[৫]

**ঘ. ইবনুর রূমী (ابن الرومى) :**

আবুল হাসান আলী ইবনুল আবাস ইব্ন জুরজীস, ৯ম শতাব্দীর কবি। ২২১হি./৮৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দে 'ইরাকের বাগদাদ নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।[৬] তাঁর পিতার নাম আল্ 'আব্বাস, আর মাতার নাম হাসানা, তিনি ইরানী বংশদ্ভূত।[৭] যতখানি জানা যায়, বাগদাদের একটি অভিজাত শ্রেণীর বিদ্যালয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তথাকার পন্ডিত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসেন, এজন্য কবিতা এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁর ঝোঁক সৃষ্টি হয়।

আল-মাসউদী মন্তব্য করেন, কবিতা ছিল তাঁর অনেক সহজাত ক্ষমতার ন্যূনতম প্রকাশ, আল-মা'আররী তাঁকে প্রধানত একজন দার্শনিক বলে আখ্যায়িত করেন।[৮]

ইবনুর রূমীর কবিতার বিষয় বস্তু হল, العتاب، الفخر،الوصف، الغزل، الرثاء، الهجاء، المدح ইত্যাদি। তিনি ২৮০ হি./৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে ইনতিকাল করেন।[৯]

**ঙ. আল-বুহতারী (البحترى) :**

---

১. প্রাগুক্ত।

২ দীওয়ান আল- 'আতাহিয়্যা, প্রাগুক্ত, ভূমিকা,পৃ ৭।

৩ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ১০২।

৪. ড. শাওকী দ্বায়ফ, আল ফাননু ওয়ামাযাহিবুহু ফী আল শি'র আল আরবী, কায়রু : মাকতাবাতু আল দিরাসা আল আরাবিয়্যা, আরাবিয়্যা, তা.বি.খ.১০, পৃ. ২০১

৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ ১০৩।

৬. আহমদ হাসা যায়্যাত, তারীখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১ ।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৪।

৮. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ ২৭৪।

৯. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ, প্রাগুক্ত, পৃ ৫২৪।

আবূ 'উবাদাহ আল-ওয়ালীদ ইবন 'উবায়দুল্লাহ আত্-তায়ী ২০৬হি./ ৮২১খ্রিস্টাব্দে হালাব ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী পল্লীতে বনু তাঈ গোত্রের বুহতুর শাখায় জন্ম গ্রহণ করেন।[১] মরু অঞ্চলের তাঈ গোত্রের মধ্যে প্রতিপালিত হওয়ায় বিশুদ্ধ 'আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[২] কিশোর বয়সেই তিনি কাব্য চর্চা শুরু করেন এবং প্রথম কয়েক বৎসর নিজের গোত্রীয় প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। তিনি বাগদাদের ভাষাবিদদের সাহচর্য লাভ করে কবিতা রচনায় দক্ষতা অর্জন করেন। খলীফাদের স্তুতি করে অর্থোপার্জন করতেন।[৩] তাঁর কবিতার বিষয় বস্তুর মধ্যে ছিল, الحكم ،الغزل ،المدح ،الفخر ইত্যাদি।[৪] বাগদাদ ত্যাগ করে করে তিনি মিসরের সুলতান খুমারাওয়ার ইব্ন তুলূন এর সভাকবি মনোনীত হন। কিছুদিন পর নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অনেকদিন ধরে রোগে ভোগার পর ২৮৪হি./৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ইনতিকাল করেন।[৫]

### চ. আল্-মুতানাব্বী (المتنبى)

'আরবী সাহিত্যকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, 'আরবী কাব্য জগতের নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী হিসাবে আবূ আত্ তায়্যেব আল্-মুতানাব্বী অন্যতম। তিনি ৩০৩ হি./৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[৬] পিতার দিক থেকে তিনি হলেন جعفي এবং মাতার দিক থেকে همداني। কূফাতেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তারপর সিরিয়ার শহরে পরিবেশে তিনি স্থানান্তরিত হন।[৭] শৈশবেই কবিতা রচনার প্রতি তাঁর ঝোঁক পরিদৃশ্য হয়। সিরিয়া আসার পর পর কবিতা আওড়ানো শুরু করেন। প্রাচীন কবিতা হতে উদাহরণ পেশ করে যে কোন কঠিন ও বিরল বাগধারা ব্যবহারে, ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি ছিলেন পারঙ্গম। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে العتاب، المدح، الفخر، الغزل، الرثاء، الوصف، الهجاء ইত্যাদি। কবি মুতানাব্বী ৩৫৪হি./৯৬৫খ্রি. ইনতিকাল করেন।[৮]

### ছ. আবুল 'আলা আল-মা'আররী (ابو العلاء المعري) :

তিনি 'আব্বাসীয় যুগের তৃতীয় ধাপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। দার্শনিক, সংশয়বাদী, যুক্তিবাদী ও প্রগতিবাদী কবি হিসাবে খ্যাত ছিলেন।[৯] সিরিয়ার معرة النعمان (মা'আররাতু আল-নু'মান) নামক স্থানে ৩৬৩হি./৯৭৩ খ্রিস্টীয় সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৪৮৯হি./১০৫৭ খ্রিস্টীয় সালে তিনি ইনতিকাল করেন।[১০] বাল্যকাল থেকেই তার মধ্যে কবিতার প্রভাব ছিল,

---

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), খ. ১৬, (ভাগ-১), পৃ. ২১৫।

২. উমর ফররুখ, তারীখ, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭।

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৮৮।

৪. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩।

৫. আহমদ হাসা যায়্যাত, তারীখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৯৬), খ. ২০, পৃ. ৩৯।

৭. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৫।

৮. আহমদ হাসান যায়্যাত, তারীখ, পৃ. ২১৭।

৯. জুরযী যায়দান, তারীখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

১০. ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭।

দুর্ভাগ্যবশত জীবনের প্রাথমিক রচনাবলী তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে তিনি একজন 'আরবী সাহিত্যিক, কবি ও পত্র লেখক ছিলেন। তাকে شاعر الخمر ( মদপ্য কবি) বলা হতো। তাঁর কবিতার বিষয় বস্তুর মধ্যে المدحية، الخمرية، المرثية অন্যতম।[১]

### জ. আবূ নুয়াস (ابو نواس)

পাঁচশত বৎসর স্থায়ী আব্বাসীয় শাসন আমলে আরবী ভাষায় বহুকবি ও সাহিত্যিকের জন্ম হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের "স্বর্ণযুগে" বলে স্বীকৃত এ যুগকে ঐতিহাসিকগণ পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে আবূ নুওয়াস প্রথম ভাগের শ্রেষ্ঠ কবি। তার প্রকৃত নাম হচ্ছে হাসান ইবনে হানী ইবনে আব্দুল আওয়াল। উপনাম প্রথমত আবূ আলী, তার পর আবূ নুয়াস নামে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার পিতার নাম হানী ইবনে আব্দুল আওয়াল, আর মাতার নাম জলিবান আল হাসানী। তিনি ১৪৫হি./৭৬২খ্রি. বর্তমান ইরাকের আহওয়াজ নামক পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দামেস্কের অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি ওমায়্যা শেষ খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানের সেনাবাহিনীতে চাকুরী করতেন। তাঁর কবিতার বিষয় বস্তুর মধ্যে রয়েছে- الغزل، الخمرية، الوصف [২]

## ❖ আব্বাসী যুগের (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলী

'উমাইয়্যা যুগের ন্যায় 'আব্বাসী যুগেও কবিরা আমীর ওমারাহদের সাহচর্য অবলম্বন করেন। তাদের উচ্চাভিলাষ, অর্থ, ঐশ্বর্যলাভের কামনাই, বিলাসী জীবনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণের ছিল কবিতা রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ওমারাহদের সাথে উঠা বসা, তাদের দানখয়রাত কবিদের জীবনে একাগ্রচিত্তে কবিতা চর্চার এক বিরাট সুযোগ এনে দিল, যা পূর্বসূরী কবিদের জীবনে ছিল না।[৩] ফলে কবিতা মরুভূমির পাথর খন্ড ও তাবুর জীবন পেরিয়ে, প্রসাদ, বাগ-বাগিছা, ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য বর্ণনা সম্বলিত চাকচিক্যময় জীবনে প্রবেশ করল, এ অবস্থায় কবিতার রচনা শৈলী, অর্থ, বিষয় বস্তু, ভাবগঠন এবং ছন্দে অঙ্গ সম্ভারবিস্তার করল। কবি ইমাম শাফে'য়ী (র.)-এর সমকালীন যুগের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কবিতার বিষয় বস্তু থেকে যা অবগত হলাম তাতে মূলত আব্বাসী যুগের কবিতার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফূটিত হলো। আর তা হচ্ছে:

ক. النسيب (প্রণয়কাব্য) ও الغزل (প্রেমোদ্দীপক) কবিতা।

খ. المديح (স্তুতি বা প্রশংসামূলক) কবিতা।

গ. الرثاء (শোঁকগাঁথা)

ঘ. الوصف (বর্ণনা মূলক)

ঙ. الهجاء (ব্যঙ্গ বা কুৎসামূলক) ও العتاب (নিন্দা বা তিরস্কার মূলক)

---

১. আহমদ হাসান খায়্যাত, তারীখঈ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

২. হান্না আল ফাখূরী, *আল জাসিফী*, (বৈরুত: দার আল জলীল, ১৯৮৬ .) , পৃ. ৪৮; আহমদ হাসান যায়্যাত, *তারীখ আল আদাব আদাব আল আরাবী*, (বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৯ খ.) , মুকাদ্দিমা ।

৩. জুরজী যায়দান, তারিখ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৫১।

চ. الفخر والحماسة (গৌরব গাঁথা ও বীরত্ব)

ছ. الخمرية (মদের বর্ণনা)

জ. الفلسفة والحكمة (প্রজ্ঞা ও দার্শনিক বক্তব্য সংক্রান্ত)

ঝ. النصيحة (উপদেশমূলক)

ঞ. الزهد (দুনিয়া অনাসক্তিমূলক)

ট. الادب (শিষ্টাচার মূলক)।[১]

ইমাম শাফে'য়ী (র) ছোটবেলা থেকে জ্ঞান চর্চ ও অধ্যয়ন নিজের নেশায় পরিণত করেন। ফলে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ ইমাম, মুহাদ্দিস, আলিম, ফকীহদের কাছ থেকে ইলমে শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করেন। কবি-সাহিত্যিক ও ভাষাবিদদের কাছ থেকে ভাষা বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম মর্মার্থ ও গুঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করেন। ফলে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, বক্তৃতা, ভাষা সাহিত্য, ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রবাদ সাহিত্য ইত্যাদিতে তিনি পরাদর্শী হয়ে উঠেন। পাশাপাশি কবিতা চর্চা করে তিনি আব্বাসী যুগের কাব্যজগতে শ্রেষ্ঠত্বের স্থান দখল করে নেন। মূলত তিনি যে একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিক, সাহিত্য সাধনা তার বাস্তব প্রমাণ।

১. মাহমুদ সামী পাশা আল বারুদী, *মুখতারাত*, (মিসর: আলজারীদাহ প্রকাশনী, ১৩২হি.), পৃ. ৪।

# তৃতীয় অধ্যায়

## ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর কবিতায় ধর্ম-চিন্তা

# প্রথম অনুচ্ছেদ

## আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর আনুগত্য এবং আল্লাহর অভিপ্রায়ে সবই হয়- সম্পর্কিত কবিতা

কবি ইমাম শাফে'য়ী (র.) একজন ধর্মীয় কবি ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ধর্মীয় অনুভূতি ও চেতনা প্রতিভাত হয়। কারণ কবিতা হচ্ছে কবির মনের মুখপাত্র। তাই কবির স্বভাব, চরিত্র, দর্শন, মত ও পরিবেশের ছাপ, ধর্মীয় ভাব ও মতাদর্শ ইত্যাদি ফুটে উঠে তাঁর কাব্য গাঁথুনিতে। কবি শাফে'য়ীর বেলায়ও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। তাঁর জীবনে যেমন কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব ফেলেছে, তেমন তাঁর কবিতায় তাঁর চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা, ধর্মীয় অনুশাসন এবং বিশ্বাস ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও স্বীয় আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। এজন্য তাঁর কবিতায় ধর্মীয় বিষয়ক কবিতা ব্যাপক স্থান জুড়ে আছে। তাঁর কবিতায় ধর্মীয় বিষয়গুলোর মধ্যে যে সকল আলোচনা প্রাধান্য পায় তহল:

আল্লাহর সিদ্ধান্তকে ভাগ্যের লিখন মনে করা, কুরআন-হাদীস ও ফিকহের জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান মনে করা, মৃত্যুর প্রকৃতি ও ভয়, ধন-সম্পদের অপকারিতা, ধৈর্য ধারণের ফলাফল, চুপ থাকার ফযীলত, আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার প্রার্থনা, আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ না হওয়া, দ্বীনের নসীহত, আল্লাহর প্রতি প্রেম ও আনুগত্য, ইসলামের মাহাত্ম, বেদ'আত সম্পর্কে, দুনিয়া বিমুখতা, হিংসা- বিদ্বেষ, কৃপণতা, চেষ্টা-সাধনার সুফল, প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিহার, তাকওয়া- খোদাভীতি, আল্লাহর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ, ইবাদত, কষ্টের পর সুখ, মূর্খ লোক থেকে সাবধান ,দুনিয়ার হাক্বীকত প্রভৃতি বিষয়। যা আল-কুরআন ও আল হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট। নিম্নে কুরআন-হাদীসের সাথে সম্পর্কিত কতিপয় কবিতা পেশ করা হলো:

আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন মুমিনের জীবনের একমাত্র তপস্যা। তাই যাঁরা প্রকৃত মুমিন তারা জীবনের চেয়েও আল্লাহকে ভালবাসে বেশী। আর এ ভালবাসা অর্জিত হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)- এর আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্য দিয়ে। মুমিন ব্যক্তি বাস্তবে আল্লাহ পাককে ভালবাসে কিনা তার প্রমাণ দিবে রাসূল (সা.) এর সুন্নাতের পদাংক অনুকরণের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন:

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله . ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم .

"(হে নবী) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু।"[১]

তাই জান্নাতে যেতে হলে আল্লাহর রহমত ও ভালবাসা পেতে হবে, আর আল্লাহর ভালবাসা পেতে রাসূল (সা.) এর ভালবাসা পেতে হবে। আর রাসূল (সা.) এর ভালবাসা পেতে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে। সুতরাং আল্লাহর ভালবাসা দাবী করলে, তাঁর

২. সূরা আল ইমরান, আয়াত -৩১।

নির্দেশ পালন করতে হবে। ভালবাসা দাবী করে তাঁর নাফরমানী করা মিথ্যা ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া বৈকি? এ বিষয়টি কবি তাঁর কবিতায় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন।[১] যেমন:

تعصى الا له وانت تظهر حبه *** هذا محال فى القياس بديع

لوكان حبك صادقا لأطعته *** ان المحب لمن يحب مطيع

فى كل يوم يبتد يك بنعمة *** منه وانت لشكر ذاك مضيع (الكامل)

"তুমি আল্লাহর ভালবাসার দাবী কর, অথচ তুমি তার অবাধ্যতা কর, কসম ইহা বিবেকের কাছে বড় আশ্চর্য ব্যাপার।

তুমি যদি তোমার স্বীয় দাবীতে সত্যবাদী হতে তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁর আনুগত্য করতে। কেননা প্রেমিক মাশুকের অনুগত হয়ে থাকে।

প্রত্যেহ তিনি তোমাকে নুতন থেকে নতুন নে'য়ামত দ্বারা অনুগ্রীহিত করেন, সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে এ সবের হক আদায় কর।"[২]

### ❖ আল্লাহর অভিপ্রায়ে সবই হয়

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বশক্তিমান। তিান মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী, বিশ্বজাহানের মালিক ও সৃষ্টিকর্তা। তিনি আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত, সাগর-উপসাগর, মহাসাগর, নদী-নালা, চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজি, গ্লাক্সি, বৃক্ষরাজিসহ অসংখ্য অগণিত বস্তু স্বইচ্ছাধীন সৃজন করেন। তিনি মানব, দানব, ফিরিস্তাসহ মানুষের অজানা বহু প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে স্বীয় ইচ্ছায় সুন্দর আবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ মানুষগুলোর মধ্যে তিনি বিভিন্ন পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্য, যাতে একে অপরের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগীতা গ্রহণ করতে পারে। তাই কারো মর্যাদা বেশী আবার কারো মর্যাদা কম। আল্লাহ বলেন :

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا . ورحمت ربك خير مما يجمعون .

"আমি পার্থিব জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবা রূপে গ্রহণ করে।"[৩]

তাই আল্লাহ পাক নিজের ইচ্ছামত রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, সুন্দর-অসুন্দর, বুদ্ধিমান-নির্বোধ, শিশু-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, মনীব-দাস, সন্তানপ্রাপ্ত-সন্তানহারা, আস্তিক-নাস্তিক প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এ সবই তার ইচ্ছামত হয়। আল্লাহ পাক বলেন :

هو الذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم .

"তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৪]

---

[১]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

[২]. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮।

[৩]. সূরা আল যুখরুফ, আয়াত- ৩২।

[৪]. সূরা আল ইমরান, আয়াত- ৬।

অন্যত্র তিনি বলেন :

وما تشاء ون إلا أن يشاء الله رب العلمين .

"তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাহিরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।"[১]

না।"[১]

এসম্পর্কে কবি শাফে'য়ী বলেন,

ما شئت كان، وإن لم أشأ *** وما شئت إن لم تشأ لم يكن

خلقت العباد على ماعلمت *** ففى العلم يجرى الفتى والمسن

فمنهم شقى ومنهم سعيد *** ومنهم قبيح ومنهم حسن

ومنهم غنى ومنهم فقير ***وكل بأعماله مرتهن

على ذا مننت وهذا خذلت *** وذاك أعنت وذا لم تعن (المتقارب)

"হে আল্লাহ আমি চাই অথবা না চাই তাতে কিছুই হয়নি, সব কিছুই আপনার ইচ্চায়ই হয়। আর আপনি যদি না চান, তহালে আমার শত চাওয়ায়ও কিছুই হয় না।

আপনি অগণিত বান্দা-বান্দী সৃষ্টি করেছ যা আপনি সবই জানেন। আপনার জ্ঞানের মধ্যে আছে কে যুবক আর কে বৃদ্ধ।

তাদের মধ্যে কেহ আছে দুর্ভাগা আর কেহ আছে সৌভাগ্যবান, কেহ আছ উত্তম, কেহ আছে অধম।

কেহ আছে ধনী আবার কেহ আছে দরিদ্র, আর প্রত্যেকের কর্ম-ক্রিয়া তার কাছে দায়বদ্ধ।

আপনি কাউকে অনুগ্রহ করেন, কাউকে আবার করেন অপমান, কাউকে ব্যাপক সাহায্য করেন আবার কাউকে প্রচূর সাহায্য থেকে বঞ্চিত রাখেন।"[২]

[১]. সূরা আল তাকবীর, আয়াত -২৯।

[২]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

# দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ তাক্বওয়া,ধৈর্য ও ক্ষমা বিষয়ক কবিতা

## ❖ তাক্বওয়া ও দেহের পোশাক

আল্লাহর শাস্তির ভয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকে নেক কাজে নিজেকে সর্বদা ব্যাপৃত রাখার নাম তাক্বওয়া। আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি আনুগত্যশীল হবার পাশাপাশি তাঁর ভয়-ভীতি সর্বদা মনে ধারণ করা একজন ঈমানদার লোকের সর্বোচ্চ গুণ। পোশাক যেমন শীত-গ্রীষ্ম, গুপ্তাঙ্গ ও অন্যান্য ক্ষতিকর বিষয় থেকে দেহকে অত্মরক্ষা করে, তেমনি তাক্বওয়া মানুষের ঈমান ও অন্তরকে যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ থেকে হেফাজত করে। তাই মানব জীবনে শরীরের পোশাকের সাথে তাক্বওয়ার পোষাকের গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য আল্লাহর পাক বলেন,

يا بنى آدم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوأتكم وريشا - ولباس التقوى - ذلك خيرى - ذلك من أيت الله لعلهم يذكرون .

"হে বনী আদম, আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটাই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।"[১]

কবি শাফেয়ী (র.) বাহ্যিক পোশাকের চেয়ে তাকওয়ার পোশাকের গুরুত্ব বেশী তা বর্ণনা করে বলেন,[২]

حسن ثيابك مااستطعت فإنها *** زين الرجال بها تعز وتكرم

ودع التخشن فى الثياب تواضعا *** فالله يعلم ماتسر وتكتم

فجديد ثوبك لا يضرك بعدما *** تخشى الاله وتتقى مايحرم

ورثيث ثوبك لايزيدك رفعة *** عند الإله، وانت عبد مجرم

" সাধ্যানুযায়ী তোমার চারিত্রিক পোষাক তথা গুণাবলীকে সুশোভিত কর, কেননা চারিত্রিক ভূষণ দ্বারা ব্যক্তি সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয়।
দেহের বাহ্যিক পোষাকে অতিরঞ্জন ত্যাগ কর, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ কর, কেননা তুমি গোপন ও সংগোপনে যাকর আল্লাহ তা জানেন।
তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর এবং হারাম থেকে বেচেঁ থাক, তাহলে তোমার দেহের নতুন পোষাক ক্ষতির কারণ হবে না।

---

১. সূরা আল আরাফ, আয়াত- ২৬।
২. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত,পৃ ১০৬।

আর যদি তুমি পাপী বান্দা হও তাহলে তোমার পুরাতন কাপড় ও আল্লাহর নিকট মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ হবে না। অর্থাৎ অপরাধী হয়ে জীর্ণ-শীর্ণ খোদাভীরুর কাপড় পরেও কোন লাভ হবে না।"[১]

কবি শাফে'য়ী (র.)-এর ধর্মীয় ভাবধারার কিছু কবিতা এখানে তুলে ধরা হলো। এতে অনুভূতি ও আবেগ তাঁর কবিতায় প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর জ্ঞান সাগরের পরিধি আমাদের অনুমানে আসেনা। তিনি ছিলেন বিশ্বমানের কবি ও আলিম। তবে মেশকাত গ্রন্থের রচয়িতা তাঁর সম্পর্কে যে বক্তব্য করেছেন তা সর্বজন গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন,

وفضا ئله اكثر من ان تحطى كان إمام الدنيا وعالم الناس شرقا وغربا. جمع الله له من العلوم والمفاخر مالم يجمع لا ما قبله ولا بعده . وانتشرله من الذكر مالم ينتشر لاحد ماسواه .

"ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর চরম উৎকর্ষ প্রতিভার কথা বর্ণনা শক্তির বাহিরে। তিনি জ্ঞান জগতে একজন শ্রেষ্ঠ আলিম এবং পূর্ব-পশ্চিমের পথ প্রদর্শক ইমাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মধ্যে এমন মেধা-যোগ্যতা, জ্ঞান-বাকশক্তি দিয়েছেন যা তাঁর পূর্বে এবং পরে অন্য কোন ইমাম বা মুহাদ্দিসের মধ্যে দেখা যায়নি। গোটা পৃথিবীতে তাকে নিয়ে যত আলোচনা হয়েছে অন্যকোন ব্যক্তিত্বের বেলায় তা হয়নি।"[২]

তাঁর কবিতার মধ্যে যেমন ধর্মীয় ভাব রয়েছে তেমনি আছে দর্শন, প্রজ্ঞা ও যাদু।

### ❖ ধৈর্য হচ্ছে ঢাল স্বরূপ

জীবন চলার পথে বহু দুঃখ-কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি রয়েছে। এসব বিপদে ধৈর্যধারণ মানুষকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। জীবনের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাত ধৈর্যধারণ করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানব জীবনে নানা সমস্যা, বালা-মুসীবত, অসুবিধা আসবে, এ সকল পরীক্ষার ক্ষেত্রে সহিষ্ণু হতে হবে, তাতে রয়েছে কল্যাণের সুসংবাদ। আল্লাহ বলেন :

ولنبونكم بشئى من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات - وبشر الصابرين .

"এবং আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যধারণ কারীদের"।[৩]

মানুষের পূর্ণ জীবন দু'ধারায় বিভক্ত। হয়তো সুখ না হয় দুঃখ। সুখের সময় শুকরিয়া আদায় করা আর দুঃখের সময় সবর করা বুদ্ধিমান মুমিনের কাজ। তাই রাসূল (সা.) বলেন,

عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد الا للمؤمن : إن اصابته سراء شكر فكان خيرا له . وإن اصابته ضراء صبر فكان خيرا له (مسلم)

"মুমিনের কার্যক্রম ব্যাপারে আশ্চর্য লাগে যে, তার সকল কর্ম কল্যাণ কর। যা মুমিন ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়নি। আর তাহলো সে যখন সুখ-শান্তির মধ্যে থাকে তখন

---

[১]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।
[২]. মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১।
[৩]. সূরা আল বাক্বারা, আয়াত-১৫৫।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর, আর যখন বিপদ ও দুর্দশার মধ্যে পড়ে তখন ধৈর্য ধারণ করে এটাও তাঁর জন্য কল্যাণ কর। (মুসলিম)।"[১]

সুতরাং কষ্ট-মুসীবতে সংযমী হওয়া একটি মহৎগুণ। তাই কবি শাফে'য়ী ধৈর্যধারণের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন :

صبرا جميلا ما اقرب الفرجا *** من راقب الله فى الأمورنجا

من صدق الله لم ينله اذى *** ومن رجاه يكون حيث رجا

(المنسرح)

"উত্তম ধৈর্যধারণ কর, কারণ ধৈর্য হচ্ছে স্বস্তির সবচেয়ে নিকটবর্তী সহচর। যে ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে সে মুক্তি পায়।

দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা স্বরূপ, একথা যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে, মানসিক কষ্ট তাকে কখনো আঘাত করবেনা। আর যে আল্লাহ প্রতি যে রূপ আশা পোষণ করবে, তার পরিণতিও সে রূপ হবে।"[২]

অন্যত্র তিনি মানুষের শব্দ আঘাতের প্রতি উত্তর না দিয়ে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়ে বলেন :

لا تحملن لمن يمن من *** الأنام عليك منه

واختر لنفسك حظها *** واصبر فان الصبر جنه

منن الرجال على القلوب *** أشد من وقع الأسنه

(مجزوء الكامل)

"মানবজাতি থেকে যে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে খোটা দেয়, তুমি তাকে আক্রমনাত্মক প্রতিউত্তর করোনা। এবং অনুগ্রহরে অংশকে নিজের জন্য পছন্দনীয় করে নাও, আর ধৈর্য ধারণ কর, কেননা ধৈর্য ধারণ হচ্ছে রক্ষাবর্ম স্বরূপ। খোটার আঘাত মানুষের অন্তরে, বিষাক্ত বর্শার আঘাতের চেয়েও আরো মারাত্মক।"[৩]

### ❖ পাপ ও ক্ষমা

ফিরিস্তাদেরকে আল্লাহ অপরাধ করার শক্তি দেন নাই বিধায় তারা নিস্পাপ। আর পশু-পাখি ও জীব-জন্তুর শরীয়ত নেই বলে তাদের কোন অন্যায় অপরাধ ধর্তব্য নয়। আর মানুষের অপরাধ করার শক্তি আছে এবং শরীয়ত আছে। তাই কোন অন্যায় করলে এর জন্য শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। এতে অপরাধ থেকে যদি সে মুক্ত হতে পারে তাহলে সে ফিরিস্তাদের চেয়ে যেমন শ্রেষ্ঠ হয় তেমন পাপ পঙ্কিলতার কারণে সে জীব- জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়। অতএব মানুষ জন্মগত ভাবেই অপরাধ প্রবণ। তাই সে অন্যায় অপরাধ করবে এটাই

---

[১]. আবূ যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন শরফ নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

[২]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

[৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

স্বাভাবিক। তবে মানুষ যত অপরাধ করুকনা কেন, এমনকি সমুদ্র ও পাহাড় সমতুল্য যদি তাঁর পাপও হয় আর যদি সে একনিষ্ঠচিত্তে তওবা করে তাহলে আল্লাহর পাক এমন দয়ালু তার পৃথিবীসম পাপ ক্ষমা করে দিবেন ,আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন:

قل يعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله - إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم .

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমালী, পরম দয়ালু।"[১]

কবি ইমাম শাফে'য়ী (র.) আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ না হওয়ার উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন:

إن كنت تغدو فى الذنوب جليدا *** وتخاف فى يوم المعاد وعيدا

فلقد أتاك من المهيمن عفوه *** وأفاض من نعم عليك مزيدا

لا تيأسن من لطف ربك فى الحشى *** فى بطين امك مضغة ووليدا

لوشاء ان تصلى جهنم خالدا *** ماكان ألهم قلبك التوحيدا (الكامل)

"তুমি যদি প্রভাত কর কঠোর পাপ-পঙ্কিঁঠাহপাক তোমার নিকট আসবেন ক্ষমা নিয়ে। তোমার প্রতি তিনি নিয়ামত বর্ষণ করবে অবিরাম ভাবে।

তুমি তোমার প্রভূর অনুগ্রহ থেকে নৈরাশ হয়োনা, কারণ তুমি যখন তোমার মায়ের গর্ভে মাংসপিন্ড ছিলে এবং নবজাতক ছিলে তখনও তিনি তোমাকে অনুগ্রহ করেছেন।

তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে জাহান্নামে চিরদিনের জন্য নিক্ষেপ করতে পারেন। কিন্তু তিনি যে তোমার অন্তরে তাওহীদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তা তোমাকে মুক্তি দিবে।"[২]

অন্যস্থানে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এভাবে:

يا سميع الدعاء كن عند ظنى *** واكفنى من كفيته الشرمنى

وأعنى على رضاك وخرلى *** فى امورى وعفنى واعف عنى (المديد)

"হে প্রার্থনা শ্রবণকারী! আপনার প্রতি আমার উচ্চ ধারণা যে, আমার আশা কবুল কর। আমাকে রক্ষা কর, যার অনিষ্ট থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন। আপনার সন্তুষ্টি অর্জনে আমাকে সাহায্য কর, আমার যাবতীয় বিষয় স্বাধীনভাবে করার তাওফিক দাও।

- ❖ **পারস্পরিক কল্যাণ কামনা করা** নাসীহা অর্থ হচ্ছে উপদেশ, পরামর্শ, সদুপদেশ, সৎপরামর্শ, সাবধানবাণী ইত্যাদি।[৩] মূলত ইসলাম ধর্ম হচ্ছে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও কল্যাণ কামনার নাম। সুতরাং দ্বীন-ইসলাম কেবল ধর্মীয় কতিপয় অনুষ্ঠান পালনের নাম

---

[১]. সূরা আল যুমার, আয়াত-৫৩।

[২]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫।

[৩]. মুহাম্মদ ফযলুর রহামন, *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ৮৮৭।

নয় বরং এটা সামগ্রিক কল্যাণমুখী এক জীবন ব্যবস্থার নাম। প্রকৃত মুসলমানতো সেই ব্যক্তি যে, সর্বদা অন্যের কল্যাণ কামনা করে এবং তার থেকে মানুষ সদা নিরাপদ থাকে। আল্লাহ পাক মানুষের কল্যাণের জন্য অসংখ্য অগণিত নবী-রাসূল এ ধরায় প্রেরণ করেছেন। তারা মানুষের কল্যাণের জন্য পূর্ণজীবন উৎসর্গ করেছেন। যেমন হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর সম্প্রদায় সামূদ জাতিকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন। আল কুরআনে এভাবে বিবৃত হচ্ছে :

ابلغكم رسلت ربى وأنا لكم ناصح أمين .

"আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খী, বিশ্বস্ত"।[১]

এক মুমিন অপর মুমিনের কল্যাণ কামনা করা তাঁর ঈমানী দায়িত্ব। তাই দ্বীনের অপর নাম হচ্ছে নসীহত। যেমন : হাদীসে আসছে, রাসূল (সা.) বলেন :

الدين النصيحة قلنالمن قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (مسلم)

"দ্বীন হচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ কমানা করা। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.) আমরা কার কল্যাণ কামনা করবো? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ, তাঁর কুরআন, রাসূল (সা.) মুসলিম ইমাবর্গ এবং সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা ও সহযোগিতা করতে হবে"।[২]

এ সম্পর্কে কবি শাফে'য়ী (র.) বলেন :

وكل امرئ لاق من الموت سكرة *** لها ساعة فيها يذل ويخضع

فلله فانصح يابن أدم إنه *** متى ماتخادعه فنفسك تخدع (الطويل)

"প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুর যন্ত্রণা পাওয়ার উপযুক্ত, আর তার মৃত্যুর জন্য একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে, সে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সবাই অনুগত।

সুতরাং হে আদম সন্তান! তুমি আল্লাহ সম্পর্কে উপদেশ দাও, তুমি আল্লাহ বিমুখ হয়ে মনে করতেছে যে, তুমি তাকে ধোঁকা দিচ্ছ, না বরং তুমি নিজেকে প্রতারিত করতেছ।"[৩]

অন্যত্র তিনি উপদেশ দেওয়ার প্রকৃতি বর্ণনা করে বলেন,

تغمد نى بنصحك فى انفرادى *** جنبنى النصيحة فى الجماعة

فإن النصح بين الناس نوع *** من التوبيخ لا ارضى استماعه (الوافر)

"আমার একাকীত্বে আপনার উপদেশ দ্বারা আমাকে অনুগ্রহ করবেন, আর মানুষের দলে থাকলে আমাকে উপদেশদান থেকে রক্ষা করবেন।

কারণ মানুষের মধ্যে উপদেশ দিলে তা অনেক সময় ধমক স্বরূপ হয় যায়। যা শ্রুতিকটু হয়।[১]

---

[১]. সূরা আল আ'রাফ ,আয়াত -৬৭।

[২]. আবূ যাকারিয়া নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, (কায়রো: দারুস সালাম- ২০০৯) ,পৃ. ৬৯।

[৩]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

## ❖ যুহদ বা তপশ্চর্যা

পার্থিব ধন-সম্পদের মায়া ত্যাগ করে পরকালের উদ্দেশ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে ঐকান্তিকভাবে আল্লাহর দরবারে নিজেকে সোপর্দ করার নাম যুহদ। মনুষ এ দুনিয়াতে আগমনের মূল উদ্দেশ্য হল এখানে সে পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করবে। তাই দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হলে সে পরকালে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ি ভোগ বিলাসকে নিরুৎসাহিত করার পাশা-পাশি হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ এবং সৌন্দর্য চর্চাকে ত্যাগ করে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে তাকওয়া সহকারে দুনিয়ার সম্পদ ভোগ করতে কুরআন-হাদীসে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, উহাই মূলত যহদ বা দুনিয়া অনাসক্তিতা। আল কুরআন ও হাদীসে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টিতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى .

"বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও অথচ পরকালই উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী।"[২] আল্লাহ পাক ও মানুষের ভালবাসা পেতে হলে যুহদ অবলম্বন করতে হবে।

হাদীস শরীফে এরশাদ হচ্ছে,

عن ابى العباس سهل سعد الساعدى رضى الله عنه قال جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله دلنى على علمل اذا عملته احبنى الله واحبنى الناس فقال : ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس . (ابن ماجه)

"হযরত আবূল আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ আল সা'দী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসলূল (সা.) আমাকে এমন কোন আমালের কথা বলে দিন যখন আমি তা করবো তখন আল্লাহ আমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালবাসবে। উত্তরে তিনি বলেন, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হও, আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন, আর কাছে যা কিছু আছে, সে দিকে লোভ করোনা, মানুষও তোমাকে ভালবাসবে। (ইবনে মাজাহ)[৩]

কবি শাফেয়ী বলেন :

عمدة الخير عند ناكلمات *** أربع قالهن خير البرية

اتقى المشبهات وازهد ودع ما *** ليس يعينك واعملن بنية (الخفيف)

"সৃষ্টির সেরা মুহাম্মদ (সা.) ঘোষণা করেছেন, দুনিয়া আখেরাতের সকল কল্যাণের মূল ভিত্তি চারটি। ১. সন্দেহ সংশয় থেকে বেঁচে থাক, ২. দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা, ৩. অনর্থক বিষয় থেকে দূরে থাকা, ৪. বিশুদ্ধ নিয়তের মাধ্যমে সৎকর্ম করা।"[৪]

---

১. প্রাগুক্ত পৃ. ৭৪।

২. সূরা আল আ'লা, আয়াত, ১৬-১৭।

৩. শেখ গোলাম মহিউদ্দিন, সম্পা. মুফতি মু. নূর উদ্দিন, *কিতাবুস সালিহীন*, (ঢাকা: দারুত তানফিজ -২০০৪ ), পৃ. ১৩৭।

৪. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, পৃ. ১২৯।

# তৃতীয় অনুচ্ছেদ : জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

### ❖ ঐশী জ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে কবিতা

ঐশীজ্ঞান হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান। সেটা স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়কে চেনার একমাত্র উপায়। বস্তুবাদী জ্ঞান মানুষকে নাস্তিক করে, পরকাল উদাসীন করে ও হিংস্র করে তুলে। আল্লাহ পাক বলেন,

يعلمون ظاهرا من الحيوة الدينا . وهم عن الآخرة هم غافلون .

"তারা পার্থিব জীবনের বস্তুবাদি জ্ঞান ও বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না"।[১] তাই রাসূল (স.) এমন এক শিক্ষানীতি ও পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে সাহাবাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যার দ্বারা তাঁরা সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবে পরিণত হন। আর রাসূল (স.) -এর পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন,

هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلوا عليم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة - وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين .

"তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াত সমূহ, তাদের পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করেন এবং শিক্ষাদেন কিতাব (আল-কুরআন) ও হিকমত (সুন্নাহ)। ইতিপূর্বে তাঁরা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।"[২]

তাই ইমাম শাফে'য়ী (র.) মনে করেন কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। অন্যসব বিদ্যা অনর্থক, ধোঁকা ও প্রতারণা। এজন্য তিনি বলেন,

كل العلوم سوى القرآن مشغلة *** الا الحديث والا الفقه فى الدين

العلم ماكان فيه قال : (حدثنا) *** وما سوى ذاك وسواس الشياطين (البسيط)

"দ্বীনের মধ্যে কুরআন, হাদীস ও ফিকহ এর জ্ঞান ব্যতীত অন্য সকল জ্ঞান- বিদ্যা অর্জন করা অহেতুক সময় নষ্ট করা মাত্র। আসল জ্ঞান সেটাই, যেটার মধ্যে বলা হয় হাদ্দাসানা অর্থাৎ যার যোগসূত্র আল্লাহ এবং রাসূল (সা.)- এর সাথে। এ ছাড়া যত জ্ঞান আছে সবই

[১]. সূরা আর রুম, আয়াত-৭।
[২]. সূরা আল জুম'আ, আয়াত-২।

শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণা।"[১] তিনি অন্যত্র এ জ্ঞানকে হেদায়াত বলে উলে-খ করেন এভাবে–

اذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى *** وسيرتة عدلا واخلاقه حسنا

فبشره أن الله اولاه نقمة *** يساء بها مثل الذى عبد الوثنا

(الطويل)

**❖ জ্ঞান অর্জনের তাৎপর্য**

জ্ঞান-বুদ্ধি মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দানকরেছে। জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ পেয়েছে চিন্তাশক্তি। আর চিন্তা ও অনুভূতি শক্তি মানুষকে উপহার দিয়েছে বিবেক। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমন্বয় আত্মোপলব্ধির চেতনাই আসল শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে সত্যের অনুসন্ধানী করে। এজ্ঞান দ্বারা মানুষ সত্য-মিথা, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ, পাপ-পূণ্য, জায়েজ-নাজায়েজ, হালাল-হারাম, শ্লীল-অশ্লীল সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়। জীবন-মৃত্যু, অন্ধকার-আলো, গরম-শীতল, অন্ধ-চক্ষষ্মান যেমন সমান নয়, তেমন জ্ঞানী ও মূর্খ এক নয়। আল্লাহ পাক বলেন,

قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولوا الالباب .

"যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে যারা বুদ্ধিমান।"[২] আল কুরআন ও আল হাদীসের বিধানাবলি সঠিকভাবে অনুধাবন করে ইসলামের পথে জীবন পরিচালনা করা জ্ঞান অর্জনের মূল লক্ষ্য। তাই শরী'য়তের বিধানাবলী না বুঝলে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে সমাধান করে নিতে হবে। এ নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ পাক বলেন:

فاسئلوا اهل الذكران كنتم لاتعلمون .

অতএব, জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।[৩] রাসূল (স.) বলেন,

إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا ـ بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه (البخارى) .

---

[১]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

[২]. সূরা যুমার, আয়াত, ৭।

[৩]. সূরা আন নাহল, আয়াত, ৪৩।

নিশ্চয়ই কুরআন নাযিল হয় নাই এই জন্য যে ইহা এক অংশ অপর অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে বরং ইহা এক অংশ অপর অংশকে সত্যায়ন করে। সুতরাং তোমরা যখন কুরআনের কোন বিধান অবগত হবে তখন তা আমল কর, আর যদি তা থেকে কিছু না বুঝ, তাহলে জ্ঞানীদের শরণাপন্ন হবে।[১]

আর কবি শাফে'য়ী বলেন :

مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم *** وعنه فسائل كل من عنده فهم

ففيه جلاء للقلوب من العمى *** وعون على الدين الذى امره حتم

ولا تعددن عيناك عنهم فإنهم *** نجوم هدى ما مثلهم فى الورى نجم

فوالله لولا العلم ما فصح الهدى *** ولا لاح من غيب السماء لنا رسم

(الطويل)

"জ্ঞানের সাথে তুমি পথিক হয়ে যাও, জ্ঞান যেখানে তোমাকে নিয়ে যায়, সেখানে তুমি চলে যাও, আর যারা জ্ঞানী তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে অজ্ঞাত বিষয় জেনে নাও।

কারণ এ জ্ঞান অজ্ঞতা দূরীভূত করে অন্তরদৃষ্টি উদ্ভাসিত করে, আর ইহা বাধ্যতামূলক ধর্মীয় বিষয় পালন করতে সাহায্য করে। আমি দেখেছি মূর্খরা তাদের পারিবারেও হেয় প্রতিপন্ন হয়, আর বিদ্যা জ্ঞানীদেরকে জাতি-দেশ সর্বত্র মহিমান্বিত করে।

সুতরাং তুমি জ্ঞানীদের থেকে বিমুখ হয়োনা, কারণ তাঁরা আকাশের নক্ষত্রতুল্য। হেদায়াতের পথ নির্দেশক তারকারাজি।

আল্লাহর শপথ, যদি ইলম না হত তাহলে হেদায়ত প্রকাশ পেতনা এবং নিদর্শন হিসাবে আকাশের অদৃশ্য জ্ঞান স্পষ্ট হতনা।"[২]

[১]. আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, *শরহে আল আক্বীদা আল তাহবী*, (কায়রো: দারুল আক্বীদা, ২০০৪), পৃ. ১০৫।
[২]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

# চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ জীবন, মৃত্যু, কবর ও পরকাল

## ❖ জীবন - মৃত্যু - পরকাল

জন্ম ও মৃত্যুর মাঝা-মাঝি সুনির্ধারিত ও স্বল্পকালীন জীবনই হইলৌকিক জীবন। আর দুনিয়র জীবন মূলত কতগুলো শ্বাস-প্রশ্বাসের সমষ্টির নাম। শেষ শ্বাস যখন ছেড়ে দেওয়া হবে সেই দিন এ ধরায় বসবাসের সমাপ্তি ঘটবে। মানুষ দুনিয়ার জীবনকে রঙ্গমঞ্চ ও কৌতুকের বেলাভূমি মনে করে আনন্দ- ফুর্তিতে মত্ত। নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ, স্টিমার, গাড়ী, বিমান চড়ে উল্লাস প্রকাশ করতেছে অথচ সে তার কফিন বাহনের কথা একেবারে ভুলে গেছে। আবার কেউ আছে তার পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করতেছে। কারণ পরকালে তাঁর পার্থিব ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না, সে ভালো করে জানে। কাজে আসবে শুধু পূতঃপবিত্র আত্মা, ঈমান ও আমল।

আল্লাহ বলেন :

يوم لاينفع مال ولا بنون . الا من أتى الله بقلب سليم .

"যে দিবসে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে সে ব্যতীত।"[১]

কবি শাফে'য়ী (র.) তাঁর কবিতায় জীবন, মৃত্যু, কবর ও হাশরের চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরে বলেন :

يا واعظ الناس عما انت فاعله *** يامن يعد عليه العمر بالنفس

احفظ لشيبك من عيب يدنسه *** إن البياض قليل الحمل للدنس

تبغى النجاة ولم تسلك طريقتها *** إن السفينة لاتجرى على اليبس

ركوبك النعش ينسيك الركوب على *** ماكنت تركب من بغل ومن فرس

يوم القيامة لامال ولا ولد *** وضمة القبر تنسى ليلة العرس (البسيط)

"হে মানব উপদেশ দাতা, তুমি যা উপদেশ দিচ্ছ তা নিজে সম্পাদনকারী নয়, জেনে রেখ, জীবন হচ্ছে কতক শ্বাস-নিঃশ্বাসের সমষ্টির নাম।

এমন দোষ-ত্রুটি থেকে নিজে হেফাজত থাক, যে অন্যায় -অপরাধ তোমার বার্ধক্যে কলুষিত না করে। কেননা সাদা বস্তু অল্প ময়লায় কলুষিত হয়।

তুমি মুক্তি কামনা কর, অথচ সে মুক্তির পথে চলনা, মনে রেখ জাহাজ বা নৌকা স্থলভূমিতে চলেনা।

শবাধার আরোহন তোমার জন্য নির্ঘাত, অথচ অশ্ব-গাধা আরোহণ তোমাকে সেই কফিন চড়ার কথা একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছে।

---

[১]. সূরা আল শু'য়ারা, আয়াত, ৮৮-৮৯।

পরকাল এমন দিন, যেদিন ধন-সম্পদ ও পুত্র কন্যা কোন কাজে আসবে না, আর কবরের চাপ বাসররাতের (দুনিয়ার) সকল আনন্দ-ফূর্তি বিস্মৃত করে দিবে।"[১]

### ❖ মৃত্যু এক অমোঘ বিধান

জন্ম গ্রহণের মাধ্যমে যে জীবনের সূত্রপাত, মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ঘটে সে জীবনের যবনিকাপাত। মৃত্যু আগমণের জন্য পূর্বজ্ঞাত কোন সংকেত নেই, নির্দিষ্ট দ্বার নেই, প্রতিরোধ, প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেই; সুনির্ধারিত সময় তা দ্বারপ্রান্তে পৌঁছবেই। এতে মৃত্যু কামনা করে যেমন কেহ নিজে মৃত্যু বরণ করতে পারেনা তেমনিভাবে কাউকে মৃত্যুথেকে রক্ষাও করতে পারবেনা। সবই হবে আল্লাহর ইচ্ছা শক্তিতে।

দুর্বলের প্রতিশোধের অস্ত্র হচ্ছে অভিশম্পাত করা। তাই অনেকে অপরের জন্য মৃত্যুর বদদোয়া করে। কিন্তু নির্বোধ বুঝেনা যে, আমার বদদোয়ায় যদি লোকটি মারাও যায়, তবে আমি কি এ ধরায় চিরদিন বেঁচে থাকব? কখনো নয়। আল্লাহ বলেন :

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ـ افإن مت فهم الخالدون .

"আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে?"[২]

মালিকী মাযহাবের লোকেরা যখন দেখল যে তাদের মাযহাবের সাথে শাফে'য়ী মাযহাবের মতপার্থক্য রয়েছে, তখন তাঁরা শাফে'য়ীর ধ্বংস কামনা করে। মালিকী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ আশহাব বিন আব্দুল আজিজ বিরামহীনভাবে শাফে'য়ীর মৃত্যু কামনা করে বদদোয়া করতে তাকে। এমনকি সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে কাকুতি -মিনতি করে বলতেন, হে আল্লাহ শাফে'য়ীকে তুমি তুলে নাও। অন্যথায় মালিকী ফিকহ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ইমাম শাফে'য়ীর কাছে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম এ সংবাদ দিলেন যে, ইমাম নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন। কথিত আছে ইমাম শাফে'য়ীর ওফাতের মাত্র ১৮ দিন পরেই আশহাব ও পরপারের যাত্রী হন। কবি শাফে'য়ী তাদের অন্তরে অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য বলেন:

تمنى رجال ان اموت وان امت *** فتلك سبيل لست فيها بأوحد

لعل الذى يرجو فنائى ويدعى *** به قبل موتى ان يكون هو الردى

فما موت من قدمات فبأى بضائرى ***ولا عيش من قد عاش بعدى بمخلدى

وقل للذى يرجو خلاف الذى مضى *** تزود لا أخرى غيرها فكأن قدى

منيته تجرى لوقت وحتفه *** سيلحقه يوما على غير موعد . (الطويل)

---

[১]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

২. সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত- ৩৪।

"অনেকেই আমার মৃত্যু কামনা করেছে। আমি যদি মরেই যাই তো মৃত্যুর হাত থেকে আর কে রক্ষা পেতে পারে?

সম্ভবত তিনি (আশহাব বিন আব্দুল আজীজ) আমর দ্রুত মৃত্যুর আশা পোষণ করতেছেন এবং আমার জন্য বদদোয়া করতেছেন অথচ তিনি আমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা, আমার পূর্বে যারা মারা গেছে তারাও আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি।

তাদের মৃত্যুর কি পরিণতি হয়েছে? আর আমার পরে যারা বেঁচে থাকবে তারাও এ পৃথিবীতে চিরদিন জীবিত থাকবেনা।

যে ব্যক্তি অতীতের চিরন্তন বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তাকে বল যে সে অন্যের মৃত্যুর কামনা না করে বরং পরকালের জন্য নিজের পাথেয় সঞ্চয় করে।

তারও মৃত্যু একটি সময়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং তার মৃত্যু ও নির্ঘাত। এ মৃত্যু এমন একদিনের সাথে একীভূত হবে যে ক্ষণটি অনির্দিষ্ট-অজানা।"[১]

১. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

# পঞ্চম অনুচ্ছেদঃ দুনিয়ার হাক্বীকত ও ধন-সম্পদ

### ❖ পার্থিব ধন-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী

মানুষ অস্তিত্বহীন থেকে আস্তিত্বে আসে এবং কিছুদিন অস্তিত্ব কালীন সময়ে অবস্থান করে পরে আবার চিরস্থায়ী জীবনের দিকে ধাবিত হয়। তাই এ দুনিয়াতে সুন্দরভাবে জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দরকার। এ জন্য মানুষ ধন-সম্পদ অর্জন করে। তাই বলে সদা-সর্বদা অর্থ উপার্জনের পিছনে লেগে থাকলে মানুষ হয়ে যায় পিশাচ-পাতকী। তাইতো বলা হয় "অর্থই সকল অনর্থের মূল"। সম্পদ প্রাপ্তির মোহ মানুষকে পশুধম করে তোলে। এ জন্য আল্লাহ দুনিয়ার ধন-সম্পদের স্বরূপ উন্মোচন করে মানব জাতিকে সতর্ক করে বলেন:

إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد . كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الامتاع الغرور .

"জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়। যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়-কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়।"[১]

তাই এদুনিয়ার ধন-সম্পদ, বাড়ী-গাড়ী সবই ধ্বংসশীল। মানুষের জন্য বাকী থাকবে তার ঈমান ও আমল। তাই কবি শাফে'য়ীর কণ্ঠে এ বাস্তব বিষয় এভাবে ধ্বনিত হয়।

يامن تعززبالدنيا وزينتها *** الدهر يأتى على المبنى والبانى

ومن يكن عزه الدنيا وزينتها *** فغزه عن قليل زائل فانى

واعلم بأن كنوز الأرض من ذهب *** فاجعل كنوزك من بروايمان

(البسيط)

"হে পৃথিবী ও পৃথিবীর চাকচিক্যে মুগ্ধ বিভ্রান্ত মানুষ, মনে রেখো, সময় এই বিলাসী ঘর-বাড়ী এবং তার নির্মাণকারী দুটোকেই ধ্বংস করে দেবে।

দুনিয়ার সম্মান ও বিলাসী, উপায়-উপকরণ যার ভালো লাগে তার জেনে নেয়া উচিৎ, খুব শীঘ্রই এ ধন-মান-সম্মান তোমার জন্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

মনে রেখো দুনিয়ার ভান্ডারতো সোনা দিয়ে ভরা যায়, কিন্তু তোমার নিজের ভান্ডার পূণ্যকর্ম এবং ঈমান ছাড়া ভরা যাবে না"[২]

অন্যত্র তিনি বলেন :

---

[১]. সূরা আল হাদীদ, আয়াত-২০।

[২]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

ياجامع المال ترجوآن تفوزبه + كل ماكلت وقدم للموازين

ولا تكن كالذى قد قال اذحضرت + وفاته : ثلث مالى للمساكين

(البسيط)

"হে সম্পদ পূঞ্জীভূতকারী, তুমি আশা করতেছ যে, এ মালের দ্বারা তুমি সফলতা অর্জন করবে,তুমি যা ইচ্ছা তা ভক্ষণ করে নাও আর পরকালের হিসেবের জন্য প্রেরণ করে নাও।

তুমি ঐ ব্যক্তির মত হয়োনা যার মৃত্যু উপস্থিত হলে বলে যে, আমার মালের এক তৃতীয়াংশ গরীব- মিসকিনদের জন্য উৎসর্গ করলাম।"[১]

### ❖ আল্লাহ হলেন রিযিক দাতা

আল্লাহ পাক হলেন খালিক বা স্রষ্টা, রাযিক বা রিযিক দাতা। তিনি যেমন প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তেমন তার জীবিকার ও বন্দোবস্ত করেছেন। মায়ের পেটে মানব সন্তানের যখন প্রাণের সঞ্চার হয় তখনই আল্লাহপাক তাঁর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রিযিক বরাদ্ধ করেন। শুধু মানুষ নয় সকল জীব-জন্তুর তিনি রিযিকের জিম্মাদার।

আল্লাহপাক বলেন :

وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ـ كل فى كتاب مبين .

"আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল প্রাণী নেই, তবে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছু এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে।"[২]

প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তাআলাই সবার রিযিক দাতা। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিযিক দান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। দুনিয়াতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীব-জন্তু রয়েছে যারা খাদ্য সঞ্চয় করেনা। কিন্তু আল্লাহ পাক নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন।

আল্লাহ বলেন :

وكأى من دابة لا تحمل رزقها . الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم .

"এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখেনা, আল্লাহ রিযিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"[৩]

সুতরাং সকল প্রাণীর রিযিক যদি আল্লাহ সর্বরাহ করেন, তাহলে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের রিযিক আল্লাহ কেন প্রদান করবেন না? হ্যাঁ করবেন, ভরাস করতে হবে তাঁর উপর। এজন্য নবী (সা.) বলেছেন :

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

[২]. সূরা হুদ, আয়াত -৬।

[৩]. সূরা আনকাবুত, আয়াত- ৬০।

لو أنكم توكلون على الله حق توكه لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا .

"তোমরা যদি যথাযথ আল-াহর উপর ভরসা কর তাহলে তোমাদের এমনভাবে রিযিক প্রদান করবেন, যেভাবে পক্ষীকুল সাকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।"[১]

তাই কবি শাফে'য়ী (র.) রিযিক ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা করে অবিভ্যক্তি প্রকাশ করেন :

توكلت فى رزقى على الله خالقى *** وأيقنت أن الله لا شك رازقى

ومايك من رزقى فليس يفوتنى *** ولو كان فى قاع البحار العوامق

سيأ تى به الله العظيم بفضله *** ولو لم يكم منى اللسان بناطق

ففى أى شيئى تذهب النفسى حسرة *** وقدقسم الرحمن رزق الخلائق

(الطويل)

"আমি আমার স্রষ্টা আল্লাহ পাক এর উপর আমার রিযিক ব্যাপারে ভরসা করি। এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, নিঃসন্দেহে তিনি আমার রিযিক দাতা।

সমুদ্রের গভীর তলদেশেও যদি আমার রিযিক থাকে, তবুও তা আমার ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে না।

যদিও আমার রিযিক চাওয়ার বাক শক্তি না থাকে তবুও মহান আল্লাহর অনুগ্রহে শীঘ্রই রিযিক আসবে।

কোন বিষয়ের ব্যাপারে আত্মা আফসোস করবে অথচ করুণাময় আল্লাহ সৃষ্টি জগতের সকলের রিযিক বণ্টন করে দিয়েছেন।"[২]

[১] .ইমাম তিরমিযি,*সুনানুত তিরমিযি*, (বৈরুত: দারুল গারবিল ইসলামী, ১৯৯৮), পৃ .৫৭০।

[২]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

# ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ
# আল্লাহর মহব্বত ,তাঁর আনুগত্য ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ

### ❖ আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর আনুগত্য

আল্লাহর ভালবাসা অর্জন মুমিনের জীবনের একমাত্র তপস্যা। তাই যারা প্রকৃত মুমিন তারা জীবনের চেয়ে ও আল্লাহকে ভালবাসে বেশী। আর এ ভালবাসা অর্জিত হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্য দিয়ে। মুমিন ব্যক্তি বাস্তবে আল্লাহপাককে ভালবাসে কিনা তার প্রমাণ দিবে রাসূল (সা.) -এর সুন্নাতের পদাংক অনুকরণের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন:

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله . ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم .

"(হে নবী) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু।"[১]

তাই জান্নাতে যেতে হলে আল্লাহর রহমত ও ভালবাসা পেতে হবে, আর আল্লাহর ভালবাসা পেতে রাসূল (সা.) এর ভালবাসা পেতে হবে। আর রাসূল (সা.) এর ভালবাসা পেতে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে। সুতরাং আল্লাহর ভালবাসা দাবী করলে তাঁর নির্দেশ পালন করতে হবে। ভালবাসা দাবী করে তাঁর নাফরমানী করা মিথ্যা ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া বৈকি? এ বিষয়টি কবি তাঁর কবিতায় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন। যেমন:

تعصى الا له وانت تظهر حبه *** هذا محال فى القياس بديع

لوكان حبك صادقا لأطعته *** ان المحب لمن يحب مطيع

فى كل يوم يبتد يك بنعمة *** منه وانت لشكر ذاك مضيع

(الكامل)

"তুমি আল্লাহর ভালবাসার দাবী কর, অথচ তুমি তার অবাধ্যতা কর, কসম ইহা বিবেকের কাছে বড় আশ্চর্য ব্যাপার।

তুমি যদি তোমার স্বীয় দাবীতে সত্যবাদী হতে তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁর আনুগত্য করতে। কেননা প্রেমিক মাশুকের অনুগত হয়ে থাকে।

প্রত্যেহ তিনি তোমাকে নুতন থেকে নতুন নেয়ামত দ্বারা অনুগ্রহ করেন, সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে এ সবের হক আদায় কর।"[২]

---

২. সূরা আল ইমরান, আয়াত- ৩১।

[২]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

### ❖ প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ

মানব আত্মা ৪ প্রকার, যথা, (১) মন্দ কাজের আদেশ দাতা মন (নফসে আম্মারা), (২) অন্যায় কাজে তিরস্কার কারী মন (নফসে লাওয়ামা), (৩) সৎ ও অসৎকর্মে প্রেরনাদানকারী মন (নফসে মালহামা), (৪) সদা সৎকর্মে লিপ্ত প্রশান্ত মন (নফসে মুতমাইন্না)।

মানব সৃষ্টিতে আল্লাহপাক পাপ-পূণ্য উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন। অতঃপর তাকে বিশেষ এক ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে সে সত্য পথে চলতে পারে অথবা মিথ্যা পথে চলতে পারে। সে যদি নফসে আম্মারার অনুসারী হয় তা হলে সে অন্যায় কাজ করতে করতে পশুর চেয়ে অধম ও নরাধম হবে। আর যদি সে নফসে মুত্বমাইন্নার অনুসরণ করে তাহলে সে ফিরিস্তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে। তাই মানব মর্যাদা নির্ভর করবে তার আনুগত্য ও অনুসরণের মধ্যে। সুতরাং কেহ যদি আল্লাহকে ইলাহ বা রব মেনে তাঁর আনুগত্য করে তাহলে সে সৎপথ প্রাপ্ত হবে এবং জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে যে নফস বা প্রবৃত্তিকে ইলাহ বা রব বানাবে এবং নফসের গোলামী ও অনুসরণ করবে সে পথ ভ্রষ্ট ও জাহান্নামী হবে। প্রবৃত্তির দাসত্ব মানুষকে চতুষ্পদ জুন্তুর চেয়ে নিকৃষ্ট করে দেয়। আল্লাহ বলেন :

ارأيت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا

ام تحسب أن اكثرهم يسمعون اويعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم اضل سبيلا

"আপনিকি তাকে দেখননি, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন?

আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারাতো চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারচেয়েও পথ ভ্রষ্ট"।[১]

অন্যত্র আল্লাহপাক প্রবৃত্তির অনুসারীকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গোমরা বলে আখ্যায়িত করেন। আল্লাহ বলেন:

ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدى القوم الظالمين .

"আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"[২]

রাসূল (সা.) বলেন :

الكيس من دان نفسه وعمل لمابعد الموت . والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى .

"বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় নফসের হিসাব গ্রহণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য নেক আমল করে। দুর্বল বা নির্বোধ ঐ ব্যক্তি যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং আল্লাহর প্রতি মুক্তির আশা করে।"[৩]

তাই কবি শাফে'য়ী প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করার আহবান জানিয়ে বলেন:

---

[১]. সূরা আল ফুরক্বান, আয়াত, ৪৩-৪৪।

[২]. সূরা আল কাসাস, আয়াত -৫০।

[৩]. সালিহ বিন ফাওযান, *আল খুতাব আল মিম্বারিয়া* ,(রিয়াদ: মাকতাবা আল মাআরিফ ১৯৯৯), খ. ২, পৃ. ২০৯।

خف الله وارجوه لكل عظيمة *** ولاتطع النفس اللجوج فتندما

وكن بين هاتين من الخوف والرجا*** وأبشر بعفو الله إن كنت مسلما

فلولاك لم يصمد لإبليس عابد *** فكيف، وقد اغوى صفيك ادما

فياليت شعرى هل أصير لجنة *** أهنا وإمالسعير فأندما

(الطويل)

"আল্লাহকে ভয় কর, আর সকল বড় কাজের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আশা পোষণ কর, কলহ প্রিয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করোনা, অন্যথায় অনুতপ্ত হবে।"

ভয় ও আশার মধ্যে অবস্থান কর, আর যদি তুমি সত্যিকার মুসলমান হয়ে থাক, তাহলে তুমি আল্লাহর ক্ষমার সুসংবাদ গ্রহণ কর।

ইবলীস আল্লাহর গোলামীতে দৃঢ়ভাবে স্থির না থাকায় সে আদমকে বিভ্রান্ত করেছে।

আমার চিন্তা অনুভূতির জন্য আফসোস! হায়! আমি কি জান্নাতের দিকে ছুটছি যেখানে আমাকে অভিবাদন করা হবে, নাকি জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছি যেখানে আমি অপমানিত হব।"[১]

অন্যত্র তিনি বলেন :

والنفس ان صحت ومحبوبها *** غير صحيح وجدت ظالمه

وكيف لا تجرى على حكمه *** وهى احكام الهوى عالمه

(السريع)

"প্রবৃত্তি এবং কাঙ্খিত প্রিয়বস্তু যদি সঠিক হয় তাহলে সব কিছু সঠিক হয়, আর যদি এ উভয় বেঠিক হয় তা হলে আত্মা মূলত নিজের উপর যুলুমকারী হয়।

আর আলিম বা জ্ঞানী যখন প্রবৃত্তির একান্ত অনুসারী হয়ে যায়, তাহলে কেন সে নফসের হুকুম বা বিধান মত চলবেনা?"[২]

### ❖ দ্বীনের মধ্যে বেদ'আত উদ্ভাবন

বেদ'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ নব উদ্ভাবন। প্রখ্যাত আরিব অভিধান প্রণেতা 'আল্লামা ইবনে মানযুর (৭১১হি.) বলেন, বেদ'আত অর্থ : নবসৃষ্টি এবং ধর্মের পূর্ণতার পরে যা উদ্ভাবন করা হয়েয়েছে। বিদ'আত শব্দটি এসেছে 'বাদা'আ' ক্রিয়া থেকে যার অর্থ : কোনো পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোন কিছু সৃষ্টি করা, শুরুকরা বা প্রচলন করা।[৩]

ইমাম শাফে'য়ী বলেন, প্রকৃত ও সত্যিকারের বেদ'আত তাই, যার স্বপক্ষে ও সমর্থনে শরীয়তের কোন দলীল নেই। না আল্লাহর কিতবা, না রাসূলের হাদীস, না ইজমার কোন দলীল, না এমন কোন দলীল পেশ করা যায়, যা বিজ্ঞ জনের নিকট গ্রহণযোগ্য। না

---

[১]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

[২] প্রাগুক্ত, ১০৫।

[৩]. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *এহইয়াউস সুন্নাহ* ,(ঝিনাইদহ: আস সুন্নাহ পাবলিকেশন ২০০৬), পৃ. ১১১।

মোটামুটিভাবে না বিস্তারিত ও খুটিনাটি ভাবে। এজন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে বিদা'য়াত। কেননা তা মনগড়া, স্বকল্পিত, শরীয়তে যার কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত নেই।[১] বিদা'য়াতের বিপরীত হচ্ছে সুন্নাত। সুন্নাত পালনে পূণ্য অর্জিত হয় এবং বিদা'য়াত পালনে পাপ অর্জিত হয়। তাই ইসলামে বেদ'য়াতের কোন স্থান নেই। তাই নবী (সা.) বলেন :

من احدث فى امرنا هذا ماليس منه فهو رد. (بخارى)

"যে লোক আমার এ দ্বীন ইসলামে দ্বীনের নামে কোন নতুন কিছু শামিল বা উদ্ভাবন করবে, যা মূলত ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই প্রত্যাখাত হবে।"[২]

অপর হাদীসে নবী (সা.) বলেন,

واياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (أحمد)

"তোমরা নিজেদেরকে দ্বীনে নিত্য নতুন-উদ্ভুত বিষয়াদি থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কেননা দ্বীনে প্রত্যেক নব-উদ্ভাবিত জিনিসই বিদয়াত এবং সব বিদয়াতই গোমরাহির মূল।"[৩]

কারণ বেদ'আত এমন এক মারাত্মক অপরাধ যা সমাজে চালু হলে মানুষ এত অন্ধ অনুকরণ করে যে, তা থেকে মুক্ত হতে চায় না। তাই কবি শাফেয়ী বেদ'আতের নিন্দা করে বলেন,

لم يبرح الناس حتى احد ثوا بدعا *** فى الدين بالرأى لم تبعث بها الرسل

حتى استخف بحق الله اكثرهم *** وفى الذى حملوا من حقه شغل.

(البسيط)

"মানুষ যখন মনগড়া কোন বিষয় ধর্মের মধ্যে বিদাত হিসাবে চালু করে, তখন তা ত্যাগ করতে পারেনা। অথচ নবী রাসূলগণ এ বিদাত চালু করার জন্য প্রেরিত হননা। বরং তাদেরকে বেদআ'ত মুক্ত করার জন্য পাঠানো হয়েছে। এমনকি অধিকাংশ বেদাতের মাধ্যমে আল্লাহর হককে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। ফলে তারা আল্লাহর হক তথা সত্য ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে অনর্থক সময় ব্যয় করে বেদআ'তের পাপের বোঝা বহন করতেছে।"[৪]

---

[১]. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

[২]. আব্দুর রহীম, *সুন্নাত ও বিদ'য়াত* ,(ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী -২০০৬), পৃ. ১৮।

[৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

[৪]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

## সপ্তম অনুচ্ছেদ
## প্রকৃত বুদ্ধিমান, সময়ের সদ্ব্যবহার ও অল্পেতুষ্টির মাহাত্ম

### ❖ প্রকৃত বুদ্ধিমান ও সৎকর্ম

দুনিয়া হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী নিকেতন। এটা মূলত বান্দার জন্য পরকালের পরীক্ষাহল। যে পৃথিবীকে স্বল্পস্থায়ী মনে করে পরকালকে দীর্ঘস্থায়ী ভেবে ভাল কাজ করবে সেই আসল বুদ্ধিমান।

আল্লাহ পাক বলেন :

الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور.

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন– কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।"[১]

প্রকৃত বুদ্ধিমান সে যে পার্থিব জীবনে সত্যপথে চলে পরকালের জীবনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে। যারা জাহান্নামের আগুণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনা, তারা হস্তীমুর্খও জ্ঞানপাপী। যদিও তারা নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে কিন্তু একদিন এ বুদ্ধির অপব্যবহারের জন্য আক্ষেপ করবে। তাদের আফসোসের কথা আল্লাহ পাক বলেন :

وقالوا لو كنا نسمع اونعقل ماكنا فى اصحاب السعير .

"তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নাম বাসীদের মধ্যে থাকতামনা।"[২]

সত্যিকার বুদ্ধিমান সে, যে দুনিয়ার জীবনে, পরকালের জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তাই কবি শাফে'য়ী সৎকর্মপরায়নদেরকে বুদ্ধিমান আখ্যায়িত করে বলেন,

إن لله عبادا فطنا *** طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا

نظروا فيها فلما علموا *** أنها ليست لحيى وطنا

جعلوها لجة واتخذوا *** صالح الاعمال فيها سفنا

(الرمل)

" আল্লাহ পাকের কতিপয় বুদ্ধিমান বান্দা রয়েছে, যারা দুনিয়াকে ত্যাগ করেছে এবং ফিতনা ফাসাদকে ভয় করেছে।

তারা দুনিয়ার প্রতি সুদৃষ্টি দিয়ে ভালভাবে অনুধাবন করছে যে এ পৃথিবী চিরদিন বেঁচে থাকার স্থান নয়।

ফলে তারা দুনিয়ার জীবনকে বানিয়েছে সমুদ্র, আর সেই সমুদ্রের জাহাজ বানিয়েছে নেক আমল।"[১]

---

[১]. সূরা আল মূলক, আয়াত-০২।

[২]. সূরা আল মুলক, আয়াত- ১০।

### ❖ সময়ের সদ্ব্যবহার

কয়েকটি ক্ষণ ও মুহূর্তের সমষ্টির নাম জীবন। জীবন হলো গলিত বরফের ন্যায়। তাই সময়ই জীবন আর জীবনই সময়। সুতরাং সময়ের প্রকৃতি ও মূল্য যথাযথ অনুধাবন করতে পারলে এবং সময়কে সঠিক কাজে ব্যয় করতে পারলে মানব জীবন হয় উন্নত, সফল ও স্বার্থক। অন্যথায় ভাগ্যে থাকে শুধু বিড়ম্বনা ও আক্ষেপ। সময়ের সদ্ব্যবহার মানুষের ইহকাল ও পরকালের সফলাতা ও মুক্তি নির্ভর করে। আল্লাহ পাক সময়ের গুরুত্ব তুলে করে কালের শপথ করে বলেন,

والعصر - إن الانسان لفى خسر .

"শপথ যুগের, নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।"[২]

কবি শাফে'য়ী (র.) জীবনের মূল্যবান সময়কে নেয়ামত মনে করে এর যথার্থ ব্যবহার করার উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন,

اذا هبت رياحك فاغتنمها *** فعقبى كل خافقة سكون

ولا تغفل عن الاحسان فيها *** فلا تدرى السكون متى يكون

(الوافر)

"সময়ের গতি যখন তোমার অনুকূলে থাকে তখন তাকে মূল্যায়ন কর। কেননা প্রতিটি গতিরই একটা বিরাম আছে। তাই সুসময়ে কারো উপকার করতে কৃপণতা করোনা। কে জানে তোমার সময় কখন থেমে যাবে?"[৩]

### ❖ অল্পেতুষ্টি

সবকিছুই আমার চাই এ ধরণের সর্বভুক ক্ষুদা নিয়ে মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর সর্বগ্রাসী আশা-আকাঙক্ষা বাড়তে থাকে। পূর্ণ পৃথিবীর মালিক হলেও তাঁর আত্মতৃপ্তি আসেনা। তাই আল্লাহ তাআ'লা যাকে যে পরিমাণ নেয়ামত দিয়েছেন, সে পরিমাণ পেয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাই অল্পতুষ্টি। অল্পতুষ্টির মহৎ গুণ যার মধ্যে নেই, সে পৃথিবীতে মানসিক শান্তি কখনো ভোগ করতে পারেনা। তাঁর জীবন হচ্ছে অশান্তির ও অতৃপ্তির। এসম্পর্কে নবী (সা.) বলেন,

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم، ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه .

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, সেই ব্যক্তি সফলতা লাভ করেছে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, প্রয়োজন মাফিক রিযিক প্রাপ্ত হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকার তৌফিক দান করেছেন।"[৪]

---

১. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

২. সূরা আল আসর, আয়াত, ১-২।

৩. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

৪. আবূ যাকারিয়া নববী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে নবী (সা.) বলেন,

ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس . (متفق عليه)

"ধন-সম্পদ বেশী থাকলেই ধনী হওয়া যায়না, বরং প্রকৃত ধনী হলো আত্মার ধনে ধনী।"[১]

কবি শাফে'য়ী অল্পেতুষ্টির উপকারিতা বর্ণনা করে বলেন,

أمت مطامعى فارحت نفسى *** لأن النفس ماطمعت تهون

واحييت القنوع وكان ميتا *** ففى احيائه عرض مصون

اذا اطمع يحل بقلب عبد *** علته مها نة وعلاه هون

(الوافر)

"আমি আমার লালসাকে হত্যা করে আমার আত্মাকে শান্তি দিয়েছি। ফলে মনের মধ্যে অভ্যাস অনুযায়ী লালসা জেগে উঠার সাথে সাথেই সে অপমানিত হয়।

মনের আত্মতুষ্টি ও তৃপ্তি যা মারা গিয়েছিল তাকে আমি জাগিয়েছি। অল্পে তুষ্টির জীবন আমার সম্মান মর্যাদা সংরক্ষণ করেছে।

মানুষের মনে যখন লোভের বাসনা স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে, তখন প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হওয়া ছাড়া তার জন্য আর কিছু বাকি থাকে না।"[২]

শাফে'য়ী অন্য কবিতায় আত্মতুষ্টিকে স্বাধীনতা ও লোভ-মোহকে পরাধীনতা উল্লেখ করে বলেন,

العبد حر ان قنع *** والحر عبد ان طمع

فاقنع ولا تطع فلا *** شيئ يشين سوى الطمع

مجزوء الرجز

" কোন ব্যক্তি যদি আত্মতুষ্ট হয়, তাহলে সে দাস হলেও স্বাধীন, আর যদি কেহ লোভী হয় তাহলে সে স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন বা দাস।

সুতরাং পরিতৃপ্ত হও এবং লোভাতুর হয়োনা, কারণ অতিলোভে মানুষ নিন্দা ও তিরস্কারের যোগ্য হয়।[৩]

### ❖ মূর্খ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা

সুস্থবুদ্ধি হচ্ছে নেয়ামত স্বরূপ আর নির্বুদ্ধিতা হচ্ছে আপদ স্বরূপ। তাই মূর্খ লোক নিজেই যেমন বিপদ, অপরের জন্যও মুসীবত তুল্য। সে নিজের মর্যাদা যেমন বুঝেনা, অন্যের সম্মান ও বুঝতে চেষ্টা করেনা। এমনকি বুদ্ধিমানকেও সে মূর্খ ভাবে। বিদ্যাহীন মুর্খ পশুতুল্য।

---

১. প্রাগুক্ত।

২. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

প্রাণীর অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য যেমন দূরে থাকতে হয়, নির্বোধের অভদ্রোচিত রূঢ় আচরণ থেকে মুক্তির জন্য তার থেকে সরে থাকতে হয়। সে মূর্খ, আপনার সম্মান করতে গিয়ে আপনার অসম্মান করে ফেলবে, সে বুঝতেও পারবেনা। তাই তাদের মন্দ কথা বা মন্দ আচরণের প্রত্যুত্তর মন্দ ব্যবহার না করে তাদের থেকে দূরে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ। এসম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين .

"ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎ কাজের নির্দেশ দাও, এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে দূরে সরে থাক।"[১]

যারা মূর্খতাজনিত কাজ করে বা মূর্খতাপ্রসূত কথা-বার্তা বলে অথবা সত্য জানাসত্ত্বেও তা গ্রহণ করতে অজ্ঞতার পরিচয় দেয়, তারাই মূলত নির্বোধ বা বোকা। যেমন : আবু জেহেল। তাই অজ্ঞতা সম্পন্ন লোক থেকে দূরে থাকা আত্মমর্যাদা সংরক্ষণে সহায়ক। অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما .

"করুণাময় আল্লাহর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথ যখন মুর্খরা কথা বলে তখন বলে সালাম।"[২]

অন্যত্র কবি শাফে'য়ী বলেন :

يخاطبنى السفيه بكل قبح *** فاكره أن أكون له مجيبا

يزيد سفاهة فازيد حلما *** كعود زاد الأحراق طيبا

(الوافر)

"মূর্খ আমাকে যাই বলে সবই মন্দ ও কদর্য। তাই আমি তার উত্তর প্রদান করা অপছন্দ কবি, আমার উত্তর প্রদান তাঁর মূর্খতা বৃদ্ধি করবে, ফলে আমার ধৈর্য্য ধারণ এমনভাবে বৃদ্ধি করতে হবে, যেভাবে আগুণ জ্বলন্ত কাঠের সুগন্ধি বাড়িয়ে দেয়।"[৩]

কালো কলম থেকে যেমন কালো কালি বের হয়, তেমন মূর্খ থেকে মূর্খতা বের হয়। তাই শাফে'য়ী তাদের থেকে দূরে থাকার আহবান জানিয়ে বলেন :

اعرض عن الجاهل السفيه *** فكل ما قال فهو فيه

ماضر بحر الفرات يوما *** ان خاض بعض اللكلاب فيه

(مخلع البسيط)

"গন্ডমূর্খ থেকে তুমি সদা দূরে থাকবে, কারণ সে অজ্ঞতামূলক কথাবার্তা যা বলবে তা তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

---

[১]. সূরা আল আরাফ, আয়াত -১৯৯।

[২]. সূরা আল ফুরকান, আয়াত- ৬৩।

[৩]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯।

কতিপয় সারমেয় যেমন ডুবদিয়ে ও সাঁতার কেটে ফুরাত নদীর পানি নষ্ট করতে পারবে না তেমন মূর্খ লোকও বুদ্ধিমানের সমালোচনা করে কোন ক্ষতি করতে পারে না।"[১]

### ❖ কষ্টের পর সুখ অবশ্যম্ভাবী

দুনিয়ার জীবনে সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনা হচ্ছে মানুষের নিত্যসঙ্গী। কখনো সুখ তাকে আনন্দের সাগরে অবগাহন করায় আবার কখনো দুঃখের অমানিশায় তাকে ঘুর্ণিপাক খেতে হয়। কিন্তু মানুষ সব সময় সুখ ও শান্তি চায়। কিন্তু দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করলে সুখ আসে। কারণ বিজয় ও সফলতা কষ্ট ও সাধনার পর আসে। তাই আল-াহ বলেন :

فان مع العسر يسرا - إن مع العسر يسرا

"নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে, নিশ্চয়ই দুঃখের সাথে সুখ রয়েছে।"[২]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদা রাসূল (সা.) অত্যন্ত আনন্দ ও প্রাণবন্ত অবস্থায় বের হলেন একথা বলে,

لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين فان مع العسريسرا . إن مع العسر يسرا .

"এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রবল হতে পারেনা, এক দুঃখ দুই শান্তির উপর প্রাধান্য লাভ করেনা, কেননা, কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে, কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।"[৩]

তাই কবি শাফে'য়ী (র.) এ সত্যদর্শন ছন্দবদ্ধ বাক্যে বলেন,

اذا جار الزمان عليك فاصبر *** فان الصبر احسن مايكون

فإن اليسر يأتى بعد عسر *** وما من شدة الا تهون

(الوافر)

"কালের দুর্বিপাক যখন তোমার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তুমি ধৈর্য ধারণ করবে। কারণ বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ হচ্ছে সর্বোত্তম। কেননা কষ্টের পরই সুখ আসে আর কঠোরতা থেকে সহজতা আসে।"[৪]

অপর স্থানে তিনি বলেন,

عواقب مكروه الأمور خيار *** وايام شر لا تدوم قصار

وليس بباق بؤسها ونعيمها *** اذا كر ليل ثم كر نهار (الطويل)

"কঠিন দুর্যোগের পরিণতি ভালো হয়, আর দুঃসময়ের পরিধি খুব ছোট হয় এবং চিরস্থায়ী হয় না।

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

[২]. সূরা আল ইনশিরাহ, আয়া ৫-৬।

[৩]. ইমাদ উদ্দীন ইবনে কাসীর, *তাফসীর আল কুরআন আল আযীম*, (বৈরুত: মাকতাবা আল মা'আফি-১৯৯৬), খ. ৪, পৃ. ৬৭৯।

[৪]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

পৃথিবীতে সুখ ও দুঃখের দিন একই মাত্রায় থাকে না, কালো রাতের পর সোনালী দিবসের আগমন হয়।"[১]

### ❖ আলিম ও কবিতা চর্চা

কবিতা সেই ছন্দোবদ্ধ ও মিলযুক্ত বাক্যকে বলে, যা বিরল চিন্তা, নতুন কল্পনা এবং অর্থপূর্ণ ছবি ফুটিয়ে তোলে। আর এটা কখনো কখনো গদ্যের মাধ্যমে হয় আবার কখনো পদ্যের মাধ্যমে হয়।[২] এক কথায় আবেগ-অনুভূতি থেকে উৎসারিত অন্ত্যমিল যুক্ত ছন্দোবদ্ধ বাক্যকে কবিতা বলে। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর কিছুদিনের জন্য কাব্যচর্চা থমকে দাড়িয়েছিল। কাফির-মুশরিক কবিরা নানা কবিতার মাধ্যমে ইসলাম, সাহাবা ও রাসূল (সা.)-এর কুৎসা ও নিন্দা করতো। তাই রাসূল (সা.) সাহাবী কবিদের যোগ্যতা ও প্রতিভা বিচার করে তাদের প্রত্যেককে এক একটি বিশেত দায়িত্ব অর্পণ করেন। যেমন কবি কা'ব বিন মালিক (রা.)-এর দায়িত্ব ছিল কাফির-মুশরিকদের মনে কবিতার মাধ্যমে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি, কবি আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)-এর দায়িত্ব বিপক্ষীয়দের কুকর্ম ও দুস্কৃতির পরিচয় তোলে ধরা। আর হাসসান বিন সাবিত (রা.) -এর দায়িত্ব ছিল শাত্রুদের বংশের দোষ-ত্রুটি তোলে ধরা, তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের সমুচিত জবাব দেয়া।[৩]

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মূলত দ্বীনের স্বার্থে কবিতা রচনা করতেন। তাঁর কবিতাকে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বনান নি। এজন্য দ্বীনের কল্যাণে ধর্মীয় ভাবধারায় কবিতা রচনা জায়েজ হলেও একজন মুসলমান কবিতা নিয়ে ব্যস্ত থেকে দ্বীনের কাজ হতে দূরে থাকবে এটা ঠিক নয়। তাই আল্লাহ বলেন,

والشعراء يتبعهم الغوون - الم تر أنهم فى كل واد يهيمون - وأنهم يقولون ما لايفعلون .

"বিভ্রন্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখনা যে, তারা প্রতি (কল্পনার) ময়দানেই উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরে এবং এমন কথা বলে, যা তারা করেনা।"[৪]

কবিতা দুই প্রকার হয়ে থাকে। ভাল কবিতা ও মন্দ কবিতা। মন্দ কবিতার নিন্দা করে নবী (সা.) বলেন,

لأن يمتلئ جوف رجل قيما يراه خير من ان يمتلئ شعرا. (البخارى)

"কবিতা দ্বারা পেট ভর্তি করার চাইতে পূঁজ দ্বারা পেট ভর্তি করা উত্তম।"

ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আমার মতে এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহর স্মরণ, কুরআন ও জ্ঞানচর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে মন্দ নয়।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

২. আহমদ হাসান যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৩. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, (চট্টগ্রাম : আল আকিব প্রকাশনী-২০০৪), পৃ. ৬-৭।

৪. সূরা আশ- শু'য়ারা আয়াত - ২২৪।

সুতরাং কোন আলিম ইলমে দ্বীনের খেদমত বাদ দিয়ে কবিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকা সমচীন নয়। তাই কবি শাফেয়ী (র.) বলেন,

فلو لا الشعر بالعلماء يزرى *** لكنت اليوم اشعر من لبيد

ولولا خشية الرحمن ربى *** حشرت الناس كلهم عبيدى .

"যদি আলিমদের কাছে কবিতা চর্চা অশোভন না হতো, তাহলে আজ আমিও কবি লবীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও বেশী কবিতা রচনা করতাম।

আর যদি আমার করুণাময় রবের ভয় না থাকত, তাহলে আমি কবিতা রচনা করে সমস্ত মানুষ আমার অধীনস্থ করে ফেলতাম।"[১]

অন্যত্র তিনি কবিদের স্বভাব উন্মোচন করে বলেন , [২]

الشاعر المنطيق اسود سالخ *** والشعر منه لعابه ومجاجه

وعداة الشعراء داء معضل *** ولقد يهون على الكريم علاجه

**❖ চেষ্টা-সাধনা সাফল্যের সোপান**

অধ্যবসায় ও সাফল্য মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। যেখানে অধ্যাবসায়, সেখানেই সফল্য। চেষ্টা-সাধনা ও অধ্যবসায় ছাড়া জীবনের কোন ক্ষেত্রে সফলাত অর্জন করা অসম্ভব। আর অধ্যবসায়ের সাথে মেধা-প্রতিভা যোগ হলেই মানুষ সহজে বড় কিছু হতে পারে। অধ্যবসায় থাকলে অসাধারণ প্রতিভা ও তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী না হলেও বড় ও কঠিন কার্য সাধন করা যায়।

আল্লাহ পাক বলেন: وان ليس للانسان الا ما سعي "মনুষ যা চেষ্টা করে তাই পায়"।[৩]

পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা মানুষ তার নিজের আসন দখল করতে সক্ষম হয়। উচ্চ আসন বা মর্যাদা পেতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। সময় নিষ্ঠ হতে হবে অন্যথায় শুধু আশা আশাই থেকে যাবে, সফলতা ভাগ্যে ঝুটবেনা। তাই কবি শাফে'য়ী (র.) বলেন:

بقد رالكد تكتسب المعالى *** ومن طلب العلا سهر الليالى

ومن رام العلا من غيركد *** اضاع العمر فى طلب المحال

تروم العز ثم تنام ليلا *** يغوصى البحر من طلب اللآلى

علو القدر يالهمم العوالى *** وعز المرء فى سهر اليالى .

(الوافر)

"চেষ্টা সাধনা অনুযায়ী উচ্চ আসন অর্জিত হয় আর যে রাত জাগরণ করে চেষ্টা করে সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। যে চেষ্টা ব্যতীত উচ্চ মর্যাদা কামনা করে সে মূলত অপ্রাপ্ত বস্তু অন্বেষণে জীবন নষ্ট করে।

---

১. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৩. সূরা আন নাজম, আয়াত -৩৯।

তুমি সম্মান পাওয়ার ইচ্ছা কর আর রাত্রে নিদ্রামগ্ন থাক, এটা সমুদ্রে মুক্তা পাওয়ার জন্য ডুব দেয়ার মত অসম্ভব।[১]

কবি ইমাম শাফে'য়ী (র.) আরবী কাব্য ও সাহিত্য জগতে এক অনন্য অক্ষয় প্রতিভা। তাঁর বৈচিত্র্যমণ্ডিত যুগোপযোগী সৃষ্টি তাকে একজন শ্রেষ্ঠ কবিতে পরিণত করেছে। তাঁর কবিতার ভাষা অতি সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল। সূক্ষ্ম অনুভূতি, ছন্দের সুললিত ঝংকার, সুন্দর রচনাশৈলী প্রভৃতি তার কবিতাকে অতুলনীয় মাধুর্য দানকরেছে। সুন্দর চিত্রকল্প, রচনাশৈলী, শব্দচয়ন, অভিনব উপমা, উৎপ্রেক্ষা, বাক্যবিন্যাস, কাব্যে সুরধ্বনি, ওজন, ছন্দ, অন্ত্যমিল, বাহারের ব্যবহার, বর্ণনালঙ্কার, বাক্যালঙ্কার, প্রভৃতি বিষয়ে যথার্থ প্রয়োগ তার কবিতা কাব্যের মানদন্ডে উত্তীর্ণ ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত। চমৎকার গ্রন্থনা, সংগতিপূর্ণ বর্ণনা, অপূর্ব ব্যঞ্জনাভঙ্গি, সুরের অনুপম মূর্ছনা প্রভৃতি দ্বারা ইমাম শাফে'য়ী আরবী কাব্যভুবনে ভাস্বর হয়ে আছেন।

[১]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০।

# চতুর্থ অধ্যায়

## ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) -এর কবিতার প্রকরণ

# প্রথম অনুচ্ছেদঃ ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) -এর কবিতার আলোচ্য বিষয়

মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস আশ শাফে'য়ী (রহ.) ছিলেন একজন স্বভাব কবি। তাঁর রয়েছে বিশাল কাব্য সম্ভার। ইমাম শাফে'য়ীর কবিতার বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যময়। তাঁর কবিতায় মুক্তার মত মূল্যবান বিভিন্ন বিষয় স্থান পেয়েছে। তবে ধর্মীয় মূল্যবোধ সমৃদ্ধ কবিতা সর্বাধিক। এছাড়া প্রধাণত যে সকল বিষয় রয়েছে তা হলো বর্ণনামূলক কবিতা, গভীর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য ও নীতি কথা, জ্ঞানের মাহাত্ম ও জ্ঞান অন্বেষণের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা, মানুষের স্বভাব-চরিত্র, যুগের উত্তান-পতন, দুনিয়ার হাক্বীকৃত, জীবনের স্বরূপ-প্রকৃতি, দুনিয়ার অনাসক্তিতা, আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর অবিচল থাকা, ভাগ্য নিয়তি নির্ধারিত, মৃত্যু, কবর, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম, আহলে বাইতের প্রশংসা, দেশ প্রেম, মানব প্রেম, লোভ-লালসা, আত্মতুষ্টি ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, নৈতিক মূল্যবোধ, দ্বীনের জ্ঞান অর্জন, প্রশংসা মূলক, মুনাজাত-প্রার্থনা, শোকগাঁথা, নিন্দামূলক, ইত্যাদি কবিতা। এ সব বিষয় ব্যতীত তাঁর দিওয়ান (কাব্য সংকলন) এর শিরোনাম গুলোর প্রতি লক্ষ করলে প্রতীয়মান হয় যে তাঁর কাব্য সমগ্র আদর্শ নৈতিকতা, মানবিকতা, সদুপদেশ, জ্ঞান দক্ষতা, তাওয়াক্কুল, আশাবাদ ও মুনাজাত- প্রর্থনা প্রভৃতি বিষয় ও প্রকরণ দ্বারা সমৃদ্ধ। অধিকন্তু তাঁর কবিতা শ্রুতিমধুর, হৃদয়গ্রাহী, ও সুপ্ত অনুভূতি জাগ্রতকারী। এছাড়াও চিত্রকল্প,সূক্ষ্মগীতিময়তা,অভিনবউপমা, উৎপ্রেক্ষা, বিরোধালঙ্কার, অতিরঞ্জন, শ্লেষালঙ্কার, রূপলঙ্কার, লক্ষণা ও অন্ত্যমিল প্রভৃতি তাঁর কবিতাকে অপরিমেয় মাধুর্য দান করেছে এবং সাহিত্যের শৈল্পিক মানে উত্তীর্ণ করেছে। কাব্যসংকলক ও সাহিত্যিকগণ ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) -এর কবিতা গুচ্ছকে বিষয়বস্তু ও প্রকরণের দৃষ্টিতে প্রধাণত ১২ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন:

### ১. شعرالاخلاق والأدب (নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার বিষয়ক কবিতা)

এ প্রকৃতির কবিতার স্তবক সংখ্যা ১১৫টি এবং পঙক্তি সংখ্যা ৩৮০টি। এসব কবিতা কুরআন - সুন্নাহের আলোকে রচিত, যা মানব স্বভাব সংশোধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নৈতিক ও আত্মিক গুনাবলী, মানব বিধ্বংসী আত্মার রোগ, ভ্রাতৃত্ববোধ, সৎ সান্নিধ্য ইত্যাদি বিষয় কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে।

### ২. شرف العلم والتعلم (জ্ঞান ও বিদ্যার্জনের মাহাত্ম)

এ বিষয় সম্পর্কে কবিতার স্তবক সংখ্যা হলো ১৮টি এবং চরণ সংখ্যা ৬৬টি। জ্ঞান অর্জনের লাভ গুরুত্ব, জ্ঞানী লোকের মর্যাদা, মূর্খ ও জ্ঞানীর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে।

### ৩. الزهد والتصوف (সুফিবাদ ও দুনিয়া অনাসক্তিতা)

এ জাতীয় কবিতার স্তবক সংখ্যা ৩৮টি এবং চরণ সংখ্যা ১৩৭টি। এ সকল কবিতায় তিনি দুনিয়ার ধোঁকা- প্রতারণা, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব, মৃত্যু, কবর, হাশর, হিসাব নিকাশ ইত্যাদি বিষয় আলোকপাত করেছেন।

### ৪. الحكمة والفلسفة ( জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য ও দর্শন বিষয়ক কবিতা)

এ প্রকৃতির কবিতার স্তবক সংখ্যা ১২টি এবং পঙক্তি সংখ্যা ২০টি। এ সকল কবিতায় তার গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা ও নৈতিক দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে। যা একজন পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে ও জীবন চলার পথ নির্দেশ করে।

### ৫. الوصف (বর্ণনামূলক কবিতা)

এ বিষয় প্রচুর কতিার পঙক্তি পাওয়া যায়। এতে নানা বিষয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে। স্তবকের সংখ্যা ২৫ টি ও পঙক্তির সংখ্যা ৮০ টির অধিক।

### ৬. المدح (প্রশংসামূলক কবিতা)

তিনি আহলে বাইত ও খোলাফায়ে রাশিদীনদের প্রশংসারয় কবিতা রচনা করেন। এ ছাড়াও তিনি ইমাম আবূ হানিফা (রহ.)- এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন।

### ৭. الوعظ والنصيحة (ওয়াজ ও সদুপদেশ বিষয়ক কবিতা)

তিনি আল কুরআন ও আল হাদীসের আলোকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে কাব্যিক ছন্দে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেন।

### ৮. الدعاء والابتهال ( প্রার্থনা ও মিনতি)

পাপের প্রতি অনুতপ্ত হওয়া, হাশরের ভয়ংকর পরিস্থিতি, জাহান্নামের কঠিন আযাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যে সকল মুনাজাত ও আকুতি পেশ করেছেন তা এসব কবিতায় বিধৃত হয়েছে।

### ৯. الرثاء (শোকগাঁথা কবিতা)

ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতের কথা স্মরণ করে ও বসরার হাফিজে
হাদীস ইমাম আব্দুর রহমান আল লুলুয়ীর পুত্রের ইন্তেকালে শোক গাঁথা কবিতা রচনা করেন।

### ১০. حب البلاد (দেশ প্রেমমূলক কবিতা)

কবি মিশরে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। ফলে মিশরের প্রতি ছিল তার হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও টান। তাই এ সম্পর্কে কবিতা রচনা করেন।

### ১১. العتاب ( তিরস্কার ও নিন্দামূলক কবিতা )

শাফে'য়ী মিশরে গেলে অন্যান্য মাযহাবের লোকেরা তাঁর প্রতি হিংসা পোষণ করে। তাই তাদেরকে লক্ষ্যকরে তিরস্কারমূলক কবিতা রচনা করেন। এ ছাড়া স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে নিন্দামূলক কবিতা রচচনা করেন।

### ১২. الغزل (প্রণয়গীতিমূলক কবিতা)

তাঁর শালীন ও মর্জিত কিছু প্রণয়গীতিমূলক কবিতা রয়েছে।[১]

---

[১]. ড. মুজাহিদ মুস্তফা বাহজাত, *দীওয়ানুশ শাফে'য়ী*, ( দামেশক: দারুল কলম- ১৯৯৯), ১ম সংস্করণ, পৃ.২৫।

# দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

# নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার সম্পর্কিত কবিতা

## ❖ সচ্চরিত্র (العفة)

চরিত্র মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। মানুষ চরিত্রগুণ দ্বারা প্রকৃত মানুষ হিসেবে পরিগণিত হয়। পক্ষান্তর চরিত্রের অভাবে মানুষ পশুতুল্য হয়। যিনা, ব্যভিচার, অশ্লিলতা ও অপকর্ম সুস্থ সমাজকে বিষাক্ত করে তুলে। পবিত্র মক্কা শরীফে সংগঠিত এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে কবি মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশ শাফে'য়ী (রহ.) কলুষমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেন।[১]

***عفّوا تعفّ نساؤكم في المحرم *** وتجنبوا ما لا يليق بمسلم***
***إن الزنا دَيْنٌ فإن أقرضته *** كان الوفا من أهل بيتك فاعلم***
***مَن يزن يُزن به ولو بجداره *** إن كنت يا هذا لبيباً فافهم***
***يا هاتكاً حرم الرجال وقاطعاً *** سبل المودّة عشت غير مكرم***
***لو كنت حراً من سلالة طاهر *** ما كنت هتاكاً لحرمة مسلم***
***( البحر الكامل)***

"তোমরা সচ্চরিত্রবান হও, তাহলে মক্কা হেরেমে তোমাদের রমনীগণ সতী - সাধ্বী থাকবে। একজন মুসলিম হিসেবে যা করা অনুচিৎ তা থেকে দূরে থাক।
নিশ্চয়ই ব্যভিচার হচ্ছে ঋণ সদৃশ। তুমি যদি কাউকে ঋণ দাও তাহলে তোমার পরিবার থেকে তা সম্পাদন হয়ে থাকবে। অর্থাৎ তুমি যদি যিনায় লিপ্ত হও তাহলে তোমার পরিবার থেকে কেহ যিনায় লিপ্ত হবে।একথা ভালো ভাবে জেনে রাখ।
ওহে! হেরেমের পুরুষের রমনীগণের সম্ভ্রম নষ্টকারী ও পবিত্র ভালোবাসার পথ বিচ্ছিন্নকারী, তুমি লাঞ্চনা ও অসম্মানের জীবন যাপন করছ।

---

[১]. পবিত্র মক্কা হেরেম শরীফে বসবাস করতেন একজন অতি ধার্মিক মহিলা। এক দিন মহিলার স্বামী বনে কাঠ কাটতে যান। এমন সময় মদীনা থেকে আগত হজব্রত পালনকারী এক ব্যক্তি পানির তালাশে ঐ মহিলার বাড়ীতে আসে। লোকটি পানি চাইলে মহিলাটি ঘরে পানি নেই বলে রশি ও বালতি দিয়ে কুপ থেকে পানি তুলতে বলেন। এতে লোকটি মহিলার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে তার দেহে স্পর্শ করল। মহিলাটি ঐ ব্যক্তির মন্দ আচরণে হতভম্ভ হয়ে ঘরে চলে যায় এবং নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। এ দিকে লোকটি পানি নিয়ে চলে যায়। মহিলার স্বামী কাঠ নিয়ে বাড়ীতে আসার পর স্ত্রীকে বিষন্ন অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাস করল তোমার কি হয়েছে? স্ত্রী পাল্টা প্রশ্ন করল তোমার সাথে আজ কী ঘটেছে? স্বামী বলল না আমার কিছু হয় নাই, তবে কাঠ সংগ্রহণ করতে জঙ্গলে একজন মহিলা আমার পাশে আসছিল, এতে আমি তার নিতম্বে হাত দিয়েছি, আর মন্দ অন্য কিছু করি নাই। স্ত্রী বলল তোমার পাপের প্রভাব আমার উপর পড়েছে। কবি মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আশ শাফে'য়ী (রহ.) এ ঘটনা শুনে তিনি আত্র পঙক্তি গুলো আবৃত্তি করেন। (হিকমত সলেহ, দিরাসাতুন ফান্নিয়াতুন ফি শি'রিল ইমাম শাফেয়ী, (মুসিল: মাতবা'আ জাহরা আল হাদিসা, ১৯৮৩), পৃ.৬৫-৬৬)

তুমি যদি কোন সম্ভ্রান্ত বংশের স্বাধীন লোক হতে, তাহলে তুমি মুসলমানের মর্যাদা বিনষ্টকারী হতে না ।
যে ব্যক্তি পার্থিব জগতে যে কোন প্রকারের যিনা ব্যভিচার করবে, হাশরের দিন তার মিজানে তা ওজন করা হবে, যদিও তা কোন প্রাচীরের আড়লে গোপনে হয়ে থাকে। ওহে! তুমি যদি বিবেকবান হয়ে থাক, তাহলে বিষয়টি ভালো ভাবে অনুধাবন কর।" [১]

### ❖ মানব স্বভাব-প্রকৃতির স্বরূপ

মানুষ এক বিচিত্র স্বভাবের বাক সম্পন্ন চিন্তাশীল প্রাণী। নানা পরিস্থিতিতে ভিন্ন ধরণের তার রূপ প্রকৃতি ফুটে উঠে। একজন মানুষের মধ্যে বহু গুণ ও দোষের সমাবেশ ঘটে। মানুষ জন্মগত স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। সে নিজের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে অন্যের ভুল ধরার জন্য ব্যস্ত থাকে। আবার এমনও অবস্থা হয় যে কোন মানুষ মন্দ কাজ করলে যেমন সমালোচনা করে, তেমনভাবে ভালো কাজ করলেও সে বিরূপ মন্তব্য করে। তুমি যদি কাউকে সম্মান কর, তাহলে তোমাকে সে তোষামুদকারী মনে করে আর যদি ভক্তি না কর তাহলে বেয়াদব মনে করে। তুমি যদি সাধারণ পোষাক পরিধান কর তাহলে তোমাকে বলবে এতে কোন সৌন্দর্য নেই। আর দামী মূল্যবান পোষাক পরলে তোমার সম্পর্কে বলবে লোকটি লৌকিক। তুমি যদি অধ্যাত্মিকতা অবলম্বন কর তাহলে তোমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আর যদি দুনিয়া বিমুখতা অবলম্বনকর তাহলে তোমাকে প্রতারক ভাবে। কবি শাফে'য়ী (র.) এভাবে মানুষের বিপরীতমুখী স্বভাব ও চরিত্র অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বলেন,

**الناس داء دفين لا دواء لهم *** والعقل قدحار فيهم وهومنذ هل**
**إن كنت منبسطا سموك سخرة *** اوكنت منقبضا قالوا : به ثقل**
**وان سآلتهم ماعونهم منعوا *** وان تعففت قالوا : طغى الرجل**
**وان تصوفت قالوا : فيه منقصة *** وأن زهدت قالو : كلها حيل**
**وان تعففت عن اموالهم كرما *** قالو : غنى : وان سألتهم بخلوا**
**لقدتحيرت فى إمرى وأمرهم *** لابارك الله فيهم كلهم سفل**

**(البسيط)**

"মানুষ হলো গুপ্ত ব্যধি, যাদের কোন প্রতিষেধক নেই। আর তাদের মধ্যে যখন বুদ্ধির হ্রাস পায় তখন তারা অন্য মনষ্ক হয়।
তুমি যদি তার প্রতি সাহয্যের হাত প্রসারিত কর তাহলে সে তোমাকে বিদ্রুপকারী হিসাবে আখ্যায়িত করবে আর যদি তুমি সংকুচিত হও, তাহলে সে তোমাকে ভারী বা কৃপণ বলবে। তুমি যখন তাঁর কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় সমান্য কিছু চাও, তখন তা প্রদান করতে বাঁধা দিবে। আর যদি তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে বলবে লোকটি সীমালংঘনকারী।

[১]. ড. মুজাহিদ মুস্তফা বাহজাত, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৮।

তুমি যদি সূফীবাদ অবলম্বন করো তাহলে বলবে ছোট কাজ, আর যদি দুনিয়া বিরাগী হও, তাহলে বলবে এসব হচ্ছে কৌশল বা প্রতারণা।

তুমি যদি ধন-সম্পদ থেকে পবিত্র থাকতে চাও, তাহলে তারা বলবে এটা অমুখাপেক্ষিতা ও সম্মান। আর যদি তাদের কাছে কিছু সম্পদ চাও, তহালে তারা কৃপণতা করে।

আমি মানুষ ও মানুষের এ সকল বিষয় দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি, আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের উপর বরকত না করুক, কারণ তারা সকলেই নিকৃষ্ট লোক।"[১]

### ❖ দান ও বদান্যতা

দান-দক্ষিণা, সাহায্য-সহযোগিতা মানব জীবনের একটি মহৎগুণ। এটা এমন এক চাদর যা মানব জীবনে ঘটে যাওয়া ত্রুটি- বিচ্যুতিগুলো ঢেকে দেয় । পক্ষান্তরে কৃপণতা এক মন্দ স্বভাব, যা প্রতিটি মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র করে দেয়। এ সম্পর্কে ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) অতি চমৎকার ভাবে তুলে ধরেন।

**وكن رجلاً على الأهوال جلداً*** وشيمتك السماحة والوفاء**
**وإن كثرت عيوبك في البرايا*** وسرك أن يكون لها غطاء**
**تستر بالسخاء فكل عيب*** يغطيه كما قيل السخاء**
**ولاترج السماحة من بخيل *** فما في النار للظمان ماء**
**( البحر الوافر)**

"তুমি এমন বলিয়ান( দানশীল )ব্যক্তি হও যে, ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তুমি হবে দৃঢ় চেতা। বদান্যতা ও বিশ্বস্থতা হয় যেন তোমার চরিত্রের ভূষণ।

সৃষ্টি জগতে যদি তোমার দোষত্রুটি অত্যধিক বেড়ে যায়, তাহলে তোমাকে এ কথা আনন্দিত করবে যে, দান-দক্ষিণা, দোষ- ত্রুটিকে আড়াল করে দেয়।

জেনে রেখো, বদান্যতা সকল ত্রুটি বিচ্যুতি কালের অভরায়ন্যে ঢেকে দেয়। কত মানুষের ভুল-ভ্রান্তি দানশীলতা আড়াল করে রেখেছে।

কৃপণের কাছ থেকে কখনো বদান্যতার আশা করো না। কারণ তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জন্য আগুণের মধ্যে পানি পাওয়া যেমন দুষ্কর , তেমনি কৃপণ ব্যক্তির কাছে দানের আশা করাও সুদূর পরাহত।" [২]

**إذا لَم تَجودوا وَالأُمورُ بِكُم تَمضي *** وَقَد مَلَكَت أَيديكُمُ البَسطَ وَالقَبضا**
**فَماذا يُرَجَّى مِنكُمُ إِن عَزَلتُم*** وَعَضَّتكُمُ الدُنيا بِأَنيابِها عَضّا**
**وتَستَرجِعُ الأَيّامُ ما وَهَبَتكُم*** وَمِن عادَةِ الأَيّامِ تَستَرجِعُ القَرضا**
**( البحر الطوي**

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

[২]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, *দীওয়ানুল ইমাম আশ- শাফেয়ী*, (বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ৬ সংস্করণ, ২০০৯), পৃ.১৭।

"তোমাদের হাতে ধন-সম্পদ থাকাতে যদি দান -দক্ষিণা না কর, তাহলে তোমাদের এসকল বিষয়ের হাত ছাড়া হয়ে যাবে।
তোমরা কী আশান্বিত যে, তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে অপসারণ করা হবে, আর দুনিয়াটা তোমাদেরকে তার শক্ত বিষদাত দিয়ে আকড়ে ধরে রাখবে?
যুগ-কাল তোমাদেরকে যা দিয়েছিল মরণ আসলে তা ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর এটা কালের শ্বাশ্বত বিধান যে,তোমার কাছে ঋণ স্বরূপ গচ্ছিত ধন সম্পদ অন্যের কাছে ফিরিয়ে দিবে।"[১]

### ❖ ধৈর্য

ধৈর্য হচ্ছে মানব জীবনের সফলতার সোপান। কালের ঘুর্ণিপাকে ঘাত- প্রতিঘাত, বিপদ-আপদ, বাধা-বিপত্তি করে নিজ গতিতে চলার মধ্যে সাফল্য নিহিত। কবি ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর কবিতায় এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

**يا نفس ما هو إلا صبر أيام *** كأنَّ مدتها أضغاث أحلام**

**يا نفس جوزي عن الدنيا مبادِر*** وخلِّ عنها فإن العيش قُدَّامي**
**( البحر البسيط)**

" হে আত্মা! কালের বিপদ- আপদে ধৈর্য ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যুগের ক্ষণ যেন কল্পনা প্রসূত স্বপ্ন বৈকি?
হে আত্মা! আমার অস্তিত্ব প্রতিনিয়ত দুনিয়া থেকে আখেরাতের দিকে দ্রুত ধাবমান হচ্ছে। অতএব দুনিয়ার চিন্তা পেরেশানী ছেড়ে দাও, কেননা জীবনটি পরকালের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।" [২]

### ❖ জবান সংযত রাখা

জবান হচ্ছে অন্তরের মুখপাত্র। এ জন্য কথা বার্তা বলার সময় সাবধানে বলতে হয়। কোন কোন সময় অনর্থক কথা মানব জীবনে বিপদ ডেকে এনে। তাই জীবনে ক্ষতি সাধন করে এমন কথা থেকে বেচে থাকার উপদেশ দিয়ে কবি ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলে :

**إذا رُمتَ أَن تَحيا سَليماً مِنَ الرَدى *** وَدينُكَ مَوفورٌ وَعِرضُكَ صَيِّنُ**
**فَلا يَنطِقَن مِنكَ اللِسانُ بِسَوأَةٍ *** فَكُلُّكَ سَوءاتٌ وَلِلناسِ أَلسُنُ**
**وَعَيناكَ إِن أَبدَت إِلَيكَ مَعائِباً *** فَدَعها وَقُل يا عَينُ لِلناسِ أَعيُنُ**
**وَعاشِر بِمَعروفٍ وَسامِح مَنِ اِعتَدى *** وَدافِع وَلَكِن بِالَّتي هِيَ أَحسَنُ**
**( البحر الطويل)**

---

[১] .হিকমত সালেহ, প্রগুক্ত, পৃ.৮০।

[২]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রগুক্ত, পৃ. ১০৮।

“যখন তুমি মন্দ ও নিকৃষ্ট লোক থেকে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করবে, তখন তুমি তোমার দ্বীনে পূর্ণতা আসবে এবং তোমার মর্যাদা রক্ষা পাবে।
তোমার জিহবা যেন মন্দ কোন কথা উচ্চারণ না করে, কারণ তোমার সকল মন্দ কথার প্রতিউত্তরে মানুষের জবান তো বিদ্যমান রয়েছে।
যদি তোমার চোখদ্বয় কোন সম্প্রদায়ের দোষ -ত্রুটি প্রকাশ করে তাহলে বলে দাও, হে চোখ ! মানুষেরও তো চোখ রয়েছে, তোমার দোষ দেখার জন্য।
মানুষের সাথে ভালো আচরণ কর, সীমালঙ্গন কারীকে ক্ষমা কর, যে খারাপ আচরণ করে, তার সাথে তুমি ভালো আচরণ দিয়ে তা প্রতিহত কর।” [১]
তিনি অন্যত্র বলেন:

**اِحفَظ لِسانَكَ أَيُّها الإِنسانُ *** لا يَلدَغَنَّكَ إِنَّهُ ثُعبانُ**
**كَم في المَقابِرِ مِن قَتيلِ لِسانِهِ *** كانَت تَهابُ لِقاءَهُ الأَقرانُ**
**( البحر الكامل)**

“হে মানুষ সকল! তোমরা জিহবাকে সংযত রাখ, সে যেন তোমাকে দংশন না করে, কারণ জিহবা হচ্ছে বিষাক্ত সাপের মত।
কত মানুষ রয়েছে সমাধিতে, যাদের হত্যাকারী হলো তাদের নিজের জবান। যাদের সাথে সাক্ষাতে বন্ধু বান্দব থাকত ভীত সন্ত্রস্ত।” [২]

### ❖ মানব-স্বভাব প্রকৃতি

মানব স্বভাব- প্রকৃতি সম্পর্কে কবি ইমাম শাফে‘য়ী (রহ.) বলে :

**وَما أَحَدٌ مِن أَلسُنِ الناسِ سالِما*** وَلَو أَنَّهُ ذاكَ النَبِيُّ المُطَهَّرُ**
**فَإِن كانَ مِقداماً يَقولونَ أَهوَج*** وَإِن كانَ مِفضالاً يَقولونَ مُبذِرُ**
**وَإِن كانَ سِكّيتاً يَقولونَ أَبكَم *** وَإِن كانَ مِنطيقاً يَقولونَ مِهذَرُ**
**وَإِن كانَ صَوّاماً وَباللَيلِ قائِماً*** يَقولونَ زَرّافٌ يُرائي وَيَمكُرُ**
**فَلا تَحتَفِل بِالناسِ في الذَمِّ وَالثَنا*** وَلا تَخشَ غَيرَ اللهِ فَاللهُ أَكبَرُ**
**( البحر الطويل)**

“কোন ব্যক্তি দুষ্ট মানুষের জবানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ নয়, এমন কি পূত-পবিত্র নবী রাসূলগণও নয়।
যদি অধিক সাহসী হয় তাহলে নিন্দুকরা বলে সে অস্তির লোক,আর যদি আধিক দানশীল হয় তাহলে বলে আপচয়কারী।
কেহ যদি চুপ থাকে তাহলে নিন্দুক তাকে বোবা বলে, আর যদি সে কথা তাহলে বাচাল বলে।

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

যদি কেহ দিনের বেলায় রোজা রাখে আর রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ পড়ে, তাহলে সে বলে এটা ধোঁকা ,লোককে দেখানোর জন্য করছে এবং এ কাজকে সে ঘৃণা করে।
সুতরাং মহান আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করো না, তিনি হচ্ছেন অনুগ্রকারী এক ও অদ্বিতীয় মহীয়ান আল্লাহ।" [১]

### ❖ চুপথাকা ও নিরবতায় সম্মান

মানব সমাজে চলার পথে স্থান, কাল, পাত্রভেদে কখনো কথা বলতে হয় আবার কখনো চুপ থাকতে হয়। বিশেষ করে একগুয়ে মূর্খ লোকের সাথে তর্ক করার চেয়ে নিরব থাকাই শ্রেয়। কবি ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) এ বিষয়টি তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন।

**قالوا سَكَتَّ وَقَد خُوصمتَ قُلتُ لَهُم *** إِنَّ الجَوابَ لِبابِ الشَرِّ مِفتاحُ**
**وَالصَمتُ عَن جاهِلٍ أَو أَحمَقٍ شَرَفٌ *** وَفيهِ أَيضاً لِصَونِ العِرضِ إِصلاحُ**
**أَما تَرى الأُسدَ تُخشَى وَهِيَ صامِتَةٌ *** وَالكَلبُ يُخشى لَعَمري وَهوَ نَبّاحُ**
**( البحر البسيط)**

"তারা বলল, আপনার সাথে তর্ক করা হচ্ছে অথচ আপনি চুপ থাকলেন, আমি তাদেরকে বললাম নিশ্চয় জবাব হচ্ছে মন্দ দ্বারের চাবি স্বরূপ।
নির্বোধ ও গন্ডমূর্খের কথার জাবাব দেওয়ার চেয়ে চুপ থাকা সম্মানের বিষয়। এতে আরো রয়েছে নিজের আত্ম মর্যাদা রক্ষা ও মূর্খের সংশোধনের উপায়।
তুমি কি দেখ নাই যে, সিংহকে ভয় দেখিয়ে বিরক্ত করা হয়, অতচ সে নিরব থাে? জীবনের শপথ, পক্ষান্তরে কুকুরকে কংকর নিক্ষেপ মারলে ঘেউ ঘেউ শুরু করে।" [২]

উপদেশ প্রদানে সংক্ষেপে কথা বলার উপকারিতা বর্ণনা করে কবি শফি'য়ী বলেন:

**لا خَيرَ في حَشوِ الكَلا*** مِ إِذا اِهتَدَيتَ إِلى عُيونِهِ**
**وَالصَمتُ أَجمَلُ بِالفَتى *** مِن مَنطِقٍ في غَيرِ حينِهِ**
**وَعَلى الفَتى لِطِباعِهِ *** سِمَةٌ تَلوحُ عَلى جَبينِهِ**
**من ذا الذي يخفي عليك*** إذا نظرت إلى خديـــــنه**
**( مجزوء الكامل)**

"মূল্যবান দিক নের্দেশনা দেওয়ার সময় অতিরিক্ত কথা বলার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।
যুবকের অবস্থানে কথা বলার চেয়ে চুপ থাকা অনেক শোভা পায়।
দূরদর্শি যুবকের ললাটে সৎ স্বভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন থাকবে বিদ্যমান।
যে তোমার কাছে তার স্বভাব চরিত্রকে গোপন রাখতে চাইবে তুমি তার বন্ধুর দিকে থাকলে তার স্বভাব চরিত্র আঁচ করতে পারবে।" [৩]

---

[১] প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৮।
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

### ❖ অল্পেতুষ্টি

অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জন করা মানব জীবনের এক চরম সফলতা। যে এ বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে সে সুখ -শান্তির জগতে রাজার মত জীবন যাপন করেছে। পক্ষান্তরে অল্পেতুষ্টির অভাবে মানুষ ধন সম্পদের পাহাড় গড়েও অশান্তির অনলে বসবাস করছে। ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) অল্পেতুষ্টির এ মহৎগুণ সম্পর্কে বলেন:

**رَأَيتُ القَناعَةَ رَأسُ الغِنى *** فَصِرتُ بِأَذيالِها مُتَمَسِّكِ**
**فَلا ذا يَراني عَلى بابِهِ *** وَلا ذا يَراني بِهِ مُنهَمِكِ**
**فَصِرتُ غَنيّاً بِلا دِرهَمٍ *** أَمُرُّ عَلى الناسِ شِبهَ المَلِكِ**
**( البحر المتقارب)**

"আমি লক্ষ করে দেখলাম যে স্বল্পেতুষ্টি হলো ধনাঢ্যের শীর্ষচূড়া, ফলে আমি অল্পেতুষ্টির আঁচলকে আকড়ে ধরলাম।
সুতরাং ধনী ব্যক্তি আমাকে তার দ্বারে মুখাপেক্ষী হতে দেখতে পাবেনা, ধন সম্পদ নিয়ে পেরেশানির মধ্যে নিমগ্ন থাকতে।
অল্পেতুষ্টির কারণে আমি অর্থ সম্পদ ছাড়াই মনের দিক থেকে ঐশ্বর্যবান, ফলে আমি মানব সমাজে জীবন যাপন করি রাজা বাদশাহের মত।" [১]

### ❖ উত্তম ও অধমের ঐশ্বর্যের প্রভাব

এ সম্পর্কে তিনি বলেন:

**إذا امتلأت أيدي اللَّئيم من الغِنَى*** تزايدَ كالمِرْحاض فاحَ وأنتنا**
**وأما كريمُ الأصلِ كالغُصنِ كلما*** تحمَّلَ من خيرٍ تزايدَ وانثنى**
**( البحر الطويل)**

"ছোট লোকের হাত যখন ঐশ্বর্যে ভরপুর হয়ে যায় ,তখন শৌচাগাচারের মত ময়লার দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে।
আর সম্ভ্রান্ত বংশের লোক হলো ফলবান বৃক্ষের মত। যখন কল্যাণ ও সম্পদের অধিকারী হয় তখন উদ্ধত না হয় ফলবান বৃক্ষের মত ভারে ঝোঁকে পড়ে।"[২]

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।
[২] . প্রাগুক্ত, পৃ.১১১।

### ❖ হিংসা-বিদ্বেষ

মানব চরিত্রে যে সব বদ অভ্যাস রয়েছে তার মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ মারাত্মক ক্ষতিকর। হিংসা বিদ্বেষ, ইর্ষা, জিঘাংসা মানুষের শান্তিময় জীবনকে দুর্বিষহ করে। নিজেকে করে ধ্বংস। তাই কবি ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) কারো কোন নিয়ামত দেখে হিংসুকের হিংসার এ ঘৃণিত কাজ এভাবে ফুটে তুলেছেন।

**وَدارَيتُ كُلَّ الناسَ لَكِن حاسِدي *** مُداراتُهُ عَزَّت وَعَزَّ مَنالُها**
**وَكَيفَ يُداري المَرءُ حاسِدَ نِعمَةٍ *** إِذا كانَ لا يُرضيهِ إِلّا زَوالُها**
**( البحر الطويل)**

"আমি প্রত্যেক মানুষের সাথে কোমল ও বিনয় আচরণ করেছে, কিন্তু মানুষ আমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করেছে।
তাদের সাথে আমার কোমল আচরণ আমার মনোবলকে শক্তিশালী করেছে ফলে আমি তাদের কোমল আচরণ অর্জন করতে অক্ষম হয়েছি।
মানুষ কি ভাবে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের সাথে হিংসা পোষণ করে থাকে? এমনকি অসন্তুষ্ট হয়ে নিয়ামত বিলপ্তি ও ধ্বংশ কামনা করে।"[১]

### ❖ ধোঁকা-প্রতারণা

ধোঁক- প্রতারণা একটি মারত্মক ব্যাধি। এটা মুনাফিকের স্বভাব এবং মন্দ লোকের জীবন চলার হাতিয়ার। যুগের অবর্তে মানুষের ভালো স্বভাবগুলো দূরীভূত হয়ে ধোঁকা- প্রতারণা, শঠতা, জালিয়াতি, মিথ্যাচার ও দৌরাত্মা ইত্যাদি মন্দ স্বভাবগুলো মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) বলেন :

**لَم يَبقَ في الناسِ إِلّا المَكرُ وَالمَلَقُ *** شَوكٌ إِذا لَمَسوا زَهرٌ إِذا رَمَقوا**
**فَإِن دَعَتكَ ضَروراتٌ لِعِشرَتِهِم *** فَكُن جَحيماً لَعَلَّ الشَوكَ يَحتَرِق**
( البحر البسيط)

" মানুষের মধ্যে ধোঁকায় প্রতারণা ও তোষামোদ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবেনা। তাদের প্রতি থাকালে ফুলের মত সুন্দর দেখাবে, কিন্তু স্পর্শ করলে কাটার মত মনে হবে। অর্থাৎ বাহ্যিক পরিপাঠি থাকবে,বাস্তবে থাকবে ক্ষতিকর।
নেহায়ত প্রয়োজনেও যদি তাদের সংস্পর্শে যেতে আহবান করে বা বাধ্য করে তখন তুমি দগ্ধ আগুনের মত কঠোর হয়ে যায়, যাতে তাদের চক্রান্তের কাটা আগুণে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।" [২]

### ❖ যুবকের জ্ঞান ও চরিত্র

ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন,

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।
[২].আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রগুক্ত, পৃ. ৮৫।

إذا لم يزدْ عِلمُ الفتى قلبَهُ هُدىً ***
وسـيـرتَهُ عَـدلاً وأخـلاقَهُ حُـسْنـا
فـبَـشِّرْهُ أنَّ اللهَ أولاهُ فِـتـنَـةً***
تُـغَشِّيـهِ حِـرمـانـاً وتُـوسِـعُهُ حُـزْنـا
( البحر الطويل)

"যুবকের জ্ঞান যদি তার অন্তরের হেদায়ত বৃদ্ধি না করে ; আচরণ বিধিকে ন্যায় নীতিতে পরিণত না করে, স্বভাব চরিত্রকে সুন্দর করতে না পারে, তাহলে তাকে সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ পাক হচ্ছেন তার যথাযথ প্রতিশোধ গ্রহণকারী। মূর্তিপূঁজকের মত তাকে অনুরূপ শাস্তি প্রদান করা হবে।" [১]

**ঝ. অন্যের দোষখোঁজা**

ইমাম শাফে'য়ী (র.) বলেন: আমি আশ্চর্যবোধ করি ঐ ব্যক্তির জন্য যে অন্যের দোষ দেখে কেঁদে অশ্রুপাত করে , অথচ নিজের দোষের একবার হলে ও ক্রন্দন করে না।
আমি হতবাক হই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে, অন্যের ছোট দোষ অনেক বড় হিসেবে গণ্য করে, কিন্তু তার নিজের বড় দোষ গুলো দেখতে তার চোখ অন্ধের মত হয়ে যায়"।[২]
ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) উত্তম চরিত্র সম্পর্কে অন্যত্র বলেন,

أحِبُّ مَكارِمَ الأخلاقِ جَهدي***وأكرَهُ أَنْ أُعيبَ و أَنْ أُعابا
وأصفَحُ عَن سُبابِ النّاسِ حِلماً *** وشَرُّ الناسِ مَن يَهوى السُبابا
سَليمُ العِرضِ مَن حَذِرَ الجوابا *** ومَن دارى الرِّجالَ فَقَد أصابا
ومَن هابَ الرِّجالَ، تَهيَّبوه ** و مَن هانَ الرجالَ فَلَنْ يُهابا
ومَن قضت الرجال له حقوقا ** ومَن يعص الرجالَ فما أصاب
( البحر الوافر)

---

[১] .প্রাগুক্ত,পৃ.১১১।
[২] .প্রাগুক্ত, পৃ.১০৪।

## তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম বিষয়ক কবিতা

### ক. বিদ্যা চর্চার গুরুত্ব

জ্ঞান মানব জীবনে হিরন্ময় শিখার মতো এক অনন্য মানবীয় গুণ। প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিবেক বুদ্ধি থাকে। জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে তা বিকশিত হয়। সঠিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানুষ ভালো- মন্দ, ন্যায় -অন্যায়, সত্য-মিথ্যা, সৎ-অসৎ চিনতে পারে। সঠিক জ্ঞান অর্জন না করলে মানুষ প্রাণীর চেয়ে অধম, নরাধম ও পশুধম হয় যায়। তাই সুশিক্ষা অর্জন করা প্রতিটি সুস্থ বিবেকের অপরিহার্য দাবী। সুশিক্ষাই দেশ ও জাতির উন্নতির সোপান। তাই কবি মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস আশ শাফে'য়ী (রহ.) জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে চমৎকার কবিতা রচনা করেন। তাই তিনি বলেন:

**تعلم يا فتى والعود رطب*** و طيفك لين والطبع قابل**
**فإن الجهل واضع كل عال***وان العلم رافع كل خامل**
**فحسبك يا فتى شرفا وعزا *** سكوت الحاضرين وأنت قا**
**( البحر الوافر)**

"হে যুবক জ্ঞান অর্জন কর, তোমার অন্তর হলো তাজা সতেজ কাঠের মত। তোমার ছায়া মূর্তিতে রয়েছে বর্ণালী, স্বভাব-প্রকৃতিতে রয়েছে গ্রহণযোগ্যতা।
নিশ্চয়ই অজ্ঞতা হলো এমন, যা প্রত্যেক উচুঁ বস্তুকে নীচে নামিয়ে দেয়, আর জ্ঞান প্রত্যেক নিচু বস্তুকে উচুঁতে নিয়ে যায়।
হে যুবক! তোমার সম্মানের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি জ্ঞানী হয়ে জাতির সামনে বক্তব্য ভাষণ দিবে, আর উপস্থিত জনগণ চুপ করে শুনবে।" [১]

কবি ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) জ্ঞান অর্জনে ভ্রমণের উপকারিতা ও প্রয়োজনিয়তা সম্পর্কে বলেন,

**تغَرَّب عَن الأَوطانِ في طَلَبِ العُلا *** وَسافِر فَفي الأَسفارِ خَمسُ فَوائِد**
**تَفَرُّجُ هَمّ وَاِكتِسابُ مَعيشَة ***وَعِلمٌ وَآدابٌ وَصُحبَةُ ماجِد**
**وَإِن قيلَ في الأَسفارِ ذُلٌّ وَمِحنَةٌ *** وَقَطعُ الفَيافي وَاِكتِسابُ الشَدائِد**
**فَمَوتُ الفَتى خَيرٌ لَهُ مِن حَياتِهِ ***بِدارِ هَوانٍ بَينَ واشٍ وَحاسِد**
**( البحر الطويل)**

"মহৎ কিছু জ্ঞান অন্বেষণের জন্য বিদেশে গমণ করো। কারণ সফরে পাঁচটি উপকারিতা রয়েছে।

[১]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত,পৃ.১০১।

চিন্তা-পেরেশানী উপশম, জীবিকা উপার্জন, জ্ঞান অর্জন, শিষ্টাচার শিক্ষা ও মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ।
যদিও বলা হয় সফরে রয়েছে লাঞ্ছনা, কষ্ট, ক্লেশ, বিশাল মরুভূমি অতিক্রম ও কঠিন সাধনা। কিন্তু হিংসুক ও চোগলখোরের অপমানে দেশে অবস্থান করার চেয়ে যুবকের মৃত্যু শ্রেয়।" [১]

## খ. জ্ঞানের মাহাত্ম

জ্ঞান মানুষকে মহৎ করে ও সম্মানী করে। জ্ঞানী ব্যক্তি সকলের কাছে প্রিয় ও সমাদৃত হয়। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে একজন নীচ বংশের লোক মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে। এ সম্পর্কে ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) বলেন:

**العِلمُ مَغرَسُ كُلِّ فَخرٍ فَافتَخِر *** وَاحذَر يَفوتُكَ فَخرُ ذاكَ المَغرَسِ**
**وَاعلَم بِأَنَّ العِلمَ لَيسَ يَنالُهُ *** مَن هَمُّهُ في مَطعَمٍ أَو مَلبَسِ**
**لا أَخو العِلمِ الَذي يُعنى بِهِ *** في حالَتَيهِ عارِيا أَو مُكتَسي**
**فَاجعَل لِنَفسِكَ مِنهُ حَظّاً وافِراً *** وَاهجُر لَهُ طيبَ الرُقادِ وَعَبسِ**
**فَلَعَلَّ يَوماً حَضَرتَ بِمَجلِسٍ *** كُنتَ الرَئيسَ وَفَخرَ ذاكَ المَجلِسِ**
**( البحر الكامل)**

"সমস্ত গৌরবের বীজ বপনের স্থান হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান। অতএব জ্ঞান নিয়ে গৌরব কর। এই জ্ঞানের বীজ বাগান থেকে তোমার যে গৌরব হাতছাড়া হয়ে গেছে তা থেকে তুমি সতর্ক থাক।
জেনে রাখো, পোষাক পরিধানে, খাবার গ্রহণ তথা আহারে - বিহারে সর্বদা যে জ্ঞান অর্জনে উদ্বিগ্ন না থাকবে, সে কখনো জ্ঞানের গভীরতার নাগাল পাবে না।
জ্ঞানীই ঐ ব্যক্তি যে পোষাক পরিধান অবস্থায় হউক অথবা নগ্ন গায়ে হউক সবসময় জ্ঞান অর্জনে কঠোর সাধনা করে থাকে।
সুতরাং বিশাল জ্ঞান অর্জনের জন্য তুমি নিজেকে প্রস্তুত রাখো। জ্ঞান অর্জনের জন্য সানন্দচিত্তে ঘৃণা, অলসতা,অনীহা ও ভ্রুকুটি ত্যাগ কর।
সম্ভবত এমন একদিন আসবে যে দিন তুমি কোন সমাবেশে উপস্থিত হয়ে ঐ সমাবেশে হবে প্রধান আর এটা হবে ঐ সামাবেশের সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়।" [২]

জ্ঞানের সেবক ও জ্ঞান সংরক্ষণকারী সম্পর্কে ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) বলেন:

**العِلمُ مِن فَضلِهِ لِمَن خَدَمَهُ *** أَن يَجعَلَ الناسَ كُلَّهُم خَدَمَه**
**فَواجِبٌ صَونَهُ عَلَيهِ كَما *** يَصونُ في الناسِ عِرضَهُ وَدَمَه**
**فَمَن حَوى العِلمَ ثُمَّ أَودَعَهُ *** بِجَهلِهِ غَيرَ أَهلِهِ ظَلَمَه**
**وكان كالمبتني البناء اذا *** تم له ما اراده هدمه**
**( البحر المنسرح)**

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

"জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ঐ ব্যক্তির জন্য যে জ্ঞানের সেবা করে এবং সকল মানুষকে জ্ঞানের সেবায় নিয়োজিত করে।
জ্ঞানী ব্যক্তির উপর জ্ঞান হেফাজত করা এমন ভাবে আবশ্যক, যে ভাবে মানুষ তার নিজের সম্মান ও রক্ত তথা জীবন রক্ষা করা অপরিহার্য মনে করে।
যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে অত:পর অজ্ঞতার দরুণ অপাত্রে জ্ঞান প্রদান করে, সে প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানের প্রতি অবিচার করে।
যে ভাবে একজন ভবন নির্মাণকারী ভবন তৈরী করে তার পর ভবনটি ভেঙ্গে ফেলে।" [১]

তিনি আরো বলেন:

**رَأَيتُ العِلمَ صاحِبُهُ كَرِيمٌ *** وَلَو وَلَدَتهُ آباءٌ لِئامُ**
**لَيسَ يزالُ يَرفَعُهُ إِلى أَن *** يُعَظِّمَ أَمرَهُ القَومُ الكِرامُ**
**وَيَتَّبِعونَهُ في كُلِّ حالٍ *** كَراعي الضَأنِ تَتبَعُهُ السَوامُ**
**فَلَولا العِلمُ ما سَعِدَت رِجالٌ *** وَلا عُرِفَ الحَلالُ وَلا الحَرام**
**( البحر الوافر)**

"আমি লক্ষ করেছি যে, জ্ঞানের বাহক সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তি। যদি একজন নীচ পিতা তাকে জন্ম দিয়েও থাকেন।
তার জ্ঞান সর্বদা তাকে মহিমান্বিত করে। এমনকি তার প্রিয় সম্প্রদায় তার নির্দেশনা সম্মানের সহিত পালন করে থাকে।
কওমের লোকেরা সবসময় তার অনুস্বরণ করে যেমন গবাদি পশু ছাগলের রাখালের অনুস্মরণ করে থাকে।
জ্ঞান যদি না থাকত, তাহলে মানুষ সৌভাগ্যবান হত না, আর হালাল হারাম, বৈধ- অবৈধ জানত না।" [২]

পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর না করে জ্ঞান অর্জন করে সেই জ্ঞানকে নিজের সঙ্গী করে নিতে হবে। এসম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন:

**عِلمي مَعي حَيثُما يَمَّمتُ يَنفَعُني *** وِعاءٌ لَهُ لا بَطنُ صُندوقِ**
**إِن كُنتُ في البَيتِ كانَ العِلمُ فيهِ مَعي *** كُنتُ في السوقِ كانَ العِلمُ في السوقِ**
**( البحر البسيط)**

"আমি যেখানে থাকি, সেখানে বিদ্যা আমার সাথে থাকে। আমি যখনি ইচ্ছা করি তখনি আমার জ্ঞান আমাকে উপকার দেয়। আমার অন্তর হচ্ছে অর্জিত জ্ঞানের পাত্র। এটা শুধু খাদ্য গোদাম নয়।

---

[১] .প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

আমি যখন ঘরে থাকি তখন আমার ইলম আমার গৃহে আমার সাথে থাকে। আর যখন আমি বাজারে যাই তখন আমার অর্জিত জ্ঞান আমার সাথে বাজারে থাকে।" [১]

## গ.আদব-কায়দায় ও আদর্শ-নৈতিকতা হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের সার-নির্যাস

লবন ছাড়া যেমন তরকারী অস্বাদ হয় ঠিক তেমনি আদব- শিষ্টাচার ছাড়া জ্ঞানও বিষাদ হয়। কবি শাফে'য়ী এ সম্পর্কে বলেন:

**ماتم حلم ولا علم بلا أدب*** ولاتجاهل في قوم حليمان**
**ومالتجاهل إلا ثوب ذي دنس*** وليس يلبسه إلا سفيهان**
**( البحر البسيط)**

"আদব ও শিষ্টাচার ছাড়া বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের পূর্ণতা পায় না। ভদ্র-জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি জাতির কাছে না জানার ভান করে না।
না জানার ভান তো একটি নোংরা কাপড় ছাড়া আর কিছুই না। নির্বোধ ও নির্লজ্জ ছাড়া এ পোষাক কেহ পরিধান করে না।" [২]
জ্ঞান অর্জন করে সফলতা লাভের জন্য ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) ৬টি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

**أَخي لَن تَنالَ العِلمَ إلّا بِستَّةٍ *** سأنبك عَن تَفصيلِها بِبَيانِ**
**ذَكاءٌ وَحِرصٌ وَاِجتِهادٌ وَبُلغَةٌ *** صحبة أُستاذٍ وَطولُ زَمانِ**
**( البحر الطويل)**

"আমার প্রিয় ভাই ! ছয়টি জিনিস ছাড়া তুমি পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না। আর আমি শীঘ্রই যে গুলো বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছি।
মেধা, শিখার তীব্র আকাঙ্খা, কঠোর সাধনা, সঠিক বোধগম্যতা, শিক্ষকের সান্নিধ্য ও জ্ঞান অর্জনে দীর্ঘ সময় ব্যয় করা।" [৩]
শিক্ষকের শাসন ছাড়া শিক্ষার পূর্ণতা পায়না। শিক্ষকের সুশাসনের মাধ্য গড়ে উঠে একজন আদর্শ শিক্ষার্থী। তাই কবি শাফেয়ী (রহ.) শিক্ষকের শাসনকে সাদরে গ্রহণ করে নেওয়ার আহবান জানিয়ে বলেন:

**تصبر عَلى مُرّ الجَفا مِن مُعَلِّمٍ *** إنَّ رُسوبَ العِلمِ في نَفَراتِهِ**
**وَمَن لَم يَذُق مُرَّ التَعَلُّمِ ساعَة *** تَذَرَّعَ ذُلَّ الجَهلِ طولَ حَياتِهِ**
**وَمَن فاتَهُ التَعليمُ وَقتَ شَبابِهِ *** فَكَبِّر عَلَيهِ أَربَعاً لِوَفاتِهِ**
**وَذاتُ الفَتى وَاللهِ بِالعِلمِ وَالتُقى*** ذا لَم يَكونا لا اِعتِبارَ لِذاتِهِ**
**(البحر الطويل )**

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।
[৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

"শিক্ষকের শাসন কাঠোরতা উপর বিরক্ত না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ কর। কেননা জ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা-অনীহা জ্ঞানের ধ্বংস নিহিতি।
যে ব্যক্তি স্বল্প সময় জ্ঞান অর্জনের কষ্টের বিরক্ততার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, সে সারা জীবন মূর্খতার বিষাক্ত পানি পান করে জীবন অতিবাহিত করে।
যে ব্যক্তি যৌবনে জ্ঞান অর্জন করতে হাতছাড়া করছে, মৃত্যুতে তার চার তকবীরে জানাযা করে বিদায় করে দাও।" [১]

সব্যসাচী হওয়ার উপদেশ দিয়ে কবি শাফে'য়ী (রহ.) বলেন"

**ما حوى العلم جميعا أحد *** لا ولو مارسه ألف سنة**
**إنما العلم كبحر *** فاتخذ من كل شيء أحسنه**
**البحر الرمل)**

"সমস্ত জ্ঞান কোন এক ব্যক্তির পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। যদিও সে হাজার বছর গবেষণা-অধ্যয়ন করে।
জ্ঞান সমুদ্রের তলদেশ অত্যন্ত গভীর। অতএব প্রত্যেক বিষয় ভালো ভাবে জ্ঞান অর্জন করবে। "[২]

জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে লেখার গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) বলেন:

**العلـم صيـد والكتابة قيـده *** قيّد صيودك بالحبال الواثقة**
**فمن الحماقة أن تصيد غزالة***وتتركها بين الخلائق طالقه**
**البحر الكامل)**

"বিদ্যা হচ্ছে শিকারলব্ধ প্রাণীর মত। তাকে আবদ্ধ করা হয় লেখার মাধ্যমে। অত এব তোমরা শিক্ষাকে শক্ত রশির (লেখার) মাধ্যমে আবদ্ধ করে রাখো।
এমন কিছু মূর্খ আছে যারা হরিণ শিকার করে, কিন্তু তাকে বন্ধন ছাড়া উন্মোক্ত স্থানে ছেড়ে দেয়।"[৩]
ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) তাঁর প্রিয় উস্তাদ ইমাম ওকী' (রহ.) -এর কাছে স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধির জন্য দোয়া চাইলে ইমাম ওকী' তাকে যে উপদেশ দিয়ে ছিলেন, ইমাম শাফে'য়ী তা কাব্যিক ছন্দে প্রকাশ করে বলেন:

**شَكَوتُ إلى وَكيعٍ سوءَ حِفظي*** فَأَرشَدَني إلى تَركِ المَعاصي**
**وَأَخبَرَني بِأَنَّ العِلمَ نورٌ *** وَنورُ اللهِ لا يُهدى لِعاصي**
(البحر الوافر)

---

[১]. ড. ইমীল বদী' ইয়া'কুব, প্রাগুক্ত,পৃ. ৬০।
[২]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।
[৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩ ।

"আমার উস্তাদ ইমাম ওকী' (রহ.)- এর কাছে আমার দুর্বল স্মৃতি শক্তির ব্যাপারে আমি অভিযোগ করলাম। ফলে তিনি আমাকে পাপ পঙ্কিলিতা ছেড়ে দেওয়ার জন্য উপদেশ দিলেন।

তিনি আমাকে বললেন যে, দ্বীনী ইলম হচ্ছে একটা নূর। আর আল্লাহর এ নূর কোন পাপীকে প্রদান করা হয় না।" [১]

## ঘ. অপাত্রে জ্ঞান দান করা অপচয় ও সুপাত্রে জ্ঞান দান না করা অবিচারের নামান্তর

ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) প্রথম বার যখন মিশর যান তখন ইমাম মালিক (রহ.) এর কতিপয় বিজ্ঞ অনুসারী তার কাছে আসেন। যখন কিছু কিছু মাস'আলা ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতের বিপরীতে ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) মত প্রকাশ করেন, তখন তাঁরা তাকে অপছন্দ করতে লাগে এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে অসম্মতি প্রকাশ করে। এতে ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) মনক্ষুন্ন হয়ে নিম্ন পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করেন:

**أَأَنثُرُ دُرّاً بَينَ سارِحَةِ البَهمِ *** وَأَنظِمُ مَنثوراً لِراعِيَةِ الغَنَمِ**
**لَعَمري لَئِن ضُيِّعتُ في شَرِّ بَلدَةٍ *** لَستُ مُضيعاً فيهِمُ غُرَرَ الكَلِم**
**لَئِن سَهَّلَ اللهُ العَزيزُ بِلُطفِهِ *** وَصادَفتُ أَهلاً لِلعُلومِ وَلِلحِكَم**
**بَثَثتُ مُفيداً وَاِستَفَدتُ وِدادَهُم *** وَإِلّا فَمَكنونٌ لَدَيَّ وَمُكتَتِم**
**وَمَن مَنَحَ الجُهّالَ عِلماً أَضاعَهُ *** وَمَن مَنَعَ المُستَوجِبينَ فَقَد ظَلَم**

**(البحر الطويل)**

"আমি কি গবাদি পশু চারকের গলায় মুক্তার মালা পরাবো? নাকি আমি ছাগলের রাখালের গলায় পুঁতির মালা পরাবো।

আমার জীবনের শপথ, আমি যদি দেশের অনিষ্টে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হই , তাহলে আমি সুন্দর ও ভালো কথা গুলো তাদের কাছে অপচয়কারী নয়।

দয়াময় আল্লাহ যদি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে সংকট থেকে মুক্তি দান করেন, তাহলে আমার কাছে ইলম ও প্রজ্ঞা হাসিলের জন্য যে আগমন করবে আমি তাকে স্বাগত জানাই।

আমি কল্যাণকর বিষয়গুলো প্রচার করছি আর তাদের ভালোবাসা পাওয়াই আমার লাভজনক অর্জন। অন্যথায় আমার নিকট যে ইলম জ্ঞান রয়েছে তা আমার কাছে সংরক্ষিত ও গোপন থাকবে।

আমার জ্ঞানকে মূর্খ থেকে গোপন রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। আমি মূল্যবান মুক্তা ছাগলের গলায় পরাবো না। যে গন্ডমূর্খ জ্ঞান গ্রহণ করতে চায়না, তাকে জ্ঞান দেওয়া অপচয়, আর জ্ঞানের হকদারকে জ্ঞান প্রদান না করা জুলুমের অন্তর্ভুক্ত।" [২]

---

[১] .প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

# চতুর্থ অনুচ্ছেদ

# যুহদিয়াত (পার্থিব অনাসক্ততা ) ও সূফীবাদ (আধ্যাত্মিকতা )

যুহদিয়াত হলো এমন কবিতা যার মাধ্যমে কোন কবি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও আখেরাতের প্রতি ঝুঁকে পড়া সম্পর্কিত ভাব প্রকাশ করে থাকেন। ইসলামী যুগ থেকে যুহদিয়াত কবিতা রচনা শুরু হয়ে উমাইয়া যুগে তা বিস্তৃত হয়। আব্বাসী যুগে এসে তা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সুতরাং নিম্নোক্ত বিষয় গুলো যুহদিয়াত সংশ্লিষ্ট বিষয় হিসেবে সনাক্ত করতে পারি। যথা : ১. দুনিয়ার প্রতি তুচ্ছ ও নিন্দাজ্ঞাপন ২. পার্থিব ধোঁকা ও প্রতারণা ৩. অর্থ সম্পদের অপকারিতা ৪. পাপের স্বীকৃতি ও ক্ষমা প্রাপ্তির প্রত্যাশা ৫. তওবা- ইস্তেগফার ৬. মৃত্যুর অবস্থা ৭. কবর ও তার অবস্থা ৮. হাশর ও হিসাব নিকাশ ৯. জান্নাতের নি'য়ামত ১০. জাহান্নামের ভয়াবহতা।

কবি ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) এ সম্পর্কে অনেক কবিতা রচনা করেন। নিম্নে নমুনা স্বরূপ কতিপয় তুলে ধরা হলো ।

**দুনিয়ার হাক্বীকত-স্বরূপ:**

দুনিয়ার হাক্বীকত হচ্ছে ধোঁকা- প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই না। দুনিয়ার সৌন্দর্যকে মরুভূমির মরীচিকা ও দুনিয়া অর্জনকে মৃত জন্তুর লাশের সাথে তুলনা করে কবি ইমাম শাফে'য়ী বলেন:

وَمَن يَذُقِ الدُنيا فَإِنّي طَعَمتُها *** وَسيقَ إِلَينا عَذبُها وَعَذابِها
فَلَم أَرَها إِلّا غُروراً وَباطِلاً *** كَما لاحَ في ظَهرِ الفَلاةِ سَرابُها
وَماهِيَ إِلّا جيفَةٌ مُستَحيلَة *** عَلَيها كِلابٌ هَمُّهُنَّ اِجتِذابُها
فَإِن تَجتَنِبها كُنتَ سِلماً لِأَهلِها *** وَإِن تَجتَذِبها نازَعَتكَ كِلابُها

**(البحر )**

"কে দুনিয়ার স্বাদ ভোগ করেছে? আমি জগতের স্বাদ ভোগ করেছি। দুনিয়ার যত মিষ্টতা ও অনিষ্টতা আমার চোখে ধরা পড়েছে।

আমি চোখে দেখেছি দুনিয়া কেবল ধোঁকা প্রতারণা কিংবা উষর মরুর ঝিলমিলে ধূসর মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই না।

দুনিয়া ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলা পঁচালাশ বৈ কিছু নয়। যাকে কুকুরের দল লোলুপ দৃষ্টিতে পাহারা দেয়, কখনো খুবলে খায় তার হাড় ও মাংস।

তুমি যদি এই পঁচা লাশ (দুনিয়া) থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও,তাহলে তুমি নিরাপদ,আর যদি আকৃষ্ট হও , তাহলে তা পাবার জন্য কুকুরের মত তুমি ঝগড়ায় লিপ্ত হবে ।" [১]

[১]. ড. ইমাম বদী' ইয়াকুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২।

## ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ও কালের দুর্বিপাকঃ

এ সম্পর্কে কবি মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস (র.) বলেনঃ

**يا راقد الليل مسرورا باوله *** ان الحوادث قد يطرقن اسحارا**

**افنى القرون التي كانت منعمة *** كر الجديدين اقبالا وادبارا**

**يامن يعانق دنيا لا بقاء لها *** يمسي ويصبح في دنياه سفارا**

**هلا تركت من الدنيا معانقة *** حتى تعانق في الفردوس ابكارا**

**ان كنت تبغي جنان الخلد تسكنها *** فينبغي لك ان لا تأمن النارا**
**(البحر البسيط)**

."হে রাতের প্রথম প্রহরে আনন্দ চিত্তে ঘুমন্ত ব্যক্তি! নিশ্চয় রাতের শেষ প্রহরে বিপদ দুর্ঘটনা করাঘাত করবে।
রাত- দিনের আগমন- প্রস্থানের চক্রবৃদ্ধি যুগের ভোগ -বিলাসকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।
ফলে দুর্বিপাক কত রাজা- বাদশাকে বিনাশ করে দিয়েছে। যুগে যুগে কেহ ছিলেন অধিক কল্যাণ কামী ও কেহ ছিলেন অনেক ক্ষতিকারক।
ওহে! যে দুনিয়াকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করছ, মনে রেখো যে দুনিয়ার কোন স্থায়িত্ব নেই। সকাল -সন্ধ্যা সর্বদা দুনিয়া থেকে পরকালে সফরকারী বিদ্যমান।
যে দুনিয়াকে আলিঙ্গন করে আঁকড়ে ধরেছে তুমি কি তাকে ত্যাগ করবে? নাকি তুমি জান্নাতুল ফেরদৌসের যুবতী কুমারীদের সাথে আলিঙ্গন করবে।
তুমি যদি চিরস্থায়ী জান্নাতের কামনা কর এবং সেখানে বসবাস করার আকাঙ্ক্ষা কর, তাহলে তোমার উচিৎ (জাহান্নামকে ভয় করা) দোযখের আগুণ থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে না করা।"[১]

[১] . আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

## ধন-সম্পদের স্বল্পতার উপকারিতা:

অর্থ-সম্পদের আধিক্য মানুষকে পেরেশানি ও অশান্তির মধ্যে ফেলে দেয়। কিন্তু সম্পদ স্বল্প হলে আখেরাতের হিসাব যেমন সহজ হবে, দুনিয়ার জীবনে চিন্তা-উদ্বিগ্নতাও কম থাকে। এর বাস্তবতা সম্পর্কে ইমাম শারফ'য়ী (রহ.) বলেন:

**قَليلُ المَالِ لا ولدٌ يموتُ*** ولا هم يبادرما يفوتُ**
**خفيف الظهر ليس له عيال *** خلي من "حرمت" ومن "دهيت"**
**قضى وطر الصبا وأفاد علماً*** فهمته التعبدُ والسكوتُ**
**(البحر الوافر)**

"মাল সম্পদের স্বল্পতার কারণে কোন সন্তান কোন দিন মৃত্যু বরণ করেনি। আর তার থাকে না ধন-সম্পদ হারিয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা।
যার সংসারে সন্তান-সন্ততি কম, তার পারিবারিক কোন বোঝা নেই। সম্পদ থেকে কেহ বঞ্চিত হওয়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনি মুসীবত- পেরেশানী থেকেও থাকে মুক্ত।
সীমিত সম্পদ দিয়েই সে তার সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ করে এবং উপকারী জ্ঞান প্রদান করে। আর এবাদত বন্দেগী ও নিরবে নির্জনে আল্লাহর জিকির করতে দৃঢ় সংকল্প করে।" [১]

### রহমতের আশা ও পাপের স্বীকৃতি:

জীবনে ঘটে যাওয়া পাপগুলোর প্রতি অনুতপ্ত হয়ে আল্লহর অসীম রহমতের প্রতি প্রত্যাশী হয়ে বিনয় প্রকাশ করে কবি ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন:

**قَلبي بِرَحمَتِكَ اللَهُمَّ ذو أُنُسٍ*** السِرّ وَالجَهرِ وَالإِصباحِ وَالغَلَسِ**
**ماتَقَلَّبتُ مِن نَومي وَفي سِنَتي*** إِلّا وَذِكرُكَ بَينَ النَفسِ وَالنَفَسِ**
**لَقَد مَنَنتَ عَلى قَلبي بِمَعرِفَةٍ*** بِأَنَّكَ اللهُ ذو الآلاءِ وَالقُدسِ**
**وَقَد أَتَيتُ ذُنوباً أَنتَ تَعلَمُها*** وَلَم تَكُن فاضحي فيها بِفِعلِ مَسي**
**فَامنُن عَلَيَّ بِذِكرِ الصالِحينَ وَلا*** تَجعَل عَلَيَّ إِذاً في الدينِ مِن لَبَسِ**
**وَكُن مَعي طولَ دُنيايَ وَآخِرَتي*** وَيَومَ حَشري بِما أَنزَلتَ في عَبَسِ**
**(البحر البسيط)**

" হে আল্লাহ! তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমার হৃদয় প্রশান্ত। গোপনে প্রকাশ্যে, আলোতে আধাঁরে (সর্বদা ও সর্বত্র)।
ঘুমে ও তন্দ্রায় এপাশ ওপাশ পরিবর্তন করার সময় ও তোমার জিকির আমার প্রশ্বাসে নিঃশ্বাসে সর্বদা চালু থাকে।

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

আপনি আমার অন্তরকে এ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অনুগ্রহ করেছ , ফলে আমি অনুধাবন করেছি যে, তুমিই আল্লাহ নিয়ামত রাজির অধিকারী ও তুমি পূত -পবিত্র। আমি বহু পাপ করেছি যা তুমি জান।

অথচ তুমি কোন মন্দ আচরণ দ্বারা আমাকে অপমান করনি।

সুতরাং পূণ্যবানদের দোয়ার ওসীলায় আমাকে দয়া কর। দ্বীনের বিষয়ে কোন ভুলের দায় আমার উপর চাপিও না।

দুনিয়া- আখেরাতের দীর্ঘ সময়ে তুমি আমার সাথে থাক। আর হাশরের দিন যখন আমি বিপদে পড়বো তখন তুমি আমার সাথে থাকিও।" [১]

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও ক্ষমা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় কবি ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) বলেন:

**وَلَمّا قَسا قَلبي وَضاقَت مَذاهِبي *** عَلتُ الرَجا مِنّي لِعَفوكَ سُلَّما**
**تَعاظَمَني ذَنبي فَلَمّا قَرَنتُهُ *** بِعَفوكَ رَبّي كانَ عَفوُكَ أَعظَما**
**فَما زِلتَ ذا عَفوٍ عَنِ الذَنبِ لَم تَزَل *** تَجودُ وَتَعفو مِنَّةً وَتَكَرُّما**
**فَلَولاكَ لَم يَصمُد لِإبليسَ عابِدٌ *** فَكَيفَ وَقَد أَغوى صَفِيَّكَ آدَما**
**فَلِلَّهِ دَرُّ العارِفِ النَدبِ إِنَّهُ *** تَفيضُ لِفَرطِ الوَجدِ أَجفانُهُ دَما**
**يُقيمُ إِذا ما اللَيلُ مَدَّ ظَلامَهُ *** لى نَفسِهِ مَن شِدَّةِ الخَوفِ مَأتَما**
**فَصيحاً إِذا ما كانَ في ذِكرِ رَبِّهِ *** وَفي ما سِواهُ في الوَرى كانَ أَعجَما**
**وَيَذكُرُ أَيّاماً مَضَت مِن شَبابِهِ *** وَما كانَ فيها بِالجَهالَةِ أَجرَما**
**فَصارَ قَرينَ الهَمِّ طولَ نَهارِهِ *** خا الشُهدِ وَالنَجوى إِذا اللَيلُ أَظلَما**
**يَقولُ حَبيبي أَنتَ سُؤلي وَبُغيَتي *** كَفى بِكَ لِلراجينَ سُؤلاً وَمَغنَما**
**أَلَستَ الَّذي غَذَّيتَني وَهَدَيتَني *** وَلا زِلتَ مَنّاناً عَلَيَّ وَمُنعِما**
**عَسى مَن لَهُ الإِحسانُ يَغفِرُ زَلَّتي *** وَيَستُرُ أَوزاري وَما قَد تَقَدَّما**

**(البحر الطويل)**

"যখন আমার অন্তর সংকোচিত হয় যায়, আর আমার চলার পথে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন আপনার মার্জনা ও ক্ষমার মাঝে আমি আমার আলো দেখি।

হে সৃষ্টি কর্তা, আমি আপনার কাছে আমার একান্ত বাসনা তুলে ধরি। এমনকি যদিও আমি একজন বদকার অপরাধী। হে পরম দয়াশীল ও অসীম করুণার ধারক।

আমি যখন আমার অপরাধগুলো একত্রিত করি, তখন দেখি যা বিশাল হয়ে গেছে। কিন্তু আমি আমার রবের কাছে ক্ষমা চাই, কারণ আপনার ক্ষমা তার চেয়ে আরো বিশাল।

আপনার হুকুম না থাকলে ইবলিস আবেদ হতে পারত না, আর আপনার খাটি বান্দা আদমকে কী ভাবে প্রলুব্ধ করতে পারত!

আপনি একমাত্র সত্তা যিনি গুনাহ ক্ষমা করে থাকেন। আপনার পরম ক্ষমাশীলতা ও অসীম অনুগ্রহের গুণে আপনি দয়া করেন ও ক্ষমা করেন।

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

সুতরাং আপনি যদি আমাকে বিচার দিবসে ক্ষমা করে দেন, তাহলে আপনি একজন পাপী ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন, যে নিজের উপর জুলুম করেছে এবং বিদ্রোহী -পাপী যে এগুলো পাপ করে চলছে।

আর যদি আপনি আমাকে শাস্তি দেওয়ার ফায়সালা করে নেন তাহলে আমি নিরাশ হবো না। এমন কি যদিও তারা (ফেরেস্তারা) আমার গুনাহের কারণে আমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করায়। আমার নতুন পুরাতন অপরাধগুলো অতি ব্যাপক ও বড়। কিন্তু বান্দার প্রতি আপনার ক্ষমা তার চাইতে অনেক ব্যাপক ও প্রসারিত।

একজন প্রকৃত বান্দার উদাহরণ হলো যখন সে তাঁর রবের আলোচনা করে, তখন সে তার প্রশংসায় বিশুদ্ধ ও বাকপটু হয় যায়। তখন সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি জগতের অন্যের আলোচনা করতে অক্ষম ও বাকরুদ্ধ হয় যায়।

সে বলে হে আমার প্রিয় রব। আমি শুধু আপনার সমীপে প্রার্থনা করি, আপনার সন্তুষ্টি চাই। আকাঙ্খা পূরণ ও কল্যাণের প্রত্যাশীদের জন্য আপনার সান্নিধ্য লাভের কামনা -বাসনা করাই যথেষ্ট।

আপনি কি সেই সত্তা নন? যিনি আমাকে জীবিকা দান করেছেন, এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। আপনি আমার প্রতি সদয় হওয়া থেকে কখনো বিরত হননি। আমাকে সকল সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন।

আসীম ক্ষমাশীলতায় আপনি আমার ভুলগুলো এবং আমার কৃত অপরাধ ও অন্যান্য যা কিছু (পাপ) আমার দ্বারা হয়েছে সেগুলো ঢেকে রাখবেন আমি সে আশায় আছি।" [১]

## মৃত্যু অলঙ্গনীয়ঃ

মরণ অপ্রতিরোধ্য। পৃথিবীর কোন শক্তি মৃত্যু থেকে রেহাই দিতে পারে না। তাই কবি ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) বলেনঃ

**إِنَّ الطَبيبَ بِطِبِّهِ وَدَوائِهِ *** لا يَستَطيعُ دِفاعَ مَكروهٍ أَتى**
**ما لِلطَبيبِ يَموتُ بِالداءِ الَّذي *** قَد كانَ يُبرِئُ جُرحَهُ فيما مَضى**
**هلك المُداوي وَالمُداوى وَالَّذي *** جَلَبَ الدَواءَ وَباعَهُ وَمَنِ اِشتَرى**
**(البحر الكامل)**

" নিশ্চয় ডাক্তারের আসল পরিচয় তার চিকিৎসা ও পথ্য দিয়ে। তবে নিয়তির নির্ধারিত ফয়সালাকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

ডাক্তারের কি হলো যে সে নিজে মৃত্যু থেকে বাচাঁর জন্য ঔষধ গ্রহণ করে মৃত্যুবরণ করলো অথচ ইতোপূর্বে তার মত অনেক অসুস্থ ব্যক্তিকে ঔষধ দিয়ে আরোগ্য করল।

চিকিৎসক, যার চিকিৎসা করা হয়, যে ঔষধ আমদানি করে, যে ক্রয় করে ও যে বিক্রি করে সবাইতো মৃত্যুবরণ করে।" [২]

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২-১০৩।

[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন:

**المرأ في كورته ضائع ** الليث في غيضته جائع**
**فاخرج تري الناس وتلقي الغني** فالموت لا يدفعه دافع**
(البحر السريع)

"মানুষ অজোঁপাড়া গাঁয়ে বিনষ্ট হচ্ছে আর সিংহ জঙ্গলে ক্ষুধায় মরছে।
অতএব তুমি বাহির হও আর দেখ মানুষ ধনী লোকের সাথে সাক্ষাৎ করছে, কিন্তু কোন দমনকারী মৃত্যুকে দমন করতে পারবে না।" [১]

**কবর সম্পর্কে বলেন:**

কবরের চাপ দুনিয়ার আনন্দ-ফূর্তি সবশেষ করে দিবে। এ সম্পর্কে কবি বলেন:

**تَبغي النَجاةَ وَلَم تَسلُك طَريقَتَها *** إِنَّ السَفينَةَ لا تَجري عَلى اليَبَسِ**
**رُكوبُكَ النَعشَ يُنسيكَ الرُكوبَ عَلى *** ما كُنتَ تَركَبُ مِن بَغلٍ وَمِن فَرَسِ**
**يَومَ القِيامَةِ لا مالٌ وَلا وَلَدٌ *** وَضَمَّةُ القَبرِ تُنسي لَيلَةَ العُرسِ**
**(البحر البسيط)**

"তুমি মুক্তি কামনা করছ, অথচ তুমি মুক্তির পথে চলছ না, নিশ্চয় নৌকা শুকনা স্থানে চলতে পারে না।
কফিনের উপর আরোহণ তোমাকে খচ্চর- ঘোড়া (তথা যান বাহন চড়া ) আরোহণের কথা ভুলিয়ে দিবে।
কিয়ামতের দিবসে সন্তান ,সম্পদ কোন কাজে আসবে না, আর কবরের চাপ বাসর রাতের আনন্দ বিস্মৃত করে দিবে।" [২]

## সূফিবাদ-আধ্যাত্মিকতা:

শরীয়তের ও মারিফত তথা আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান একটি অপরটিই পরিপূরক। একটি ছাড়া অন্যটি পূর্ণতা পায় না। মারিফতের জ্ঞান ছাড়া শুধু শরীয়তের জ্ঞান দ্বারা যেমন প্রকৃত আলিম হওয়া যায় না ঠিক তেমনি শরীয়তের জ্ঞান ছাড়া কেবল আধ্যাত্মিকতা জ্ঞান দ্বারা প্রকৃত মুমিন হওয়া যায় না। তাই কুরআন- সুন্নাহের জ্ঞান ও আত্মশুদ্ধির জ্ঞান উভয়টি অর্জন করতে হয়। এ সম্পর্কে ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) বলেন:

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

فَقيهاً وَصوفِياً فَكُن لَيسَ واحِداً *** فَإِنّي وَحَقُ اللهِ إيّاكَ أَنصَحُ
فَذَلِكَ قاسٍ لَم يَذُق قَلبُهُ تُقىً *** وَهَذا جَهولٌ كَيفَ ذو الجَهلِ يَصلُحُ
(البحر الطويل)

" তুমি ফক্বীহ ও সূফী উভয় হও, শুধু একটি নয়। নিশ্চয় আমি আল্লাহর হকের কসম করে তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি।
এটা (আধ্যাত্মিকাত ও দ্বীনী জ্ঞান) এক কঠিন বিষয়, জ্ঞানশুণ্য অন্তর কখনো তাকওয়ার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। আর দ্বীনী জ্ঞান ছাড়া আধ্যাত্মিকতা এমন এক মারাত্মক অজ্ঞতা, একজন মূর্খকে কিভাবে সংশোধন করা যায়?। "[১]
তিনি অন্যত্র বিশ্ববিখ্যাত কতজন প্রকৃত সূফী সাধকের নাম উল্লেখ করে বলেন:

أَجَاعَتْهُمْ الدُّنْيَا فَخَافُوا وَلَمْ يَزَلْ** كَذَلِكَ ذُو التَّقوىَ عَنْ العَيْشِ مُلْجَمَا
أَخُو طَيءٍ دَاوُدُ مِنْهُمُ وَمِسْعَرٌ** وَمِنْهُم وهَيْبٌ وَالْعَرِيبُ بْنُ أَدْهَمَا
وَفي ابْنِ سَعِيْدٍ قُدْوَةُ البِرّ وَالنُّهَى** وفي الوَارِثِ الفَارُوْقِ صِدْقًا مُقَدَّمَا
أَوْلِئكَ أَصْحَابِي وَأَهْلُ مَوَدَّتِيْ** فَصَلَّى عَلَيْهِم ذُو الجَلاَلِ وَسَلَّمَا
(البحر الطويل)

"দুনিয়া তাদেরকে অভুক্ত করে রেখেছে এতে তারা ভীত হয়েছে। এ জন্য তারা তাকওয়ার লাগাম দ্বারা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।
এসকল মুত্তাকী ও সাধকদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভাই দাউদ আত তায়ী, মিসআর বিন কুদামা, ওহীব, আরীব ও ইবনে আদহাম। আরো রয়েছেন ইবনে সাঈদ, সুফিয়ানে সওরী এরা হচ্ছেন পূণ্যবান ও বুদ্ধিমানদের আদর্শের প্রতীক।
আর তারা হলেন, দ্বীনের কাজে অগ্রগামী হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) এর উত্তরসুরী।ঐ সকল লোকেরা হচ্ছেন আমার সাথী ও বন্ধু, মহান আল্লাহ তাদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুক।"[২]

[১] .প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।
[২] .প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

## পঞ্চম অনুচ্ছেদ

# উপদেশ ও নসীহতমূলক কবিতা

উত্তম উপদেশ ও সঠিক দিক নিদের্শনা মানুষকে সত্য পথে পরিচালিত করতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। বিজ্ঞ লোকের উপদেশ অজ্ঞ লোকের সঠিক পথের সন্ধান দেয়, পায় মুক্তির পথ। ইমাম শাফে'য়ী (রহ.)- এর কবিতায় বেশ কিছু নসীহত মূলক কবিতা রয়েছে। উলামায়ে কেরাম ও ওয়ায়েজদের উদ্দেশ্যে উপদেশ দেন, মানব কল্যাণ ও সমাজ সেবার জন্য, মূর্খলোক থেকে সতর্ক থাকার জন্য, আত্ম মর্যাদা ও আত্মতুষ্টির জন্য, যুগের উত্তম বিষয়গুলো গ্রহণ করার জন্য,দেশ ভ্রমণের উপকারিতা,জ্ঞান অর্জনের মাহাত্ম ,অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা, প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা, ধৈর্য ধারণ করা, প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে, শালীন ভাষায় উপদেশ প্রদান করেন। তিনি উপদেশ দাতাদেরকে তাদের মৌলিক গুণাবলী অর্জন ও নৈতিক চরিত্র সুন্দর করে মানুষকে ওয়াজ- নসীহত করার উপদেশ দিয়ে বলেন:

**يا واعِظَ الناسِ عَمّا أَنتَ فاعِلُهُ *** يا مَن يُعَدُّ عَلَيهِ العُمرُ بِالنَفَسِ**
**اِحفَظ لِثَوبِكَ مِن عَيبٍ يُدَنِّسُهُ *** اِنَّ البَياضَ قَليلُ الحَملِ لِلدَنَسِ**
**كَحامِلٍ لِثِيابِ الناسِ يَغسِلُها *** وَثَوبُهُ غارِقٌ في الرِجسِ وَالنَجَسِ**
**تَبغي النَجاةَ وَلَم تَسلُك طَريقَتَها *** اِنَّ السَفينَةَ لا تَجري عَلى اليَبَسِ**
**(البحر البسيط)**

" ওহে মানুষকে এমন সৎকাজের উপদেশ দাতা! যে কাজ তুমি নিজে সম্পাদনকারী নয়। হে এমন ব্যক্তি ! যার জীবন শ্বাস-নিঃশ্বাস দ্বারা গণনা করা হয়।
তুমি তোমার শুভ্রতা তথা বার্ধক্যকে এমন ত্রুটি থেকে হেফাজত কর, যা তাকে কলুষিত করে। নিশ্চয়ই শুভ্রবস্তু অল্প ময়লা বহনে কলুষিত হয় যায়।
হে উপদেশদাত! তুমি মানুষের কাপড় বহনকারী ধোপারমত। যে অন্যের কাপড় ধৌত করে পবিত্র করে অথচ নিজের কাপড় ময়লা ও অপবিত্রতায় নিমজ্জিত থাকে।
তুমি মুক্তির আশা করছ, অথচ মুক্তির পথে চলতেছনা। নিশ্চয়ই জাহাজ শুকনো স্থানে চলতে পারে না।" [১]

তিনি ক্ষতিকর জ্ঞানী ও মূর্খ সম্পর্কে বলেন:

***فســاد كبيـر عالم متـهتك ** وأكبر منـه جـاهل متنسك***

***هما فتنـة في العالمين عظيمة ** لمن بهما فـي دينـه يتمسك***

[১] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪।

"নির্লজ্জ আলিম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফিতনা, তার চেয়ে ও বড় ফিতনা হলো বকধার্মিক তথা মূর্খ তাপস।
একজন ধার্মিক যে তাঁর ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছে তার জন্য এ দুই শ্রেণির মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফিতনা বিপর্যয়।" [১]

গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা সমালোচনা ইত্যাদি ত্যাগ করার উপদেশ দিয়ে ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) বলেন:

**فــــــدع ذكر القبيح ولا تردہ*** ومـــــــــــن أوليته جسنا فزده**
**ســــــــــتكفى من عدوك كل كيد*** إذا كــــــاد الـــــعدو ولم تــكده**

মন্দ ও খারাপ আলোচনা ছেড়ে দাও, মন্দ আলোচনা করো না। যে ব্যক্তি ভালো কিছু করে তার আলোচনা বৃদ্ধি করে দাও।
তোমার শত্রুর সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তোমার সাথে যখন চক্রান্ত করে তখন তুমি তার সাথে চক্রান্ত করবে না। [২]

**কবি মানব সেবার উপকারিতার বর্ণনা দিয়ে বলেন,**

**الناس بالناس مادام الحياء بهم ***  والسعد لاشك تارات.. وهبات**

**وافضل الناس ما بين الورى رجل  ***  تقضى على يده.. للناس حاجات**

**لا تمنعن يد المعروف عن احد ***  ما دمت مقتدراً.. والعيش جنات**

**واشكر فضائل صنع الله   اذ جعلت*** اليك، لالك ،عند الناس، حاجات**

**قد مات قوم وما ماتت مكارمهم ***  وعاش قوم.. وهم في الناس اموات**

**(البحر البسيط)**

" মানুষ মানুষ দ্বারা উপকৃত হয়, যতক্ষণ তাদের মধ্যে লজ্জা- শরম বিদ্যমান থাকে।
নিঃসন্দেহে বারবার দমকা বাতাসের উত্তাল শুভলক্ষণ হতে পারে।
সৃষ্টি জগতে সবচেয়ে শ্রেষ্ট ঐ ব্যক্তি যার হাতে মানুষের প্রয়োজন পূরণ হয়।

---

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভালোকাজে কখনো বাধা প্রদান করবে না। যতক্ষণ তোমার সামর্থ থাকবে, সহযোগিতা করবে। বার বার ভালো কাজ করার সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর সৃষ্টি জগতে তোমাদেরকে শ্রেষ্টত্ব দেওয়ায় তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। বিবেক বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব এটা শুধু তোমার স্বার্থের জন্য নয় বরং মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্যও বটে। বহু সম্প্রদায় মারা গেছে কিন্তু তাদের মহৎ কর্মগুলো বেঁচে আছে; মরে নাই, মানব সমাজ থেকে তারা চলে গেলেও যুগ যুগ ধরে মানব অন্তরে তারা ওমর হয়ে আছে।" [১]

ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) অল্পেতুষ্টি অর্জন করার ও প্রবৃত্তির অনুস্মরণ ত্যাগ করার উপদেশ দিয়ে বলেন:

***عزيز النفس من لزم القناعة***
ولم يكشف لمخلوق قناعه
أفادتني التجارب كل عز***
وهل عزّ أعزُّ من القناعة
فصيّرها لنفسك رأس مال***
وصيَّر بعدها التقوى بضاعه
ولا تطع الهوى والنفس واعمل***
من الخيرات قدر الاستطاعة
أحب الصالحين ولست منهم ***
لعلي أن أنال بهم شفاعة
وأكره من تجارته المعاصي***
ولو كنا سواءً في البضاعة
(البحر الوافر)***

"আত্ম মর্যাদাবান ঐ ব্যক্তি যে অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জন করেছে, সে কোন মাখলুকের কাছে তার অভাবের পর্দা উন্মোচন করেনি।
অভিজ্ঞতা আমাকে অবগত করেছে যে, অল্পেতুষ্টির মধ্যে সকল সম্মান মর্যাদা নিহিত।
অল্পেতুষ্টির সম্মানের চেয়ে কি আর বড় কোন সম্মান আছে?!
অল্পেতুষ্টিকে তোমার নিজের জীবনের জন্য পূঁজি হিসেবে গ্রহণ কর। এর পর তাক্বওয়াকে সবচেয়ে বড় পন্য -সম্পদে পরিণত কর।
আত্মা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করোনা। সামর্থ অনুযায়ী বেশী থেকে বেশী কল্যাণময় কাজ কর।
আমি নেককরা লোকদেরকে ভালোবাসি, যদিও আমি তাদের মধ্যে গণ্য নয়। আশাকরি আমার এই ভালোবাসা পরকালে তাদের সুপারিশ পাওয়া সহায়ক হবে।
যার পাপের ব্যবসা রয়েছে আমি তাদেরকে ঘৃণা করি, যদিও আমি পাপের বোঝার দিক থেকে তাদের মত সমান।" [২]

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

তিনি জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব দিয়ে বলেন:

إِذا رَأَيْت شباب الْحَيّ قد نـشأوا*** لا يَحمِلُونَ قِلالَ الحِـبـرِ والـوَرَقَا
وَلَا تراهم لَدَى الْأَشْيَاخ فِي حِلَقٍ*** يَعُونَ من صَالح الْأَخْبَار مَا اتَّسَقَا
فَـعَدِّ عَنـهُم وَدَعـهُـم إِنّهـم هَمَجٌ*** قَدْ بَدّلـوا بِـعُلُـوِّ الـهِـمَّـةِ الحُمُـقَا

(البحر البسيط)

“যখন তুমি দেখবে যে সম্প্রদায়ের কোন যুবক বড় হচ্ছে, কিন্তু কলমের কালি ও খাতা বহন করছেনা।
আর তাদের প্রবীণ মুরুব্বিদের মজলিসে এ যুবকদের দেখতে না পাও, বৃদ্ধদের অভিজ্ঞতালব্ধ কথা গুলো গ্রন্থনায় সহযোগিতা করতে না দেখ।
তাহলে এ সকল যুবকদের ছেড়ে দাও এদেরকে অসভ্য বর্বর হিসেবে গণ্য কর।
কেননা তারা সুউচ্চ প্রাণবন্তকে নির্বুদ্ধিতায় পরিণত করেছে।” [১]

ইমাম শাফে‘য়ী (রহ.) প্রকৃত জ্ঞানী, ধনী ও নেতার পরিচয় দিয়ে বলেন:

إنَّ الفَقيـهَ هُوَ الفَقيهُ بِفِعلِهِ *** لَيسَ الفَقيـهُ بِنُطقِهِ وَمَقالِهِ
وَكَذا الرَئيسُ هُوَ الرَئيسُ بِخُلقِهِ*** لَيسَ الرَئيسُ بِقَومِهِ وَرِجالِهِ
وَكَذا الغَنِيُ هُوَ الغَنِيُ بِحالِهِ*** لَيسَ الغَنيُّ بِمُلكِهِ وَبِمالِهِ
(البحر الكاملل)

“ নিশ্চয়ই পন্ডিতের প্রকৃত পরিচয় তার কর্মে, তার বাকপটুতা ও ভাষণের দ্বারা নয়।
এভাবে প্রকৃত নেতার পরিচয় তার চরিত্র- নৈতিকতা দ্বারা, তার আসল পরিচয় সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠি দ্বারা নয়।”
এ ভাবে প্রকৃত ধনী হলো তার মনের উদারতা দ্বারা,রাজত্ব ও মাল দ্বরা ধনীর আসল পরিচয় নয়।[২]
দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু আখেরাতের তুলনায় একেবারে নগণ্য ও তুচ্ছ। দুনিয়াতে ঈমান, দীন ইসলাম, ও সুস্থতা হচ্ছে সবচেয়ে বড় দৌলত। অত এব দুনিয়ার কোন কিছু হরিয়ে গেলে আফসোস করার কোন দরকার নাই। এ সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে ইমাম শাফে‘য়ী (রহ.) বলেন:

لا تأسَ في الدنيا على فائتٍ *** وعندك الإسلامُ والعافيه
إن فات شيءٌ كنتَ تُدعىَ له *** ففيهما من فائتٍ كافيه

(البحر السريع)

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

" দুনিয়াতে হারিয়ে  যাওয়া কোন বস্তুর জন্য আফসোস করোনা , কারণ তোমার কাছে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ ইসলাম ও সুস্থতা।
যদি কোন বস্তু তোমার হারিয়ে যায়, আর তা পাওয়ার জন্য চেষ্টাকর, তাহলে জেনে রখ, তুমি যা হায়িেছে তার চেয়ে উত্তম জিনিস ইসলাম ও নিরাপত্তা তোমার নিকট রয়েছে, তা তোমার জন্য যথেষ্ট।" [১]
যুগের পরিবর্তনের সাথে মানব চরিত্রও পরিবর্তন হয়। তাই কবি ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) বন্ধু নির্বাচনে
সতর্কতা অবলম্বন করার উপদেশ দিয়ে বলেন:

**كن ساكِناً في ذا الزَمانِ بِسَيرِهِ *** وَعَنِ الوَرى كُن راهِباً في دَيرِهِ**
**وَاِغسِل يَدَيكَ مِنَ الزَمانِ وَأَهلِهِ *** وَاِحذَر مَوَدَّتَهُم تَنَل مِن خَيرِهِ**
**إِنّي اِطَّلَعتُ فَلَم أَجِد لي صاحِباً *** أَصحَبُهُ في الدَهرِ وَلا في غَيرِهِ**
**فَتَرَكتُ أَسفَلَهُم لَكَثرَةِ شَرِّهِ *** وَتَرَكتُ أَعلاهُم لِقِلَّةِ خَيرِهِ**

**(البحرالكامل )**

"যুগের উত্তম আচরণবিধি নিয়ে অগ্রগামী হও। আর জগত জীবন থেকে বিমুখ হয়ে সংসার ত্যাগী হয়ে আশ্রমে অবস্থান কর।
নিজেকে এবং যুগের মানুষগুলোকে কৌতুকচ্ছলে কলুষতা থেকে পরিস্কার কর। যুগের মানুষগুলোর কৃত্রিম ভালোবাসা থেকে সতর্ক থাক, তা হলে যুগের সকল কল্যাণ লাভ করবে। আমি অনেক অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু আমার মনমত কোন বন্ধু- সাথী পাইনি। ফলে আমি সকলকে বাদ দিয়ে যুগকে সঙ্গী করেছি।
আমি মন্দ লোককে ত্যাগ করেছি, তাদের নিকৃষ্টতার কারণে, আর উঁচু মানের লোকের সঙ্গ ত্যাগ করেছি তাদের মধ্যে কল্যাণের স্বলপতার কারণে।" [২]

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

# ষষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ প্রার্থনা ও মিনতি বিষয়ক কবিতা

বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত, দু:খ-কষ্ট ,অশান্তি-পেরেশানী, রোগ-বালাই সবকিছু আল্লাহর হাতে। এ সকল সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে, নত হলে, চোখের পানি ফেললে, আল্লাহর পবিত্র নামের উসীলা নিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ পাক পাহাড় সম সমস্যা সমাধান করে দেন।
ইমাম শাফে‘য়ী (ও.)- এর কবিতায় এমন প্রার্থনা ও দোয়া সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি প্রার্থনার শেষে নবী (ﷺ) এর উপর দরুদ পাঠ করে মুনাজাত শেষ করেন। কারণ দোয়ার শেষে আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর উপর দুরুদ পাঠ করলে দোয়া কবুল হওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন নবী করিম (ﷺ)। কবি ইমাম শাফে‘য়ী (র.) আল্লাহর গুণবাচক কিছু নাম উল্লেখ করে এভাবে প্রার্থনা করেন।

يا من تحل بذكره *** عقد النوائب والشدائد
يا من إليه المشتكى *** وإليه أمر الخلق عائد
يا حي يا قيوم يا *** صمد ، تنزه عن مضادد
أنت الرقيب على العبا د *** وأنت في الملكوت واحد
أنت العليم بما بليت به * ** وأنت عليه شاهد
أنت المنزه يا بديع الخلق *** عن ولد ، ووالد
أنت المعز لمن أطاعك *** والمذل لكل جاحد
أني دعوتك والهموم *** جيوشها قلبي تطارد
فرج بحولك كربتي ** يا من له حسن العوائد
فخفي لطفك يستعان *** به على الزمن المعاند
أنت الميسر و المسبب *** و المسهل و المساعد
يسر لنا فرجا قريبا ** يا إلهي لا تباعد
كن راحمي فلقد أيست *** من الأقارب والأباعد
"ثم الصلاة على النبي *** وآله ما خر ساجد

(مجزوء الكامل )

“ওহে যার স্মরণে কঠিন মুসীবত ও দুর্যুগের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়।
ওহে যার কাছে অভিযোগ করলে, যার আদেশে সৃষ্টি জগত পরিবর্তন হয়ে যায়।
হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, হে অমুখাপেক্ষী, ধ্বংস থেকে পবিত্র, মুক্ত।
আপনি বান্দার সকল কিছু নিয়ন্ত্রক, আপনি বিশ্ব রাজ্যের একক অধিকারী। আমি যা দ্বারা আক্রান্ত হই, তা ব্যাপারে আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি প্রত্যক্ষদর্শী।
হে সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, আপনি সন্তান জন্মদান ও পিতা হওয়া থেকে পূত-পবিত্র।
যে আপনার আনুগত্য করে তাকে আপনি সম্মান দান করেন আর যে নাস্তিক আপনাকে অস্বীকার করে তাকে লাঞ্চিত করেন।
আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি চিন্তা-পেরেশানীর সৈন্য আমার অন্তরকে আক্রমণ করেছে।

আমার দু:খ- কষ্ট আপনি পরিবর্তন করে উপশম করেদিন। ওহে যার জন্য আপনি উত্তম প্রত্যাবর্তন রেখেছেন।
আপনার গোপন দয়া দ্বারা আমাকে অবাধ্য যুগের বিপদে সাহায্য কর।
আপনি স্বচ্ছল কারী, আপনি উদ্ভাবনকরী, আপনি সহজকারী, আপনি সাহায্যকারী।
হে আমার ইলাহ! আমার কষ্ট দূর করে সহজ করে দেন, আমাকে দূরে ঠেলে দিওনা।
দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সকল থেকে আমি নিরাশ হয়ে গেছি, তুমি আমাকে রহম কর।
সর্বশেষে নবী (ﷺ) ও তাঁর পরিবার বর্গের উপর দুরুদ ও সালাম পেশ করছি যিনি আপনার কাছে সিজদা নতহয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন।" [১]

দোয়া ও প্রার্থনা বিষয়ক আরো কিছু কবিতা নমুনা স্বরুপ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

**خف الله وارجوه لكل عظيمة *** ولا تطع النفس اللجوج فتندما**
**وكن بين هاتين من الخوف والرجا *** وأبشر بعفو الله إن كنت مسلما**
**ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي *** جعلت الرجا مني لعفوك سلما**
**إليك - إله الخلق - أرفع رغبتي *** وإن كنت - يا ذا المن والجود - مجرما**
**تعاظمني ذنبي، فلما قرنته *** بعفوك ربي كان عفوك أعظما**
**فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل*** تجود وتعفو منة وتكرما**
**فإن تعف عني تعف عن متمرد ***ظلوم غشوم حين يلقاك مسلما**
**وإن تنتقم مني فلست بآيس *** ولو أدخلت نفسي بجرمي جهنما**
**فجرمي عظيم من قديم وحادث *** وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما**
**فلولاك لم يصمد لإبليس عابد *** فكيف، وقد أغوى صفيك آدما**
**فيا ليت شعري هل أصير لجنة *** أهنا وإما للسعير فأندما**
**فلله در العارف الندب إنه *** تفيض لفرط الوجد أجفانه دما**
**يقيم إذا ما الليل مد ظلامه *** على نفسه من شدة الخوف مأتما**
**فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه *** وفيما سواه في الورى كان أعجما**
**ويذكر أياما مضت من شبابه *** وما كان فيها بالجهالة أجرما**
**فصار قرين الهم طول نهاره *** أخا السهد والنجوى إذا الليل أظلما**
**يقول: حبيبي أنت سؤلي وبغيتي*** كفى بك للراجين سؤلا ومغنما**
**ألست الذي غذيتني وهديتني *** ولا زلت منانا علي ومنعما**
**عسى من له الإحسان يغفر زلتي ***ويستر أوزاري وما قد تقدم [2]**

**(البحر الطويل)**

তিনি আরো বলেন:

[১] .প্রাগুক্ত, পৃ.৫১-৫২।
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ.১০২-১০৩।

**يا من يرى ما في الضمير و يسمع *** أنت المعدّ لكل ما يتوقع**
**يا من يرجّى للشدائد كلها *** يا من اليه المشتكى و المفزع**
**يا من خزائن رزقه في قول كن *** امنن فان الخير عندك أجمع**
**ما لي سوى فقري اليك وسيلة *** و بالافتقار اليك فقري أدفع**
**ما لي سوى قرعي لبابك حيلة *** فلئن طردت فأي باب أقرع**
**و من الذي أدعو و أهتف باسمه *** ان كان فضلك عن فقير يمنع**
**حاشا لمجدك أن تقنّط عاصيا *** الفضل أجزل و المواهب أوسع**
**بالذل قد وافيت بابك عالما *** ان التذلل عند بابك ينفع**
**وجعلت معتمدي عليك توكلا *** و بسطت كفي سائلا أتضرّع**
**و بحق من أحببته و بعثته *** و أجبت دعوة من به يتشفع**
**اجعل لنا من كل ضيق مخرجا *** و الطف بنا يا من اليه المرجع**
**ثم الصلاة على النبي و آله *** خير الخلائق شافع و مشفّع[1]**

**(البحر الكامل)**

[১] .প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬।

# সপ্তম অনুচ্ছেদ: দর্শন ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য

ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) একজন সুবিজ্ঞ ও নীতিবোধ সম্পন্ন লোক ছিলেন। তার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, যুগের পরিবর্তন ও কালের আবর্তন থেকে লব্ধ জ্ঞানের সার নির্যাস থেকে কিছু কবিতা রচনা করেন, যার মধ্যে গভীর জ্ঞানগর্ভ কথা ও দর্শনের ছাপ বিদ্যমান। তিনি তাঁর এ সকল জ্ঞানগর্ভ নীতি বাক্য নানা ধরণের উপমা - উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছেন। তিনি যুগ ও জীবন, সমুদ্রের বাস্তবতা, চন্দ্র-সূর্য ও তারকার অবস্থান নিয়ে বলেন:

**الدَهرُ يَومانِ ذا أَمنٌ وَذا خَطَرُ *** وَالعَيشُ عَيشانِ ذا صَفوٌ وذا كَدَرُ**
**أَما تَرى البَحرَ تَعلو فَوقَهُ سجِيَفٌ *** وَتَستَقِرُّ بِأَقصى قاعِهِ الدُرَرُ**
**وَفي السَماءِ نُجومٌ لا عِدادَ لَها *** وَلَيسَ يُكسَفُ إِلّا الشَمسُ وَالقَمَرُ**
(البحر البسيط)

" যুগ-কাল দুভাগে বিভক্ত: কখনো নিরাপদ আবার কখনো আপদ। জীবন ও দুইভাগে বিভক্ত নির্মলতা ও পঙ্কিলতা।
তুমি কী লক্ষ করনি? সমুদ্র মৃতদেহ উপরে ভাসিয়ে-দেয়, আর মুক্তা তার গভীর তলদেশে আবদ্ধ করে রাখে।
আকাশে রয়েছে অসংখ্য অগনিত তারকারাজি কিন্তু চন্দ্র-সূর্য ছাড়া একটা তারকাতে ও গ্রহণ হয় না।" [১]

তিনি মানুষের চার শত্রু সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন:

**أني بليت بأربع يرمينني *** بالنبل من قوس لهن صرير**
**إبليس والدنيا ونفسي والهوى *** أنى يفر من الهوى نحرير ؟**
(البحر الكامل)

" আমি চারটি বস্তু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিপদে পড়েছি, যা তীব্রগতিতে কর্কশ ধ্বনিতে ধনুকের তীর আমাকে আঘাত করেছে।
চারটি হলো ইবলিছ (শয়তান), দুনিয়া, আত্মা ও প্রবৃত্তি। দক্ষ-জ্ঞানী প্রবৃত্তির তাড়না থেকে কোথায় পলায়ন করতে পারবে? "
তিনি আরো বলেন:

**يقولون :اسباب الفراغ ثلاثة *** ورابعها خلوه وهو خيارها**
**وقد ذكروا مالا وأمنا وصحة *** ولم يعلموا أن الشباب مدارها**

[১] .আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

“ জ্ঞানীরা বলেন: অবসর গ্রহণ করার উপকরণ তিনটি , কিন্তু চতুর্থটি তারা ছেড়ে দিয়েছে যা তিনটির চেয়ে সেরা।
তারা উল্লেখ করেন, তিনটি বিষয়; মাল, নিরাপত্তা ও সুস্থতা, কিন্তু তারা জানেনা যে, এ সবের মধ্যে আসলটি হচ্ছে যৌবন।” [১]

ইমাম শাফে‘য়ী (রহ.) বলেন:

**سأترك حبها من غير بغض *** وذاك لكثرة الشركاء فيه**
**وإذا سقط الذباب على طعام *** رفعت يدي ونفسي تشتهيه**
**وتجتنب الأسود ورد ماء *** إذا كان الكلاب ولغت فيه**
**إذا شرب الأسد من خلف كلب *** فذاك الأسد لا خير فيه**
**ويرتجع الكريم خميص بطن *** ولا يرضى مساهمة السفيه**
**(البحر الوافر)**

“শত্রুতা ছাড়াই শীঘ্রই আমি তোমার ভালোবাসা ত্যাগ করবো। এর কারণ হলো এ ভালো বাসায় অনেক অংশীদার হয়ে গেছেন।
যখন কোন খাবারে মাছি পতিত হয়, তখন খাদ্যটি ফেলে দেই, কিন্তু তা খাওয়ার জন্য মনে খুবই ইচ্ছা জাগে।
কুকুর যখন পানির ঘাটে গিয়ে পানি পান করার জন্য আগে মুখ দেয়, তখন সিংহ এ ঘাটে পানি পান করা থেকে দূরে থাকে।
সিংহকেশরী যখন কুকুরের পিছনে পানি পান করতে যায়, সাবধান মনে রেখো এ বনরাজ্যে আর কোন কল্যাণের আশা নেই।
সম্মানিত ব্যক্তি যখন না খেয়ে শূন্যোদরে ফিরিয়ে যায়, তখন মূর্খের সাথে অংশ গ্রহণে কোন আত্মতুষ্টি নেই।’ [২]

তিনি আরো বলেন:

**صديقك من يعادي من تعادي *** بطول الدهر ما سجع الحمام**
**ويوفي الدين عنك بغير مطل *** ولا يمنن به أبدا دوام**
**فإن صافا صديقك من تعادي *** ويفرح حين ترشقك السهام**
**فذاك هو العدو بغير شك *** تجنبه فصحبته حـــــــرام**
**فإنا قد سمعنا بيت شعر *** شبيه الدر زينه النظـــــام**
**إذا وافا صديقك من تعادي *** فذاك هو العدو وانفصل الكلام**
**(البحر الوافر)**

[১].প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯।
[২] .প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।

"তোমার প্রকৃত বন্ধুতো সেই ব্যক্তি; যার সাথে তুমি শত্রুতা পোষণ কর, সেও তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, কবুতর যত দিন বাক বাকুম আওয়াজ করবে ততদিন পর্যন্ত এ দীর্ঘ কাল।

প্রকৃত বন্ধুও তা সে ব্যক্তি যে, তোমার পক্ষ থেকে কাল বিলম্ব না ছাড়াই ঋণ পরিশোধ করে আর এ উপকারের বিনিময় কিছু পাবে তা কস্মিনকালেও আশা করে না।

পক্ষান্তরে যার সাথে তুমি শত্রুতা পোষণ কর, তোমার বন্ধু যদি তার সাথে সখ্যতা গড়ে তুলে আর শত্রু তোমাকে তীর নিক্ষেপ করলে সে আনন্দিত হয়।

তাহলে নিঃসন্দেহ জেনে রাখা, সে তোমার আসল শত্রু, তুমি তার কাছ থেকে দূরে থাকবে, তার সাথে বন্ধুত্ব করা তোমার জন্য অবৈধ।

নিশ্চয়ই আমরা কবিতার পঙক্তি আবৃত্তি শুনেছি। মুক্তা সদৃশ ও মুক্তার মত সুন্দর বস্তুগুলো সুশৃংখল ভাবে গাঁথা হয়ে থাকে।

তুমি যার সাথে বিদ্বেষ পোষণ কর তোমার বন্ধু যদি তার কাছে তোমার বিষয়গুলো সরবরাহ করে শত্রুতা পোষণ করে এবং তোমার কথা গুলো বিছন্ন করে তার কাছে পৌছিয়ে দেয়।" [১]

**عجبتُ لمن يبكي على عيب غيرهِ *** دموعاً ولا يبكي على عيبه دما**
**وأعجب من هذا أن يرى عيب غيرهِ *** صغيراً وفي عينيه من عيبه عمى**
**(البحر الطويل)**

"আমি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি যে, অন্যের দোষ দেখে কেঁদে অশ্রুপাত করে অথচ নিজের দোষের ব্যাপারে কান্নার ভানকরে চোখ রক্তিম করে না।

আমি বিস্মিত হই যে, অন্যের ছোট খাটো দোষ দেখে, পক্ষান্তরে তার নিজের মধ্যে বড় দোষগুলো ব্যাপারে সে অন্ধ হয়ে যায়। "[২]

তিনি অন্যত্র বলেন:

**وَعَينُ الرِضا عَن كُلِّ عَيبٍ كَليلَةٌ *** وَلَكِنَّ عَينَ السُخطِ تُبدي المَساوِيا**
**وَلَستُ بِهَيّابٍ لِمَن لا يَهابُني *** وَلَستُ أَرى لِلمَرءِ ما لا يَرى لِيا**
**فَإِن تَدنُ مِنّي تَدنُ مِنكَ مَوَدَّتي *** وَإِن تَنأَ عَنّي تَلقَني عَنكَ نائِيا**
**كِلانا غَنيٌّ عَن أَخيهِ حَياتَهُ *** وَنَحنُ إِذا مِتنا أَشَدُّ تَغانِيا**
(البحر الطويل)

"সন্তুষ্টির চোখ সকল দোষ- ত্রুটি থেকে নিষ্প্রভ থাকে,আর অসন্তুষ্টির চোখ সকল মন্দকে প্রকাশ করে দেয়।

যে আমাকে ভয় দেখায়, আমি তাকে ভয় করিনা। যে আমার প্রতি সুনজরে তাকায় না আমি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করি না।

---

[১] .প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭।

[২].প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪।

তুমি যদি আমার নিকটবর্তী হও, তাহলে আমার হৃদ্যতা তোমার নিকটবর্তী হবে। আর যদি তুমি আমার থেকে দূরে থাক, তাহলে তুমি দূর থেকেও আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে। কাছে ও দূরে উভয়টি বন্ধুর জীবন থেকে অমুখাপেক্ষী। আর যখন আমরা মৃত্যুবরণ করবো, তখন এটা হবে সবচেয়ে কঠিন অমুখাপেক্ষীতা। "[১]

**أَرى الشَيبَ مُذ جاوَزتُ خَمسينَ دائِبا *** دبَّ دَبيبَ الصُبحِ في غَسَقِ الظُلَمِ**
**هُوَ السُقمُ إِلّا أَنَّهُ غَيرُ مُؤلِمٍ *** وَلَم أَرَ مِثلَ الشَيبِ سُقماً بِلا أَلَمِ**
(البحر الطويل)

"পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ আমি বার্ধক্যকে লক্ষ করেছি যে, শেষ রাতের গভীর অন্ধকারের মত ধীর গতিতে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে।
বার্ধক্য হচ্ছে এমন একটা রোগ যা যন্ত্রণাদায়ক নয়। আমি বার্ধক্যের মত কষ্ট ছাড়া এমন কোন রোগ দেখিনি "।

**يانفس ماهو الا صبر أيام *** كأن مد تها اَضغاث أحلام**
**يانفس جوزي عن الدنيا مبادرة *** وخل عنها قان العيش قدامي**
**(البحر البسيط)**

" হে আমার আত্মা! যুগের বিপদ আপদে ধৈর্যছাড়া আর কোন উপায় নেই। দুনিয়ার জীবনটি অলীক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না।
হে আমার আত্মা! দুনিয়া থেকে দ্রুত প্রস্থান কর এবং দুনিয়ার চিন্তা ফিকির ছেড়ে দাও। কেননা, জীবন হচ্ছে পরকালের দিকে প্রতি মুহূর্তে অগ্রসরময়। "[২]

সমাজ জীবনে চলার ক্ষেত্রে সঙ্গী বা বন্ধু একান্ত প্রয়োজন। বন্ধু দ্বারা বন্ধু প্রভাবিত হয় বিধায় সাথী ভালো হলে তার উত্তম গুণের প্রভাব যেমন পড়ে তেমন মন্দগুণের ও প্রভাব পড়ে। তাই সুন্দর জীবনের জন্য ভালো বন্ধু অপরিহার্য। গাছ দ্বারা যেমন ফল চেনা যায়, তেমন বন্ধু দ্বারা বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়। শাফে'য়ী এ বিষয় প্রাঞ্জল ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে তা পেশ করা হলো:

**فلا تصحب اخا جهل *** واياك واياه**
**فكم من جاهل اردى *** حليما حين آخاه**
**يقاس المرء بالمرء *** اذا ما المرء ماشاه**
**وللشئ على الشئ *** مقاييس واشباه (الهزج)**

[১] .প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

"তুমি মূর্খ লোকদের সাতে বন্ধুত্ব করোনা। তুমি তার থেকে সতর্ক থাক এবং সেও যেন তোমার থেকে দূরে থাকে।

অনেক মূর্খ রয়েছে যে, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সময় ধৈর্য হারা হয়ে পড়ে।

মানুষকে মানুষের (বন্ধুর) মাধ্যমে পরিমাপ করা যায় যখন দুইজন এক সাথে চলাফেরা করে।

এক বস্তু দ্বারা অন্য বস্তুকে পরিমাপ করা যায় যখন পরিমাপটা সাদৃশ্য হয়।"[১]

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

# অষ্টম অনুচ্ছেদঃ প্রশংসামূলক কবিতা

প্রশংসামূলক কবিতা আরবী কবিতার অন্যতম উপাদান। কারণ মর্যাদাবান ব্যক্তির বা প্রেমাস্পদের উত্তম গুণ সমূহের উল্লেখ করে এ কবিতা রচনা করা। আরব কবিগণ তারা পারিতোষিকের আশায় বিভিন্ন রাজা বাদশাহদের দরবারে গিয়ে তাদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করতেন।

আব্বাসী যুগের কবিরাও খলীফাদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করে অর্থ উপার্জণ করতেন। কিন্তু ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) কখনো কোন বাদশাহ বা মন্ত্রীর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেনি বরং তিনি আরো তাদের সমালোচনা করেন এবং তাদের মন্দ চরিত্র অংকন করে কবিতা রচনা করেন। তিনি ইমাম হুসাইন (রা.)- এর প্রশংসায়, আহলে বাইয়াতের প্রশংসায়, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সহ মহৎ ব্যক্তিদের প্রশংসা করেছেন নিঃস্বার্থ ভাবে। কবি শাফে'য়ী (রহ.) খোলাফায়ে রাশিদার প্রশংসা করে কবিতা রচনা করেন।

**شَهِدتُ بِأَنَّ اللهَ لا رَبَّ غَيرَهُ *** وَأَشهَدُ أَنَّ البَعثَ حَقٌّ وَأَخلَصُ**
**وَأَنَّ عُرى الإيمانِ قَولٌ مُبَيَّنٌ *** وَفِعلٌ زَكِيٌّ قَد يَزيدُ وَينقُصُ**
**وَإِنَّ أَبا بَكرٍ خَليفَةُ رَبِّهِ *** وَكانَ أَبو حَفصٍ عَلى الخَيرِ يَحرِصُ**
**وَأَشهَدُ رَبّي أَنَّ عُثمانَ فاضِلٌ *** وَأَنَّ عَلِيّاً فَضلُهُ مُتَخَصّصُ**
**أَئِمَّةُ قَومٍ يُهتَدى بِهُداهُم *** لَحى اللهُ مَن إِيّاهُمُ يَتَنَقَّصُ**
**فما لغواة يشتمون سفاهة *** ومالسفيه لايحيص ويخرص**
**(البحر الطويل)**

"আমি সাক্ষ্যদিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রতিপালক নেই। আমি আরো সাক্ষ্যদিচ্ছি যে, পরকাল সত্য এবং আমি একনিষ্ঠ চিত্তে তা বিশ্বাস করি।

ঈমানের মূল বা রশি হচ্ছে যবান দ্বারা তাওহীদের প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়া এবং পবিত্র কাজ তথা নেক আমল করা, ঈমান হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

নিশ্চয়ই হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর রবের প্রতিনিধি ছিলেন। আর আবু হাফস ওমর (রা.) সকল কল্যাণ কাজে অগ্রগামী ছিলেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, উসমান (রা.) অনেক মর্যাদার অধিকারী। আর নিশ্চয়ই আলী (রা.) এর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে।

তারা সকলেই ছিলেন জাতির ইমাম খলিফা তাদের হেদায়েত দ্বারা জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন।

যারা তাদের দোষ বর্ণনা করে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করুক।

গোমরা ভ্রষ্টদের কী হল যে, তার নির্বুদ্ধিতার কারণে তাদেরকে গাল-মন্দ করছে ?!

নির্বোধদের কী হলো যে মিথ্যা অপবাদ থেকে বিরত থাকছেনা ?!"[১]

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)- এর প্রশংসায় ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) বলেন:

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

لَقَد زانَ البِلادَ وَمَن عَلَيها *** إمامُ المُسلِمينَ أَبو حَنيفَه
بِأَحكامٍ وَآثارٍ وَفِقهٍ *** كَآياتِ الزَبورِ عَلى الصَحيفَه
فَما بِالمَشرِقَينِ لَهُ نَظيرٌ *** وَلا بِالمَغرِبَينِ وَلا بِكوفَه
فَرَحمَةُ رَبِّنا أَبَداً عَلَيهِ *** مَدى الأَيّامِ ما قُرِأَت صَحيفَه

"মুসলিম জাহানের ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে (ফিকহী জ্ঞান দ্বারা) সৌন্দর্য্য মন্ডিত করেছেন।
শরীয়তের বিধি বিধান, হাদীস ও ফিকহের মুক্তা সাদৃশ্য জ্ঞান এভাবে বিশ্বকে শোভিত করেছে, যে ভাবে যাবুর কিতাবের আয়াত পুস্তিকাকে সজ্জিত করেছে।
দুই প্রাচ্যে ও দুই পাশ্চাত্যে এবং কুফায় তথা পৃথিবীর কোথায়ও তাঁর তুলনা হয় না। আমাদের রবের পক্ষ থেকে সর্বদা তার উপর রহমত বর্ষিত হোক, যুগ যুগ ধরে যত দিন কিতাব (ফিক্হ) পাঠ করা হবে।"[১]

আহলে বাইতের প্রশংসায় তিনি বলেন,

يا آلَ بَيتِ رَسولِ اللهِ حُبُّكُمُ *** فَرضٌ مِنَ اللهِ في القُرآنِ أَنزَلَهُ
يَكفيكُمُ مِن عَظيمِ الفَخرِ أَنَّكُمُ *** مَن لَم يُصَلِّ عَلَيكُم لا صَلاةَ لَهُ

"হে রাসূল (ﷺ)-এর পরিবারবর্গ, আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কুরআনে রয়েছে তোমাদেরকে ভালোবাসা ফরজ(আবশ্যক)।
আপনাদের জন্য এ বিরাট গৌরব যথেষ্ট-যে, নবীর সাথে আপনাদের উপর যে দুরুদ পাঠ করে না তার কোন নামাজ ও দোয়া নেই তথা কবুল হবে না।" [২]

তিনি আরো বলেন:

آل النّبيّ ذَريعتي *** و هُمُ إليه وَسيلتي
أرجو بأن أعطَآ غداً *** بيدي اليمينِ صَحيفَتي

"নবী করিম (ﷺ)এর পরিবার বর্গ আমার জন্য মুক্তির উসীলা, তাঁরা আল্লাহর নিকট আমার নাজাতের উপায়।
আমি আশা রাখি আগামী দিন তথা হাশরের ময়দানে আমার ডান হাতে তাদের উসীলায় আমলনামা দেওয়া হবে।" [৩]

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
[২] .প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।
[৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

# নবম অনুচ্ছেদঃ বর্ণনামূলক কবিতা

কোন জিনিসের অবস্থা, ধরণ, আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনা দিয়ে ও তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে যে কবিতা রচিত হয়েছে তাই হল বর্ণনামূলক কবিতা। বর্ণনা বাস্তব হতে পারে আবার রূপকও হতে পারে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর কাব্যে এভাবে বর্ণনা মূলক অনেক কবিতা পাওয়া যায়। তিনি বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় তার কাব্যে বর্ণনা করেছেন। যেমন " শীঘ্রই দ্বার উন্মোচিত হবে" শিরোনামে ২৫ পঙক্তির কবিতা অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে তিনি রচনা করেন। যেমন তিনি বলেন:

**سيفتح باب إذا سد باب *** نعم وتهون الأمور الصعاب**
**ويتسع العيش من بعد ما *** تضيق المذاهب فيها الرحاب**
**مع الهم يسران هون عليك *** فلا الهم يجدي ولا الاكتئاب**
**فكم ضقت ذرعا بما هبته *** فلم ير من ذاك قدر يهاب**
**وكم برد خفته من سحاب *** فعوفيت وانجاب عنك السحاب**
**ورزق أتاك ولم تأته *** ولا ارق العين منه الطلاب**
**وناء عن الأهل من بعدما *** علاه من الموج طام عبابد**
**إذا احتجب الناس عن سائل *** فما دون سائل ربي حجاب**
**يعود بفضل على من رجاه *** وراجيه في كل حين يجا**
**فلا تاس يوما على فائت *** وعندك منه رضاء واحتساب**
**فلا بد من كون ما خط في *** كتابك، تحبى به أو تصاب**
**فمن حائل دون ما في الكتاب *** ومن مرسل ما أباه الكتاب**
**إذا لم تكن تاركا زينة *** إذا المرء جاء بها يستراب**
**تقع في مواقع تردى بها *** وتهوي إليك السهام الصياب**
**تبين زمانك ذا واقتصد *** فإن زمانك هذا عذاب**
**وأقلل عتابا فما فيه من *** يعاتب حين يحق العتاب**
**مضى الناس طرا وبادو سوى *** أراذل عنهم تجل الكلاب**
**يلاقيك بالبشر دهمائهم *** وتسليم من رق منهم سباب**
**فأحسن وما الحر مستحسن *** صيان لهم عنهم واجتناب**
**فإن يغنه الله عنهم يفر *** والا فذالك فيما الخطاء والصواب**
**فدع ما هويت فان الهوى *** يقود النفوس الى ما يعاب**
**وميز كلامك قبل الكلام *** فان لكل كلام جواب**
**فرب كلام يمص الحشاء *** وفيه من المزح ما يستطيب**

**(البحر المتقارب)**

"শীঘ্রই দ্বার উন্মোচিত হবে, যখন দ্বার রুদ্ধ করা হয়। হ্যাঁ কঠিন বিষয়গুলো সহজ হয় যাবে। তারপর অবস্থা প্রশস্থ হয়ে যাবে এবং মাযহাব তথা ধর্মীয় মতবাদের সংকীর্ণতা থাকবে না।

চিন্তা পেরেশানির সাথে দুইটি সজহ বিষয় রয়েছে: একটি হলো কঠিন সহজ হবে আরেকটি হলো চিন্তা বিষন্নতা মূলত কোন উপকার দেয়না।
আমি অনেক ভীতিকর বিষয় অতিক্রম করেছি,এমন ভয়ংকর বিষয় কখনো অবলোকন করা হয়নি।
মেঘমালার ঠান্ডাকে ভয় করেছি, কিন্তু তা থেকে নিরাপদ হয়েছি।
বিপদের ঘন মেঘমালা দূরহয়ে আলো প্রকাশিত হবে। তোমার নিকট এমন স্থান থেকে রিযিক আসবে যেখানে তুমি যাওনি। অন্বেষণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিও সেখানে তোমার পড়েনি।
রিযিকের জন্য প্রবাসীরা পরিবার থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছে। অনেক হতাশা ও নিরাশার পর আবার বাড়ীতে নিরাপদে ফিরা সম্ভব হয়েছে।
সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ও ঢেউ অতিক্রম করে প্রবাসী নিরাপদে বাড়ীতে ফিরেছে।
মানুষ যখন ভিক্ষুককে সাহায্য না করার জন্য পর্দা ফেলে দেয়, তখন আমার রবের কাছে প্রার্থনাকারী প্রার্থনা করলে কোন পর্দার আড়াল থাকেনা।
যে তাঁর কাছে প্রত্যাশা করে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে আল্লাহ তাকে তা ফিরিয়ে দেন, আর সর্বদা প্রত্যাশাকারীর প্রত্যাশা কবুল করা হয়।
ঐ দিনের জন্য তুমি আফসোস করোনা, যে দিন তোমার কাছ থেকে অতীত হয় গেছে। কেননা প্রভুর পক্ষ থেকে তোমার জন্য রয়েছে তার সুন্তুষ্টি ও পূণ্য।
পার্থিব জগতে তোমার ভাগ্যে যা ঘটবে, তা তোমার ভাগ্যলিপিতে তা লিপিবদ্ধ আছে। তোমার ভাগ্যে যা আছে তা অর্জন করবে, আর ভাগ্যে যা নেই তা লক্ষচ্যুত হবে। লাওহে মাহফুজে যা লিপিবদ্ধ আছে তা কেহ পরিবর্তন করতে পারবে?! না কোন দূত এ কিতাব অস্বীকার করতে পারবে?!
যখন তুমি অতিরঞ্জন সুন্দরতা ত্যাগ না করবে তখন ব্যক্তি অনর্থক সন্দেহের মধ্যে পতিত হবে।
যে স্থানে আছ, সে স্থানে অবস্থান কর, কারণ মৃত্যু যেখানে নির্ধারিত সেখানেই হবে, নিক্ষিপ্ত মৃত্যুতীর অবশ্যই যথাস্থানে পতিত হবে।
যুগের অবস্থানকে পর্যবেক্ষণ কর এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, কারণ কালের পরিবর্তন শাস্তি স্বরুপ।
যার মধ্যে দোষ নেই, তাকে তিরস্কার কম কর, কারণ সে যখন তোমাকে তিরস্কার করবে তখন
একেবারে পূর্ণ করে ছাড়বে।
ভালো সব মানুষ দুনিয়া থেকে চলে গেছে। তাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট লোকগুলো ব্যতিত ভালো সব মানুষ গুলো মৃত্যুবরণ করেছে। আর কুকুরের মত মন্দ লোকগুলোর ঘেউ ঘেউ বৃদ্ধ হচ্ছে।
জনগণের মধ্যথেকে কিছু লোক তোমার সাথে সানন্দ চিত্তে সালাম নিয়ে সাক্ষাৎ করবে, তাদের মধ্য থেকে যারা নীচুমনা তরা তোমাকে গালি দিবে।
সুতরাং অনুগ্রহ কর, মহৎ উদারতাতেই রয়েছে জনপ্রিয়তা। আর এটাই তাদের অনিষ্টতা দূর করার রক্ষা কবচ।
আল্লাহ পাক যদি তাদের থেকে মুক্ত রাখেন, নিরাপদ স্থানে পালাবে অন্যথায় এটা বিস্ময়কর মুসীবত হয়ে দাড়াবে।
তোমার মনে যখন দুটি বিষয় উদয় হয় আর বুঝতে পারবেনা কোনটি সঠিক কোনটি ভুল।

তখন তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করবে। কেননা প্রবৃত্তি মানুষকে মন্দ ও তিরস্কৃত বিষয়ের দিকে পরিচালিত করে।
কথা বলার আগে তোমার কথাকে যাচাই বাছাই করেনাও , কারণ প্রত্যেক কথার উত্তর রয়েছে।
অনেক কথা আছে যা মানুষের অন্ত্রকে টেনে নেয়, কথায় মধ্যে এমন কৌতুকের রস রয়েছে যা মনকে পরিতৃপ্ত করে।" [১]

**তিনি আরো বলেনঃ**

**دع الأيام تفعل ما تشاء *** وطب نفساً إذا حكم القضاء**
**ولا تجزع لحادثة الليالي *** فما لحوادث الدنيا بقاء**
**وكن رجلاً على الأهوال جلداً *** وشيمتك السماحة والوفاء**
**وإن كثرت عيوبك في البرايا *** وسرك أن يكون لها غطاء**
**تستر بالسخاء فكل عيب ***يغطيه كما قيل السخاء**
**ولاحزن يدوم ولا سرور *** ولابؤس عليك ولا رخاء**
**ولاتري للأعادي قط ذلاً *** فإن شماتة الأعدا بلاء**
**ولا ترجو السماحة من بخيل *** فما في النار للظمآن ماء**
**ورزقك ليس ينقصه التأني *** وليس يزيد في الرزق العناء**
**إذا ما كنت ذا قلب قنوع *** فأنت ومالك الدنيا سواء**
**ومن نزلت بساحته المنايا *** فلا أرض تقيه ولا سماء**
**وأرض الله واسعة ولكن ***إذا نزل القضا ضاق الفضاء**
**دع الأيام تغدر كل حين *** ولا يغني عن الموت الدواء**

**(البحر الوافر)**

"তুমি যুগের চিন্তা বাদ দিয়ে তাকে আপন গতিতে ছেড়ে দাও, আর (তোমার ভাগ্যের ভালো-মন্দ) যা ঘটে তা নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাক।
রজনীর দুর্বিপাক নিয়ে তুমি উৎকণ্ঠিত হয়োনা। কারণ দুনিয়ার বিপদ-আপদ চিরস্থায়ী নয়।
তুমি এমন বলিয়ান (সাহসী) ব্যক্তি হও যে, ভয়াবহ পরিস্থিতিতে তুমি হবে দৃঢ় চেতা।
বদান্যতা ও বিশ্বস্থতা হয় যেন তোমার চরিত্রের ভূষণ।
সৃষ্টি জগতে যদি তোমার দোষত্রুটি অত্যধিক বেড়ে যায়, তাহলে তোমাকে এ কথা আনন্দিত করবে যে, দান-দক্ষিণা দোষ ত্রুটিকে আড়াল করে দেয়।
জেনে রেখো, বদান্যতা সকল ত্রুটি বিচ্যুতি কালের অভরায়ন্যে ঢেকে দেয়। কত মানুষের ভুল-ভ্রান্তি দানশীলতা আড়াল করে রেখেছে।
এ ধরায় দুঃখ যেমন স্থায়ী নয়, তেমনি সুখও স্থায়ী নয়, তুমি এ দুনিয়াতে চিরস্থায়ীভাবে স্বাচ্ছন্দ বা দুর্দশায় জীবন অতিবাহিত করবে না।

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

কখনো নিজের শত্রুকে অবজ্ঞার চোখে দেখবেনা। কারণ শত্রুর কটুকথাও এক ধরনের পরীক্ষা।

কৃপণের কাছ থেকে কখনো বদান্যতার আশা করো না। কারণ তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জন্য আগুণের মধ্যে পানি পাওয়া যেমন দুস্কর, তেমনি কৃপণ ব্যক্তির কাছে দানের আশা করাও সুদূর পরাহত।

রিজিক অন্বেষণে মন্থর গতি তোমার ভাগ্যে বরাদ্ধ রিজিকের কোন ঘাটতি তৈরী করবে না। ঠিক তেমনি তোমার সীমাহীন কষ্ট-ক্লেশ ও তাড়াহুড়া তোমার ভাগ্যের নির্ধারিত রিজিক বৃদ্ধি করবে না।

যদি তুমি অল্পেতুষ্ট হৃদয়ের অধিকারী হও, তাহলে তুমি যেমন সমগ্র দুনিয়ার মালিক।

দুনিয়ার যে প্রান্তে যার মৃত্যু নির্ধারিত রয়েছে, আসমান- জমিনে কোন কিছু তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

আল্লাহর জমীন সুপ্রশস্ত, কিন্তু যখন শাস্তি অবতরণ হয়, তখন বিশাল শূণ্য মরুভূমিও সংকীর্ণ হয় যায়।

সময়কে সামনে যেতে দাও, কারণ প্রতি মুহূর্তে সময় বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কোন প্রতিষেধক  নেই যা মৃত্যুর কবল থেকে কাউকে বাঁচাতে পারে।” [১]

**কবি শাফে‘য়ীর বর্ণনা মূলক আরো কিছু কবিতা নিম্নরুপঃ :**[২]

**خَبَت نارُ نَفسي بِاشتِعالِ مَفارِقي *** وَأَظلَمَ لَيلي إِذ أَضاءَ شِهابُها**
**أَيا بومَةً قَد عَشَّشَت فَوقَ هامَتي *** لى الرُغمِ مِنّي حينَ طارَ غُرابُها**
**رَأَيتِ خَرابَ العُمرِ مِنّي فَزُرتِني *** وَمَأواكِ مِن كُلِّ الدِيارِ خَرابُها**
**أَأَنعَمُ عَيشاً بَعدَ ما حَلَّ عارِضي *** طَلائِعُ شَيبٍ لَيسَ يُغني خَضابُها**
**إِذا اِصفَرَّ لَونُ المَرءِ وَاِبيَضَّ شَعرُهُ *** نَغَّصَ مِن أَيّامِهِ مُستَطابُها**
**فَدَع عَنكَ سَوآتِ الأُمورِ فَإِنَّها *** حَرامٌ عَلى نَفسِ التَقيِّ اِرتِكابُها**
**وَأَدِّ زَكاةَ الجاهِ وَاِعلَم بِأَنَّها *** كَمِثلِ زَكاةِ المالِ تَمَّ نِصابُها**
**وَأَحسِن إِلى الأَحرارِ تَملِك رِقابَهُم *** فَخَيرُ تِجاراتِ الكِرامِ اِكتِسابُها**
**وَلا تَمشِيَن في مَنكِبِ الأَرضِ فاخِراً *** فَعَمّا قَليلٍ يَحتَويكَ تُرابُها**
**وَمَن يَذُقِ الدُنيا فَإِنّي طَعَمتُها *** وَسيقَ إِلَينا عَذبُها وَعَذابُها**
**فَلَم أَرَها إِلّا غُروراً وَباطِلاً *** كَما لاحَ في ظَهرِ الفَلاةِ سَرابُها**
**وَماهِيَ إِلّا جيفَةٌ مُستَحيلَةٌ *** عَلَيها كِلابٌ هَمُّهُنَّ اِجتِذابُها**
**فَإِن تَجتَنِبها كُنتَ سِلماً لِأَهلِها *** وَإِن تَجتَذِبها نازَعَتكَ كِلابُها**
**فَطوبى لِنَفسٍ أُولِعَت قَعرَ دارِها *** مُغَلِّقَةَ الأَبوابِ مُرخىً حِجابُها**
(البحر الطويل)

---
[১] . আব্দুর রহমান মুস্তাবী, *দীওয়ানুল ইমাম শাফে‘য়ী* ,( বৈরুতঃ দারুল মারিফা, ৬ সংস্করণ, ২০০৯), পৃ.১৭।
[২] .প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৭।

তিনি আরো বলেন:[১]

بَلَوتُ بَني الدُنيا فَلَم أَرى فيهُمُ *** سوى مَن غَدا وَالبُخلُ مِلءَ إِهابِهِ
فَجَرَّدتُ مِن غَمدِ القَناعَةِ صارِماً *** قَطَعتُ رَجائي مِنهُمُ بِذُبابِهِ
فَلا ذا يَراني واقِفاً في طَريقِهِ *** وَلا ذا يَراني قاعِداً عِندَ بابِهِ
غَنيٌّ بِلا مالٍ عَنِ الناسِ كُلِّهِم *** وَلَيسَ الغِنى إِلّا عَنِ الشَيءِ لا بِهِ
إِذا ما ظالِمُ استَحسَنَ الظُلمَ مَذهَباً *** وَلَجَّ عُتُوّاً في قَبيحٍ اِكتِسابِهِ
فَكِلهُ إِلى صَرفِ اللَيالي فَإِنَّها *** سَتُبدي لَهُ ما لَم يَكُن في حِسابِهِ
فَكَم قَد رَأَينا ظالِماً مُتَمَرِّداً *** يَرى النَجمَ تيهاً تَحتَ ظِلِّ رِكابِهِ
فَعَمَّا قَليلٍ وَهُوَ في غَفَلاتِهِ *** أَناخَت صُروفُ الحادِثاتِ بِبابِهِ
فَأَصبَحَ لا مالٌ لَهُ وَلا جاهٌ يُرتَجى *** وَلا حَسَناتٌ تَلتَقي في كِتابِهِ
وَجوزِيَ بِالأَمرِ الَّذي كانَ فاعِلاً *** وَصَبَّ عَلَيهِ اللهُ سَوطَ عَذابِهِ

(البحر الطويل)

তিনি অন্যত্র আরো বল্যে:[২]

ماذا يُخَبِّرُ ضَيفُ بَيتِكَ أَهلَهُ *** إِن سيلَ كَيفَ مَعادُهُ وَمَعاجُهُ
يَقولُ جاوَزتُ الفُراتَ وَلَم أَنَل *** رِيّاً لَدَيهِ وَقَد طَغَت أَمواجُهُ
وَرَقيتُ في دَرَجِ العُلا فَتَضايَقَت *** عَمّا أُريدُ شِعابُهُ وَفِجاجُهُ
وَلَتُخبِرَنَّ خَصاصَتي بِتَمَلُّقي *** وَالماءُ يُخبِرُ عَن قَذاهُ زُجاجُهُ
عِندي يَواقيتُ القَريضِ وَدُرُّهُ *** وَعَلَيَّ إِكليلُ الكَلامِ وَتاجُهُ
تَربى عَلى رَوضِ الرُبا أَزهارُهُ *** وَيَرُفُّ في نادِيَ النَدى ديباجُهُ
وَالشاعِرُ المِنطيقُ أَسوَدُ سالِخٌ *** وَالشِعرُ مِنهُ لُعابُهُ وَمُجاجُهُ
وَعَداوَةُ الشُعَراءِ داءٌ مُعضِلٌ *** وَلَقَد يَهونُ عَلى الكَريمِ عِلاجُهُ

**(البحر الكامل)**

এভাবে ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে বর্ণনামূলক অনেক কবিতা পাওয়া যায়। যা তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তিনি তার কাব্যে 'শীঘ্রই দ্বার উন্মোচিত হবে', ''যুগের চিন্তা বাদ দাও'', ''আমার অন্তরের আগুন নির্ভাপিত হলো'', ''দুনিয়ায় বনী আদম দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম'' প্রভৃতি শিরোনামে তিনি বর্ণনামূলক কবিতা রচনা করেন। যা বিভিন্ন বিষয় কাব্যিক ছন্দে গ্রথিত হয়েছে।

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০।
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ ৩৯-৪০।

# দশম অনুচ্ছেদঃ শোকগাঁথা বিষয়ক কবিতা

স্বজন বা প্রিয়জন হারাবার বিয়োগ-ব্যথা থেকেই এ ধরণের শোকগাঁথা কবিতার সৃষ্টি। মৃত ব্যক্তির প্রশংসায় গুণাগুণ, তার ঘটনাবহ জীবন, পরিবারবর্গকে  সান্ত্বপ্রদান, মৃত্যুর ঘটনা, ঘটনাবহুল জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার অংশ বিশেষ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত হয় এ শ্রেণির কবিতা। ইমাম শাফে‘য়ী (রহ.) ইমাম হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতের ঘটনাকে কেন্দ্রকরে, আব্দুর রহমান লু’লুয়ীর ছেলের মৃত্যুতে ও ইমাম শাফে‘য়ী (রহ.)- এর নিজের এক পুত্রের মৃত্যুতে তিনি শোকগাঁথা কবিতা রচনা করেন।
রাসূল (ﷺ)  –এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা.)- এর শানে ইমাম শাফে‘য়ী (রহ.)- এর শোকগাঁথা কবিতা,

تــأوه قلبــي والفــؤاد كئيــب *** وأرق نومـي فالسهاد عجيــب
فمن مبلـغ عنـي الحسين رسالـة *** وإن كرِهَتها أنفـس وقلــوب
ذبـيـح بـلا جرم، كـأن قـميصـه ***صبيغ بمـاء الأرجوان خضيب
فللـسيـف أغوال وللرمـح رنــة *** وللخيل من بعد الصهيل نحيب
تـزلـزلـت الـدنيـا لآل مـحـمــد ** وكادت لهم صم الجبـال تـذوب
وغارت نجومٌ واقشعرت كـواكب *** وهتك أستــار، وشـق جيــوب
يصلى على المبعوث من آل هاشم ** ويغزى بنـــوه!إن ذا لعجيــب
لئن كان ذنبي حـب آل مـحـمـد *** فذلك الذنب لست عنه أتــوب
هم شفعائي يوم حشـري ومـوقفي *** إذا مابدت للناظـرين خطـوب

(البحر الطويل)

“আহ! কষ্ট ও ব্যথায় আমার অন্তর ফেটে যায়, আর হৃদয়টা দুঃখ ও বিষন্নতায় পরিপূর্ণ। এমন ঘটনায় আমি হতবাক হয় নিদ্রাহীন জাগরণে রাত কাটাচ্ছি।
কে আমার নিকট থেকে হুসাইন ইবনে আলী (রা.) এর কাছে আমার শোক বার্তাটি পৌছে দিবে। যদিও এ শোকবার্তা দেখে সকল হৃদয় আত্মা (হত্যাকারীদেরকে) ঘৃণা ঘিক্কার জানাবে।
অন্যথায় অপরাধ ছাড়া তাকে হত্যা করা হয়েছে। তার পোষাক যেন বেগুনি রংগের পানি দ্বারা রঞ্জিত করা হয়েছে অর্থাৎ তাকে হত্যা করে রক্তে রঞ্জিত করা হয়েছে।
তাকে হত্যার জন্য ব্যবহৃত ঐ তরবারির জন্য আফসোস, তীরের জন্য ধ্বংস,হ্রেসাধ্বণিত ঘোড়ার জন্য রয়েছে কান্না -বিলাপ।
মুহাম্মদ (ﷺ)এর পরিবারের জন্য পৃথিবী প্রকম্পিত হল। শ্রবণশক্তিহীন পাহাড়- পর্বত তাদের শোকে গলে দ্রবীভূত হওয়ার উপক্রম হলো।
তাদের শোকে তারকারাজি অস্তগেল, গ্রহগুলো কুঞ্চিত হলো, ভয় লজ্জায় পর্দা নষ্ট হলো, ব্যথায় অন্তর বিদীর্ণ হলো।
হাশিম বংশের প্রেরিত দূত মুহাম্মদ (ﷺ)এর উপর রহমত বর্ষিত হউক তাঁর সন্তানদেরকে আক্রমণ করে হত্যা করা হয়েছে।
এটা পৃথিবীর সবচেয়ে মর্মান্তিক ও বিস্ময়কর ঘটনা।

মুহাম্মদ (ﷺ)এর পরিবারের প্রতি মহব্বত যদি পাপ হয়ে থাকে, তা হলে হোক এটা পাপ, এমন পাপের জন্য আমি কখনো তওবা করবোনা।" [১]

মুযানী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) এর এক পুত্র মারা যায়। এতে তিনি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে এ কবিতার পঙক্তিটি আবৃত্তি করেন।

وما الدهر الا هكذا فاصطبر له *** رزية مال أة فراق حبيب
(البحر الطويل)

" যুগের এই তো অবস্থা অতএব প্রিয় মানুষের বিয়োগের ও সম্পদ বিনাশের বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। "[২]

তিনি আরো বলেন:

**أنّي أُعَزّيكَ لا أَنّي عَلى طَمَع *** الخُلودِ وَلَكِن سُنَّةُ الدينِ**
**فَما المُعَزّى بِباقٍ بَعدَ صاحِبِهِ *** وَلا المُعَزّي وَإِن عاشا إِلى حينِ**
**(البحر البسيط)**

"আমি তোমাকে শোক প্রকাশ করি সান্ত্বনা দিচ্ছি। তবে চিরদিন বেঁচে থাকার জন্য আমি লালায়িত নয়। কেননা মৃত্যু হচ্ছে ধর্মের চিরন্তন বিধান।
সন্তানের পিতা তথা মৃত ব্যক্তির পরে প্রবোধকৃত ব্যক্তি বাকি তথা জীবিত থাকবে না, শোক প্রকাশকারী উভয় মৃত্যুর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। তার পর দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। "[৩]
একদা এক ব্যক্তি ইমাম শাফে'য়ী (রহ.)-এর এক প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ জানালেই এতে ইমাম তার প্রতি খুশি হয় তাকে দোয়া করলেন: وهب الله لك الحسنات و محا عنك السيئات - (আল্লাহ পাক তোমাকে সওয়াব দান করুক এবং তোমার গুনাহ মাফ করুক।) তুমি আমাকে এ খবর জানিয়ে কৃতজ্ঞ করলে। ইমাম শাফেয়ী বললেন তাহলে তুমি আমার পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট শোকপ্রকাশ পৌঁছে আস।লোকটি সেখানে যেতে অনীহা প্রকাশ করে বলল স্থানটি অনেক দূরে। তখন ইমাম শাফেয়ী (র.) এ কবিতা আবৃত্তি করেন।

**لئن بَعُدَتْ دَارُ المُعَزّي و نابَهُ *** مِنَ الدَّهْرِ يومٌ و الخطُوب تنوبُ**
**لمَشْيٌ على بُعْدٍ على عِلّةِ الوَجَا *** أَدِبُّ و مَنْ يَقضِي الحُقوقَ دَبوبُ**
**ألذُّو أَحْلَى مِنْ مَقالٍ و خلفهُ *** يُقالُ إذا ما قمْتَ : أنتَ كَذوبُ**
**و هَلْ أَحَدٌ يُصْغِي إلى عُذرِ كاذِبٍ؟ *** إذا قال لم تأبَ المَقالَ قلوبُ**
**(البحر الطويل)**

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

" শোক প্রকাশকৃত ব্যক্তির বাড়ী যদি দূরে হয়, তাহলে আমার এ "শোক প্রকাশবার্তা" পৌঁছে দেওয়ার জন্য কালের কোন একদিন তা প্রতিনিধিত্ব করে পৌঁছে দিবে। কিন্তু এ বার্তা পৌঁছার পূর্বে বড় বড় মুসিবতগুলো প্রতিনিধিত্ব করবে।

আমার পায়ের ব্যাথার কারণে বহুদূর হেটে যাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর। তবে আমি বুকে ভর দিয়ে খবরটি পৌছে দেওয়ার জন্য যেতে মনে চায়।কে আছ হামাগুড়িদিয়ে আমার হক গুলো পৌঁছে দিবে।

তার কথা শুনে আমার মনে বড় স্বাদ জাগল ও মিষ্টতা অনুভব হলো, কিন্তু পরে যখন তাকে এবার্তা নিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হলো, তখন তুমি বললেন যেতে পারবেনা। তুমি তো একজন মিথ্যাবাদী।

এমন মিথ্যা ওজরের কথা কি কখনো কোন মানুষ শুনেছে?! যখন সে সংবাদ পৌছে না দেওয়ার কথা বলল, কোন সুস্থ বিবেক এমন সংবাদ পৌঁছে দিতে অস্বীকার করতে পারবেনা।"[১]

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

# একাদশ অনুচ্ছেদঃ তিরস্কার ও নিন্দামূলক কবিতা

আব্বাসী যুগে তিরস্কারমূলক কবিতার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ধর্মীয় অক্বীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা নিয়ে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন দল- উপদল ও মাযহাব-মতবাদ। এতে একদল অপর দলকে ঘায়েল করার জন্য ঢাল- তরবারির মত বাক যুদ্ধ ও কবিতা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ সকল কবিতা অধিকাংশ জাহেলি ভাবধারায় রচিত। তবে অনেক কবিতায় ইসলামী ভাবধারা ফুটে উঠেছে। তাই প্রতিপক্ষের পাপাচার, অবাধ্যতা, ধর্মদ্রোহীতা, মাযহাব নিয়ে ধর্মান্ধতা, গোড়ামী, চারিত্রিক কদর্যতা, দ্বীন থেকে পদস্খলন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করতেন। আব্বাসী সুগে নবী বংশের লোকেরা অতি অত্যাচার -নির্যাতনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। এমনকি তাদেরকে কেহ মহব্বত করলেও আব্বাসীরা তার উপর নির্যাতন করত। ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) আহলে বাইত হিসেবে নবী পরিবারের প্রতি ইজ্জত সম্মান প্রকাশ করলে তাকে তারা রাফেজী বলে অপবাদ দিত। ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) তাদের এমন আচরণের প্রতি ধিক্কার দিয়ে নিম্নের কবিতা রচনা করেন।

**إذا في مَجلِسٍ نَذكُر عَلِيّاً *** وَسِبطَيهِ وَفاطِمَةَ الزَكِيَّه**
**يُقالُ تَجاوَزوا يا قَومُ هَذا *** فَهَذا مِن حَديثِ الرافِضيَّه**
**بَرِئتُ إلى المُهَيمِنِ مِن أُناسٍ *** يَرَونَ الرَّفضَ حُبَّ الفَاطِمِيَّه**
**(البحر الوافر)**

"আমরা যখন কোন মাহফিলে হযরত আলী (রা.) ও তাঁর দুই পুত্র ইমাম হাসান (রা.) ও ইমাম হুসাইন (রা.) ও পূত-পবিত্র রমণী হযরত ফাতিমা (রা.) -এর আলোচনা প্রশংসা করি, তখন বলা হয়, ওহে সম্প্রদায় ! এ সকল আলোচনা তো রাফেজীদের আলোচনা।
আমি ক্ষমতাবান আল্লাহর নিকট ঐ সকল ভ্রান্ত লোক থেকে মুক্ত ,যারা ফাতেমা বংশদেরকে ভালোবাসাকে রাফেজী মনে করে।" [১]

তিনি অন্যত্র বলেন:

**يا راكِباً قِف بِالمُحَصَّبِ مِن مِنىً *** وَاِهتِف بِقاعِدِ خَيفِها وَالناهِضِ**
**سَحَراً إذا فاضَ الحَجيجُ إلى مِنىً *** فَيضاً كَمُلتَطِمِ الفُراتِ الفائِضِ**
**إني أحب بني النبي المصطفي *** وأعده من واجبات فرائضي**
**إن كانَ رَفضاً حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ *** فَليَشهَدِ الثَقَلانِ أَنّي رافِضي**
(البحر الكامل)

"হে উষ্ট্রারোহী! মিনার জামরার নিকট মুহাসসাব নামক স্থানে দাড়িয়ে যাও, মিনার দিকে যখন হাজীরা পাথর নিক্ষেপের জন্য আসতে থাকবে, তখন খফী ও নাহেদ এর

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

অধিবাসীদেরকে চিৎকার করে বলে দাও। সকাল বেলা হাজীগণ যখন ফোরাত নদীর স্রোতের মত মিনার দিকে আসতে থাকবে তখন ঘোষনা দাও,
আমি নবী মুস্তফা (ﷺ) এর সন্তান-বংশদরদেরকে প্রাণ ভরে ভালোবাসি এবং এ ভালোবাসা ফরজ-ওয়াজিবের মত আবশ্যক মনে করি।
নবী মুস্তফা (ﷺ)এর পরিবার বর্গকে ভালোবাসা যদি "রাফেজী" হয়ে যায়, তাহলে হে জিন ও ইনছান জাতি! তোমরা স্বাক্ষী থাকো আমি একজন রাফেজী।" [১]

ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) আরো বলেন:

**قالوا تَرَفَّضتَ قُلتُ كَلّا *** ما الرَفضُ ديني وَلا اِعتِقادي**
**لَكِن تَوَلَّيتُ غَيرَ شَكٍّ *** خَيرَ إِمامٍ وَخَيرَ هادي**
**إن كانَ حُبُّ الوَليّ رَفضاً *** فَإِنَّ رَفضي إلى العِبادِ**

**(مخلع البسيط)**

"আব্বাসীরা আমাকে বলে তুমি রাফেজী হয়েগেছ। আমি বলি কখনো নয়, রাফেজী আমার দ্বীনও নয়, আমার আক্বীদা বিশ্বাস ও নয়।
কিন্তু নিঃসন্দেহে আমি আলী (রা.) কে শ্রেষ্ঠ ইমাম খলীফা ও শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করে বন্ধু বানিয়েছি।
বন্ধুকে ভালোবাসা যদি রাফেজী হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত মানুষের কাছে আমার ঘোষণা আমি একজন সাচ্ছা রাফেজী।" [২]

## শাফে'য়ী প্রাপ্ত উপহার হাজ্জামার ভাগ্যে:

একদা খলীফা হারুনুর রশিদের দরবারে ইমাম শাফে'য়ী (রা.) কে ডেকে হাজির করা হলো। ইমাম শাফে'য়ীর সাথে খলীফা হারুনের অনেক প্রশ্ন ও কথা-বার্তা হয়। এতে খলীফা ইমাম সম্পর্কে যে ভুল ধারণা ও সন্দেহ ছিল তা দূরভীত হয় এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। ফলে খলীফা তাকে আশি হাজার রৌপ্যমুদ্রা উপহার দেন। কিন্তু ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) কে এমন উপহারে প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি খলীফার দরবার থেকে চলে আসেন। পথিমধ্যে তিনি একজন হাজ্জামা (যে শিঙ্গা দিয়ে রক্ত টেনে বের করে চিকিৎসা করে) কে দিয়ে তার মাথায় শিঙ্গা লাগিয়ে চিকিৎসা করেন। খলিফা কতৃক প্রদত্ত টাকাগুলো ইমাম শাফেয়ী গ্রহণ ও ব্যবহার করতে অনাগ্রহী ছিলেন, তাই তিনি ঐ ৮০ হাজার রৌপ্য মুদ্রা এ হাজ্জামাকে দিয়ে দেন। আর খলীফা ও তার উপহারের প্রতি তিরস্কার করে এ কবিতা আবৃত্তি করেন

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

**وَلَوْ تَنَازِعُنِي كَفِّي إِلَى خلقٍ *****
**يَزْرِي لَقُلْتُ لَهَا: أَلقيهِ أَوْ بِيني**
**ضَيمِي كَرِيم وَنَفْسِي لاَ تُحَدِّثني *****
**إِنَّ الإِلهَ بِلاَ رِزْقٍ يُخَلِّينِي**
**هذَا وَمَاَ زَالَ مَالِي مِنْ أَذَى طَمَعٍ*****
**وَمِنْ ملامَةِ أَهْلِ اللَّوْمِ يُغْرِينِي**
**بَلْ مَا اشْتَرَيْتُ بِمَالِي قَطّ مَحْمَدَةً *****
**إِلاَّ تَنَقَّيْتُ أَنِّي غَير مَغْبُونِ**
**وَلاَ ادَّعَيْتُ إِلَى مَجْدٍ وَمَكْرَمَةٍ *****
**إِلاَّ أَجَبْتُ: أَلا مَنْ ذَا يُنَادِينِي**
**لَبَّيْكَ يَا كَرَمِي لَبَّيْكَ ثَانِيةً *****
**لَبَّيك ثالِثَة مِنْ حَيْثُ تَدْعُونِي**
**وَالله لَوْ كَرِهَتْ نَفْسِي مُسَاعَدَتِي *****
**لَقُلْتُ لِلْكَفِّ بِينِي إِذْ كَرِهْتِينِي**

**(البحر البسيط)**

“আমার দান - দক্ষিণার স্বভাব ব্যাপারে যদি তুমি তর্ক কর, অথবা কেহ অবজ্ঞা করে, তাহলে আমি বলব, উদার হস্তে দান করতে যদি আমার হাত গুটিয়ে নেয় তাহলে আমারূ এমন হাত কেটে ফেলে দেব অথবা বিচ্ছিন্ন করে দিব।

আমার রব মহিমান্বত, আমার মন কখনো এমন কৃপণতার কথা বলেনি। নিশ্চয় আমার রব আমাকে রিযিক ছাড়া ছেড়ে দেননি।

খলীফা প্রদত্ত মাল ও আমার সকল অর্থ -সম্পদের লোভ আমাকে সর্বদা কষ্ট দেয়। আর আমার এই উদার দানের জন্য নিকৃষ্ট লোকের অনীহা- তিরস্কার আমাকে উত্তেজিত করে তুলে।

আমি অর্থ সম্পদ দ্বারা কখনো সম্মান প্রশংসা ক্রয় করবোনা, তবে নিশ্চিত যে আমি কখনো প্রবঞ্চিত হইনি।

মূলত সম্মান ও মর্যাদা (টাকা) দেওয়ার জন্য আমাকে (খলীফার দরবারে) ডাকা হয়নি। সার্বিক দিক বিবেচনা করে আহবানের ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছি। সাবধান! কে আমাকে অর্থ সম্পদের জন্য আহবান করবে?

হে আমার সম্মানিত রব আল্লাহ! তোমার ডাকে আমি একবার সাড়া দিব, আমি হাজির, আমি দুইবার সাড়া দিব, আমি হাজির আমি তিনবার সাড়া দিব আমি তোমার দরবারে হাজির। তুমি যখনি আমাকে আহবান করবে, তখনি আমি তোমার ডাকে সাড়া দিব।

আল্লাহর শপথ আমার এসকল সাহায্য দান যদি আমার অন্তর অপছন্দ করত, তাহলে আমি আমার হাতকে বলতাম তুমি যখন দান দক্ষিণা অপছন্দ কর, তাহলে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় যাও।” [১]

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২১ ।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) জ্যোতির্বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করে মানুষ সম্পর্কে যা বলতেন তা হুবহু ঘটে যেত। এতে মানুষের আক্বীদা নষ্ট হবে বলে তিনি তা ত্যাগ তরেন।
এ সুযোগে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরা তাকে জ্যোতিষী ও কাফির বলে অভিযুক্ত করে। তাদের এ অপবাদের বিপক্ষে এ কবিতা আবৃত্তি করেন।

**خَبِّرا عَنِّي المُنَجِّمَ أَنِّي *** كافِرٌ بِالَّذي قَضَتهُ الكَواكِبُ**
**شاهد أن من تكهن أو نجـ *** م, زار علي المقادر**
**عالِماً أَنَّ ما يَكونَ وَما كانَ *** قَضاءٌ مِنَ المُهَيمِنِ واجِبُ**

**(البحر الخفيف)**

"আমার সম্পর্কে তারা মিথ্যা রটনা করতেছে যে, আমি জ্যোতিষী, তাই আমি কাফির, তারকা দ্বারা আমি ভবিষ্যতের বিষয় সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকি।
যে ভবিষ্যদ্বাণী করে ও জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করে, নিশ্চয় সে ভাগ্যের উপর মিথ্যা সাক্ষীদাতা ও মিথ্যাবাদ।
অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা সবই মহান রক্ষক আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। আর তাক্বদীর তথা ভাগ্যের বিষয় জ্ঞানী হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব।" [১]

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২ ।

# দ্বাদশ অনুচ্ছেদঃ প্রণয়গীতি ও দেশপ্রেমমূলক কবিতা

## ক. প্রণয় গীতিমূলক কবিতা

প্রণয় গীতিমূলক কবিতা জাহেলী যুগের কবিতার অন্যতম উপজীব্য বিষয় ছিল। ইসলামে যুগে এসে এ প্রকার কবিতা ম্রিয়মান হয় যায়। কারণ এ জাতীয় কবিতার বিষয়গুলো ইসলাম অনুমোদন করেনা। এ ধরণে কবিতায় যিনা ব্যভিচার, নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটে, যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই কবি ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) একজন প্রাজ্ঞ আলিম হিসেবে এ প্রকার কবিতা থেকে ছিলেন খুবই সতর্ক।
নারী সম্পর্কে তাঁর রচিত কতিপয় পঙক্তি পাওয়া যায়, যা নারীর স্বভাব ও প্রকৃতি ফুটে উঠেছে।
ইমাম শাফে'য়ী (র.) কবিতা গুলো ইসলামী ধাচে সজ্জিত। তাতে ইসলাম অসমর্থিত কোন কবিতা নেই। তবে নারী সম্পর্কে একটি পঙক্তি আবৃত্তি করেন। কিন্তু এতে মূলত তিনি মন্দ নারীদের চরিত্র অংকন করেছেন। এতে তাঁর কবিতা দ্বারা দুষ্ট নারীদের প্রকৃত স্বভাব উন্মোচিত হয়। একদা তিনি এক মহিলাকে দেখে এ ছন্দটি আবৃত্তি করেন:

**إن النساء شياطين خلقن لنا *** نعوذ بالله من شر الشياطين**
**(البحر البسيط)**

"নিশ্চয়ই দুষ্ট নারীরা হচ্ছে শয়তান সদৃশ। যা আমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই মানবী শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহৰ কাছে আশ্রয় চাই।"

ইমাম শাফে'য়ীর প্রতি উত্তরে মহিলা বলে:

**إن النساء رياحين خلقن لكم *** وكلكم يشتهى شم الرياحين .**
**(البحر البسيط)**

"নিঃসন্দেহে নারীরা হচ্ছে সুগন্ধ ফুলের মত; যাদেরকে তোমাদের অকর্ষণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তোমরা সকলেই সেই সুগন্ধির ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য লালায়িত।"[১]

নারীর প্রতি কোন কোন ভালোবাসা বিপদস্বরুপ,তাই তাঁর বর্ণনা দিয়ে বলেন:

**أَكْثَرَ النَّاسُ في النِّسَاءِ وَقالُوا *** إنَّ حُبَّ النِّسَاءِ جَهْدُ الْبَلاءِ**

**ليسَ حبُ النساءِ جهداً ولكنَ *** قُرْبُ مَنْ لاَ تُحِبُّ جُهْدُ الْبَلاءِ**
**(البحر الخفيف)**

"অধিকাংশ মানুষ নারী সম্পর্কে বলে যে, নারীর প্রতি ভালোবাসা একটা মহাবিপদ।

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

নারীর প্রতি ভালোবাসা কষ্ট ও বিপদ নয়। বরং যাকে তুমি ভালোবাস, সে যদি তোমাকে ভালো না বাসে, তোমার নিকটবর্তী না হয়, তাহলে এটাই হল মহা বিপদ। "[১]
ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন আমার এক স্ত্রী ছিল। আমি তাকে খুব ভালো বাসতাম। একদিন আমি কৌতুক করে বললাম:

**وَمِنَ البَلِيَّةِ أَن تُحِــبَّ *** وَلا يُحِبُّكَ مَن تُّحِبُــهُ**

"তোমার ভালোবাসার ব্যক্তিকে কি ত্যাগ করা উচিৎ নয়? যাকে তুমি প্রাণভরে ভালো বাস, অথচ সে তোমাকে ভালো বাসে না।"
প্রতি উত্তরে স্ত্রী যা বলল তিনি তা ছান্দিক ভাষায় বলেন:

**وَيَصُدُّ عَنكَ بِوَجهِــهِ *** وَتُلِحُّ أَنتَ فَلا تُغِبّــه**
**( مجزوء الكامل)**

" তাহলে সে যেন তার সামনে আসা থেকে বিরত থাকে। এ কথার উপর অটল থাকবে তুমি। একদিন পর পর দেখতে আসবে না।"[২]

ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) বিয়ের পর তাঁর স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে বললেন:

**خُذي العَفوَ مِنّي تَستَديمي مَوَدَّتي *** وَلا تَنطُقي في سَورَتي حينَ أَغضَبُ**
**فَإِنّي وَجَدتُ الحُبَّ في الصَدرِ وَالأَذى *** إِذا اِجتَمَعا لَم يَلبث الحُبُّ يَذهَبُ**
**( البحرالطويل)**

"আমার পক্ষ থেকে ক্ষমা গ্রহণ কর। আমার ভালোবাসা যদি স্থায়ীভাবে পেতে চাও, তাহলে আমি যখন প্রচন্ড রাগ করি তখন তুমি কোন কথা বলবে না।
আমি অন্তরের মধ্যে ভালোবাসা ও কষ্ট (ঘৃণা) বিদ্যমান পেয়েছি। এ দুটি অন্তরে একসাথে একত্রিত হলে ভালোবাসা অবস্থান না করে চলে যায়। "[৩]

ইয়াকুব আল যুআইতী বলেন, আমি ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি যুহদ সম্পর্কে অনেক কবিতা লিখেছেন, কিন্তু প্রেম -প্রীতি সম্পর্কে কি কোন কবিতা লিখেন নাই? তখন ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) এ জাতীয় কবিতা এড়িয়া চলার উপদেশ দিয়ে বলেন:

[১] .প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
[২] .প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
[৩] .প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

**يا كاحل العين بعد النوم بالسهر***
**ما كان كحلك بالمنعوت للبصر**

**لو أن عيني إليك الدهر ناظرة ***
**جاءت وفاتي ولم أشبع من النظر**

**سقيا لدهر مضى ما كان أطيبه ***
**لولا التفرق والتنغيص بالسفر**

**إن الرسول الذي يأتي بلا عدة ***
**مثل السحاب الذي يأتي بلا مطر**

**دعني أمتع طرفي منك بالنظ ر ***
**فنور وجهك يجلو ظلمة البصر**
**( البحر البسيط)**

"ঘুমের পর জাগ্রত অবস্থায় হে চোখের সুরমা দানকারী, এটা তোমার চোখের কোন উপকারে আসবে না। যদি আমার চোখ তোমার যুগের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাহলে আমার মৃত্যু চলে আসবে, তার পর ও যুগের নয়নাভিরাম দৃশ্যগুলো দেখার তৃপ্তি শেষ হবে না।
যুগের যা কিছু ভালো, পবিত্র, আমি তা পান করেছি (গ্রহণ করেছি)। ধর্মীয় বাধাগ্রস্থ ও পরকালের সফর যদি না থাকত (তাহলে আমি যা ইচ্ছা তা সব গ্রহণ করতাম)
নিশ্চয়ই রাসূল (ﷺ)যিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি (পূর্বাভাস) ছাড়াই এসেছেন, যে ভাবে আকাশে মেঘ-বৃষ্টি ছাড়াই এসে থাকে।
আমাকে ছেড়ে দাও, যা আমি তোমার যুগের দৃশ্যগুলো দেখে উপভোগ করতে পারি। তোমার চেহারার আলো তোমার দৃষ্টির অন্ধকারকে আলোকিত করবে।"[১]

## খ. দেশপ্রেমমূলক কবিতা

ইমাম শাফে'য়ী (র.) একজন দেশপ্রেমিক কবি ছিলেন। জন্মভূমি গাযার প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। স্বদেশের প্রতি ভালবাসা মূলত এটি মানুষের জন্মগত সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ যখন দেশের বাহিরে চলে যায় তখন তাঁর জন্মস্থানের প্রতি টান বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মাতৃভূমির প্রতি তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কবিরা তাদের কাব্য প্রতিভা দিয়ে তাদের জন্মভূমির ভালবাসার কথা তুলে ধরেন। তাই কবি শাফে'য়ী তাঁর জন্মস্থান গাযার ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে কবিতা রচনা করেন। যেমন :

**وإنى لمشتاق إلى ارض غزة *** وان خاننى بعد التفرق كتمانى**
**سقى الله ارضا لوظفرت بتربها *** كحلت به من شدة الشوق أجفانى**
**(الطويل)**

[১] .প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১।

"আমি আমার জন্মভূমি গাযার প্রতি তীব্র আগ্রহান্বিত, যদিও তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমার গোপনীয়তাকে খেয়ানত করেছে।
আল্লাহপাক ঐ ভূখন্ডকে সিক্ত করুক যার মৃত্তিকায় আমার জীবনের সফলতা রয়েছে। আমার মাতৃভূমির প্রতি তীব্র ভালবাসার কারণে এর মাটি দ্বারা আমি আমার চোখে সুরমা লাগাবো।" [১]

অন্যত্র তিনি প্রবাসী লোকের মনের অনুভূতি এভাবে তুলেধরেন:

**إن الغريب له مخافة سارق *** وخضوع مديون وذ له وامق**
**اذا تذكر أهله وبلاده *** ففؤاده كجناح طير خافق**
**( البحرالكامل)**

"প্রবাসী লোকের জন্য রয়েছে ঋণের বোঝা, প্রেমিকের লাঞ্চণা ও চোরের ভয়। যখন তার মনে তার পরিবার ও দেশের কথা স্মরণ হয়, তখন তার হৃদয় স্পন্দমান পাখির ডানার মত কম্পন করতে থাকে।"[২]

ইমাম শাফে'য়ী (র.) জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পুণরায় মিশরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তাই তিনি মিশরে যাওয়ার প্রক্কালে একটি দেওয়ালে এ দুটি চরণ লিখে যান। এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ যাত্রা।

**لَقَد أَصبَحَت نَفسي تَتوقُ إِلى مِصرِ *** وَمِن دونِها أَرضُ المَهامَةِ وَالقَفرِ**
**فَوَاللهِ لا أَدري أَ لِلفَوزِ وَالغِنى *** أُساقُ إِلَيها أَم أُساقُ إِلى القَبرِ**
**( البحرالطويل)**

"আমার আত্মা মিশরের পানে ছুটে চলে যায়। মিশরের মত নিরিবিলি পরিবেশ ও আলাপ চারিতায় (প্রশংসায় পঞ্চমুখ) ভূমি আর কোথাও নেই।
আল্লাহর শপথ আমি জানিনা যে, স্বচ্ছলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, না অস্বচ্ছলতার দিকে। আমি মিশরের দিকে রওয়ানা হচ্ছি না কবরের দিকে আমি জানিনা।"[৩]

অন্যত্র তিনি বলেন :

**سَأَضرِبُ في طولِ البِلادِ وَعَرضِها *** أَنالُ مُرادي أَو أَموتُ غَريبا**
**فَإِن تَلِفَت نَفسي فَلِلَّهِ دَرُّها *** وَإِن سَلِمَت كانَ الرُجوعُ قَريبا**
**( البحرالطويل)**

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।
[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

" শীঘ্রই আমি দেশের দৈর্ঘ্য প্রস্ত তথা সর্বত্র ভ্রমণ করবো, আমার লক্ষ্য অর্জনের জন্য। অথবা আমি অপরিচিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবো।

সুতরাং এতে যদি আমার আত্মা ধ্বংস হয় যায় অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করি তাহলে আমার আল্লাহ কতইনা মেহেরবান। আর যদি আমি নিরাপদ থাকি, তাহলে ফিরে আসা অনেক নিকটবর্তী। "[১]

এ ছাড়া ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) এর যে সকল বৈচিত্র্য কবিতা মুক্তার মত তার কাব্যে বিদ্যমান।
তার কতিপয় কবিতরি শিরোনাম, অর্থ ,পঙক্তির সংখ্যা ,ক্বাফিয়া ও বাহার উল্লেখ করা হলো:

| কবিতার শিরোনাম (قطعة الشعر ) | অর্থ (معنى) | চরণের সংখ্যা (عدد البيت) | ক্বাফিয়া (القافية) | বাহার (البحر) |
|---|---|---|---|---|
| سهام اليل | রাতের তীর | ৩ | হামযা | ওয়াফির |
| بُعد الاحبة | বন্ধুদের দূরে অবস্থান | ৪ | " | সারী' |
| لا فتى الاعلى | আলী ছাড়া কোন যুবক নেই | ২ | " | রাজয |
| الصبر على الاحبة | বন্ধুদের আচরণে ধৈর্য | ২ | " | সারী |
| نيل المراد | লক্ষ অর্জন | ২ | বা | তাভীল |
| الأسد لا تجيب الكلاب | সিংহ কুকুরে প্রতিউত্তর দেয়না | ২ | বা | খাফীফ |
| الدراهم | অর্থ-মুদ্রা | ৩ | বা | ওয়াফির |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| براءة الله | আল্লাহর জন্য মুক্ত | ২ | তা | কামিল |
| عند الله المخرج | আল্লাহর নিকট বের হওয়ার পথ | ২ | জীম | কামিল |
| ماذا يخبر الضيف أهله | ঘরের মেহমান পরিবারকে কী খবর দিবে? | ৮ | জীম | কামিল |
| عفوا لمهيمن | প্রভুত্বকারী আল্লাহর ক্ষমা | ৪ | দাল | কামিল |
| الحق | সত্য | ২ | দাল | তাবীল |
| الاخلاء والغدر | বন্ধু ও প্রতারণা | ৪ | দাল | বাসীত |
| كرالجديد ين | রাত-দিনের অবর্তন | ২ | রা | তাবীল |
| صن وجهك عن المذلة | অপমান থেকে নিজেকে রক্ষা কর | ৩ | রা | খাফীফ |
| لذة السلامة | নিরাপত্তার স্বাদ | ২ | সীন | খাফীফ |
| ماذا يرجى منكم | তোমাদের কাছ থেকে কী আশা করা হচ্ছে? | ৩ | দ্বাদ | তাবীল |

[১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| الأفئدة مزارع الألسن | অন্তর জবানের ক্ষেতস্বরূপ | ৩ | আইন | সারী |
| الذل فى الطمع | অতি লোভে লাঞ্ছনা | ৩ | আইন | মাজযুউর |
| الهمج | বর্বর ব্যক্তি | ৩ | ক্বাফ | বাসীত |
| الأحمق | নির্বোধ | ২ | ক্বাফ | তাভীল |
| دار غربة | প্রবাসীর ঘর | ২ | লাম | তাভীল |
| اعمش كحال | অন্ধ চক্ষু চিকিৎসক | ২ | লাম | কামিল |
| معدم | নিঃস্ব | ২ | মীম | তাভীল |
| الصديق | বন্ধু | ৬ | মীন | ওয়াফির |
| تكون أولا تكون | তুমি থাকো অথবা না থাকো | ৩ | নূন | খাফিফ |
| ودك طالق | তোমার ভালোবাসা প্রত্যখ্যাত | ৫ | নূন | কামিল |
| منازل | মর্যাদা | ৩ | হা | ওয়াফির |
| المال عارية | সম্পদ হচ্ছে ধারের বস্তু। | ২ | ইয়া | সারী‘ |
| واعملن بنية | নিয়ত অনুযায়ী আমল কর। | ২ | ইয়া | খাফীফ[১] |

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস আশ-শাফে‘য়ী (র) ছিলেন একজন স্বভাবসুলভ কবি। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া যে কোন পরিস্থিতিতে মুহূর্তের মধ্যে যে কোন বিষয়ে কবিতা রচনা করতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সাবলীল গ্রন্থতা এবং সুসংগতিপূর্ণ বর্ণনাধারা শাফে‘য়ীর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবিতার সকল শাখায় তার পদচারণা বিদ্যমান। প্রধানত যে সকল বিষয় কবিতা রচনা কছেন, তা হলো নৈতিক ও আদর্শিক, জ্ঞান চর্চার গুরুত্ব-মাহাত্ম, দুনিয়া বিমুখতা, জ্ঞানগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ, বর্ণনামূলক, প্রশংসা, ওয়াজ-নসীহত, আকুতি-মিনতি, শোক গাঁথা, নিন্দামূল প্রভৃতি। তাছাড়া মানবস্বভাব, বদান্যতা, ধৈর্য, অল্পেতুষ্টি, ধোকা, হিংসা-বিদ্বেষে, ধন-সম্পদের হাক্বীকত, মৃত্যু, কবর, প্রার্থনা, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয় কবিতা তিনি ছান্দিক গাঁথুনি দিয়ে শৈল্পিকরূপ দান করেন। তাঁর কাব্য কর্মের পরিধি অতি ব্যাপক ও বহুমুখী।

[১]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১২৯।

# পঞ্চম অধ্যায়

## ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) -এর কবিতার শিল্পরূপ

# প্রথম অনুচ্ছেদ: ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে সুরধ্বনি

সুর বা কণ্ঠপ্রতিভা আল্লাহ প্রদত্ত একটি বিশেষ নি'য়ামত। এ সুর মানব কণ্ঠে যেমন ধ্বনিত হয়, তেমনি লেখনীর মাধ্যমে অনুরণন হয়। সুর কবিতার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও উপাদান। আরবিতে এটাকে الموسقى الشعرى তথা কাব্যসুর বলে।

পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে মাহমুদ বারাকাত বলেন:

الموسقى الشعرية عنصر مهم من عناصر الشعر ينهد رئيسى مع بقية العناصر الاخرى كا لصورة لتحقيق جماليات الفن الشعرى.

" কাব্যসুর কাব্যিক উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। এটি প্রধানত কবিতার অন্যান্য উপাদান যেমন শৈল্পিক চিত্রের সাথে একত্রিত হয়ে কাব্যের উন্নত সাধনে কাজ করে।" [১]

আবু নসর আল ফারাবি বলেন:

صناعة فى تأليف النغم والأصوات ومنا سباتها وايقاعاتها وما يدخل منها الجنس الموزون والمؤ تلف با لكمية والكيفية.

" সুর, গুঞ্জন, সুরসৃষ্টি, সুরারোপ, সুরসঙ্গতি এবং অনুরূপ ছন্দবদ্ধ গুণগান ও মিলনপূর্ণ পরিমাণ বিষয় সম্পর্কিত শিল্পকে الموسقى الخارجية বা কাব্যসুর সঙ্গীত বলে।"[২]

আরবী সাহিত্যিকরা পদ্যসাহিত্যে কাব্যসুরকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন:

(১) **الموسقى الخارجية** : বাহ্যিক বা বহিস্থ:সুর। যা নির্ভর করে ছন্দ ও শ্লোকের অন্ত্যমিলের উপর। বাহ্যিক সুরের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো :

ক. الوزن (ওজন)

খ. البحر (ছন্দ)

গ. القافية (অন্ত্যমিল) ।

২ **الموسقى الداخلية** অভ্যন্তরীন সুর : এটা হলো শব্দচয়ন, সুবিন্যস্ত করণ, শব্দ ও ধ্বনির মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরী করা, দীর্ঘ কবিতার অন্যান্য শ্লোকের অক্ষর ও বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরী করা, দীর্ঘ কাবিতার অন্যান্য শ্লোকের অক্ষর ও বাক্যের মধ্যে মিল দেওয়া। [১]

---

[১]. মাহমুদ বারাকাত, শি'রু ইবনে উসাইমিন দিরাসাহ ফিশ শাকলি ওয়াল মাদমূন, (কুয়েত: শিরকাতুল কাজিমা লিন নাশরি ওয়ালত তারজামাতি ওয়াত তাওঝি',১৯৮৫),পৃ.২৩১ ।

[২]. আবুনসর আল ফারাবি, কিতাবিল মুসিকিল কবীর, (কায়রো: দারুল কতিবিল আরবী, তা.বি.) , খ. ১, পৃ. ১৫।

الموسقى الداخلية এর অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো:

| | |
|---|---|
| ক. الجناس | খ. التصريع |
| গ. التصدير | ঘ. الطباق |
| ঙ. المقابلة | চ. التقسيم |

## ১. الموسقى الخارجية (বাহ্যিক সুর)

### ক. الوزن ( মাত্রা )

الوزن হলো আরবী কবিতার ركن বা স্তম্ভ, যার উপর ভিত্তি করে কবিতা রচিত হয়। আর কবিতার ছন্দ পরিমাপক যে ميزان বা تفعيل আছে তাকে وزن الشعر বলে। আরবী কবিতায় بحر এ ব্যবহৃত নিদিষ্ট সংখ্যাক হরফ নিয়ে গঠিত جزء ( পর্ব) এ حركات ও سكنات ব্যবহার করায় সৃষ্টি হয় وزن আর جزء বা تفاعيل গঠিত হয় السبب, , الفاصله এর সমন্বয়ে।

এই ف ـ ع ـ ل ـ শব্দমূলের সাহায্যে ১০টি বর্ণে ৮ টি جزء বা পর্ব গঠিত হয়। ১০টি হরফ হলো: الفاء ـ العين ـ اللام ـ النون ـ الميم ـ التاء ـ السين ـ حروف العلة (و ـ ا ـ ي ) এদশটি হরফকে এক বাক্যে বলা হয় لمعت سيوفنا (আমাদের তরবারিগুলো চাকচিক্যময় হয়েছে) এগুলোকে حروف التقطيع বলা হয়। এ ৮টি جزء বিভিন্ন পদ্ধতি ৫টি دائره বা বৃত্ত এর সাহায্যে আরবী কবিতার ১৬টি بحر বা ছন্দ নির্ণয় হয়।

এ ৮টি جزء ( পর্ব) বা تفاعيل হলো:[২]

| الوزن – الرمز | |
|---|---|
| ১ – فَعُولُنْ | (٥/٥//) |
| ২ – مَفَاعِيلُنْ | (٥/٥/٥//) |
| ৩ – فَاعِلُنْ | (٥//٥/) |
| ৪ – مُسْتَفْعِلُن | (٥//٥/٥/) |
| مستفع لن | (٥//٥/٥/) |
| ৫ – مُفَاعَلَتُنْ | (٥///٥//) |
| ৬ – متفَاعِلُنْ | (٥//٥///) |
| ৭ –مَفْعُولاتُ | (/٥/٥/٥/) |
| ৮ – فاعِلاتُنْ | ( ٥/٥//٥/) |
| فاع لاتن | (٥/٥//٥/) |

[১] মাহমুদ বারাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১।

[২] ইজ্জাত মুহাম্মদ জাদ্দাওয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

## খ. البحر ( ছন্দ )

بحر শব্দটি একবচন, বহুবচন بحور অর্থ সমুদ্র ,সাগর। ব্যবহারিক অর্থে আরবী কবিতার ছন্দকে البحر বলে। সাইয়েদ আহমদ হাশেমী বলেন:

البحر هو الوزن الخاص الذى على مثاله يجرى الناظم.

" البحر হলো এমন একটি নির্দিষ্ট ওজন, যার অনুসরণ করে কবি তার কবিতা রচনা করেন।"[১]

আরবী ছন্দ বিদ্যার জনক খলীল আহমদ ফারাহিদি (মৃত ৭৮৬/৭৯১ খৃ.) ১৫টি আরবী ছন্দ আবিস্কার করেন। পরবর্তীতে তাঁর শিষ্য সিবওয়াই, সিবওয়াইর শিষ্য আখফাশ (মৃত: ৮৩০ খ্রি.) আরো একটি বাহার আবিস্কার করেন, ফলে আরবী কবিতার ১৬ টি ছন্দ আবিস্কৃত হয়। এ ১৬টি বাহার মোট তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।

১. পাঁচ ও সাত মাত্রার جزء এর সমন্বয় গঠিত হয় মোট ৩ টি بحر যথা: الطويل ، البسيط ، المديد

২. শুধু সাত মাত্রার جزء এর সমন্বয়ে গঠিত মোট بحر হলো ১১টি। যথা:
الخفيف ، المنسرح ، السريع ، الرمل ، الرجز،الهجز ، الكامل ، الوافر ، المجتث ، المقتضب ،المضارع.

৩. শুধু পাঁচ মাত্রার جزء এর সমন্বয়ে গঠিত মোট বাহার হলো ২টি। যথা:
المتقارب ، المتدارك .

[১]. সাইয়্যেদ আহমদ হাশেমী, *মীযানুয যাহাবি ফি সিনাআতি শি'রিল আরাবি*, ( লেবানন: দারুল হেলাল, ১৯৭৯ খ্রি:), পৃ. ২৮ ।

**নিম্নে পৃথক পৃথক ১৬টি ব্যাবহারের ছন্দে تفعيلة মাত্রা নিরূপক ছক প্রদত্ত হলো:**

| الرقم (ক্রমিক নং) | اسم البحر (ছন্দ) | تفعيلات (মাত্রা নিরূপক ওজন সমূহ) |
|---|---|---|
| ১ | الطويل | فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ ** فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ |
| ২ | المديد | فاعِلاتُنْ فاعلُن فاعِلاتُن فاعلُن** فاعِلاتُن فاعلُن فاعِلاتُن فاعلُن |
| ৩ | البسيط | مُسْتَفْعِلُن فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُن فاعِلُنْ ** مُسْتَفْعِلُن فاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُن فاعِلُنْ |
| ৪ | الوافر | مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ ** مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ |
| ৫ | الكامل | متفَاعِلُنْ متفَاعِلُن متفَاعِلُنْ ** متفَاعِلُنْ متفَاعِلُن متفَاعِلُنْ |
| ৬ | الهزج | مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ ** مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ |
| ৭ | الرجز | مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ ** مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ |
| ৮ | الرمل | فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ ** فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُنْ |
| ৯ | السريح | مُسْتَفعِلُنْ مُسْتَفعِلُنْ مَفْعُولاتُ ** مُسْتَفعِلُنْ مُسْتَفعِلُنْ مَفْعُولاتُ |
| ১০ | المنسرح | مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ ** مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُولاتُ مُسْتَفْعِلُنْ |
| ১১ | الخفيف | فَاعِلاتُنْ مُسْتفْعْ لُنْ فَاعِلاتُن ** فَاعِلاتُنْ مُسْتفْعْ لُنْ فَاعِلاتُن |
| ১২ | المضارع | مَفَاعِيلُنْ فاعِلاتُنْ ** مَفَاعِيلُنْ فاعِلاتُنْ |
| ১৩ | المقتضب | مَفْعُولاتُ مُستفْعِلُنْ ** مَفْعُولاتُ مُستفْعِلُنْ |
| ১৪ | المجتث | مسْتفْعِلُنْ فَاعِلاتُنْ ** مسْتفْعِلُنْ فَاعِلاتُنْ |
| ১৫ | المتقارب | فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ ** فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ فَعُولُنْ |
| ১৬ | المتدارك | فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ ** فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلُنْ[1] |

**ইমাম শাফে'য়ীর কবিতায় বাহার (ছন্দ) ওজন (মাত্রা) -এর ব্যবহার:**

ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) এর কাব্যসমগ্র-১২টি ছন্দ ও উপছন্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তিনি যে সকল ছন্দ তাঁর কবিতায় ব্যবহার করছেন তা নিম্নরূপ:

১. ৫ ও ৭ মাত্রার ছন্দ ৩টি। যথা: ১ ـ الطويل ২ ـ المديد ৩ ـ البسيط
২.কেবল ৭ মাত্রার ছন্দ ৬টি যথা: ـ الوافر ৩ ـ الخفيف ৪ ـ الرجز ৫ ـ الرمل ৬ ـ السريع ১ ـ الكامل ২
৩. কেবল ৫ মাত্রার ছন্দ ৩টি। যথা: ১ ـ المنسرح ২ ـ المتقارب ৩ ـ الهزج
উপছন্দগুলো হলো:

[1] .ড. ইজ্জাহ মুহাম্মদ জাদ্দওয়া' ,*মুসিকিশ শি'রিল আরাবী*, (রিয়াদ: মাকতাবাতুর রাশদ -২০১১) ,পৃ. ২৬।

مجزوء الرجز - ৫ مجزوء الرمل - ৪ مجزوء البسيط - ৩ مجزوء الوافر - ২ مجزوء الكامل -১

তবে তাঁর কবিতা সবচেয়ে বেশী যে সব ছন্দে রচিত হয়েছে তা হলো:
الوافر - ৪ الكامل - ৩ البسيط - ২ الطويل - ১

হাজিম আল কারতাজি আরবী প্রত্যেক ছন্দের এক একটি অর্থ করেছেন। । যেমন:

১. الطويل অর্থ উজ্জ্বলতা ও ক্ষমতা।
২. الكامل অর্থ চাকচিক্য ও ধারাবাহিক সৌন্দর্য।
৩. البسيط অর্থ সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও লাবন্য।
৪. الوافر অর্থ অর্থের প্রাচুর্যতা ও কমনীয়তা। [১]

আর এ অর্থগুলো ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান । তাঁর কবিতা পাঠ করলে এ সকল বৈশিষ্ট্য অনায়াসে পাওয়া যায়।

যে সব ছন্দ তাঁর কবিতা রচিত হয়নি তাহলো: ২ - المقضب - ৩ المجتث - ৪ المتدارك
১ - المضارع [২]

**ইমাম শাফে'য়ীর কবিতার ছন্দ, কবিতা, পঙক্তি ও শতকরা হারের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো:**

| ছন্দ (البحر) | সাত ও সাতের অধিক চরণের কবিতার সংখ্যা (عددالقصائد) | তিন থেকে ছয় চরণের কবিতার সংখ্যা (عددالمقطوعات) | দুই চরণের কবিতার সংখ্যা (عددالنتفر) | এক চরণের কবিতার সংখ্যা (عددالابيات اليتيمة) | মোট পঙক্তি সংখ্যা (مجموع الابيات) | শতকরা হার (النسبة المئوية) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطويل | ১৩ | ২৭ | ২৬ | ৯ | ৩০১ | ৩৭.৬২% |
| البسط | ২ | ১৯ | ১৪ | ৪ | ১২০ | ১৫% |
| الوافر | ১ | ২২ | ১০ | - | ১১৭ | ১৪.৬২% |
| الكامل | ২ | ১৩ | ১৩ | ৪ | ১০৬ | ১৩.২৫% |
| المتقارب | ২ | ৩ | ১ | ১ | ৪২ | ৫.২৫% |
| الخفيف | - | ৫ | ৭ | ১ | ৩১ | ৩.৮৭% |
| السريع | - | ১ | ২ | - | ৮ | ১% |
| الرمل | - | ১ | ২ | - | ৭ | ০.৮৭% |
| الرجز | - | - | ২ | ১ | ৫ | ০.৬২% |
| المنسرح | - | - | ২ | - | ৪ | ০.৫% |

[১]. মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, *মুহাম্মদ ইবন উসাইমিন-এর কবিতা:বিষয় ও প্রকরণ বিশ্লেষণ*, (অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,বাংলাদেশ, ২০১৬), পৃ. ২৭২।

[২]. আব্দুর রাহমান মুস্তাবী ,প্রাগুক্ত,পৃ.১৮।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المديد | - | - | ১ | - | ২ | ০.২৫% |
| الهزج | - | ১ | - | - | ৫ | ০.৬২% |
| مجزوء الكامل | - | ২ | ৩ | - | ৩০ | ৩.০৪% |
| مخلع البسيط | - | ২ | ৩ | - | ১৭ | ২.১২% |
| مجزوء الرمل | - | - | ২ | - | ৪ | ০.৫% |
| مجزوء الرجز | - | ১ | - | - | ৪ | ০.৫% |
| مجزوء الوافر | - | - | ১ | - | ২ | ০.২৫% |
| মোট | ২০ | ৯৯ | ৯১ | ২০ | ৮০৫ | ১০০% [১] |

## تقطيع ( ছন্দ নির্ণয় ):

**ইমাম শাফে'য়ী (রহ.)- এর কাব্যে ব্যবহৃত কতিপয় ছন্দ নিম্নে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো:**

### د- البحر الطويل

| البيت | ارى الغر فى الدنيا اذا كان فاضلا | * | ترقى على روس الرجال ويخطب |
|---|---|---|---|

| التقطيع | أرلغر | رفددنيا | اذاكا | ن فاضلن | * | ترق قا | علاروسر | رجال | ويخطب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمز | ০/০// | ০/০/০// | ০/০// | ০//০// | * | ০/০// | ০/০/০// | /০// | ০//০// |
| الوزن (تفعيل) | فعولن | مفاعيلن | فعولن | مفاعلن | * | فعولن | مفاعيلن | فعول | مفاعلن |
| العروض والضرب | سالمة | سالمة | سالمة | مقبوضة | * | سالمة | سالمة | مقبوضة | مقبوض[2] |

[১]. মানাল মুহাম্মদ উবাইদ, *শি'রুল ইমাম আশ শাফে'য়ী: দিরাসাতুন ফান্নিয়াতুল তাহলীলিয়্যাহ*, (গাযা: জামিউল আকসা, এম. এ.গবেষনা কর্ম-২০১৭), পৃ. ১২৫।

[২]. আব্দুর রাহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

## ٢ ـ البحر البسيط

قد عوج الناس حتى احد ثوابدعا *** فى الدين بالرأى لم تبعث بها
حتى استخف بحق الله أكثرهم *** وفى الذى حملوا من حقه شغل

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o/// | o//o/o/ | o//o/ | o//o/o/ | | o/// | o//o/o/ | o//o/ | o///o/ |
| فعلن | مستفعلن | فاعلن | مستفعلن | | فعلن | مستفعلن | فاعلن | مستفعلن |
| مخبون | سالمة | سالمة | سالمة | | مخبونة | سالمة | سالمة | مطوية |
| | | | | | | | | |
| o/// | o//o/o/ | o/// | o//o// | | o/// | o//o/o/ | o/// | o//o/o/ |
| فعلن | مستفعلن | فعلن | متفعلن | | فعلن | مستفعلن | فعلن | مستفعلن |
| مخبون | سالمة | مخبون | مخبونة | | مخبونة | سالمة | مخبونة | سالمة |

## ۵ـ البحر البسيط

يا واعظ الناس عما أنت فاعله *** يا من يعد عليه العمر بالنفس

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بن نفسي | ه لعمرو | دعلي | يامن يعد | * | علهوٍ | مأأنت فا | ناس عم | ياواعظن | **التقطيع** |
| O///O/ | O/O/O/ | O/// | O//O/O/ | * | O/// | O// O/O/ | O //O/ | O//O/O/ | **الرمز** |
| مفتعلن | مفعولن | فَعِلَنْ | مستفعلن | * | فَعِلَنْ | مستفعلن | فاعلن | مستفعلن | **الوزن (تفعيل)** |
| مطوي | مقطوع | مخبون | سالمة | * | مخبونة | سالمة | سالمة | سالمة | **العروض والضرب** |

## 8 البحر الوافر

اذا رمت الدخول على اناس *** فكن منهم بمنزلة الأقل
فان رفعوك كان الفضل منهم *** وان ابقوك قل هذا محلى

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o/o// | o///o// | o/o/o// | | o/o// | o///o// | /o/o// |
| مفاعل | مفاعلتن | مفاعلتن | | مفاعل | مفاعلتن | مفاعتلن |
| مقطوف | معصوبة | معصوبة | | مقطوبة | معصوبة | سالمة |
| o/o// | o/o/o// | o/o/o// | | o/o// | o/o/o// | o///o// |
| مفاعل | مفاعلتن | مفاعلتن | | مفاعل | مفاعلتن | مفاعتلن |
| مقطوف[1] | معصوبة | معصوبة | | مقطوبة | معصوبة | سالمة |

১. প্রাগুক্ত, পৃ.৯৯।

**৫ البحر الكامل**

كيف الوصول الى سعاد ودونها *** قلل الجبال ودود نهن حتوف
والرجل حافية ولا لى مركب *** والكف صفر والطريق مخوف

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /o/o// | o///o// | o/o// | | o/o/o// | o///o// | o/o// |
| مفاعتلن | مفاعلتن | مفاعل | | مفاعلتن | مفاعلتن | مفاعل |
| سالمة | معصوبة | مقطوبة | | معصوبة | معصوبة | مقطوف |
| o///o// | o/o/o// | o/o// | | o/o/o// | o/o/o// | o/o// |
| مفاعتلن | مفاعلتن | مفاعل | | مفاعلتن | مفاعلتن | مفاعل |
| سالمة | معصوبة | مقطوبة | | معصوبة | معصوبة | مقطوف |
| مضمرة | سالمة | مضمرة | | مضمرة | مضمرة | مقطوع |

**৬ البحر المتقارب**

اذا حار ذهنك فى معنيين ***واعياك حيث الهوى والصواب
فدع ما هويت فان الهوى *** يقود النفوس الى ما يعاب

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o/o// | /o// | o/o// | /o// | | o/o// | o/o// | o/o// |
| فعولن | فعول | فعولن | فعول | | فعولن | فعولن | فعولن |
| سالمة | مقبوضة | سالمة | مقبوضة | | سالمة | سالمة | صحيح |
| o/o// | /o// | o/o// | o// | | o/o// | o/o// | o/o// |
| فعولن | فعول | فعولن | فعو | | فعولن | فعولن | فعولن |
| سالمة | مقبوضة | سالمة | محذوفة | | سالمة | مقبوضة | صحيح |

**৭ البحر الخفيف**

عمددة الدين عندنا كلمات *** اربع من كلام خير البريه
اتق الشبهات وازهد ودع ما *** ليس يعنيك واعملن بنيه

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| o/o//o/ | o//o// | o/o///o | | o/o/// | o//o// | o/o//o/ |
| فعلاتن | متفعلن | فاعلاتن | | فعلاتن | متفعلن | فاعلاتن |
| سالمة | مخبونة | سالمة | | مخبونه | مخبونة | صحيح |
| | | | | | | |
| /o//o/ | o//o// | o/o//o/ | | o/o//o/ | o//o// | o/o/// |
| فاعلان | متفع لن | فاعلاتن | | فاعلاتن | متفع لن | فعلاتن |
| مكفوفة | مخبونة | صحيحة | | سالمة | مخبونه | مخبون[1] |

[১]. মানাল মুহাম্মদ উবাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭।

**৮ الوافر التام**

نعيب زما ننا والعيب نينا ***وما لزماننا عيب سوانا

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نعيب زما | نناولعى | ب نينا | | ومالزما | نناعين | سوانا |
| ٥///٥// | ٥/٥/٥// | ٥/٥// | | ٥///٥// | ٥/٥/٥// | ٥/٥// |
| مفاعلتن | مفاعلتن | فعولن | | مفاعلتن | مفاعلتن | فعولن |
| سالم | معصوب | مقطوفة | | سالم | معطوف | مقطوف[1] |

**৯ مخلع البسيط**

قالوا ترفضت قلت كلا *** ما الرفض دينى ولا اعتقادى

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قالواترف | فضت قل | ت كللا | | مررفض دى | نى ولااع | نقادى |
| ٥//٥/٥/ | ٥//٥/ | ٥/٥// | | ٥//٥/٥/ | ٥//٥/ | ٥/٥// |
| مستفعلن | فاعلن | فعولن | | مستفعل | فاعلن | فعولن |
| سالم | سالم | مخبونه مقطوعة | | سالم | سالم | مخبون مقطوع |

**১০ مجزوء البسيط**

سافر تجد عوضا عمن تفارقه *** وانصب فان لذيذ العيش فى النصب

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سافر تجد | عوضن | عن من تفا | رقهو | ونصب فان | ن لذى | ذلعيش فن | نصبى |
| 0//0/0/ | 0/// | 0//0/0/ | 0/// | 0//0/0/ | 0/// | 0//0/0/ | 0/// |
| مستفعلن | فعلن | مستفعلن | فعلن | مستفعلن | فعلن | مستفعلن | فعلن |
| سالم | مخبونه | سالم | مخبونه | سالم | مخبون | سالم | مخبون[2] |

**খ. القافية (অন্ত্যমিল)**

قافية শব্দের অর্থ অনুসরণ করা, অনুকরণ করা। সাধারণত কবিতার চরণের অন্ত্যমিলকে ক্বাফিয়া বলে। ক্বাফিয়া আরবী কবিতার একটি অপরিহার্য অলংকার, বাহ্যিক সুর সঙ্গীতের দ্বিতীয় উপাদান, যা সুরের ব্যঞ্জনাকে দৃঢ় করে। কবিতার চরণের শেষ শব্দ বা শব্দের অংশ বিশেষ নিয়ে কাফিয়া গঠিত হয়। যেমন শায়খ নাসিফ আল ইয়াজিযী বলেন:

تحتسب القافية من اخر من البيت الى اول ساكن قبله مع المتحرك الذى قبل ذلك الساكن

"একটি কবিতার চরণের ছাকিন হরফ এর সাথে মিলিত মুতাহাররিক হরফকে নিয়ে قافية গঠিত হয়।" [৩]

---

[১] .ইজ্জাহ মুহাম্মদ জাদ্দাওয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৫।

[২]. ইমীল বদী' ইয়াকুব, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৩।

[৩]. শায়খ নাসিফ আল ইয়াজিয়ী, *মাজমাউল আদব ফি ফুনুনিল আরব*, ১২তম সংস্করণ, (বৈরুত: মাকতবাআ আল আমেরিকানিয়্যা, ১৯৪৫), পৃ. ২১১।

আবার যে সকল অক্ষর দিয়ে কাফিয়া গঠিত হয় সে গুলোকে حروف القافية বা অন্ত্যমিল বর্ণ বলে। কাফিয়ার বর্ণ ৬ প্রকার যথা:

১ - الروى ২ - الوصل ৩ - الخروج ৪ - الردف ৫ - التاسيس ৬ - الداخيل তবে আরবী কবিতায় হরুফে রাবি হচ্ছে এমন একটি হরফ, যার উপর কবিতার ভিত্তি নির্ভর করে। আর সেই হরফের দিকে সম্বন্ধ করে কবিতার নাম নির্ধারণ করা হয়। যেমন কোন কবিতার শেষ হরফ যদি লাম হরফ দ্বারা হয় তাহলে তাকে কাসীদাতুল লামিয়া আর মিম দ্বারা হলে মিমিয়া ও নুন দ্বারা হলে নুনিয়া বলা হয়।

কাফিয়াকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথ:

২ القافية المطلقة : যে কবিতার চরণের حرف الروى ـ متحرك তাকে القافية المطلقة বলা হয়।

১ القافية المقيدة :যে কবিতার পঙক্তি حروف الروى শেষ অক্ষর ছাকিন হয় তাকে القافية المقيدة বলে।

**নিম্নে ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) এক কাব্যে ব্যবহৃত ক্বাফিয়া পঙক্তি ও শতকরা হারের একটি ছক প্রদত্ত হলো:**

| অন্তমিল বর্ণ (حروف الروى) | সাত ও সাতের অধিক চরণের কবিতা (عدد القاصائد) | তিন থেকে ছয় চরণ বিশিষ্ট কবিতার সংখ্যা (عددالمقطوعات) | দুই চরণ বিশিষ্ট কবিতার সংখ্যা (عدد النتف) | এক চরণ বিশিষ্ট কবিতার সংখ্যা (عدد الابيات اليتيمة) | মোট পঙক্তি সংখ্যা (مجموع الابيات) | শতকরা হার (النسبة المئوية) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الباء | ৫ | ৬ | ৯ | ২ | ১০৯ | ১৩.৬২% |
| النون | ১ | ১৪ | ১২ | ৫ | ৯০ | ১১.২৫% |
| الميم | ৫ | ৬ | ৪ | ১ | ৮৯ | ১১.১২% |
| الراء | ১ | ১২ | ১৫ | ১ | ৮১ | ১০.১২% |
| الدال | ২ | ১২ | ৭ | ১ | ৭৯ | ৯.৮৭% |
| اللام | ১ | ৯ | ১০ | ৩ | ৬৮ | ৮.৫% |
| القاف | ১ | ৪ | ৮ | ১ | ৪৪ | ৫.৫% |
| التاء | - | ৮ | ৫ | - | ৪৪ | ৫.৫% |
| العين | - | ৬ | ৫ | ২ | ৩৪ | ৪.২৫% |
| السين | - | ৫ | - | - | ২৭ | ৩.৩৭% |
| الهاء | - | ৫ | ৪ | - | ৩০ | ৩.১২% |
| الهمزة | ১ | ১ | ৩ | - | ২২ | ২.৭৫% |
| الفاء | ১ | ২ | ১ | ২ | ১৮ | ২.২৫% |
| الياء | ১ | ১ | ২ | - | ১৭ | ২.১২% |
| الجيم | ১ | - | ২ | - | ১২ | ১.৫% |
| الحاء | - | ১ | ৩ | ১ | ১০ | ১.২৫% |
| الضاء | - | ৩ | - | - | ১০ | ১.২৫% |
| الصاء | - | ১ | ১ | - | ৮ | ১% |
| الألف المقصورة | - | ২ | - | - | ৭ | ০.৪৭% |
| الكاف | - | ১ | ১ | ১ | ৬ | ০.৭৫% |
| মোট | ২০ | ৯৮ | ৯২ | ২০ | ৮০৫ | ১০০% [১] |

[১]. মানাল মুহাম্মদ ইবাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪১।

## ২. الموسقى الداخلة (অভ্যন্তরীন সুরধ্বনি )

আরবী কবিতার অভ্যন্তরীন সুরধ্বনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কবিতার আঙ্গিক গঠনে এটা বিশেষ ভূমিকা রাখে। ইমাম শাফে'য়ী (র) এর কাব্যে রয়েছে অভ্যন্তরীন সুরলহোরির ব্যঞ্জনা। নিম্নে তার কবিতায় অভ্যন্তরীন সুরধ্বনির সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো।

### ক. الجناس ( শ্লেষালঙ্কার )

جناس শব্দের অর্থ শ্রেণি, প্রকার, জাতি, বংশ, সদৃশ, বাক্যের দুই অংশের মাঝে মিল ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ হলো: الجناس هو اتفاق اللفظتين فى الحروف واختلافهما فى المعنى

" বর্ণের দৃষ্টিকোন থেকে দুটি শব্দের মধ্যে শব্দগত মিল আর অর্থগত অমিলকে جناس বলে।" [১]

মোট কথা কবিতার চরণে ভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণে সাদৃশ হওয়াকে الجناس বলে।

ইমাম শাফে'য়ীর কবিতার الجناسএর ব্যবহার:

إِذَا رَافَقْتَ فِي الأَسْفَارِ قَوْمَاً *** فَكُنْ لَهُمْ كَذِي الرَّحِمِ الشَّفِيقِ
لَعَيْبُ النَّفْسِ ذَا بَصَرٍ وَعِلْمٍ *** وَأَعْمَى العَيْنِ عَنْ عَيْبِ الرَّفِيق
وَلاَ تَأْخُذْ بِعَثْرَةِ كُلِّ قَوْمٍ *** وَلكِنْ قُلْ هَلُمَّ إِلَى الرَّفِيقِ
فَإِنْ تَأَخُذْ بِعَثْرَتِهِمْ يَقِلُّوا ** * وَتَبْقَى فِي الزَّمَان بِلاَ صَدِيقِ

এখানে দ্বিতীয় চরণের الرفيق শব্দের অর্থ الصديق বা বন্ধু, আর তৃতীয় চরণের الرفيق অর্থ الطريق বা রাস্তা। বর্ণ ও উচ্চারণের দিক থেকে শব্দ দুটির মিল থাকলে ও অর্থের ভিন্নতা রয়েছে। তাই এ প্রকার মিলকে جناس تام متمثل বলে। [২]

لما رايت الناس قد ذهبت بهم *** مذاهبهم في ابحر الغي والجهل

এখানে جناس শব্দ দুটির মধ্যে হয়েছে। ذهبت অর্থ مشت বা চলা, আর مذاهب অর্থ الفروق الاسلامية বা ইসলামী দল সমূহ। দু'শব্দের مشتق منه বা মূল মাদ্দা ذ ـ ه ـ ب একই কিন্তু অর্থ ভিন্ন। তাই এটাকে اشتقاق جناسবলে। [৩]

ف بالحق لذى الحق *** اذاحق له الحق

[১] .আহমদ আমীন, *আল বালাগাতুল ওয়াদিহা* ,( দেওবন্দ: আল মাকতাবা আল আশরাফিয়া, তা. বি. ), পৃ ২৮১।
[২]. মানাল মুহাম্মদ উবাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।
[৩] . প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৯।

এ পঙিতে দ্বিতীয় مصرع এর প্রথমে حق শব্দের অর্থ ثبوت بلاشك নিঃ সন্দেহ, নিশ্চিত, আর শেষের الحق শব্দের অর্থ الواجب والنصيب দাবি, অধিকার। মূল মাদ্দা একই, অর্থ ভিন্ন, একটি فعل অপরটি اسم তাই এটাকে جناس تام مستوفى বলে।[১]

ما تقلبت من نوم و سنتى*** الا وذكرك بين النفس والنفس

এ চরণে النفْس (আত্মা) النفَس (শ্বাস-প্রশ্বাস) মধ্যে জিনাস হয়েছে। শব্দ গঠণ একই কিন্তু অর্থ ভিন্ন, তাই এ প্রকার জিনাসকে جناس محرف বলে।

شكوت الى وكيع سوء حفظى *** وارشدنى الى ترك المعاصى
فان العلم نور من اله *** ونورالله لا يعطى لعاصى

এখানে প্রথম চরণে المعاصى (পাপ) দ্বিতীয় চরণে لعاصى (পাপী) তে جناس হয়েছে। এ প্রকার জিনাসকে جناس ناقص বলে।

التبركا الترب ملقى فى اما كنه *** والعود فى ارضه نوع من الحطب

এ চরণে التبر (স্বর্ণপিন্ড) ও الترب (মৃত্তিকা) এর মধ্যে জিনাস সন্বিবেশিত হয়েছে। এ দু'শব্দের মধ্যে মূল অক্ষরের ধারাবিহকতায় আংশিক অমিল রয়েছে। তাই এ প্রকার জিনাসকে
جناس قلب البعض বলে।

قليل المال لا ولد يموت *** ولا هم يبادر ما يفوت

এখানে يموت (মৃত্যুবরণ) ও يفوت (হারিয়ে যাওয়া) এর মধ্যে ف ও م বর্ণ দুটি قريب المخرجএ অমিল হয়েছে, তাই তাকে جناس المضارع الجناسবলে।[২]

فان تجتنبها كنت سالما لا هلها *** وان تجد بها نا زعتك كلا بها

ইমাম শাফে'য়ী এ পঙক্তিতে প্রথম مصرع তে تجتنبها শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ تبتعد عنها(দূরে থাকা) আর দ্বিতীয় مصرع তে تجتذ بها অর্থ حصل عليها(টানা বা আকর্ষণ করা)। দুটি শব্দের অর্থ ভিন্ন, কিন্তু উচ্চারণ প্রায় একই, প্রথম শব্দে نون ও দ্বিতীয় শব্দে ذال
বর্ণ ও মাখরাজের ব্যবধান রয়েছে, তাই এ ধরণের জিনাসকে جناس لاحق বলে।[৩]

---

[১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।
[৩] .প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭।

فوالله لولا العلم ما فصح الهدى *** ولا لام من عيب السماء لنارسم

আলোচ্য পঙক্তিতে প্রথম مصرع এ لا শব্দ না বোধক অর্থ প্রদান করে। দ্বিতীয় مصرع তে حـ لا শব্দটি لا এর সাথে حـ বর্ণ যুক্ত হয়ে حـ لا হয়েছে অর্থ ظهر (প্রকাশ পাওয়া) শব্দ দুটির শেষ অক্ষরে অমিল রয়েছে। তাই এ প্রকার জিনাসকে جناس مطرف বলে। [১]

ইমাম শাফে'য়ীর কাব্য পাঠ করলে তাঁর কবিতায় এ ভাবে সকল প্রকার جناس এর যথার্থ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

## খ. التصريع (বর্ণ সমতালঙ্কার)

তাসরী' অভ্যন্তরী সুর সঙ্গীতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাচীন কবিদের কবিতায় এটা ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষকরা যায়। কবিতার প্রথম শ্লোকের প্রথম অংশের শেষ অক্ষর বা পদ ও দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ বর্ণ বা পদ একই রকম হলে তাকে তাসরী' বলে। تصريع এর পরিচয় দিতে গিয়ে মাহমুদ বারাকাত বলেন:

اتفاق قافية السطر الأول من البيت الأول مع قافية القصيدة ويكون فى البيت الأول يندر ان يقع فى غير

" কোন কবিতার প্রথম শ্লোকার্ধের শেষ পদ এবং দ্বিতীয় শ্লোকার্ধের শেষ পদ حرف الروى একই বর্ণের দ্বারা হলে তাকে تصريع বলে।" [২]

কবি ইমাম শাফে'য়ীর কবিতায় সকল প্রকার تصريع এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। নিম্নে নমুনা স্বরূপ কিছু তুলে ধরা হলো।

**دع الأيام تفعل ما تشاء *** وطب نفساً إذا حكم القضاء**

تصريع এ পঙক্তিতে عروض এর শব্দ تشاء এবং ضرب এর শব্দ القضاء এর মধ্যে হয়েছে। বর্ণ ও ওজনে এবং উচ্চারণে সমতা রয়েছে তাই এ প্রকার - تصريع কে تصريع كامل বলে। [৩]

من طلب العلم للمعاد *** فاز بفضل من الرشاد

এখানে الرشاد ও للمعاد এ تصريع হয়েছে। এ প্রকার تصريع কে تصريع ناقص বলে।

---

[১] .মানাল মুহাম্মদ উবাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫।

[২] .মাহমুদ বারাকাত, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪১।

[৩]. মানাল মুহাম্মদ উবাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৪।

**قَلبي بِرَحمَتِكَ اللَهُمَّ ذو أُنُسِ *** في السِرِّ وَالجَهرِ وَالإِصباحِ وَالغَلَسِ**

এ চরণে انس ও غلس এ تصريع হয়েছে । এ প্রকারকে تصريع معلق বলে।

**العِلمُ مِن فَضلِهِ لِمَن خَدَمَهُ *** أَن يَجعَلَ الناسَ كُلَّهُم خَدَمَه**

এ পঙক্তিতে - خدمة শব্দটি দুই বার উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দ দুটির মধ্যে অর্থের ভিন্নতা রয়েছে। প্রথম خدمة অর্থ صاحب العلم (জ্ঞানী) দ্বিতীয় خدمه অর্থ خادم صاحب العلم (জ্ঞানের সেবক ও অনুগত)। তাই তাকে تصريع مكرر বলে [১]
এভাবে ইমাম শাফে'য়ীর কবিতায়تصريع প্রয়োগ দেখলে অনুধাবন করা যায় যে ইমাম শাফে'য়ীর কবিতা সুরধ্বনিতে কতটা সমৃদ্ধ।

## গ. التصدير(ردالعجر على الصدر) صدر এর উপর عجز কে স্থাপন করা

কোন কবিতার চরণেরصدر তথা প্রথম শ্লোকার্ধের মধ্যে ব্যবহৃত কোন শব্দকে عجز তথা দ্বিতীয় শ্লোকার্ধে পুণরায় ব্যবহার করাকে التصدير বলে। ইহা গদ্য ও পদ্য উভয় হতে পারে।

যেমন শায়খ নাসিফ ইয়াজিযী বলেন:

رد العجز على الصدر وهو فى النثران يجعل أحد الركنين فى أول الفقرة والاخرفى اخرها
وفى النظم ان يجعل أحد الفريقين من ذلك فى أخر البيت فى اول صدر.

''تصدير হলো গদ্যের কোন অনুচ্ছেদে বাক্যের প্রথমাংশে একটি শব্দ ব্যবহার করে দ্বিতীয়াংশে আবার এটা ব্যবহার করা এবং পদ্যের পঙক্তির صدر -এর মধ্যে ব্যবহৃত শব্দকে عجز এর মধ্যে ব্যবহার করা।''[২]

**ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে تصدير এর ব্যবহার** :

**أَتَهزَأُ بِالدُعاءِ وَتَزدَريهِ *** وَما تَدري بِما صَنَعَ الدُّعاءُ**

এখানে الدعاء শব্দটি দু'বার এসেছে। একবার চরণের শেষে এবং দ্বিতীয় বার প্রথমাংশের মধ্যে حشو পর্বে।[১]

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৭ ।

[২]. শায়খ নাসিফ ইয়াজিযী , প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৬-১৬৭ ।

تأدمنى يا لزيت قالت مبارك *** وقد احرق الاكباد هذا المبارك

এ চরণের صد (প্রথম শ্লোকার্ধে শেষে) عجز, مبارك (দ্বিতীয় শ্লোকার্ধের) শেষে المبارك শব্দ দুবার এসেছে। আর এটা বাক্যের অর্থকে সুদৃঢ় ও মজবুত করেছে। আর এটাই تصدير এর সৌন্দর্যতা। [২]

سكت عن السفيه فظن أني عييتُ *** عن الجواب وما عييتُ

এখানে صدر ও عجز এর শেষে عييتُ শব্দটি পূণরাবৃত্তি হয়েছে। এতে শ্রোতার মনে অর্থের দৃঢ়তা তৈরী হবে। এখানে تصدير হয়েছে ।

اذا احتجب الناس عن سائل *** فما دون سائل ربى حجاب

এখানে صدر এর حشو প্রথমে احتجب ও عجز এ حجاب শব্দ দুটি মূল মাদ্দা ب - ج - ح থেকে হয়েছে। এটা সুর সঙ্গীতে ধ্বণির ঝংকার তৈরী করেছে। [৩]

اذاكان ذو قربى لديك مبعد *** ونال من كان عنك بعيد

এখানে مبعدا - بعيد এর মধ্যে تصدير হয়েছে ।

فدنيانا التصنع والترائي *** ونحن بها نخادع من يرانا

এখানে الترائي ও يرانا দুটি শব্দের মধ্যে تصدير হয়েছে।[৪]

ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে এ রকম প্রচুর تصدير এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, যা তার কবিতাকে গতিশীল করেছে।

---

[১]. ضرب ও عروض ছাড়া চরণের মধ্যবর্তী অন্যান্য পদগুলোকে حشو বলে। আর একটি কবিতার চরণের প্রথম অর্ধাংশকে صدر ও শেষ অর্ধাংশকে عجز বলে। صدر এর শেষ পদকেعروض ও عجز এর শেষ পদকে ضرب বলে। অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, আরবী অলঙ্কার ও ছন্দ প্রকরণ ( কলিকাতা-১৭: বাণী মনযিল, ১৯৭৬ ), পৃ. ২৪।

[২]. মানাল মুহাম্মদ উবাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪ ।

[৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫ ।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬ ।

## ঘ الطباق (বিরোধালঙ্ককার)

বাক্যে দুটি পরস্পর বিপরীত অর্থবোধক শব্দকে একত্রিত করাকে طباق বা বিরোধালংকাব বলে। এটাকে التطبيق বা ও التضاد বলা হয়। তিবাকের সংজ্ঞা প্রদানে শায়খ নাসেফ ইয়াজিযী বলেন:

هوان بجمع بين متضادين فى الجملة

" طباق হলো বাক্যের মধ্যে দুটি বিপরীত শব্দকে একত্রিত করার নাম।" [১]

طباق প্রধানত দুই প্রকার্ :

১ . طباق الايجاب - হ্যাঁ সূচক বিপরীত অর্থবোধক।

২. طباق السلب - নাসূচক বিপরীত অর্থবোধক।

### কবি শাফে'য়ীর কবিতায় طباق এর ব্যবহার:

**اذا نطق السفيه فلا تجبه *** فخيرمن إجابته السكوت**
**فإن كلمته فرجت عنه *** وإن خليته كمداً يموت**
**سكت عن السفيه فظن أني *** عييت عن الجواب وما عييت**

এখানে দ্বিতীয় চরণে كلمته ও خليته দুটি শব্দের মধ্যে طباق হয়েছে। كلمته অর্থ تحدثت معه(কথা বলা) خليته অর্থ - تركت (ছেড়ে দেওয়া) । দুটি হ্যাঁ বোধক فعل এর মধ্যে হওয়ায় এটাকেطباق الايجاب بين فعلين বলে।

তৃতীয় পঙক্তিতে عييت ও وما عييت দুটি শব্দের মধ্যে طباق হয়েছে। দুটির মূল মাদ্দা ع ى - ى - -তবে প্রথমটির অর্থ عجزت (অক্ষম হওয়া) দ্বিতীয় শব্দের অর্থ استطعت ( সমর্থ হওয়া) এখানে প্রথমে হ্যাঁ বোধক ও দ্বিতীয়টিতে না বোধক হওয়ায়,এটাকে طباق سلب بين فعلين বলে।[২]

**الدَهرُ يَومانِ ذا أَمنٌ وَذا خَطَرُ *** وَالعَيشُ عَيشانِ ذا صَفوٌ وذا كَدَرُ**
**أَما تَرى البَحرَ تَعلو فَوقَهُ جِيَفٌ *** وَتَستَقِرُّ بِأَقصى قاعِهِ الدُرَرُ**

এখানে قوق (উপরে) ও أقصى قاعة (নীচে) শব্দ দুটির মধ্যে طباق হয়েছে । এ প্রকার ত্বিবাককে طباق خفي বলে।

**وَالجَدُّ يُدني كُلَّ أَمرٍ شاسِعٍ *** وَالجَدُّ يَفتَحُ كُلَّ بابٍ مُغلَقِ**

এখানেيدنى অর্থيقرب (নিকটবর্তী) ও شاسع অর্থ بعيد (দূরবর্তী)। তাই শব্দ দুটির মধ্যে طباق হয়েছে। তাই এ প্রকার তিবাককে طباق الايجاب بين مخلفين বলে।

আবার يفتح অর্থ খোলা معلق অর্থ বন্ধ।

একটি فعل অপরটি اسم হওয়ায় এটাকে طباق ايجاب بين اسمين বলে।

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

[২]. প্রাগুক্ত,পৃ. ১৮৫ ।

**فساد كبير عالم متهتك *** وأكبر منه جاهل متنسك**

এখানে عالم অর্থ জ্ঞানী ওجاهل অর্থ মূর্খ। তাই শব্দ দুটির মধ্যে طباق ايجاب بين اسمين বলে।

**إِنَّ الفَقيهَ هُوَ الفَقيهُ بِفِعلِهِ ***لَيسَ الفَقيهُ بِنُطقِهِ وَمَقالِهِ**

এখানেان الفقيه ও ليس الفقيه এর মধ্যে طباق سلب بين اسمين বলে।

**رَأَيتُ العِلمَ صاحِبُهُ كَريمٌ *** وَلَو وَلَدَتهُ آباءٌ لِئامُ**
**فَلَولا العِلمُ ما سَعِدَت رِجالٌ *** وَلا عُرِفَ الحَلالُ وَلا الحَرام**

كريم ও لئام এবং الحلال ও الحرام এর মধ্যে طباق হয়েছে। প্রথমটি طباق ايجاب بين اسمين হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি طباق سلب بين اسمين হয়েছে। [১]

**أفنى القرونَ التي كانتْ منعَّمـةً * * * كَرُّ الجديدين إقبـالاً وإدبـاراً**

**كم قد أبادتْ صروفُ الدهرمن ملِكٍ * * * قد كان في الدهر نفَّاعاً وضرَّارا**

**يـا من يعانق دنيـا لابقاءَ لهـا * * *يمسي ويصبح في دنياه سفَّارا**

এখানে إقبال অর্থ সামনে,إدبار অর্থ পিছনে , نفَّاعاً উপকার, ضرَّارا ক্ষতিকর, يمسى বিকাল, يصبح সকাল শব্দগুলোর মধ্যে طباق হয়েছে। [২]

دع الأيام শিরোনামের কবিতায় যে সকল طباق ব্যবহৃত হয়েছে তা নিম্নরূপ:[৩]

السماحة - بخيل، طباق بين اسمين
النار- الماء، طباق بين اسمين
حزن - سرور، طباق بين اسمين
بؤس- رخاء، طباق بين اسمين
أرض- سماء، طباق بين اسمين
واسعة-ضاق، طباق بين مختلفين
ينقض- يزيد، طباق بين فعلين

---

১. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭।
২ .প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫।
৩ . প্রাগুক্ত, পৃ.১৭-১৮।

## ৬. المقابلة ( বৈপরীত্যলঙ্কার )

مقابلة হলো طباق এর আরেকটি প্রকার বিশেষ। বাক্যে দুই বা দুয়ের অধিক পরস্পর অনুকুল অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে ধারাবাহিকভাবে তার বিপরীত অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করাকে مقابلة বলে। مقابلة এর সংজ্ঞা প্রদানে আহমদ হাশেমী বলেন:

هى ان يؤتى بمعنيين موافقين أواكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب

" বাক্যে দুই বা ততোধিক অনুকুল অর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করে, অতঃপর এগুলো পর্যায়ক্রমে বিপরীত অর্থবোধক শব্দ গ্রহণ করাকে مقابلة (বৈপরীত্যলঙ্কার) বলে।"[১]
المقابلة দু প্রাকার :
১. প্রকৃত বৈপরীত্যলঙ্কার ( المقابلة الحقيقية)
২. রূপক বৈপরীত্যলঙ্কার ( المقابلة المعنوية)

**ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে** مقابلة **এর ব্যবহার:**

**وَرِزقُكَ لَيسَ يُنقِصُهُ التَّأَنّي *** وَلَيسَ يَزيدُ في الرِزقِ العَناءُ**
**وَلا حُزنٌ يَدومُ وَلا سُرورٌ *** وَلا بُؤسٌ عَلَيكَ وَلا رَخاءُ**

এখানে প্রথম مصرع এর يُنقِصُ (হ্রাস) التَّأَنّي ( দেরী করা ) এর মধ্যে مقابلة হয়েছে । এখানে التَّأَنّي এর বিপরীত التسرع (দ্রুত) শব্দ ব্যবহার না করে ينقص - ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এটা مقابلة معنوية হয়েছে। এভাবে يزيد (বৃদ্ধি পওয়া) ও العناء (কষ্ট) , حُزنٌ
( চিন্তা) ও سُرورٌ (আনন্দ) بُؤسٌ (কষ্ট) ও رَخاءُ (স্বাচ্ছন্দ) এর মধ্যে مقابلة معنوية হয়েছে।[২]

**العبد حر إن قنع *** والحر عبد طمع**

এ চরণে তিনটি শব্দের মধ্যে مقابلة হয়েছে। العبد (দাস) ≠ الحر (স্বাধীন) ; حر(স্বাধীন) ≠ عبد (দাস) ; طمع (লোভ) ≠قنع (অল্পেতুষ্টি) এর মধ্যে । এ প্রকার مقابلة কে مقابلة حقيقية বলে।[৩]

---

[১]. আহমদ হাশিমী, *জাওয়াহিরুল বালাগাহ ফিল মাআ'নী ওয়াল বায়ান ওয়াল বাদী,'* (কায়রু: মাকতাবুল আদাব,২০০৫),পৃ.২৯৩।

[২] . মানাল মুহাম্মদ উবাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

[৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮ ।

**وإنَّ كَبِير الْقَوْمِ لاَ علْمَ عِنْدَهُ***
صَغيرٌ إذا الْتَفَّتْ عَلَيهِ الْجَحَافِلُ
وإنَّ صَغيرَ القَومِ إنْ كانَ عَالِماً***
كَبيرٌ إذَا رُدَّتْ إليهِ المحَافِلُ**

এখানে দুইটি চরণে ৫টি শব্দে مقابلة হয়েছে। এর মধ্যে। ১. صغير القوم ≠ كبير القوم; ২. لا علم عنده ≠ وإن كان عالما; ৩. التفت ≠ ردت; ৪. عليه ≠ اليه; ৫. كبير ≠ صغير এর মধ্যে। এ প্রকার مقابلة বিন أضداد أى حقيقية কে مقابلة বলে।

من جا اليك فرح اليه *** ومن جفاك قصد عنه

এখানে ৩ শব্দের মধ্যে مقابلة হয়েছে। جا اليك ≠ جفاك; فرح ≠ قصد; اليه ≠ عنه এর মধ্যে। এ প্রকারকে مقابلة بين أضداد أى حقيقية বলে।[১]

ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে প্রচুর مقابلة এর ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। এ সকল مقابلة ব্যবহারে তাঁর কবিতাকে শ্রীবৃদ্ধি করেছে। ভাষা সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা কত যে গভীর ছিল এগুলো তার বাস্তব প্রমাণ।

**চ. التقسيم ( বিভাজন অলঙ্কার )**

বাক্যে প্রথমে এক বা একাধিক বিষয় উল্লেখ করে, পরে প্রত্যেকটি বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়াকে التقسيم বলে।

এটা এমন একটা বাক্যালঙ্কার, যার মাধ্যমে কবিতার মধ্যে এক ধরণের সূর উৎপন্ন হয় এবং কবিতার শ্লোককে সঙ্গিতময় করে সুর প্রদান করে। تقسيم এর সংজ্ঞায় আহমদ হাশেমী বলেন:

التقسيم هو ان يذكر متعدد ثم يضاف إلى كل من افراده ما له على التعيين

" تقسيم হলো বাক্যে প্রথমে একাধিক বিষয় উল্লেখ করার পর তার প্রত্যেকটিকে নির্দিষ্ট করে বিস্তারিত বর্ণনা করা।"[২]

**কবি শাফে'য়ীর কাব্যে تقسيم এর প্রয়োগ :**

**تَغَرَّب عَنِ الأَوطانِ في طَلَبِ العُلا *** وَسافِر فَفي الأَسفارِ خَمسُ فَوائِدِ**
**تَفَرُّجُ هَمٍّ وَاِكتِسابُ مَعيشَةٍ *** وَعِلمٌ وَآدابٌ وَصُحبَةُ ماجِدِ**
**وَإِن قيلَ في الأَسفارِ ذُلٌّ وَمِحنَةٌ *** وَقَطعُ الفَيافي وَاِكتِسابُ الشَدائِدِ**
**فَمَوتُ الفَتى خَيرٌ لَهُ مِن حَياتِهِ *** بِدارِ هَوانٍ بَينَ واشٍ وَحاسِدِ**

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৯।

[২]. আহমদ হাশেমী, প্রাগুক্ত, ৩০২ ।

ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) জীবনে অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণ সম্পর্কে রয়েছে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাই তিনি তার অত্র কবিতার প্রথমে ভ্রমণের উপদেশ দেন। পরে তিনি ভ্রমণের উপকারিতা বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি সফরের মৌলিক ৫টি উপকারিতা বর্ণনা করেন। যেমন: ১. সফরের মাধ্যমে চিন্তা-পেরেশানী দূর হয় ২. জীবিকা উপার্জন করা যায় ৩. জ্ঞান অর্জন করা যায়। ৪. শিষ্টাচার শিখা যায়। ৫. মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। এ কবিতায় تقسيم এর সূক্ষ্ম সৌন্দর্য অতি চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।

**إني بليت بأربع يرمينني *** بالنبل عن قوس لها توتير**
**إبليس و الدنيا و نفسي و الهوى *** يا رب أنت على الخلاص قدير**

মানুষ বিপদে তথা পাপে জড়িত হওয়ার প্রধাণ ৪ কারণ। কবি এখানে প্রথমে বিপদের কথা বলে তার পর কোন কোন কারণে বিপদে তথা পাপের মধ্যে পড়ে তার বর্ণনা দিয়ে বলেন ১. হলো শয়তান ২. দুনিয়া ৩. কু-আত্মা ৪. প্রবৃত্তি।

**اِصبِر عَلي مُرِّ الجَفا مِن مُعَلِّمٍ *** فَإِنَّ رُسوبَ العِلمِ في نَفَراتِهِ**
**وَمَن لَم يَذُق مُرَّ التَعَلُّمِ ساعَةً *** تَذَرَّعَ ذُلَّ الجَهلِ طولَ حَياتِهِ**
**وَمَن فاتَهُ التَعليمُ وَقتَ شَبابِهِ *** فَكَبِّر عَلَيهِ أَربَعاً لِوَفاتِهِ**
**وَذاتُ الفَتى وَاللهِ بِالعِلمِ وَالتُقى *** إِذا لَم يَكونا لا اِعتِبارَ لِذاتِهِ**

কবি এখানে প্রথমে জ্ঞান অর্জনের কষ্টে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন। পরে তিনি এ কষ্ট করলে কি লাভ ও না করলে কি ক্ষতি তা বর্ণনা করেছেন।

**الناسُ داءٌ دفينٌ لا دواءَ لهم * * * والعقلُ قد حارَ فيهم و هو منذهلُ**
**إنْ كنتَ منبسطاً سمّوك مسخرةً * * * أوكنتَ مُنقبِضاً، قالوا به ثِقَلُ**
**وإنْ سألتهم ماعونَهُم منعوا * * * وإنْ تعففتَ قالوا: قد طغى الرّجلُ**
**وإن تُخالطهم قالوا: بهِ طمعٌ * * * وإنْ تُجبهم قالوا: بـــهِ مللُ**
**وإنْ تعريتَ قالوا: لا جمالَ له * * * وإنْ تلَبَّستَ قالوا: قد زها الرجلُ**
**وإنْ تصوَّفتَ قالوا: فيه منقصةٌ * * * وإن تزهَّدتَ قالوا: كلها حِيَلُ**
**وإنْ تعَفَّفتَ عن أموالهم كرماً * * * قالوا: غنيٌّ، وإن سألتهم بَخِلُوا**
**لقد تحيَّرتُ في أمري و أمرهم * * * لا بارَكَ اللهُ فيهم كلُّهم سُفلُ**

মানুষ হলো গুপ্ত রোগ। এ কথা বলে তিনি মানব স্বভাব প্রকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এভাব কবি শাফে'য়ীর কব্যে تقسيم এর যথার্থ ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[১]

[১]. মানাল মুহাম্মদ উবাইদ, প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ.৯৪-১৯৫ ।

# দ্বিতীয় অনুচ্ছেদঃ ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে বর্ণনালঙ্কার

আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো علم البيان তথা বর্ণনালঙ্কার। علم البيان এমন কতিপয় নিয়মনীতির নাম যা দ্বারা বক্তা একটি ভাব কিংবা অর্থকে অবস্থার চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করতে পারে। কবি-সাহিত্যিক ও বক্তা আরবী ভাষার কোন একটি ভাব বা উদ্দেশ্য নানা ভঙ্গিতে সার্থকভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। যেমন কখনো التشبيه তথা উপমা দ্বারা, কখনো الاستعارة তথা উৎপ্রেক্ষা দ্বারা, আবার কখনো المجاز তথা রূপক অর্থ দ্বারা, কখনো বা الكناية তথা পরোক্ষ উল্লেখ দ্বারা, কখনো আবার الحقيقة তথা প্রকৃত অর্থ, المجاز তথা রূপক অর্থ দ্বারা ভাব প্রকাশ করে থাকেন। মূলত কবি বা ক্তা অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী একই বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রকাশ করে কবিতা বা বক্তব্য চিত্তাকর্ষক করে তুলেন।

علم البيان এর সংজ্ঞা প্রদানে ওমর বিন আলাভী বলেন:

فالبيان يعرف به ايراد المعنى الواحد فى تركيب متفاوتة فى وضوع الدلالة عليه-

অর্থাৎ علم البيان এমন কতগুলো নিয়মনীতি সম্বলিত বিদ্যার নাম, যা দ্বারা একটি অর্থকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অবস্থার চাহিদা মোতাবেক বর্ণনার পদ্ধতি অবগত হওয়া যায়। [১]

নিম্নে এ বিষয়ে তুলে ধরা হলো।

### ❖ التشبيه (উপমা)

التشبيه (উপমা) অলঙ্কার বিজ্ঞানের একটি চমৎকার বাক্যরীতি। تشبيه দ্বারা একজন কবির কল্পনার গভীরতা, ধারণার ব্যাপকতা, উপলব্ধির বাস্তবতা, অনুভবের উচ্চমান ও কল্পচিত্রের উৎকর্ষ প্রমাণ বহন করে। কারণ উপমার উপযুক্ত ব্যবহারে যে কোন উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধ কর করে প্রকাশ করা যায়। মূলত تشبيه হলো কোন উদ্দেশ্যে একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ের সাথে কোন গুণের দিক দিয়ে حروف التشبيه ) (الكاف ـ وكأن ـ وما معناهما দ্বারা (استعارة ـ تجريد ـ كناية ব্যতীত) তুলনা করাকে التشبيه (উপমা) বলে। التشبيه এর সংজ্ঞা প্রদানে ড. আলী আল বদরী বলেন:

هو الحاق أمر بأمر فى معنى مشترك بينهما با داة ظاهرة اوملحوظة لغرض يقصده المتكلم

" বক্তার কোন উদ্দেশ্যকে প্রকাশ্য বা উহ্য উপমার হরফ দ্বারা একই অর্থ প্রদানকারী একটি বিষয়কে অপর একটি বিষয়ের সাথে গুণের দিক থেকে তুলনা করাকে تشبيه বা উপমা বলে।"[২]

تشبيه এর اقسام ـ اركان ـ ادوات ـ اغراض এর আলোচনা অনেক ব্যাপক। তাই এ গুলোর আলোচনা না করে কবির ব্যবহৃত উপমাগুলো এখানে তুলে ধরা হলো।

---

[১]. ওমর বিন আলাভী, *আল বালাগাহ*, ( বৈরুত: দারুল মানহাজ,২০০৩), পৃ. ২৬১।

[২]. ড. আলী আল বদরী, *ইলমুল বয়ান ফিদ দিরাসাতিল বালাগাহ*, ( কায়রু: মাকতাবাতুন নাহজাহ আল মিসরিয়া, ১৯৮৪), পৃ.৬৫।

**ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে تشبيه এর ব্যবহার:**

কবিতায় উপমার ব্যবহার কবিকে প্রকৃত কবি হিসেবে চিহ্নিত করে এবং কবির কাব্য প্রতিভা, দক্ষতা, কাব্য সৌন্দর্য নির্ণিত হয়। কবি ইমাম শাফি'য়ীর কাব্যে ব্যবহৃত উপমা দেখলে বুঝা যায় যে তার কবিত্ব শক্তি, কল্পনা শক্তি, সৃজনশক্তি ও দক্ষতা শক্তি যে কত উচ্চাঙ্গ। নিম্নে নমুনা স্বরুপ কতিপয় উপমা তুলে ধরা হলো।

**ক. শাফে'য়ীর কাব্যে تشبيه مفرد بمفرد এর ব্যবহার**

**وَمَن يَذُق الدُنيا فَإِنّي طَعَمتُها *** وَسيقَ إِلَينا عَذبُها وَعَذابِها**
**فَلَم أَرَها إِلّا غُروراً وَباطِلاً *** كَما لاحَ في ظَهرِ الفَلاةِ سَرابُها**

কবি ইমাম শাফে'য়ী এখানে غُروراً وَباطِلاً (দুনিয়ার ধোঁকা- প্রতারণা ও মিথ্যা আশা) কে ظَهرِ الفَلاةِ سَرابُها (মরুভূমির মরীচিকার) সাথে المشبه (উপমেয়) দিয়েছেন। এখানে مشبه হলো দুনিয়ার ধোঁকা, যা عقلى (জ্ঞানানুভূত) مشبه به (উপমান) হলো মরীচিকা যা حسى (ইন্দ্রিয়ানুভূত) তাই এটা عقلى بحسى হয়েছে। পঙক্তিতে اداة التشبيه (উপমার মাধ্যম) হলো حرف الكاف তাই تشبيه مرسل (মুক্ত উপমা) হয়েছে। আবার وجه الشبه (উপমার ক্ষেত্র) উহ্য, তাই তাকে تشبيه مجمل (সংক্ষিপ্ত উপমা) বলে। তাছাড়া এখানে مشبه ও مشبه به উভয়টি একক শব্দ বিশিষ্ট হওয়া এটা تشبيه مفرد بمفر د (এককের সঙ্গে এককের উপমা) হয়েছে। সুতরাং কবি শাফে'য়ী এখানে উপমা সৃষ্টিতে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।[১]

**والتبر كالترب ملقى في أماكنه *** والعود في أرضه نوع من الحطب**
**فإن تغرب هذا عز مطلبه *** وإن تغــرب ذاك عز كالذهب**

কবি এ দু চরণে তিনটি বিষয়ে উপমা দিয়েছেন।

১. التبر كالتراب - দ্বরা মাটির নীচের অপরিশোধিত স্বর্ণ পিন্ডকে মৃত্তিকার সাথে তুলনা করেছেন। তাই এটা مفرد مرسل - مفرد مجمل - حسى بحسى হয়েছে।

২. والعود من الحطب - দ্বরা তিনি সুগন্ধযুক্ত অকর্তিত অবস্থায় জমিনে থাকা লোবান গাছের কাঠকে সাধারণ মূল্যমানের কাঠের সাথে তুলনা করেছেন। তাই এটা مفرد ، حسى بحسى والتاكيد على حال المشبه لغرض تقبيح المشبه بليغ হয়েছে।

৩. تغــرب ذاك عز كالذهب - দ্বরা প্রবাসের ইজ্জতের জীবনকে স্বর্ণের সাথে উপমা দিয়েছেন। তাই উপমাটি حسى بحسى ، مفرد مرسل ، مجمل ، لغرض تزيين المشبه হয়েছে।[২]

**مِحَنُ الزَمانِ كَثيرَةٌ لا تَنقَضي *** وَسُرورُهُ يَأتيكَ كالأَعيادِ**

---

[১]. মানাল মুহাম্মদ উবাইদ,প্রাগুক্ত,পৃ.৭৫।

[২]. প্রাগুক্ত,পৃ.৭৬।

مَلَكَ الأَكابِرَ فَاِستَرَقَّ رِقابَهُم *** وَتَراهُ رِقّاً في يَدِ الأَوغادِ

কবি এখানে যুগের আনন্দ- ফূর্তিকে الأعيادِ - ঈদের আনন্দের সাথে تشبيه (উপমা) দিয়েছেন। তাই এখানে التشبيه المفرد المرسل المجمل ، حسى بحسى ، لغرض تقرير حال المشبه হয়েছে।[১]

**গ. التشبيه التمثيل المجمل (সংক্ষিপ্ত অনুরূপ উপমা)**

يُخاطِبُني السَفيهُ بِكُلِّ قُبحٍ *** فَأَكرَهُ أَن أَكونَ لَهُ مُجيبا
يَزيدُ سَفاهَةً فَأَزيدُ حِلماً *** كَعودٍ زادَهُ الإِحراقُ طيبا

কবি এখানে মূর্খের আচরণে ধৈর্যধারণকে সুগন্ধযুক্ত কাঠ পোড়ানোর সাথে তুলনা করেছেন। কাঠ পোড়ালে যেমন এক এক ধরণের কাঠ এক এক প্রকারে সুগন্ধি ছড়ায়, ঠিক এক এক ধরণের মূর্খের সাথে এক এক ধরণের ধৈর্য ধরতে হয়, ফলে ফলটাও ভিন্নতর হয়। তাই এটাইالتشبيه التمثيلى مرسل - مجمل - عقلى التشبيه التمثيلى হয়েছে। অতএব এখানে بحسى হয়েছে।[২]

**ঘ. التشبيه التمثيلى المرسل(মুক্ত অনুরূপ উপমা)**

يا راكِباً قِف بِالمُحَصَّبِ مِن مِنىً *** وَاِهتِف بِقاعِدِ خَيفِها وَالناهِضِ
سَحَراً إِذا فاضَ الحَجيجُ إِلى مِنىً *** فَيضاً كَمُلتَطِمِ الفُراتِ الفائِضِ

কবি এখানে আরাফা থেকে মিনায় কংকর মারার জন্য গমণকরী হাজীগণের গণজোয়ারকে ফোরাত নদীর উত্তাল তরঙ্গের সাথে তুলনা করেছেন।
তাই এখানে التشبيه التمثيلى ، مجمل ، مرسل ، حسى بحسى ، لغرض بيان مقدار حال المشبه হয়েছে।[৩]

**ঙ. التشبيه الضمنى (পরোক্ষ উপমা)**

تَبغي النَجاةَ وَلَم تَسلُك طَريقَتَها *** إِنَّ السَفينَةَ لا تَجري عَلى اليَبَسِ

কবি এখানে যে ব্যক্তি পরকালের মুক্তি চায়, অথচ নেক আমল করে না, তাকে শুকনো স্থানে জাহাজ চলার অসম্ভবতার সাথে তুলনা করেছেন।
কবি পরোক্ষ তুলনা দ্বারা বিষয়টিকে স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। অতএব এখানে

---

[১]. প্রাগুক্ত,পৃ.৭৭।

[২]. প্রাগুক্ত,পৃ.৭৮।

[৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।

التشبيه الضمنى ، عقلى بحسى ، بغرض بيان حال المشبه হয়েছে।[১]

চ.التشبيه التسوية (অসম উপমা)

**لَقَد زانَ البِلادَ وَمَن عَلَيها *** إِمامُ المُسلِمينَ أَبو حَنيفَه**
**بِأَحكامٍ وَآثارٍ وَفِقهٍ *** كَآياتِ الزَبورِ عَلى الصَحيفَه**

এখানে কবি ইমাম শাফে‘য়ী ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর গবেষণালব্ধ কুরআনের বিধি-বিধান, হাদীস ও ফিকহের জ্ঞানকে দাউদ (আ.) এর উপর নাযিলকৃত যাবুরের আয়াতের সাথে তুলনা করেছেন। এখানেمشبه হলো একাধিক আর مشبه به হলো একটি। আর আবু হানিফার কথা كلام البشر আর যাবুরের আয়াত হলো كلام رب البشر তাই এখানে تسوية তথা অসমতা উপমা হয়েছে। অতএব এখানে التشبيه التسوية مرسل، مجمل، حسي بحسي لغرض تزيين المرسل হয়েছে।[২]
এসকল চমৎকার উপমা প্রমাণ করে যে ইমাম শাফে‘য়ী একজন স্বভাব কবি ছিলেন।

## ❖ الاستعارة ( উৎপ্রেক্ষালঙ্কার)

استعارة হলো مجاز لغوى (শাব্দিক রূপলঙ্কার) এর مفرد (একক) এর একটি প্রকার। অলঙ্কারবিদদের মতে استعارة হলো একটি শব্দকে প্রকৃত অর্থ ব্যতিত অন্য অর্থে এমনভাবে ব্যবহার করা, যাতে একটি তুলনা আরোপ করা যায়।
এ প্রসঙ্গে ওমর বিন আলাভী বলেন:

الاستعارة فهي الكلمة المستعملة فى غير ما وضع له لعلاقة المشا بهة مع قرينة ما نعة ارادة المعنى الحقيقى
“ استعارة হলো এমন একটি শব্দ যার প্রকৃত অর্থ ও ব্যবহৃত অর্থের মধ্যে تشبيه (উপমা) এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় প্রকৃত অর্থ গ্রহণের বাধাদানকারীর ( قرينة ) কারণে তা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।”[৩]

### শাফে‘য়ীর কাব্যে استعارة এর ব্যবহার:

কাব্যে استعارة ব্যবহার করা কবিদের অন্যতম একটা যোগ্যতা। এটা ব্যবহারের মাধ্যমে কবিতা অধিক অলঙ্কার সমৃদ্ধ হয়। ইমাম শাফে‘য়ীর কাব্যে تشبيه এর ব্যবহারের পাশাপাশি استعارة এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, যা তার কবিতাকে প্রাণবন্ত করে তুলে।

---

[১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

[৩] . ওমর বিন আলাবী, *আল বালাগাহ,* (বয়রুত: দারুল মানহাজ,২০০৩), পৃ. ৩৩৩।

**ক. শাফে'য়ীর কবিতায় الاستعارة التصريحية এর ব্যবহার:**

**أَتَهزَأُ بِالدُعاءِ وَتَزدَريهِ *** وَما تَدري بِما صَنَعَ الدُّعاءُ**
**سِهامُ اللَيلِ لا تُخطِي وَلَكِن *** لَها أَمَدٌ وَلِلأَمَدِ اِنقِضاءُ**

কবি ইমাম শাফে'য়ী দ্বিতীয় পঙক্তিতে سهام الليل (রাতের তীর) দ্বারা রজনীর শেষ প্রহরের (তাহাজ্জুদের) দোয়ার সাথে تشبيه দিয়েছেন। এখানে منه مستعارة (উপমান) السهم উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু له مستعارة (উপমেয়) الدعاء উল্লেখ নেই, তবে পূর্বে পঙক্তি থেকে দোয়ার قرينة (ইঙ্গিত) পাওয়া যায়। তাই এটা الاستعارة التصريحية (বর্ণনামূলক উৎপ্রেক্ষালঙ্কার) হয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় পঙক্তিতে لا تخطئ فى الليل এর কোনটির সাথে অনুকূল ও সামাঞ্জপূর্ণ কোন বি ষে উল্লেখ না থাকায় এটি استعارة مطلقة (মুক্ত উৎপ্রেক্ষালঙ্কার) হয়েছে। আর السهم শব্দটি اسم جنس হওয়ায় এটি استعارة أصلية হয়েছে। সাথে সাথে مستعارة منও مستعارة له উভয়টি এককের মধ্যে সংঘটি হওয়ায় এটি مفردة হয়েছে। সুতরাং استعارة تصريحية ـ مطلقة ، أصلية ، مفردة টি ستعارة হয়েছে। [১]

কবি শাফে'য়ী এখানে উৎপ্রেক্ষাধর্মী-উপমা ব্যবহারে অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

**الاستعارة المكنية (ইঙ্গিত সূচক রূপকালঙ্কার ):**

**دَعِ الأَيّامَ تَفعَلُ ما تَشاءُ *** وَطِب نَفساً إِذا حَكَمَ القَضاءُ**

এখানে الايام (যুগ) হলো منه مستعارة আর الانسان (মানুষ) হলো له مستعارة যা উহ্য। আর منه مستعارة এর প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ের প্রতি كناية (ইঙ্গিত) করা হয়েছে তাই এটি الاستعارة المكنية হয়েছে। আবার منه مستعارة এর সাথে সংশ্লিষ্ট অনুকূল বিষয় উল্লেখ থাকায় এটা الاستعارة المرشحة (বর্ণনামূলক রূপকালঙ্কার) হয়েছে।
আর استعارة টি রূপকে প্রয়োগ সংঘটিত হয়েছে تفعل একটি فعل দ্বারা, তাই এটা الاستعارة التبيعة হয়েছে। সাথে সাথে দুই এককের মধ্যে হওয়াতে এটি مفردة হয়েছে। অতএব এ পঙক্তিতে مكنية ، مرشحة ، تبيعة مفردة الاستعارة হয়েছে।

একই ভাবে এ পঙক্তিতেও

**دَعِ الأَيّامَ تَغدِرُ كُلَّ حِينٍ *** فَما يُغني عَنِ المَوتِ الدَواءُ**

الاستعارة مكنية ، مطلقة ، تبيعه ، مفردة হয়েছে। [২]

---

[১]. মানাল মুহাম্মদ উবাইদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

[২]. প্রাগুক্ত পৃ .১০৪।

**وَأَنزَلَني طولُ النَوى دارَ غُربَةٍ *** إذا شِئتُ لاقَيتُ أَمراً لا أُشاكِلُه**

এ পঙক্তিতেও استعارة مكنية ، مطلقة ، تبيعة مفردة হয়েছে।

**أَجَاعَتْهُمْ الدُّنْيَا فَخَافُوا وَلَمْ يَزَلْ*** كَذَلِكَ ذُو التَّقوىَ عَنْ العَيْشِ مُلْجَمَا**

কবি এখানে الدنيا কে উহ্য الانسان এর সাথে تشبيه করেছেন। به مشبه কে উহ্য রেখে ইঙ্গিত করেছেন, তাই এখানে استعارة مطلفة مفردة ، مكنية হয়েছে। [১]

أَأَنثُرُ دُرّاً بَينَ سارِحَةِ البَهمِ *** وَأَنظِمُ مَنثوراً لِراعِيَةِ الغَنَمِ

কবি এখানে دُرّاً (মুক্তা মালা) কে তাঁর কবিতার গাঁথুনির সাথে تشبيه করেছেন,যা উহ্য।
তাই এখানে استعارة مكنية ، مطلفة ، تبيعة ، مفردة *হয়েছে* ।

**لَبَّيْكَ يَا كَرَمِي لَبَّيْكَ ثَانِية *****
**لَبَّيك ثالِثَة مِنْ حَيْثُ تَدْعُونِي**

এখানে كرم (দানশীলতাকে) কে উহ্য الانسان (মানুষ) এর সাথে تشبيه দিয়েছেন। من استعارة مطلقة হলো لبيك আর استعارة مرشحة হলো حيث تدعونى - অতএব এখানে استعارة مكنية ، مطلقة ، *مرشحة হয়েছে* । [২]

***فمنْ عَرَفَ الدَّهْرَ الخُؤونَ وَصَرْف***ه***
***تصبرَ للبلوى ولم يظهِرِ الشَّكوى***

কবি এখানে الدهر (কাল) কে উহ্য بانسان خؤونَ (খেয়ানতকারী মানুষের) এর সাথে تشبيه দিয়েছেন। এ পঙক্তিতে صرفه হলো استعارة مرشحة অতএব এখানে استعارة টি হলো استعارة مكنية ، مرشحة ، تبيعة ، مفردة

**لَم يَبقَ في الناسِ إلّا المَكرُ وَالمَلَقُ *** شَوكٌ إذا لَمَسوا زَهرٌ إذا رَمَقوا**
**فَإن دَعَتكَ ضَروراتٌ لِعِشرَتِهِم *** فَكُن جَحيماً لَعَلَّ الشَوكَ يَحتَرِقُ**

---

[১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।
[২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১।

এখানে প্রথম পঙক্তিটি হলো - استعارة مكنية - مرشحة - تبيعه - تمثيلية

এবং দ্বিতীয় পঙক্তিটি হলো:[১] استعارة تصريحية مطلقة - اصلية - مفردة

## ❖ الكناية (পরোক্ষ উল্লেখ )

كناية আরবী অলঙ্কার বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বক্তা এর মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক ভাব যেমন প্রকাশ করতে পারে, ঠিক তেমনি মন্দ ও শ্রুতিকটু বিষয়কে ইশারা- ইঙ্গিতের মাধ্যমে শ্রবণ উপযোগী করে বর্ণনা করতে পারে।

كناية এর সংজ্ঞা প্রদানে আব্দুর রহমান আল কাজবিনী বলেন:

الكناية لفظ اريد به لازم معناه مع جواز ارادته معه.

"কেনায়া ঐ শব্দকে বলে যার প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করে আবশ্যিক অর্থ গ্রহণ করা হয়। তবে আসল অর্থ গ্রহণ করারও বৈধতা রয়েছে।"[২]

### শাফে'য়ীর কবিতায় كناية এর ব্যবহার:

### ক. الكناية عن الصفة -এর ব্যবহার

**وَكُن رَجُلاً عَلى الأَهوالِ جَلداً *** وَشيمَتُكَ السَماحَةُ وَالوَفاءُ**

এখানে কবি وَكُن رَجُلاً جَلداً (তুমি দৃঢ় চেতা পুরুষ হও) কে الصبر والتحمل ( ধৈর্য ও সহ্য এর সাথে ) كناية করেছেন। যেহেতু এখানে عنه مكنى - صفة হয়েছে তাই একে كناية عن الصفة (গুণ থেকে পরোক্ষ উল্লেখ) হয়েছে। আর معنى حقيقى (প্রকৃত অর্থ গ্রহণ) বাদ দিয়ে معنى لازمى (আবশ্যিক অর্থ) গ্রহণ করায় এটা الصفة المعنوية হয়েছে। সাথে সাথে كناية টি تفخيم তথা অর্থের জোরদার করেছে। সুতরাং কবির ব্যবহৃত كناية টি যথার্থ ও সার্থক হয়েছে।[৩]

**وَاحَسْرَةً للفتى ساعةً *** يَعِيشُها بعَد أَوِدَّائِه**
**عمرُ الفتى لو كان في كفِّه *** رمى به بعد أَحبَّائِهِ**

---

[১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

[২] . আব্দুর রহমান আল কাযবিনী,*আত তালখীস ফী উলূমিল বালাগাহ*, (দারুল ফিকরিল আরবী, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩২) ,পৃ. ৩৩৭।

[৩]. মানাল মুহাম্মদ উবাইদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।

কবি رمى به (আবশ্যিক অর্থ) معنى لازمى (প্রকৃত অর্থ ) গ্রহণ না করে المعنى الأصلى احبابه بعد (বন্ধু চলে যাওয়ার পর তীর নিক্ষেপ করার) অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাই এখানে الصفة المعنوية টি صفة উদ্দেশ্য। অতএব এখানে الصفة عن الكناية ব্যবহার হয়েছে। সাথে সাথে কেনায়া দ্বারা تجسم المعنى তথা অর্থের গভীরতাকে মূর্ত করে তুলেছে। [১]

**تَموتُ الأُسدُ في الغاباتِ جوعاً *** وَلَحمُ الضَأنِ تَأكُلُهُ الكِلابُ**

কবি এখানে مكنى عنه - الأسد (সিংহ) কে সম্ভ্রান্ত মানুষের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, আর الكلاب (কুকুর) দ্বারা সমাজের ইতর, নীচ মানুষের প্রতি كناية করেছেন। এখানে معنى لازمى গ্রহণ করেছেন। তাই الكناية عن الصفة হয়েছে। এ معنى الحقيقى বাদ দিয়ে কেনায়ার মাধ্যমে অর্থের পূর্ণতার সাথে অনুভূত চিত্রও অঁংকিত হয়েছে।

***والشمس لو وقفت في الفلك دائمة ***لملها الناس من عجم ومن عرب***

কবি এখানে الشمس دائمة (স্থির সূর্য) কে কোন স্থানে সর্বদা অবস্থান না করে ভ্রাম্যমান সূর্যের মত দেশ ভ্রমণ ও প্রবাসের অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। আসল অর্থ গ্রহণ না করে বাক্যের ভঙ্গির উপর ভিত্তি করে ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাই এটা كناية التعريض (আকার ইঙ্গিতে) কেনায়া হয়েছে। সুতরাং এটা الصفة عن كناية হয়েছে।

**لا تمنعن يد المعروف عن احد *** ما دمت مقتدراً.. والعيش جنات**

এখানে يد المعروف দ্বারা الغطاء والجود (দান-দক্ষিণা) গুণ বুঝানো হয়েছে ফলে الصفة المعنوبه হয়েছে। তাই এটা الصفة عن كناية - এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

**عَلَيَّ ثِيابٌ لَو تُباعُ جَميعُها*** بِفَلسٍ لَكانَ الفَلسُ مِنهُنَّ أَكثَرا**

এ পূর্ণ পঙক্তি দ্বারা কবিيدالشد الفقر صفة তথা অভাবের তীব্রতার গুণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাই এটা الصفة عن كناية হয়েছে।

**وَاِغسِل يَدَيكَ مِنَ الزَمانِ وَأَهلِهِ *** وَاِحذَر مَوَدَّتَهُم تَنَل مِن خَيرِهِ**

কবি এখানে اغسل يديك দ্বারা مودة الزمان وغدرالزمان এর দিকে كناية করেছেন। সুতরাং এটা الصفة عن كناية হয়েছে।

**ما حك جلدك مثل ظفرك*** فتول أنت جميع أمرك**

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

এখানে কবি الاعتماد على النفس দ্বারা ما حك جلدك مثل ظفرك (আত্ম নির্ভরশীলতার) প্রতি كناية করেছেন। তাই এটা عن الصفة كناية হয়েছে। [১]

**..إذا لم تجودوا والامور بكم تمضي ***وقد ملكت أيديكم البسط والفيضا**
**..فمـــاذا يرجى منكم إن عـــزلتم *** وعضتـكم الدنيـا بأنيـابـها عضـا**

কবি এখানে البسط দ্বারা الجود والكرم (দান- দক্ষিনা); القبض দ্বারা الشح والبخل (কৃপণও ব্যয়কুণ্ঠ) এর দিকে كناية করেছেন। তাই এটা عن الصفة كناية হয়েছে। [২]

**খ. الكناية عن الموصوف (গুণান্বিত থেকে পরোক্ষউল্লেখ )**

**وَفَضلُ أَبي بَكرٍ إذا ما ذَكَرتُهُ *** رُميتُ بِنَصبٍ عِندَ ذِكري لِلفَضلِ**
**فَلا زِلتُ ذا رَفضٍ وَنَصبِ كِلاهُما *** بِحِبَّيهِما حَتّى أُوَسَّدَ في الرَملِ**

কবি এখানে ذا رفض দ্বারা حب على (হযরত আলী (রা.) -এর প্রতি ভালোবাসা ও نصب দ্বারা حب ابى بكر (হযরত আবু বকর ) (রা.)- এর মহব্বতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তাই এটা عن الصفة كناية হয়েছে। [৩]

**خفيـف الظـهر ليس له عيال *** خليٌ مـن حرمـت ومن دهيت**

এখানে خفيف الظهر এর দিকে الرجل الذى لا عيال له ـ موصوف যা مكنى عنه হলো ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই এটা عن الموصوف كناية হয়েছে।

**سيفتح باب إذا سد باب***نعم وتهون الأمور الصعاب**

এখানে سيفتح باب (শীঘ্রই দ্বারা উন্মোচিত হবে) কে فرج الله (আল্লাহ পাক মুক্ত করবেন) এর দিকে كناية করা হয়েছে। তাই এটা عن الموصوف كناية হয়েছে।

**كَيفَ الوصولُ إلى سُعادٍ وَدونَها *** قُلَلُ الجِبالِ وَدونَهُنَّ حُتوفُ**

এখানে سعاد (সুখদাতা) শব্দটিকে لفظ الجلال ـ الله শব্দের দিকে كناية করা হয়েছে ,তাই এটা عن الموصوف كناية হয়েছে।[৪]

---

[১]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ ৯১।
[২]. প্রাগুক্ত, পৃ ৭১।
[৩] . প্রাগুক্ত, পৃ ৯৮।
[৪] . মানাল মুহাম্মদ উবাইদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩-১১৫।

**أيا بومة قد عششت فوق هامتي*** على الرغم مني حين طار غرابها**

কবি এখানে بومة (পেঁচা) দ্বারা الشيب (বার্ধক্য) ও الغراب (কাক) দ্বারা الشاب (যৌবন) -এর প্রতি ইঙ্গিত করেছে।[১]

ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) তাঁর কাব্যে অভিনব উপমা, বৈচিত্র্য উৎপ্রেক্ষা, রপলঙ্কার, পরোক্ষউল্লেখ ইত্যাদির যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে কাব্যের ভাবসৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেন। এখানেই কবির স্বাতন্ত্রবোধ ও কবিসত্তার সফলতা নিহিত।

[১] . আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত,পৃ. ২৬ ।

# তৃতীয় অনুচ্ছেদঃ _ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে বাক্যালঙ্কার

علم البديع তথা বাক্যালঙ্কার হলো ইলমে বালাগাতের তৃতীয় শাখা। শ্রোতা ও পাঠককে বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য বক্তা, লেখক ও কবি-সাহিত্যিকগণ বাক্যালঙ্কারের সহায়তা গ্রহণ করে থাকেন। এতে শ্রোতা ও পাঠক মুগ্ধ ও মোহিত হন। এর মূল লক্ষ হলো বাক্যের শব্দ ও অর্থ উভয় দিকের সৌন্দর্য ও শ্রী বৃদ্ধি করাই। বাক্যালঙ্কার এমন এক বিদ্যা যা দ্বারা অবস্থার চাহিদা মোতাবেক বক্তব্যকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করা যায়।

علم البديع এর সংজ্ঞা প্রদানে ড. আব্দুল কাদির হাসান বলেন,

هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الكلام المقتضى الحال ورعاية وضوح الدلالة.

অর্থাৎ এটি হচ্ছে এমন এক জ্ঞান, যা দ্বারা কথা ও বাক্য যথাযথ অর্থ প্রদান সহ স্থান, কাল পাত্র অনুযায়ী ব্যবহৃত হওয়ার পর তাকে সৌন্দর্য করার নানা পদ্ধতি জানা যায়।[১]

বাক্যের সৌন্দর্য ও অলংকারিত্ব দুই ভাগে বিভক্ত। যথা:

**১. المحسنات المعنوية (অর্থালঙ্কার)**

শুধুমাত্র অর্থরূপের আশ্রয়ে যে অলঙ্কার গড়ে ওঠে, তাকে অর্থালঙ্কার বলে। অর্থালঙ্কারের অর্থই মুখ্য, শব্দ নয়।

**২. المحسنات اللفظية (শব্দালঙ্কার)**

এগুলো শাব্দিক সৌন্দর্য সম্পৃক্ত। শব্দের ধ্বনিরূপের আশ্রয়ে যে অলঙ্কার সৃষ্টি হয় তাকে শব্দালঙ্কার বলে। শব্দালঙ্কারের শব্দই মুখ্য, অর্থ নয়।[২]

ইমাম শাফেয়ীর কাব্য বাক্যালঙ্কারের দ্বারা সমৃদ্ধ। তাই তাঁর কাব্যে বাক্যালঙ্কারের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। নিম্নে তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত বাক্যালঙ্কারের কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো।

**১. অর্থালঙ্কার (المحسنات المعنوية)**

**(ক) المبالغة (অতিরঞ্জন)**

المبالغة অর্থ অতিরঞ্জন করা, বাড়াবাড়ি করা, আধিক্যতা, অতিশয় গুরুত্বারূপ ইত্যাদি।

পরিভাষায় ওমর বিন আলাবী বলেন,

المبالغة ان يدعي المتكلم بوصول بلوغه فى الشدة او الضعف حدا مستحيلا او مستبعدا

"অর্থাৎ কোমলতায় অথবা কঠোরতায় কোন গুণের বর্ণনায় চূড়ান্ত সীম বা অসম্ভব অবস্থায় পৌঁছার দাবী করাকে المبالغة বলে।"[১]

---

[১] . ড. আব্দুল কাদির হাসান, প্রগুক্ত, পৃ. ৪৩।

[২]. মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব, *মুখতারুস সিহাহ,* (বৈরুত: মাকতাবাতুল লুবনান, ১৯৮৭ খ্রি,), পৃ. ২৬।

সাধারণতনিম্নোক্ত صيغة বা শব্দরূপগুলো المبالغة বা মাত্রারিক্ত অর্থ প্রকাশ করে থাকে। যথা:

১। رحمن ওজনে فعلان
২। رحيم ওজনে فعيل
৩। غفار – تواب ওজনে فعال
৪। شكور – غفور ওজনে فعول
৫। حذر ওজনে فعل
৬। حسنى – عليا ওজনে فعلى ইত্যাদি।[২]

অলঙ্কার শাস্ত্রবিদরা مبالغة কে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

১. التبليغ (চূড়ান্তে পৌঁছানো)

দাবীকৃত গুণটি জ্ঞান ও অভ্যাসগতভাবে সম্ভব হলে, তাকে التبليغ বলে।

২. الا غراء (আধিক্য)

দাবীকৃত গুণটি জ্ঞানগত ও অভ্যাসগত উভয় দিক থেকে অসম্ভব হয়, তবে তাকে الاغراء বলে।

৩. الغلو (অতিশয্য)

দাবীকৃত গুণটি জ্ঞানগত ও অভ্যাসগত উভয় দিক থেকে অসম্ভব হয়, তবে তাকে الغلوবলে।[৩]

## ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে مبالغة :

ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে مبالغة এর ব্যবহারের কিছু নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

**اذا ما كنت ذاقلب قنوع *** ومالك الدنيا سواء.**

অর্থাৎ যখন তুমি অল্পে তুষ্টির অন্তরের অধিকারী হয়ে যাবে, তখন তুমি সমস্ত দুনিয়ার মালিক হওয়ার সমান। কারণ তুমি আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট।

এখানে যেহেতু গুণটি عقلا وعادة তথা জ্ঞান ও অভ্যাসগতভাবে সম্ভব তাই এটা التبليغ অলঙ্কার দ্বারা শোভিত হয়েছে।[৪]

**وان كان صواما وبالليل قائما *** يقولون زراق ويرائي وينكر**

---

[১].ওমর বিন আলাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪।

[২] .জালালুদ্দিন সুয়ূতী, **আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন**, খ, ৩, সংস্করণ ২য়, (রিয়াদ: মাকতাবা নাযার মস্তফা আল বায ১৯৯৮) , পৃ. ৯৩৫।

[৩]. আহমদ মুস্তফা আল মুরাগী, *উলূমুল বালাগাহ*, ৪র্থ সংস্করণ, (বৈরুত: দারুল কুরআনিল কারীম, ১৯৮২ ), পৃ.৪০১।

[৪].মুহাম্মদ ইব্রাহীম ছালীম, *দীওয়ানুল ইমাম আশ শাফেয়ী*, (আল জাওহারুন নাফিল) (কায়রু: মাকতাবাতু ইবনে সীনা), তা. রি., পৃ. ৫১।

এখানে زراق (চরম প্রতারক) ও صوام (সর্বদা রোজাদার) فعال ওজনে مبالغة অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

**سيأتى به العظيم بفضله *** ولو لم يكن منى اللسان بناطق**

**ففى أى شيئ تذهب النفس حشرة ***وقد قسم الرحمن رزق الخلائق**

এখানে প্রথম পঙ্ক্তিতে العظيم (মহান) শব্দটি فعيل ওজনে ও দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে الرحمن (অসীম দয়ালু) শব্দটি فعلان ওজনে مبالغة হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

**فان تعف عني تعف عن ممرد *** ظلوم غشوم حين يلقاك مسلما.**

এখানে ظلوم (চরম অত্যাচারী) ও غشوم(চরম অন্যায়কারী) শব্দ দুটি مبالغة فعول ওজনে শৈলী ব্যবহৃত হয়েছে।[৩]

এভাবে ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে صيغ المبالغة তথা মাত্রাতিরিক্ত প্রকাশক শব্দরূপ পরিলক্ষিত হয়। যা তাঁর কবিতাকে অলঙ্কার সমৃদ্ধ করেছে।

**খ. الارصاد (সূচনায় প্রমাণ উপস্থাপন)**

ارصاد অর্থ পর্যবেক্ষণ, নির্দিষ্টকরণ, বরাদ্ধকরণ, সূচনায় প্রমাণ উপস্থান করা ইত্যাদি। মূলত ارصادবলা হয় গদ্যে কোন বাক্যে বিরতির পূর্বে অথবা পদ্যে অন্ত্যমিলের পূর্বে এমন শব্দ উল্লেখ করা যা পরোক্ষভাবে উক্ত বিরতি বা অন্ত্যমিলের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। ফাননুল বাদী' গ্রন্থে ارصاد এর সংজ্ঞা এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

هو ان يكون ما يتقدم من الكلام دليلا على ما يتأ خرمنه ومثل هذا النوع من البديع محمود فى الكلام كله نشره ونظمه.

অর্থাৎ ارصاد হলো বাক্যের প্রথমাংশকে শেষাংশের দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা। গদ্য হোক অথবা পদ্য হোক সব ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে এরূপ বাক্যরীতি বাক্যালঙ্কারে প্রশংসনীয় হয়ে থাকে।[৪]

ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে ارصاد এর ব্যবহার:

[১]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।
[২].প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
[৩]. প্রাগুক্ত, ১০২।
[৪].আব্দুল কাদির হাসান, প্রগুক্ত, পৃ. ৫৯।

**تستر بالسخاء فكل عيب *** يعطيه كما قيل السخاء.**

এ চরণের প্রথম অংশ পাঠ করলে একজন পাঠক সহজে অনুধাবন করতে পারবে যে চরণের দ্বিতীয় অংশে কি বলা হবে। প্রথমাংশে বলা হয়েছে তুমি তোমার দোষ দানশীলতা দ্বারা গোপন কর, কেননা 'প্রত্যেক দোষ' এ পর্যন্ত বলার পর সহজে বুঝা যায় যে, দান দ্বারা দোষ ত্রুটি ঢাকা যায়। তাই একথা পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে। সুতরাং অত্র চরণে الارصاد অলংকার বাস্তব ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[১]

### গ. اللف والنشر (ধারাবাহিক ক্রমবিন্যাস)

اللف والنشر আরবি অলংকার শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য একটি দিক। বাক্যে প্রথমে একাধিক বিষয় উল্লেখ করে পরে শ্রোতার ধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে সেগুলোর প্রত্যেকটিকে অনির্দিষ্টভাবে পর্যায়ক্রমিক ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করার নাম اللف والنشر বা পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস। এটার অপর নাম الطى والنشر

আল ইতকান গ্রন্থকার বলেন,

هوان يذكر متعدد ثم يذكر مالكل من أفراده شائعا من غير تعيين اعتمادا على تصرف السامع فى رده اليه.

অর্থাৎ বাক্যে দুইবা ততোধিক বস্তুকে উল্লেখ করার পর শ্রুতার বোধশক্তি অনুযায়ী সেগুলোর প্রত্যেকটি অনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বর্ণনা করার নাম اللف والنشر বা পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস বলে।[২]

ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে اللف والنشر অলঙ্কারের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন তিনি বলেন:

**الدهر يومان ذا أمن وذا خطر *** والعيش عيشان ذاصفو وذاكدر**

এ চরণে সূক্ষ্ম اللف والنشر এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। الدهر يومان দ্বারা যুগের দু'ধরনের অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

امن ذا দ্বারা শান্তির এক অবস্থা ও ذاخطر দ্বারা অশান্তি তথা বিপদের অবস্থা বুঝানো হয়েছে। চরণের দ্বিতীয় অংশে العيش عيشان দ্বারা জীবন দু'ধরনের একথা বুঝানো হয়েছে। তারপর ধারাবহিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ذاصفو وذاكدر তথা জীবনের স্বরূপ হচ্ছে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ।[৩]

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

[২].জালাল উদ্দিন আস সুয়ূতী, *আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন*, ২য় সংস্করণ, (রিয়াদ: মাকতাবাহ নিযার মুস্তফা আল বায ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ২,পৃ. ৯৩২।

[৩] . উলওয়ান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৪।

সুতরাং এখানে اللف والنشر শৈলীর চমৎকার ব্যবহার হয়েছে। তিনি অন্যত্র বলেন,

اخى لن تنال العلم الا بستة *** سأنبئك عن تفصيلها ببيان

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه *** وصحبة استاذ وطول زمان

তিনি প্রথমে বলেছেন ৬টি বিষয় ছাড়া তুমি জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না। অতঃপর তিনি ছয়টি বিষয়ের ধারাবহিক বর্ণনা দিয়ে বলেন, মেধা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সাধনা, চূড়ান্ত চেষ্টা, শিক্ষক সান্নিধ্য ও দীর্ঘ সময় ব্যয় করা।[১]

তিনি আরো বলেন,

**ثلاث هن مهلكة الانام *** وداعية الصحيح إلى السقام**

**دوام مدامة ودوام وطء *** وادخال الطعام على الطعام**

প্রথমে এখানে তিনি তিনটি জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে বলেছেন। তারপর তিনি এ তিনটির বিস্তারিত ধারাবাহিক বর্ণনা প্রদান করেন। যে প্রতিনিয়ত মদপান করে, নিয়মিত স্ত্রী সহবাস করে ও খাওয়ার উপর খায়, সে ধ্বংস হবে। তাই এটা অতি চমৎকার اللف والنشر তথা পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস হয়েছে।[২]

اللف والنشر এ অলঙ্কারের একটি শৈলিক দিক হলো এটা মনের কার্যকারিতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে এবং পাঠককে মুগ্ধ করে পাঠের গতি বৃদ্ধি করে।

### ঘ. المذهب الكلامى (তার্কিক পদ্ধতি)

বক্তা তার স্বীয় দাবীর সততা ও প্রতিপক্ষের দাবীর অসারতা প্রমাণের যৌক্তিক পন্থায় দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করাকে المذهب الكلامى বা তার্কিক পদ্ধতি বলে। এটা এমন এক অলংকার, যা দ্বারা প্রতিপক্ষকে গায়েল করা যায় এবং নিজের সততা প্রমাণ করা যায়। উলূমুল বালাগাহ গ্রন্থ প্রণেতা বলেন,

هو ان يورد المتكلم حجة لما يد عيه على طريقة أهل الكلام.

অর্থাৎ বক্তা কর্তৃক তার স্বপক্ষের দাবি সততা ও বিপক্ষের দাবি খণ্ডন করতে তার্কিক পন্থায় অকাট্য যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করাকে المذهب الكلامى বা তার্কিক পদ্ধতি অলঙ্কার বলে।[৩]

ইমাম শাফেয়ীর কাব্যে এ অলঙ্কারের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন তিনি বলেন,

**قالو سكت وقد خوصمت قلت لهم *** ان الجواب لباب الشرمفتاح**

**الصمت عن جاهل واحمق شرف *** وفيه ايضا لصون العرض اصلاح**

---

[১]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

[২].মুহাম্মদ ইব্রাহীম ছালীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

[৩].আহমদ মুস্তফা আল মুরাগী, *উলূমুল বালাগাহ*, ৪র্থ সংস্করণ, (বৈরুত: দারুল কুরআনিল কারীম, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৪০৪।

**اما ترى الأسد تخشى وهى صامة *** والكلب يخشى لعمرى وهو نباح**

কবি এখানে প্রতি পক্ষের উত্তর না দিয়ে তাদেরকে মূর্খ ও নির্বোধ আখ্যায়িত করে । চুপ থাকাটাই বুদ্ধিমান ও সম্মানের কাজ বলে মনে করেন। চুপ থাকাটাই এক ধরনের প্রতিউত্তর। তিনি গণ্ডমূর্খদের তর্ককে কুকুরের ঘেউ ঘেউর সাথে তুলনা করে বলেন, কুকুর ঘেউ ঘেউ করলেও সিংহ তার আত্ম মর্যাদা রক্ষায় কুকুরের সাথে ঘেউ ঘেউ করেনা। [১]

## ২. المحسنات اللفظية (শব্দালঙ্কার)

### ক. السجع (অন্ত্যমিল)

অন্ত্যমিল পদ্যের একটি মুখ্য বিষয়। পদে যেমন অন্ত্যমিল থাকে গদেও তেমন অনেক সময় অন্ত্যমিল পরিলক্ষিত হয়। গদ্যের এ অন্ত্যমিলকে السجع বলে। মূলত গদ্যে পরস্পর দুটি বাক্যে শেষ শব্দে ওজন ও কাফিয়াতে মিল হওয়াকে السجع বলে।

আল বালাগাহ আল ওয়াদ্বিহা গ্রন্থকার বলেন:

السجع توافق الفاصلتين فى الحرف الأخير

অর্থাৎ দুটি বিরাম চিহ্নের শেষাক্ষরের মিলকে السجع বলে।[২] গদ্যে বা পদ্যে السجع তিন ভাবে হতে পারে। যেমন:

ক. দুটি বিরাম চিহ্নের মিল হওয়া।

খ. মাত্রার মিল হওয়া।

গ. বর্ণ বা মাত্রা উভয়টিতে মিল হওয়া।

সুতরাং- السجع তিন প্রকার।

১. المطرف: পরস্পর দুটি বাক্যের শেষ দুটি শব্দের মিল যদি শুধু শব্দের শেষ বর্ণে فاقية হয় وزن এ না হয়, তবে তাকে المطرف বলে।

২. المتوازى: যদি উভয় বাক্যের শেষ দুটি শব্দের মিল وزن এবং فاقية উভয় দিক দিয়ে সমান হয়, তবে তাকে المتوازى বলে।

৩. المرصع: যদি উভয় বাক্যের সমস্ত শব্দ, অথবা অধিকাংশ শব্দ وزن ও فاقية এর দিক দিয়ে একই রকমের হয়, তবে তাকে المرصع বলে।[৩]

---

[১] .মুহাম্মদ ইব্রাহীম ছালীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৬।

[২].আলী আল জারিম ও মস্তফা আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০।

[৩].ড. আব্দুল কাদির হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭, সাইয়্যিদ আহমদ হাশেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫।

**ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে السجع এর ব্যবহার:**

فدع عنك سوءات الامور فانها *** حرام على نفس التقى ارتكابها.

এ চরণে فانها وارتكابها এর মধ্যে سجع مطرف শৈলী ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে প্রথম শ্লোকার্ধের শেষ শব্দের শেষ বর্ণে ও দ্বিতীয় শ্লোকার্ধের শেষ বর্ণের কাফিয়াতে মিল হয়েছে,কিন্তু ওজনে মিল হয় নাই, তাই এটা سجع مطرف এর শৈলীর যথার্থ প্রয়োগ হয়েছে।[1]

**اللدهر يومان ذا امن وذا خطر*** والعيش عيشان ذاصفو وذاكدر**

এখানে خطر ও كدر শব্দ দুটির মধ্যে حسن بديع প্রয়োগ হয়েছে। ফলে এটা سجع مرصع হয়েছে। কারণ এতে وزن ও فاقية একই রকমের হয়েছে।[২]

**فطوبى لنفس اولعت قعردارها *** معلقة الابواب مر خى حجابها**

এখানে دارها ও حجابها এর মধ্যে سجع متوازى এর যথার্থ প্রয়োগ হয়েছে।[৩]

এভাবে কবি ইমাম শাফে'য়ীর কবিতায় سجع এর ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

**খ. الموازنة (ভারসাম্য রক্ষা করা)**

الموازنة আরবী শব্দালঙ্কারের একটি বিশেষ পরিভাষা। বাক্যে পরস্পর দুটি অংশে ওজন সমান হবে, কিন্তু কাফিয়াতে সমান হবে না, এরকম ভারসাম্যপূর্ণ বাক্যই হলো الموازنة এর সংজ্ঞা প্রদানে التلخيص গ্রন্থকার বলেন,

هى تساوى الفاصلتين فى الوزن والتقفية-

অর্থাৎ কাব্যে পরস্পর দুটি অংশ ওজন এ সমান কিন্তু কাফিয়াতে ভিন্ন হলে তাকে الموازنه বলে।[৪]

ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে الموازنة এর ব্যবহার।

**انا إن عشت لست اعدم قوتا ***واذا مت لست اعدم قبرا.**

এখানে قبرا ও قوتا এর মধ্যে ওজনের ক্ষেত্রে সমতা হয়েছে কিন্তু কাফিয়ার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

তাই এ চরণে الموازنة শৈলী চমৎকার ব্যবহার হয়েছে।[৫]

**গ. الاقتباس (উদ্ধৃতি)**

---

[১].আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

[২].প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

[৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

[৪].আব্দুর রহমান কাজভীনী, *আত তালখীস ফি উলূমিল বালাগাহ*, (বৈরুত: দারুল ফিকরিল আরবী), তা: বি. পৃ. ৩৯৭।

[৫].আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

গদ্যকার বা পদ্যকার তার বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে অনেক সময় এমনভাবে উপস্থাপন করেন যা কোরআনের বা হাদীসের ভাষ্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। তাই তারা তাদের বক্তব্যে কোরআন বা হাদীসে কোন অংশ হুবহু ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু এটি কুরআন বা হাদীসের অংশ এদিকে ইঙ্গিত না করে ব্যবহরা করেন। এ ধরণের উদ্ধৃতাংশ কিছুটা পরিবর্তনকে বৈধ মনে করা হয়।

ইক্বতেবাস এর সংজ্ঞা প্রদানে দুরুসুল বালাগাত গ্রন্থকার বলেন,

هوان يشير المتكلم فى كلامه إلى اية او حديث أو شعر مشهور أو مثل سائر او قصة.

অর্থাৎ বক্তা তার বক্তব্যে কুরআনের কোন আয়াত বা হাদীস অথবা প্রসিদ্ধ কোন কবিতা কিংবা প্রচলিত কোন প্রবাদ -প্রবচন নতুবা কোন ঐতিহাসিক ঘটনা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করাকে الاقتباس বলে।[১] এর অপর নাম التلميح

নিম্নে ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে الاقتباس এর ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

**جسمى على البرد ليس يقوى *** ولاعلى شدة الحرارة**

**فليس يقوى على حميم *** (وقودها الناس والحجارة؟)**

কবি শাফে'য়ী এখানে তাঁর বক্তব্যের সাথে অধিক মিল দিয়ে সূরা বাকারার ২৪ নং আয়াতের অংশ বিশেষ হুবহু তার কবিতায় তুলে ধরেছেন।[২]

আন্যত্র তিনি বরেন:

**فضاء الدهر قد ضلوا *** فقد بانت خسارتهم**

**فبا عوا الدين بالدنيا*** (فما ربحت تجارتهم)**

তিনি তার বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সূরা বাকারা, ১৬ নং আয়াতের অংশ হুবহু তুলে ধরেছেন।[৩]

**وجوزى بالامر الذى كان فاعلا *** (وصب عليه الله سوط عذابه)**

ইমাম শাফে'য়ী তার বক্তব্যের সাথে মিল রেখে সূরা ফজর, আয়াত নং ১৩ কিছুটা পরিবর্তন করে তুলে ধরেছেন। [৪] মূল আয়াত হলো, فصب عليهم ربك سوط عذاب (অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কষাঘাত করলেন)

**ان عبيد لفتى *** انزل فيه (هل اتى)**

কবি শাফে'য়ীকে হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি এ পঙ্কক্তি আবৃত্তি করেন এবং সূরা ইনছান বা সূরা দাহর এর শুরু هل اتى উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেন যে হযরত আলী (আ.) এর বর্ণনা সূরা ইনসানে রয়েছে। কেননা আলী (রা.) এর শানে এ সূরা নাযিল হয়েছে।[১]

---

[১]. সাইয়্যিদ আহমদ কাসেমী, *দুরুসুল বালাগাহ*, (ঢাকা: ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা. বি.), পৃ. ২১১।

[২]. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

[৩] .প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

[৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

তাই এখানে الاقتباس (উদ্ধৃতি) শৈলীর চমৎকার প্রয়োগ হয়েছে। এভাবে ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে اقتباس এর বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

### ঘ. الجناس (শ্লেষালঙ্কার)

আরবী ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্রের যে সব নিয়ম নীতির মাধ্যমে আরবী ভাষার শব্দগত সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তাকে البديع اللفظى বা শব্দালঙ্কার বলে। শব্দলঙ্কারের অন্যতম একটি বিষয় হলো الجناس বা শ্লেষালঙ্কার। আরবী ভাষায় শব্দগত সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে الجناس এর ভূমিকা অন্যতম। মূলত বক্তব্যে ভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট দুটি শব্দের উচ্চারণে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়াকে الجناس বলে। এর সংজ্ঞা প্রদানে ওমর বিন আলওয়া বলেন,

هو ان يتشا به اللفظان فى النطق ويختلفان فى المعنى.

অর্থাৎ ভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট একই ধারণে দুটি শব্দ উচ্চারণে একই হওয়াকে الجناس বলে।[২]

الجناس প্রথমত দুই প্রকার:

১. الجناس الاصلى (প্রকৃত শ্লেষালঙ্কার)

যে জিনস এ দুটি শব্দ সাদৃশ্যপূর্ণ হয় তাকে الجناس الاصلى বলে।

২. الملحق بالجناس (সংযুক্ত শ্লেষালঙ্কার):

যে জিনাস এ দুটি শব্দের উৎপত্তিস্থল একই হয়, তাকে الملحق بالجناس বলে।

১. الجناس الاصلىপাঁচ প্রকার। যথা:
   ক. الجناس التام (পরিপূর্ণ জিনাস)
   খ. الجناس الناقص (অপূর্ণ জিনাস)
   গ. الجناس المتكافى (ভারসাম্যপূর্ণ জিনাস)
   ঘ. الجناس المحرف (পরিবর্তিত জিনাস)
   ঙ. جناس القلب (ধারাবাহিকতার অমিল জিনাস)

২. الملحق بالجناس দুই প্রকার। যথা:

ক. يجمع بين اللفظين الاشتقاق: বাক্যে দুটি শব্দের উৎপত্তিস্থল (مشتق منه) একই হয়।

খ. مايشبه الاشتقاق: বাক্যে দুটি শব্দের উৎপত্তিস্থল (مشتق منه) এক না হলেও একই জাতীয় হবে।[৩]

---

[১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

[২]. ওমর বিন আলওয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪।

[৩]. শায়খ নাসেফ ইয়াজিয়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৬।

## ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে الجناس এর ব্যবহার:

**وارض الله واسعة ولكن *** اذا نزل القضاضاق الفضاء**

এ চরণে الفضاء (মহাশূন্য) ও القضاء (ফয়সালা) এর মধ্যে جناس শৈলী পরিলক্ষিত হয়েছে। দু শব্দের মধ্যে উচ্চারণ একই হয়েছে। কিন্তু অর্থ- ভিন্ন, তাই এটা جناس غير تام হয়েছে।[১]

তিনি আরো বলেন:

**التبر كالترب ملقى فى اما كنه *** والعود فى ارضه نوع من الحطب.**

এখানে الترب (মাটি) ও التبر (স্বর্ণখণ্ড) দু শব্দ দুটির মূল মাদ্দা এক, কিন্তু অর্থ ভিন্ন। তাই এটা جناس غير تام হয়েছে।[২] ইমাম শাফে'য়ীর কবিতায় এ জাতীয় অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে, যা পাঠককে মোহিত করে।

অলঙ্কার যেমন মানবদেহে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তেমনি ভাষাদেহেও সৌন্দর্য বর্ধন করে। অলঙ্কার ছাড়া ভাষা, সাহিত্য ও কাব্য প্রাণহীন ও নীরস। কাব্যে বাক্যালঙ্কারের অর্থালঙ্কার ও শব্দালঙ্কার কবিতাকে মাধুর্য ও শ্রীবৃদ্ধি করে, পাঠককে করে বিমোহিত। কবি ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে বাক্যালঙ্কারের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তিনি যে একজন স্বভাব কবি, তার প্রমাণ হলো তার এ সার্থক কবিতা। তিনি কাব্যে বিরোধালঙ্কার, বৈপরীত্যলঙ্কার, পর্যবেক্ষণ অলঙ্কার, পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস, বিভাজন, অতিরঞ্জন, তার্কিক পদ্ধতি, শ্লেষালঙ্কার, অন্ত্যমিল, বৈচিত্র্যতা, ভারসাম্য রক্ষা, উদ্ধৃতি, সূচনায় প্রমাণ উপস্থাপন ইত্যাদি শৈলী ব্যবহার করে তার কাব্যশৈল্পিক রূপ দিয়েছেন। তাই এ সকল গুণের কারণে তার কাব্য সম্ভার সর্ব মহলে সমাদৃত ও গ্রহণ যোগ্য।

---

[১] .আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

[২]. আব্দুল কাহির জুরজানী, *আসরারুল বালাগাহ ফী ইলমিল বয়ান*, ১ম সংস্করণ ,(বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২০০১), পৃ. ১০।

# চতুর্থ অনুচ্ছেদঃ ইমাম শাফে'য়ীর কবিতার কাব্যশৈলী

ভাষাশাস্ত্রে প্রচলিত সাধারণ ব্যাকরণের নিয়ম-নীতির ব্যবহারের পাশাপাশি কিছু রীতি বহির্ভূত নিয়মের স্বীকৃতি সাহিত্যে রয়েছে। তাকে الانحراف الأسلوبي (শৈলীবিচ্যুতি /Stylistic deviation) বা الانزياح (অপসরণ) বলে। একজন কবি বা সহিত্যিক তাঁর লিখনীতে শব্দগত, অর্থগত, ধ্বনিগত, আন্বয়িক, লৈখিক, বা ব্যাকরণিক প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় ঘটাতে পারেন। কবিরা ছন্দ বা অন্ত্যমিল ঠিক রাখতে বাধ্য হয়ে অনেক সময় শৈলীবিচ্যুতির আশ্রয় নেন, এতে কবিতায় নতুনমাত্রা যোগ হয়। এরকম ব্যাকরণের নিয়ম বহির্ভূত রীতি ব্যবহার আরবী ভাষাবিদরা কবি-সাহিত্যিকদেরকে বৈধতা দিয়েছেন। এটাকে الجوازات الشعرية ( কাব্যিক বিষয়ে বৈধতা) বলে। আরবী ছন্দ বিজ্ঞনী খলীল আহমদ বলেন,

الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاءوا وجائزلهم مالا يجوز لغيرهم

"অর্থাৎ কবিরা হচ্ছে ভাষার সম্রাট, তাঁরা ভাষাকে যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে নিয়ে যায়। তাদের জন্য যা বৈধ ,অন্যের জন্য তা বৈধ নয়।"[১]

ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যশৈলী অতি চমৎকার। যেকোন কবি-সহিত্যিক তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে হতবাক না হয়ে পারবেনা। তাঁর কাব্যশৈলী লক্ষ্য করলে একজন ভাষাবিদ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে শাফে'য়ী কত উঁচু মানের একজন কবি ছিলেন।

তাঁর কবিতার শৈলীরূপ অতিচমৎকার।তিনি তাঁর কবিতাকে حذ ف (বিলুপ্তিকরণ), التقديم والتأخير (পূর্বে-পরে উল্লেখ করণ), التكرار (পুণরাবৃত্তি ), الا لتفات (সম্বোধনের লক্ষ্য পরিবর্তন), الاطناب(প্রলম্বিতকরণ), الايجار (সংক্ষিপ্তকরণ), القصر (সীমাবদ্ধকরণ)ও اسلوب البلاغة (অলঙ্কারশৈলী) দ্বরা সুসজ্জিত করেন।

## حذف (বিলুপ্তিকরণ) :

যেমন ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে حذف এর ব্যবহার

**بعهد قديم من الست بربكم *** بمن كان مكنونا فعرف بالاسم**

---

[১].ড.সালেহ ইবন আব্দুল্লাহ খোজারী,*আল ইনহেরাফ আল উসলুবী ফী শি'রি আবি তায়্যিব আর মুতানাব্বি* ,(রিয়াদ: মাজাল্লাতুল আদাব , ২০১৪), পৃ. ০১।

اسم এর বহুবচন اسماء ,কবি এখানে البحر الوافر এর ضرب صحيح এর ওজন مفاعيلن ( فـ بل اسما ) মিলাতে শব্দ থেকে همزة কে حذف করেছেন। এতে الانحراف الأسلوبي তথা শৈলীবিচ্যুতির প্রয়োগ হয়েছে।[১]

**ولا تر للاعادي قط ذلا *** فان شماتة الاعدا بلاء**

কবি এখানে কবিতার ছন্দ ঠিক রাখতে **الاعداء** (শত্রুগণ) শব্দ থেকে همزةকে حذف করেছেন । এতে الانحراف الأسلوبي তথা শৈলীবিচ্যুতির প্রয়োগ হয়েছে।[২] যা دواعي المحافظة على الوزن والسجع এর الحذف অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। [৩]

**ولا حزن يدوم ولاسرور *** ولا بؤس عليك ولا رخاء**

এখানে الضرورة الشعرية তথা কাব্যিক ولا رخاء عليك হয়ার কথা কিন্তু প্রয়োজনে কবি عليك শব্দকে حذف করেছেন। [৪]

**باسمائك الحسنى التي بعض وصفها *** لعزتها يستغرق النثر والنظما**

এখানে النظم (পদ্য) হওয়ার কথা , কিন্তু ضرب صحيح مفاعيلن এর البحر الطويل এর ওজন ঠিক রাখতে النظم শব্দের লাম এর হরকতকে টেনে একটি আলিফ (ا) বৃদ্ধি করেছেন। যা الجوازات الشعرية তথা **কাব্যিক বিষয়ে** নিয়মের বৈধতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

**اني احب بني النبي المصطفى *** واعده من واجبات فرائضي**

**ان كان رفضا حب ال محمد *** فليشهد الثقلان أني رافضي**

কবি এখানে فرائضي ও رافضي শব্দদ্বয়ে কাব্যিক বাধ্যবাধকথায় ي বৃদ্ধি করেছেন। যা সাধারণ ব্যাকরণের নীতির ব্যতিক্রম ঘটেছে।[৫]

## التقديم والتأخير (পূর্বে-পরে উল্লেখ করণ):

**وكن رجلا على الاهوال جلدا *** وشيمتك السماء والوفاء**

এখানে প্রথম শ্লোকার্ধে মূলত বাক্য ছিল **وكن رجلا جلدا على الاهوال** এভাবে কিন্তু **على الاهوال** কে **جلدا** এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যা **التقديم والتأخير** এর যথার্থ প্রয়োগ হয়েছে। [৬]

دع الايام تغدر كل حين *** فما يغني عن الموت الدواء

---

[১] আব্দুর রাহমান মুস্তাবী, প্রগুক্ত, পৃ.১৭।

[২]. ড. ইমীল বদী' ইয়াকুব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

[৩]. ড. আব্দুল আজীজ আতীক, *ইলমুল ম'আনী*, (বৈরুত: দারুন নাহজাহ আল আরবী, ২০০৯), পৃ. ১২৬।

[৪]. ড. নুমান শাবান উলওয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৫।

[৫]. আব্দুর রাহমান মুস্তাবী,প্রগুক্ত, পৃ.৭২।

[৬]. ড. ইমীল বদী' ইয়াকুব, পৃ.৩৯।

এখানে الدواء এর পূর্বে الموت -কে تقديم করা হয়েছে। মৃত্যু অনিবার্য তা বুঝাতে এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণে উসাহ প্রদান করতে تقديم করা হয়েছে।[১]

ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে প্রচুর التقديم والتأخير (পূর্বে-পরে উল্লেখ করণ) ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ।

## التكرار (পুনরুক্তি):

ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে التكرار (পুনরুক্তি)-এর ব্যবহার । যেমন তিনি বলেন,

**ان الفقيه هو الفقيه بفعله *** ليس الفقيه بنطقه ومقاله**

**وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه *** ليس الرئيس بقومه ورجاله**

**وكذاالغني هو الغني بحاله *** ليس الغني بملكه وماله**

কবি এখানে الفقيه (ফক্বীহ) الرئيس (নেতা) ও الغني (ধনী) এক এক শব্দ এক এক চরণে তিন বার করে উল্লেখ করেছেন। কবি এক এক শব্দ তিন বার উল্লেখ করে তিন শ্রেণির মানুষের স্বরূপ ও প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন। [২]

كمثل ما الذهب الابريز يشركه *** في لونه الصفر والتفضيل للذهب

কবি এখানে الذهب (স্বর্ণ) শব্দ দুই বার উল্লেখ করে স্বর্নের গুরুত্ব ও মানব জীবনে তার প্রভাব বুঝাতে চেয়েছেন। [৩]

কবির কবিতায় এ রকম আরো অনেক التكرار اسلوب বা পুনরুক্তিশৈলীর প্রয়োগ দেখতে পাই।

## الا لتفات (সম্বোধনের লক্ষ্য পরিবর্তন):

**اذا ما كنت ذاقلب قنوع *** فأنت ومالك الدنيا سواء**

**ومن نزلت بساحته المنايا *** فلا ارض تقيه ولا سماء**

কবি এখানে প্রথম চরণে صيغة المخاطب এ فأنت ও اذا ما كنت থেকে দ্বিতীয় চরণে ومن نزلت بساحته তে صيغة الغائب এর দিকে ا لتفات করেছেন। তিনি القناعة

[১] .ড. নুমান শাবান উলওয়ান ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৬।
[২] . আব্দুর রাহমান মুস্তাবী,প্রগুক্ত, পৃ. ১০০।
[৩] .ড. নুমান শাবান উলওয়ান ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪৫।

(অল্পেতুষ্টি) এর প্রতি গুরুত্বারূপ করতে সম্বোধনের লক্ষ্য পরিবর্তন করেছেন। যাতে পাঠক ভালোভাবে বুঝতে পারে যে মৃত্যুর মাধ্যমে ধন-সম্পদ সব শেষ হয়ে যাবে, শুধু বাকী থাকবে অল্পেতুষ্টির প্রতিদান।[১]

## الاطناب (বাক্য প্রলম্বিত করণ):

ইমাম শাফে'য়ী বলেন ,

**ارحل بنفسك من ارض تضام بها *** ولا تكن من فراق الاهل في حرق**

**من ذل بين اهاليه ببلد ته *** فالاغتراب له من احسن الخلق**

**والعنبر الخام روث في موطنه *** وفي التغرب محمول على العنق**

**والكحل نوع من الاحجار تنظره *** في أرضه وهو مرمي على الطرق**

**لما تغرب حاز الفضل اجمعه *** فصار يحمل بين الجفن الحدق**

কবি এখানে ভ্রমণের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন । অতঃপর ভ্রমণের প্রতি উৎসাহিত করতে তিনি যৌক্তিকভাবে বিষয়টি প্রলম্বিত করেছেন, যা পাঠককে উপকারিতা দানকরে। তাই এটা اطناب حشو হয়েছে।[২]

ইমাম শফি'য়ীর কবিতা অধ্যয়ন করলে একজন পাঠকের নিকট এটা প্রতিভাত হবে যে তিনি একজন ভাষাবিদ,অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ ও স্বভাব কবি। তিনি তাঁর কবিতা আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা সজ্জিত করেছেন। তিনি তঁর কবিতার মাঝে কখনো শব্দের মধ্যে অক্ষর বৃদ্ধি করেছেন, কখনো অক্ষর বাদ দিয়েছেন ,আবার কখনো হরফে নেদাকে উহ্য রেখেছেন। কবিতার মুখ্যবিষয় ছন্দ ও ওজন ঠিক রাখতে তিনি কখনো ভাষাসাহিত্যের ব্যতিক্রমী নিয়ম ব্যবহার করেছেন। এ ভাবে তিনি তাঁর কবিতায় শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

[১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩৫-৯৩৬।

[২]. প্রগুক্ত, পৃ. ৯৪৮।

# পঞ্চম অুচ্ছেদঃ ইমাম শাফে'য়ীর কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলী

সাহিত্য সমালোচকগণ বলেন, الانسان هو الاسلوب "বাচন-ভঙ্গি মানব প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ।"[১] এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যক্তি কবি শাফেয়ীর অনুসৃত নিয়ম-নীতি অবগত হবে এবং তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা, বাণী ও কবিতা সম্পর্কে চিন্ত-গেবেষণা করবে, সে অনায়াসে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে এ কবিতা ইমাম শাফে'য়ীর। শরীয়তের সাতে সাংঘর্ষিক কোন কবিতা তাঁর থেকে রচিত হয়নি। কুরআন-হাদীসের সাথে বৈপরীত্য এমন কোন কবিতা পাওয়া গেলে নির্দ্বিধায় বলতে হবে যে, এটা কবি শাফে'য়ীর নয় বরং তাঁর নামে বানোয়াট বা মিথ্যা রচনা। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর সকল কবিতা পূর্ণ শরী'য়ত সমর্থিত। ইমাম শাফে'য়ী (র.)- এর কাব্যে বহু গুণের সমাবেশ ঘটেছে। তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

### ❖ তাঁর কবিতার ভাষাশৈলী

ইমাম শাফে'য়ীর কবিতার ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ও সাবললী। রচনাশৈলী সহজ বোধ্য ও কাব্য পরিধি সীমিত।[২] অধিকন্তু তাঁর কবিতা শ্রুতি মধুর ও হৃদয়গ্রাহী এবং সুপ্ত অনুভূতি জাগ্রতকারী। এছাড়াও কারুকার্য চিত্রকল্প (الخيال), সূক্ষ্মভাব (العاطفة), গীতিময়তা (الرنة الشعرية) এবং অভিনব উপমা প্রভৃতি তাঁর কবিতাকে অপরিমেয় মাধুর্য দান করেছে।

ব্যঙ্গ কবিতা, অহেতুক প্রশংসামূলক কবিতা, প্রণয় কাব্য ও প্রেমোদ্দিপক কবিতা, গৌরব গাঁথা ও মদের বর্ণনামূলক কবিতা থেকে তাঁর কাব্য সাহিত্য সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর কবিতায় কাব্য শৈল্পিক নৈপুণ্যতা, মানতিকী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কবিতার ভাবধারা, বর্ণনামূলক কবিতা, আঙ্গিক গঠন ও মানব স্বভাব-চরিত্র বিষয়ক কবিতা স্বল্প পরিসরে বিদ্যমান। কবি শাফে'য়ীর কবিতায় সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানগর্ভ কবিতা, জ্ঞান অর্জনের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও মাহাত্ম বিষয়ক কবিতা এবং আল্লাহর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ও ভাগ্য-নিয়তি বিষয়ক কবিতা। ছান্দিক রূপায়নে অনেক ফতোয়ার সমাধান পাওয়া যায় তাঁর কবিতার মধ্যে।[৩] তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ও বিশুদ্ধভাষী তাই তাঁর কবিতায় এর স্পষ্টছাপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন তাঁর কবিতা:[৪]

**لقلع ضرس وضرب حبس *** ونزع نفس وردأمس**
**وقربرد وقورقرد *** ربغ جله بغير شمس**
**وكل ضب وصيدب *** وصرف حب بارض خرس**
**ونغخ نار حمل عار *** وبيع دار بربع فلس**
**وبيع خف وعدم الف *** وضرب إلف بحبل قلس (مخلع البسيط)**

---

১. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
২. ওমর ফররুখ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭১।
৩. আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

❖ **শব্দ চয়ন**

কবি শাফে'য়ী তাঁর কাব্যে চমৎকার শব্দাবলি এমন সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করেছেন যেন মুক্তার মালা। তাঁর কবিতায় গভীর ও সূক্ষ্ম অর্থবোধক ছোট ছোট শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে কবি শাফে'য়ী (র.) ক্ষেত্র বিশেষে জাহেলী কবিদের থেকে কোন অংশে কম নয়। এটি দীর্ঘ দিন ভাষা সাহিত্যের পিছনে সাধনার ফসল। তিনি গদ্যসাহিত্যের ন্যায় পদ্যসাহিত্যেও সহজ সাধ্য শব্দ ব্যবহার করেন। তাঁর কবিতা পর্যালোচনা করলে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় যে, ইমাম শাফে'য়ীর শব্দ সুষমা, অর্থের সঠিক দ্যোতনা এবং লীলায়িত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় গ্রন্থনা-প্রভৃতি তাঁর কবিতাকে দান করেছে অপূর্ব সৌন্দর্য ও লালিত্য। কবিতার গঠন সৌন্দর্যে তিনি ভাব ও মর্মের সঙ্গে শব্দের মাধুর্য ও লালিত্য এবং বর্ণনার পরিচর্যাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। এটাই তাঁর অনবদ্য কৃতিত্ব। যেমন তার কবিতা:

**كل بملح الجريش خبز الشعير *** واعتقب للنجاة ظهر البعير**

**وجب المهمة المخوف الي طنجة *** اوخلفها الي الدردور**

**وصن الوجه وان يذل وان يخف *** ضغ الا الي اللطف الخبير**

**(البحر الخفيف)**

সাহবায়ে কেরাম ও ইসলামী যুগের মত তিনি তাঁর কবিতায় অনেক ইসলামী শব্দ ব্যবহার করেন। এটা মূলত তাঁর উপর কুরআন-হাদীসের প্রভাবে এবং ইসলামী জ্ঞানচর্চার কারণে হয়েছে। এমনকি তিনি কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত শব্দাবলি তাঁর কবিতায় সরাসরি স্থান দিয়েছেন। কুরআন হাদীসের ভাব, চিন্তা, দর্শন তার কবিতায় স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

যেমন তিনি কবিতায় আল কুরআনের শব্দ প্রয়োগ করেন :

بعهد قديم من **(ألست بربكم)**[১] ***بمن كان مكنونا فعرف بالاسماء

অন্যস্থানে বলেন,

إنا عبيد لفتى *** نزل فيه **(هل أتى)**[২]

إلى متى اكتمه؟ *** إلى متى؟ إلى متى؟ (الرجز)

অন্যত্র বলেন,

فإن الله خلاق البرايا *** عنت لجلال هيبته الوجوه

يقول : **(اذا تداينتم بدين *** إلى اجل مسمى فاكتبوه)**[৩] (الوافر)

ইমাম শাফে'য়ীর কাব্যে مثنيات- তথা যুগল অর্থবোধক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যকরা যায়। যেমন তাঁর কবিতায় ,

---

১. সূরা আল আ'রাফ, আয়াত- ১৭২।

২. সূরা আল ইনসান, আয়াত- ০১।

৩. সূরা আল বাকারা, আয়াত- ২৮২।

**ان كان رفضا حب آل محمد *** فليشهد الثقلان أني رافضي**

কবি এখানে الثقلان দ্বার الجن والانس তথা মানব -দানবকে বুঝাতে চেয়েছেন।[১]

**ولكنني مذرب الأصغرين أقيس بما قد مضي ما غبر**

কবি শাফে'য়ী এখানে الأصغرين দ্বারা القلب واللسان তথা অন্তর ও জিহ্বাকে উদ্দেশ্য করেছেন।[২]

এছাড়া ইসলামী শরী'য়তে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা এবং আল্লাহর গুণবাচক নাম প্রচুর পরিমাণ তাঁর কবিতায় পরিদৃশ্য হয়। যেমন :

| | |
|---|---|
| أرض الله واسعة | اللهم |
| صبرا جميلا | خشية الرحمن ربى |
| أقسم بالله | الصلوة على النبى |

الفقه ، الحديث ،القرآن ، السعير ، الجنة ، الدين ،العبادة ، الاخره ، الدنيا . الاسلام ، التقوى ،العفو ،الصلوة ، الخلفاء الراشدون ، صالح الاعمال وغير ذلك .

আল্লাহর গুণাবলী নাম, যেমন:

قيوم ، حى ، عليم ، صمد ، المهيمن ، الرقيب ، بديع الخلق ، المنان ، الله اكبر ، الاله ،العليم، المنزه، المعز، المزل، ياالله، الرب وغير ذلك .

ব্যক্তি বিশেষের নাম, যেমন:

ادم، لقمان، فاطمة، داود، مسعر، وهيب، العريب، ابن ادهم، ابن سعيد، الفاروق علي، محمود، لبيد، سعاد.

গোত্র,দেশ ও নদীর নাম, যেমন:

بني يزيد، مصر، غزة، الفرات، المحصب، مهلب.

জাতিবাচক বিশেষ্য, যেমন:

الانسان، الناس، النساء، الثعبان، الكلاب، الاسد، الكوكب، النجوم، الغابات[3]

মূলত কবি শাফে'য়ী (র.) আল কুরআন- আল হাদীস দ্বারা প্রভাবিত। তাই তাঁর কবিতা ইসলামী মূল্যবোধ পূর্ণাঙ্গভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ইমাম শাফে'য়ী তাঁর কবিতায় বেশকিছু জঠিল ও দুর্বোধ্য শব্দও ব্যবহার করেছেন। তবুও কবিতার আঙ্গিন গঠন ও ভাবধারা বজায় রেখে সুসামঞ্জস্য ভাবের মাধ্যমে পাঠক সমাজের কাছে তাঁর কবিতা গ্রহণযোগ্য করে তুলেন।

---

[১] . আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

[২]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

[৩] .মুআহিবাহ বুতরান আল জাইলী, *আল আলাম: দিরাসাতুন তাতবিকিয়্যাতুন ফী দীওয়ানে ইমাম আশ- শাফে'য়ী* ,(বি.এ. অনার্স অ্যাসাইনমেন্ট, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়,সুদান, ২০১৪) , পৃ. ১০৩-১০৪।

❖ **অভিনব উপমা**

তিনি তাঁর কবিতায় বিভিন্ন উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেন, ফলে তার কবিতা শোভা মন্ডিত হয়। রূপলঙ্কার দ্বারা তিনি তাঁর কবিতা চিত্তাকর্ষক করে তোলেন। প্রকৃতপক্ষে ইমাম শাফে'য়ী (র.) ছিলেন তীক্ষ্ম মেধা সম্পন্ন এক বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর কাব্যে সেই মেধা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যিক মেধা তাকে একজন কবি হিসাবে কাব্য জগতে সমাদৃত করে। তিনি তাঁর কবিতায় উপমা ব্যবহার করে কাব্যানুরাগীদের হৃদয় জয় করতে পূর্ণ সক্ষম হন। যেমন তিনি দুষ্ট নারীকে শয়তানের সাথে, মূর্খ লোকের তিক্ত কথাকে; পচা কাঠের দুর্গন্ধের সাথে, অকৃতজ্ঞ মানুষকে সুঘ্রাণহীন কাঠের সাথে, পৃথিবীকে প্রতারকের সাথে, কুকুর-সিংহকে; ইতর-জ্ঞানীর সাথে, ধৈর্যকে ঢালের সাথে, বাগ্মি কবিকে খসাইর সাথে, যুদ্ধের মাঠের বীরত্বকে বনের সিংহের সাথে, নির্বোধকে গাধার সাথে, ইলমে দ্বীনকে জ্যোতির সাথে, দুনিয়ার জীবনকে সাগরের সাথে এবং সৎকর্মকে বোঝাইকৃত জাহাজের সাথে, বিদ্যাকে শিকারের সাথে এবং লিখনীকে শিকারীর সাথে উপমা দিয়ে কবিতা রচনা করে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। যেমন তিনি বলেন:

**العلـم صيـد والكتابة قيـده *** قيّد صيودك بالحبال الواثقة**
**فمن الحماقة أن تصيد غزالة***وتتركها بين الخلائق طالقه** [1]
**(البحر الكامل)**

এ সব উপমা তাঁর কাব্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে।

- **বাক্য বিন্যাস**

  ইমাম শাফে'য়ী বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর কবিতায় গভীর অর্থবোধক ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহার লক্ষনীয়। তিনি ছোট কথাকে বড় ভাবেরমাধ্যমে এবং বড় কথাকে ছোট ভাবের মধ্যে প্রকাশ করতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

  যেমন তিনি বলেন,[২]

**فالمرء فى كونه ضائع *** والليث فى غيضته جائع**
**فاخرج تر الناس وتلق الغنى *** فالموت لايدفعه دافع**

সর্বোপরি ইমাম শাফে'য়ীর কবিতার শব্দ ও বাক্য সংক্ষিপ্ত অথচ তত্ত্ব, অর্থ, ভাব, তাৎপর্য ও গভীরত্ব অতি ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। তাঁর কবিতার ভাষা পাঠক সমাজ সহজে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। তিনি একটি শব্দের সাথে অন্য শব্দের সামঞ্জস্য বজায় রেখে বাক্যকে করেছেন অতুলনীয় ও আকর্ষণীয়।

---

[১] .আব্দুর রহমান মুস্তাবী, প্রাগুক্ত, প.৮৩-৮৪।

[২]. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫।

# উপসংহার

"ইমাম শাফে'য়ী (র.) - এর কবিতার বিষয় ও প্রকরণ বিশ্লেষণ" শীর্ষক আমার এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে পেরে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে অসংখ্য-অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি। অন্তরের অন্তস্থল থেকে সালাত ও সালাম পেশ করছি শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি, যিনি ছিলেন আরবের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী ও বাগ্মী। প্রিয় নবী (সা.)-এর আরবী ভাষার প্রতি অনুরাগ যুগযুগ ধরে আরবী শিক্ষার্থীদের এ ভাষা নিয়ে গবেষণা করার প্রেরণা যুগিয়েছে।

ইসলামের কালজয়ী ইতিহাসে যে সকল দিগ্বিজয়ী জ্ঞানী, গুণী, ইমাম, মুজতাহিদ, ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও মহাপুরুষদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস আশ- -শাফে'য়ী (র.) অন্যতম। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশধর, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, ফিকহবিদ, হাদীস বিশারদ, সাহিত্যিক, ভাষাবিদ ও প্রতিভাবান কবি ইমাম শাফে'য়ী (র.) স্বগৌরবে গৌরবান্বিত ও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। এ সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য যেভাবে তাঁর মধ্যে সমন্বিত হয়েছে, তা অন্য কোন মুহাদ্দিস, মুজতাহিদ, ইমাম, আলিম ও কবি-সাহিত্যিকের মধ্যে একত্রে দেখা যায়নি। কেহ মুহাদ্দিস হলেও ইমাম নয়, কেহ সাহিত্যিক হলে মুহাদ্দিস নয়, কেহ কেহ কবি অথচ আলিম নয়। কিন্তু ইমাম শাফে'য়ী (র.) - এর মধ্যে সকল গুণ একীভূত হয়েছে।

আব্বাসী যুগের প্রথম পর্বে তিনি আগমন করেন উদীয়মান সূর্যের মত। কুরআন, হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন ও ধর্মীয় পরিবেশে লালিত পালিত হওয়ায় তাঁর মধ্যে অনুপম চারিত্রিক মাধুর্য এবং অতুলনীয় মানবিক ও দ্বীনি মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। আরবের সুভাষী হুযাইল গোত্রে দীর্ঘদিন ভাষা চর্চা করে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সুপন্ডিত হয়ে বরণীয় হয়ে আছেন সাহিত্য জগতে। তিনি এক দিকে যেমন আবিদ, যাহিদ, মুত্তাকী অপর দিকে ইতিহাসবিদ, নাহুবিদ ও অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তিনি ছিলেন ন্যায় পরায়ন শাসক। তাঁর ন্যায় নিষ্ঠ বিচার দুষ্টলোককে ইর্ষান্বিত করে তোলে। তিনি কুরআন-হাদীসের প্রচার ও প্রসারের জন্য স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করেন। দলীল ও যুক্তি ভিত্তিক রূপরেখা পেশ করে গোটা বিশ্বে মাযহাব অনুসারীদের হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন। "শাফে'য়ী মাযহাব" তাঁর সুচিন্তার বহিঃপ্রকাশ। মন্দলোক, অত্যাচারি শাসক ও মাযহাব বিদ্বেষী লোকের কাছে তিনি ছিলেন চোখের বালি, কিন্তু ধৈর্য ও তাওয়াক্কুল ছিল তাঁর অন্ধেরযষ্টি।

হযরত শাফে'য়ী একজন প্রথিতযশা ইমাম হওয়া সত্ত্বেও তিনি একজন দক্ষ কবি হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আব্দুর রহমান মুস্তাবী রচিত "দীওয়ানুল ইমাম আশ-শাফে'য়ী" তাঁর কাব্যপ্রতিভা মূল্যায়নের এক অনন্য দলীল। তিনি বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে যে সমস্ত কবিতা রচনা করেছেন তা তাঁর দীওয়ানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

নয়শত পঙক্তিতে সন্নিবদ্ধ তাঁর দীওয়ানের কবিতাগুলোতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান।

- কবিতার ভাষা সংক্ষিপ্ত কিন্তু তার ভাব ব্যাপক।
- সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল-সাবলীল শব্দ চয়ন।
- বাক্য বিন্যাস ও রচনাশৈলী চমৎকার।

- বিভিন্ন বাহারের স্বার্থক প্রয়োগ।
- প্রায় সব হরফের সমন্বয়ে ক্বাফিয়ার সুন্দর ব্যবহার।
- নানা বিষয়ে উপদেশ সম্বলিত কবিতা।
- অধিকাংশ কবিতা ধর্মীয় চিন্তাধারায় রচিত।
- তাঁর কাব্যে কুরআন-হাদীসের ভাবার্থ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।
- শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক কবিতা অনুপস্থিত।
- চাকচিক্য, কৃত্রিম সৌন্দর্য, গর্হিত অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে ইমাম শাফে'য়ীর কবিতা বৈচিত্র্যময়। ধর্মীয় ভাবধারার কবিতা তিনি সর্বাধিক রচনা করেন। তাঁর কবিতায় প্রধানত যে সকল বিষয় রয়েছে, তা হলো বর্ণনামূলক কবিতা, জ্ঞানের মর্যাদা, নৈতিক চরিত্র, দুনিয়ার হাক্বীকত, সুফিবাদ, যুহদিয়াত, যুগের উত্থান-পতন, আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর অবিচল থাকা, ভাগ্য নির্ধারিত, মৃত্যু, কবর, হাশর, জান্নাত-জাহান্নাম, আহলে বাইতের প্রশংসা, লোভ-লালসা ত্যাগ, সদুপদেশ, প্রার্থনা-মিনতি, আত্মতুষ্টি, ধৈর্য, তাওয়াক্কুল ও জ্ঞানগর্ভ কবিতা প্রভৃতি। স্বল্প পরিসরে রয়েছে দেশপ্রেম, শোকগাঁথা, তিরস্কারমূলক ও প্রণয়গীতিমূলক কবিতা। কাব্য সংকলকগণ তাঁর কবিতা সমগ্রকে বিষয়বস্তু ও প্রকরণের দৃষ্টিতে প্রধানত ১২ ভাগে বিন্যস্ত করেছেন।

তাঁর কবিতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তিনি যে মনোগতভাবে ও অনুভূতি নিয়ে কবিতা লিখেন, তা তিনি পাঠক ও শ্রোতার মনে অনাবিল আনন্দ সঞ্চার করতে সক্ষম হন। আর এটাই সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। এসব গুণাবলির কারণে তাঁর কবিতা অক্ষয় হয়ে আছে। নানা রূপ-রস, রং-গন্ধে সমৃদ্ধ তাঁর কবিতার আবেদন অম্লান হয়ে থাকবে যুগ থেকে যুগান্তরে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি একজন স্বার্থক ও ঋদ্ধ কবি, এতে কোন সন্দেহ নেই।

মূলত মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস আশ- শাফে'য়ী ছিলেন একজন প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক। আব্বাসী যুগের উন্নত কাব্যাকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি স্বভাবগতভাবে চিরাচরিত রীতিতে ধর্মীয় ভাবধারায় কবিতা রচনা করেন নিরন্তনভাবে। কখনো ছোট ছোট স্বতন্ত্র কবিতা, আবার কখনো দীর্ঘ কবিতার মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ের অবতারণা করেন। তাঁর ধর্মীয় চিন্তা-দর্শন তাঁর কবিতায় চিত্রিত হয়েছে। কবি শাফে'য়ী ছিলেন একজন সুদক্ষ শিল্পী, জহুরী যেমন স্বর্ণ খণ্ড একত্র করে চমৎকার অলঙ্কার তৈরী করে, তিনিও অর্থবহ শব্দরাজি দ্বারা শ্লোকমালা গ্রথিত করে অনন্য কবিতা রচনা করেন। তার কবিতায় একদিকে যেমন আছে শব্দের দ্যোতনা ও সমারোহ, অপরদিকে আছে বিন্যাস শৈলীর চারুতা। প্রাঞ্জল ও সাবলীল, বিশুদ্ধ এবং বলিষ্ট রচনারীতির মানদেণ্ড শাফে'য়ীর কবিতা সমসাময়িক কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। চমৎকার শব্দরাজির ব্যবহার ও বিরল প্রকাশভঙ্গি এবং গঠন সৌকার্যের ফলে তাঁর কবিতা সর্বমহলে সমাদৃত হয়। ইমাম শাফে'য়ীর কবিতার আঙ্গিক গঠন ও বর্ণনা পদ্ধতি অত্যন্ত শক্তিশালী ও পরিচ্ছন্ন। তিনি শব্দগুলোকে তার ভাবের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতি বজায় রেখে এমন সুন্দরভাবে স্থাপন করেন যে, পাঠক কিংবা শ্রোতা তাঁর কবিতা পাঠ করে বা শুনে তাঁর ভাব ও মর্ম পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়। জটিল গ্রন্থনা কিংবা দুর্বোধ্য উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। তিনি কবিতায় বিভিন্ন স্থানে

জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য, দার্শনিক তত্ত্ব, ঐতিহাসিক তথ্য, কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতি ইত্যাদি অতিনিপুণভাবে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর প্রদত্ত ভাষণ, প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রবাদ-প্রবচন, উপদেশাবলী ভাস্বর হয়ে থাকবে কাল থেকে কালান্তরে। যতদিন এ ধরায় কবিতা ও সাহিত্যের সমাদর থাকবে, ইসলামী সংস্কৃতির অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন কবি ইমাম শাফে'য়ী (র.) সাহিত্য গগণে অমর হয়ে থাকবেন।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে এ প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন এ মহান মনীষীর জীবনী ও সাহিত্য সাধনার উপর আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করে নেন এবং তাঁর কৃত সৎকর্মগুলোকে কবূল করে জান্নাতের উচ্চ স্থানে অধিষ্টিত করেন। আমীন ॥

# পরিশিষ্ট -১

## ইমাম শাফে'য়ী (র.) -এর জন্য মাগফিরাত কামনা

*اللهم اغفر لـ (محمد بن ادريس الشافعى) وارفع درجته فى المهديين، واخلفه فى عقبه فى الغابرين - واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وافتح له فى قبره ونور له فيه .*

"হে আল্লাহ ! আপনি (মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস আশ-শাফে'য়ীকে) মাগফিরাত দান করো, যাঁরা হেদায়াত প্রাপ্ত, তাদের মাঝে তাঁর মর্যাদা উঁচু করে দাও, যাঁরা জীবিত রয়েছে তাদের মাঝ থেকে তাঁর জন্য প্রতিনিধি বানাও। হে সমগ্র জগতের প্রতিপালক, আমাদের ও তাঁর পাপ সমূহ ক্ষমা করে দাও ও তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তাঁর জন্য ইহা আলোকময় করে দাও। "[১] (মুসলিম শরীফ)

[১]. সাঈদ ইবনে আলী, হিসনুল মুসলিম, অনুবাদ, মো. এনামুল হক, (ঢাকা : আহমদ পাবলিকেশন-২০০৯) পৃ. ২০৩।

# পরিশিষ্ট -২

## ইমাম শাফে'য়ী ( রহ. ) -এর দেশ ভ্রমণের ভূচিত্র [১]

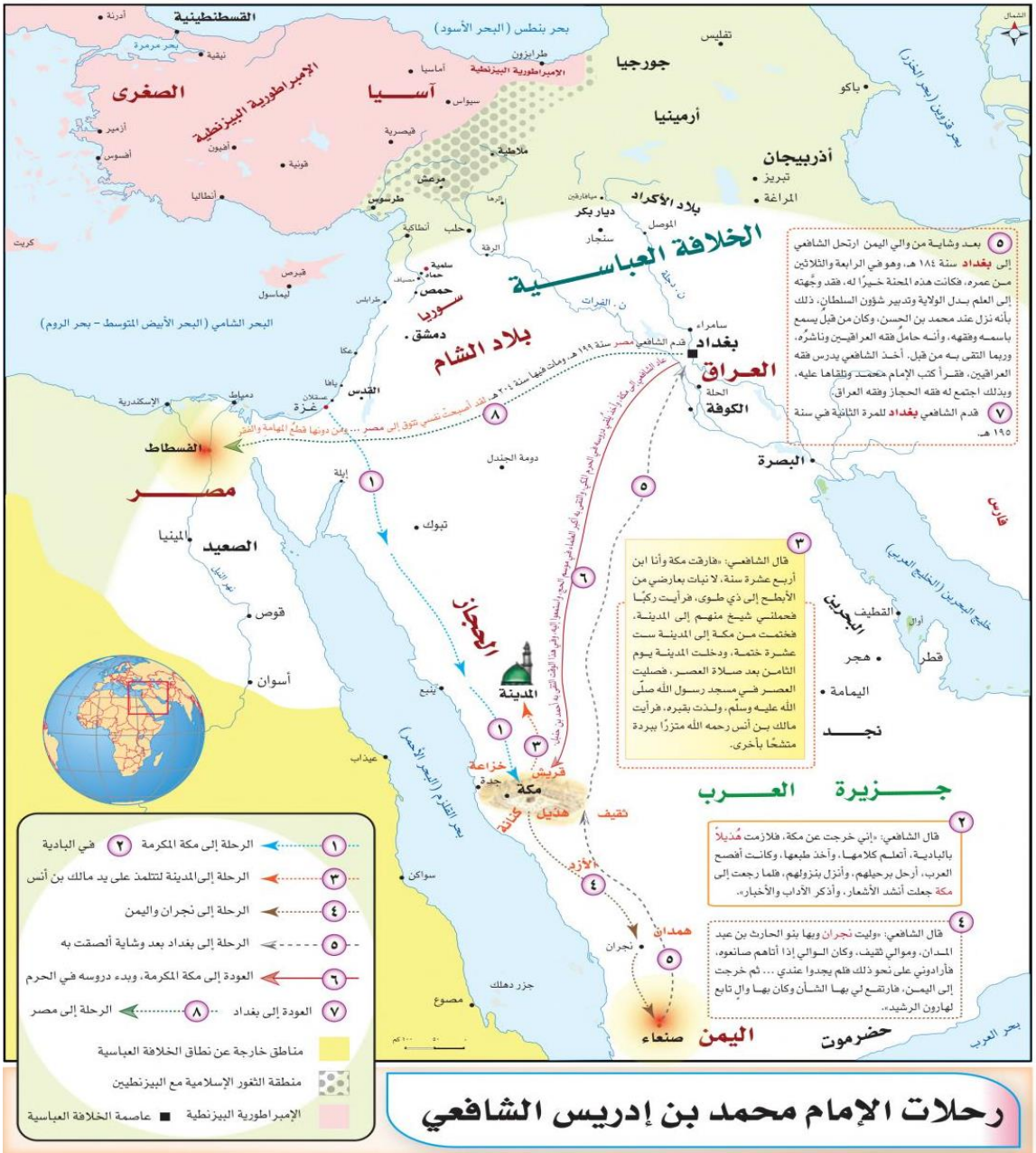


[১]. সামী ইবনে আব্দুল্লাহ , আতলাছ আল ফিরাক ওয়াল মাযাহিবি ফিত তারিখিল ইসলামী (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ, ২০১৭), পৃ.১।

## পরিশিষ্ট -৩

### আব্দুর রহমান মুস্তাবী রচিত দীওয়ানুল ইমাম আশ-শাফে'য়ী গ্রন্থের নমুনা চিত্র

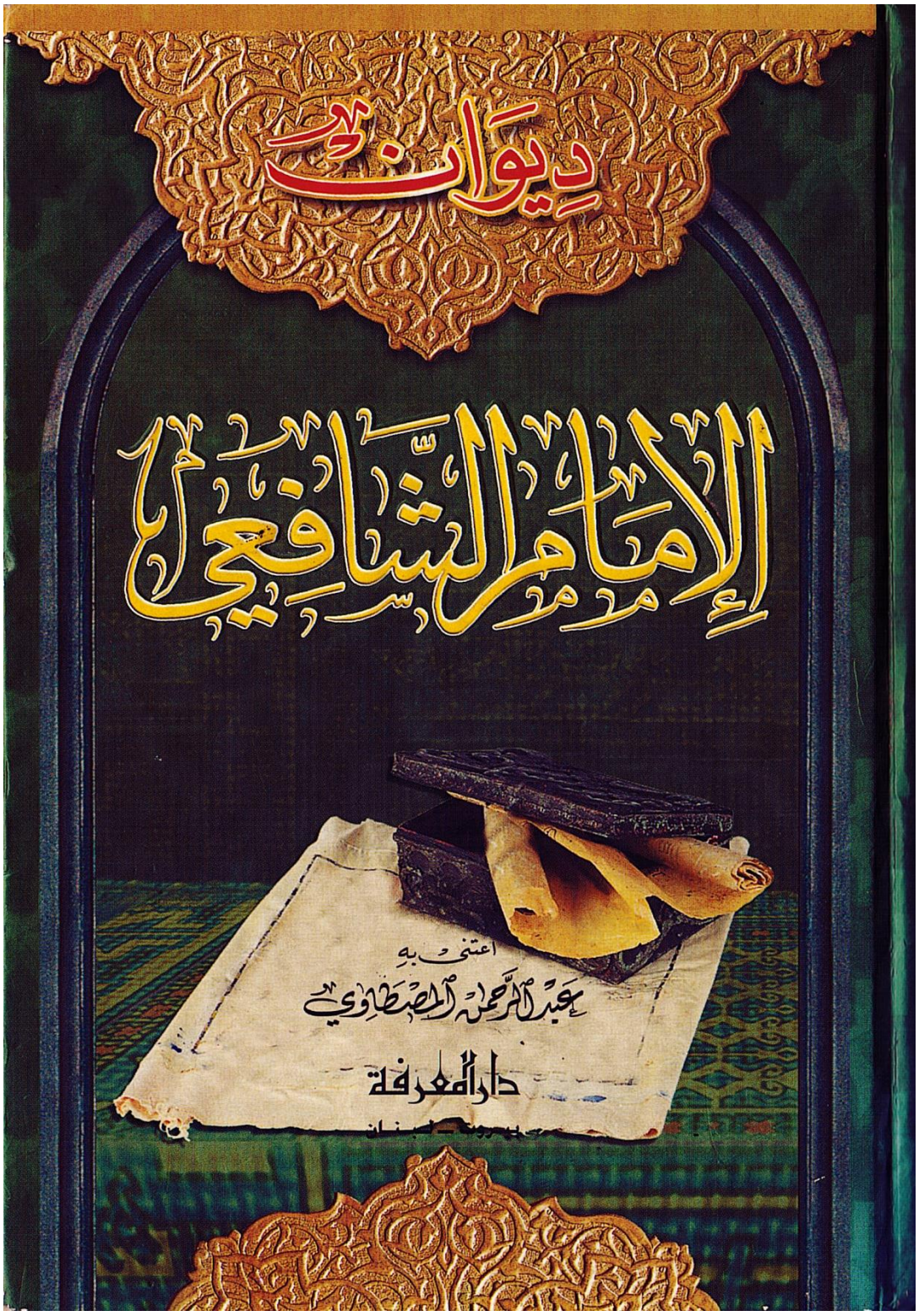

# قافيةُ الرّاء

## ثوب القنوع[1] [الطويل]

تَـدَرّعـتُ ثـوبـاً لـلـقـنـوعِ حَـصِـيـنـةً أَصُونُ بها عِرْضي وأجعلها ذُخْرا[2]
ولـم أحـذرِ الـدهـرَ الـخَـؤونَ فـإنَّـمـا قُصَارَاهُ أن يرمي بي الموتَ والفَقْرا
فـأعـددتُ لـلـمـوتِ الإلـهَ وعَـفْـوَه وأعددت للفقرِ التجلّدَ والصَّبْرا[3]

## المذلَّة كفر[4] [الخفيف]

أَمْـطِـري لُـؤْلُـؤاً جـبـالَ سَـرَنْـديـ ـبَ وفِـيْـضـي آبـارَ تـكـرورَ تِـبْـرا[5]
أنـا إنْ عِـشْـتُ، لـسـتُ أُعْـدَمُ قُـوتـاً وإذا مـتُّ لـسـتُ أُعْـدَمُ قَـبْـرَا
هِـمَّـتـي هِـمَّـةُ الـمـلـوكِ ونَـفْـسِـي نَـفْـسُ حُـرٍّ تَـرى الـمـذلَّـة كُـفْـرَا
وإذا مـا قَـنِـعْـتُ بـالـقـوتِ عُـمـري فـلـمـاذا أزُورُ زَيْـداً وعَـمْـرا؟!

---

(1) **المصدر**: مناقب الشافعيّ: الرازي، ص197.
(2) **تدرّعت**: لبست درعاً.
(3) **التجلُّد**: تكلّف الجَلَد؛ الصبر والقوة.
(4) **المصدر**: الجوهر النفيس، ص21. الأم، ص14.
(5) **سَرَنْديب**: هي سيرلانكا. **تكرور**: اسم موضع جنوب المغرب. **التِّبْر**: فتات الذهب قبل الصياغة.

● أرفعُ الناسِ قدراً مَنْ لا يرى قدره، وأكثرُ الناس فَضْلاً مَنْ لا يرى فضله[1].

● أشد الأعمال ثلاثة: الجودُ من قلّة، والورع في خلوة، وكلمةُ الحق[2].

● أصلُ العلم التثبت، وثمرته السلامة، وأصلُ الورع القناعة، وثمرته الراحة، وأصلُ الصبر الحزم، وثمرته الظفر، وأصلُ العمل التوفيق، وثمرته النُّجح، وغايةُ كلِّ أمرِ الصِّدق[3].

● أصلُ كلِّ عداوة الصنيعةُ إلى الأنذال[4].

● أظلمُ الظالمين لنفسه الذي إذا ارتفع جفا أقاربه، وأنكر معارفه، واستخفَّ بالأشراف، وتكبّر على ذوي الفضل[5].

● أظلم الظالِمين لنفسه مَنْ تواضع لمن لا يكرمه، ورغب في مودّة مَنْ لا ينفعه. وقيل: مَدَحَ مَنْ لا يعرفه[6].

● إعرابُ القرآن أحبُّ إليَّ من بعض حروفه[7].

● اقْبَلْ مِنِّي ثلاثة أشياء: لا تخوضَنَّ في أصحاب النبي ﷺ فإنّ خَصْمَكَ النبي ﷺ يوم القيامة، ولا تشتغلْ بالكلام فإنّي قد اطلعتُ مِنْ أهل الكلام على أمرٍ عظيم، ولا تشتغلْ بالنجوم فإنّه يجرُّ إلى التَّعطيل[8].

---

(1) **المصدر**: مناقب الشافعي، البيهقي: 2/ 201.
(2) **المصدر**: توالي التأسيس: ص137.
(3) **المصدر**: تاريخ مدينة دمشق: 51/ 408.
(4) **المصدر**: توالي التأسيس: ص135.
(5) **المصدر**: الانتقاء: ص99.
(6) **المصدر**: توالي التأسيس: ص135.
(7) **المصدر**: تاريخ مدينة دمشق: 51/ 374.
(8) **المصدر**: توالي التأسيس: ص138.

ড. ইমীল বদী‘ ই‘য়াকুব রচিত দীওয়ানুল ইমাম আশ-শাফে‘য়ী গ্রন্থের নমুনা চিত্র

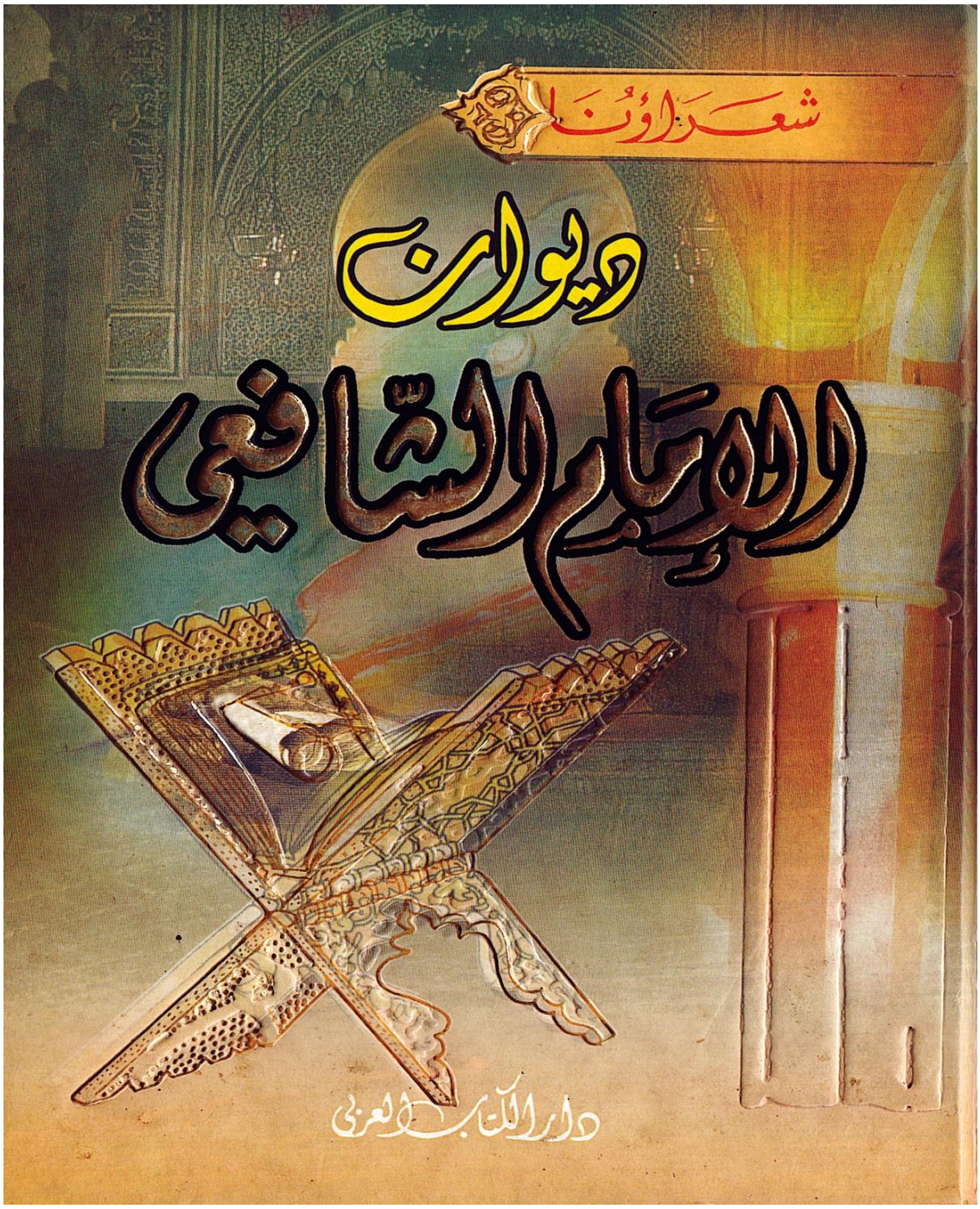

# قافية الضاد

## - ٨٢ -
## [الجود]

[من الطويل]:

١ - إِذَا لَمْ تَجُودُوا وَالأُمُورُ بِكُمْ تَمْضِي ... وَقَدْ مَلَكَتْ أَيْدِيكُمُ البَسْطَ وَالقَبْضَا
٢ - فَمَاذَا يُرَجَّى مِنْكُمُ إِنْ عَزَلْتُمُ ... وَعَضَّتْكُمُ الدُّنْيَا بِأَنْيَابِهَا عَضَّا
٣ - وَتَسْتَرْجِعُ الأَيَّامُ مَا وَهَبَتْكُمُ ... وَمِنْ عَادَةِ الأَيَّامِ تَسْتَرْجِعُ القَرْضَا

## - ٨٣ -
## [هكذا الصداقة]

قال الشافعيّ لصديق جفاه [من الخفيف](*):

١ - لَسْتُ مِمَّنْ إذا جَفاهُ أَخُوهُ ... أَظْهَرَ الذَّمَّ أو تَناوَلَ عِرْضا
٢ - بَلْ إذا صاحِبِي بَدا لي جَفاهُ ... عُدْتُ بالوُدِّ والوِصالِ لِيَرْضَى
٣ - كُنْ كَمَا شِئْتَ لي فَإِنِّي حَمُولٌ ... أَنا أَوْلَى مَنْ عَنْ مَساوِيكَ أَغْضَى

---

(١) **التخريج** ديوانه (يكن) ص ١١٥؛ وديوانه (الخفاجي) ص ٨٩.
(٢) **التخريج** ديوانه (يكن) ص ١١٦؛ وديوانه (الخفاجي) ص ٨٩.
(٣) **التخريج** ديوانه (يكن) ص ١١٦؛ وديوانه (الخفاجي) ص ٨٩.

---

(*) مناقب الشافعي ٢/١٠٨.
(١) **التخريج** دراسة فنّية في شعر الشافعي ص ٢٦٩؛ ومناقب الشافعي ٢/٨٠.
(٢) **التخريج** دراسة فنّية في شعر الشافعي ص ٢٦٩؛ ومناقب الشافعي ٢/٨٠.
(٣) **التخريج** مناقب الشافعي ٢/٨٠.

# পরিশিষ্ট -৪

## মিশরের কায়রোতে অবস্থিত  ইমাম শাফে'য়ীর মাজার ও প্রধান গেইট

Dhaka University Institutional Repository

# মিশরে  ইমাম শাফে'য়ীর মাজার

Dhaka University Institutional Repository

# গ্রন্থপঞ্জী

## প্রাথমিক তথ্যসূত্র :


- **আল ক্বোরআনুল কারীম**।
- আহমদ আশ- শিরবাসী, **আল আইম্মা আল আরবাআ'**, তা.বি.।
- লেখক বৃন্দ, **আল ইমাম আশ-শাফে'য়ী,** খ. ২, কুয়ালালামপুর : মানশুরা আল মুনাযযামা আল ইসলামিয়া, তা. বি.।
- শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আযযাহাবী**, সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা**, খ.১০, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালা, ১৯৯০ খ্রি.।
- ইবনে খাল্লিকান, **ওয়াফিয়াতুল আ'ইয়ান**, খ. ৪., বৈরুত : মানশুনা আল শরীফ, ১৯৭১ খ্রি.।
- আব্দুর রহমান মুস্তাবী, **দীওয়ানুল ইমাম আশ -শাফে'য়ী,** বৈরুত: দারুল মা'আরিফা, ৬ সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি.।
- আব্দুর গনী আদ দাক্বার, **মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস আশ শাফে'য়ী** , জিদ্দা: দারুল বাশীর,২০০৯খ্রি.।
- ড. শাওকী দ্বায়ফ, **আল ফাননু ওয়ামাযাহিবুহু ফী আল শি'র আল আরবী**, কায়রু : মাকতাবাতু আল দিরাসা আল আরাবিয়্যা, তা.বি. ১০খ. সংস্করণ।
- ড. মুস্তফা আল খিন,**আল ফিকহুল মানহাজী আলা মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফে'য়ী**, দামেশক: দারুল ক্বলম-১৯৯৬খ্রি.।
- মুহাম্মদ সামী পাশা আল বারুদী**, মুখতারাত**, মিশর : আল জারীদাহ প্রকাশনী,১৩২৯হি.।
- উমর ফাররুখ, **তারীখ আল আদাব আল আরবী**, বৈরুত : দার আল ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৮৫ খ্রি., ৫ম সংস্করণ, খ. ২।
- হান্নান আল ফাখুরী, **তারীখ আল আদাব আল আরাবী**, বৈরুত : দার আল জীল ১৯৮৬ খ্রি.খ. ১, ১ম সংস্করণ।
- আবূল ফরজ আল ইস্পাহানী, **কিতাব আল আঘানী**, মিশর : মাতবাআ আল তাকাদ্দুম, ১৯২৩খ্রি., খ. ৩।
- আল জাহিজ**, আল বায়ান ওয়া আত তাবয়ীন**, বৈরুত : মাকতাবা আল খানজী, তা.বি. ৫ম সংস্করণ।
- আহমদ হাসান যায়্যাত তারীখ, **আল আদাব আল আরাবী**, বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৯ খ্রি.।
- হান্না আল ফাখুরী, **আল জাসিফী, তারীখ আল আদাব আল আরাবী**, আল আদাব আল ক্বাদীম, বৈরুত : দার আর জলীল, ১৯৮৬ খ্রি.।
- জুরজী যায়দান,**তারীখুল আদাবিল আরাবী**, কায়রো: দারুল হিলাল, ১৯৫৭ খ্রি., খ. ১।

Dhaka University Institutional Repository


- আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, **শরহে আক্বীদা আল তাহাবী**, কায়রু : দারুল আক্বীদা,২০০৪ খ্রি. ।
- সালিহ বিন ফাওযান, **আল খুতাব আল মিম্বারিয়া** ,রিয়াদ: মাকতাবা আল মাআরিফ,১৯৯৯ খ্রি., খ.২ ।
- আবূ যাকারিয়া নববী, **রিয়াদুস সালেহীন**, কায়রো : দারুস সালাম, ২০০৯ খ্রি. ।
- আলী ইবনে সুলতান, **মিরকাত আল আশরাফিয়্যা**, তা.বি. খ.১ ।
- ইমাদ উদ্দীন ইবনে কাসীর, **তাফসীর আল কুরআন আল আযীম**, বৈরত : মাকতাব আল মা'আরিফ, ১৯৯৬ খ্রি., খ. ৪ ।
- ড. মুজাহিদ মুস্তফা বাহজাত, **দিওয়ানুশ শাফে'য়ী**, দামেশক : দারুল কলম, ১৯৯৯ খ্রি., ১ম সংস্করণ।
- আহমদ আমীন, **আল বালাগাতুল ওয়াদিহা,** দেওবন্দ: আল মাকতাবা আল আশরাফিয়া, তা. বি. ।
- হিকমত সালেহ, **দিরাসাতুন ফান্নিয়াতুন ফি শি'রিল ইমাম শাফে'য়ী**, মুসিল: মাতবা'আ জাহরা আল হাদিসা, ১৯৮৩ খ্রি. ।
- ড. ইমীল বদী' ই'য়াকুব, **দিওয়ানুল ইমাম আশ- শাফে'য়ী:** বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী, ২০১৩ খ্রি. ।
- আবুনসর আল ফারাবি, **কিতাবিল মুসিকিল কবীর**, কায়রো: দারুল কাতিবিল আরবী, তা.বি. ।
- মাহমুদ বারাকাত, **শি'রু ইবনে উসাইমিন দিরাসাহ ফিশ শাকলি ওয়াল মাদমূন**, কুয়েত:শিরকাতুল কাজিমা লিন নাশরি ওয়ালত তারজামাতি ওয়াত তাওঝি',১৯৮৫ খ্রি. ।
- আহমদ হাশেমী, **জাওয়াহিরুল বালাগাহ ফিল মাআ'নী ওয়াল বয়ান ওয়াল বাদী'**, কায়রো: মাকতাবুল আদব, ২০০৫ খ্রি. ।
- সাইয়্যেদ আহমদ হাশেমী, **মীযানুয যাহাবি ফি সিনা আতি শি'রিল আরাবি**, লেবানন: দারুল হেলাল, ১৯৭৯ খ্রি. ।
- মানাল মুহাম্মদ উবাইদ, **শি'রুল ইমাম আশ শাফে'য়ী:** দিরাসাতুন ফান্নিয়াতুল তাহলীলিয়্যাহ, গাযা, জামিউল আকসা, এম. এ.গবেষনা কর্ম,২০১৭ খ্রি. ।
- শায়খ নাসিফ আল ই-য়াজিয়ী, **মাজমাউল আদব ফি ফুনুনিল আরব বইরুত:** মাকতবাআ আল আমেরিকানিয়্যা, ১২তম সংস্করণ, ১৯৪৫ খ্রি. ।
- ড. আলী আল বদরী, **ইলমুল বয়ান ফিদ দিরাসাতিল বালাগাহ**, কায়রু: মাকতাবাতুন নাহজাহ আল মিসরিয়া, ১৯৮৪ খ্রি. ।
- ওমর বিন আলাবী, **আল বালাগাহ**, বৈরুত: দারুল মানহাজ,২০০৩ খ্রি. ।
- আব্দুর রহমান আল কাযবিনী,**আত তালখীস ফী উলূমিল বালাগাহ**, দারুল ফিকরিল আরবী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩২ খ্রি. ।

- ড. আব্দুল কাদির হাসান, **ফাননুল বাদী'**, বৈরুত: দারুশ শুরুক, তা. বি.।
- .ড. ইজ্জাহ মুহাম্মদ জাদ্দওয়া' **,মূসিকিশ শি'রিল আরাবী**, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রাশদ - ২০১১ খ্রি.।
- মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব, **মুখতারুস সিহাহ**, বৈরুত: মাকতাবাতুল লুবনান, ১৯৮৭ খ্রি.।
- জালালুদ্দিন সুয়ূতী, **আল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন**, খ, ৩, সংস্করণ ২য়, রিয়াদ: মাকতাবা নাযার মস্তফা আল বায, ১৯৯৮ খ্রি.।
- আহমদ মুস্তফা আল মুরাগী, **উলূমুল বালাগাহ**, ৪র্থ সংস্করণ, বৈরুত: দারুল কুরআনিল কারীম, ১৯৮২ খ্রি.।
- মুহাম্মদ ইব্রাহীম ছালীম, **দীওয়ানুল ইমাম আশ শাফেয়ী** (আল জাওহারুন নাফিছ) কায়রু: মাকতাবাতু ইবনে সীনা তা.বি.।
- আব্দুর রহমান কাজভীনী, **আত তালখীস ফি উলূমিল বালাগাহ**, বৈরুত: দারুল ফিকরিল আরবী, তা. বি. ।
- মুহাম্মদ আবুজাহরা,**আশ শাফে'য়ী**,আল মদীনা:দারুল ফিকরিল আরবী, ১৯৭৮ খ্রি.।
- ড. আব্দুল আজীজ আতীক, **ইলমুল ম'আনী**, বৈরুত: দারুন নাহজাহ আল আরবী, ২০০৯ খ্রি.।
- মুআহিবাহ বুতরান আল জাইলী, **আল আলাম: দিরাসাতুন তাতবিকিয়্যাতুন ফী দীওয়ানে ইমাম আশ-শাফে'য়ী**, বি.এ. অনার্স অ্যাসাইনমেন্ট,বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সুদান,২০১৪ খ্রি.।


**দ্বৈতীয়িক তথ্যসূত্র :**


- **ইসলামী বিশ্বকোষ**, ইংরেজী, ঢাকা : ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্ককরণ, ১৯৮৬ খ্রি.।
- আ.ত.ম. মুসলে উদ্দীন, **আরবী সাহিত্যের ইতিহাস**, ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রি.।
- ড. মুহাম্মদ ফযলুর রহমান**, আরব মনীষা**, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী ,২০০৩ খ্রি.।
- শেখ গোলাম মুহী উদ্দীন, সম্পাদনায় মুফতী মুহাম্মদ নরুদ্দীন**, কিতবুস সালেহীন**, ঢাকা : দারুত তানফীয়, ২০০৪।
- মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ***মুহাম্মদ ইবন উসাইমিন-এর কবিতা:বিষয় ও প্রকরণ বিশ্লেষণ*, (অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ**,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,বাংলাদেশ, ২০১৬খ্রি)।
- ড. খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, **এহইয়াউস সুন্নাহ**, ঝিনাইদহ : আস সুন্নাহ পাবলিকেশন, ২০০৬ খ্রি.।
- মাও. আব্দুর রহীম, **সুন্নাহ ও বিদা'য়াত**, ঢাকা ; খায়রুন প্রকাশনী ২০০৬ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository


- ড. মোহাম্মদ ফযলুর রহমান, **আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান**, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.।
- মোস্তফা ওয়াহীদুজ্জামান ,**চার ইমামের জীবনী**, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী,২০০৯ খ্রি.।
- মো. শামসুল হক**, চার ইমামের জীবনী**, ঢাকা : সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০০৭ খ্রি.।
- সম্পাদনা পরিষদ, **ইসলামী বিশ্বকোষ**, খ. ২৩, ঢাকা : মদীনা বুক হাউস,২০০৯ খ্রি.।
- এ.এম.এম. আব্দুল গফুর চৌধুরী**, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত**, তা. বি.।
- ড. আবূ বকর সিদ্দীক, **এ্যা ক্রিটিক্যাল স্টাডি অব আবূ মানসূর আল সা'লাবি কন্ট্রিবিউশন টু এ্যারাবিক লিটারেচার;** ড. সিরাজুল হক কৃত মুখবন্ধ।
- ক্লিম্যান হুয়ার্ট, **এ্যা হিস্ট্রি অব এ্যারাবিক লিটারেচার**, লন্ডন : ডার্ফ পাবলিসার্স লি, ১৯৮৭ খ্রি.।
- সাইয়্যিদ আহমদ কাসেমী, **দুরুসুল বালাগাহ**, ঢাকা: ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা. বি.।
- মো. হাসান আলী চৌধুরী, **ইসলামের ইতিহাস**, ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৮৯ খ্রি., ২য় সংস্করণ।
- আহমদ আলী, **আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস**, চট্টগ্রাম : আল আকিব প্রকাশনী-২০০৪ খ্রি.।
- লুৎফুর রাহমান**, চার ইমামের জীবনী**,ঢাকা: মদীনাবুক হাউস-২০০৯ খ্রি.।
- অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, **আরবী অলঙ্কার ও ছন্দ প্রকরণ** , কলিকাতা-১৭: বাণী মনযিল, ১৯৭৬খ্রি.।